BanglaBook.org

নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক

ডরিস লেসিং

দ্য গ্র্যাস ইজ সিংগিং

অনুবাদ : ড. মোঃ মামুনুর রহমান

ড রি স লে সি ং

দ্য গ্র্যাস ইজ সিংগিং

আফ্রিকার রোডেশিয়ার পটভূমিতে লেখা The Grass is Singing (*তৃণের গীতি*) উপন্যাসটিতে একজন শ্বেত বসতিস্থাপনকারী এবং তাঁর স্ত্রী ও কৃষ্ণাঙ্গ গৃহভৃত্যের জীবনের বিয়োগান্তক কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। হতদরিদ্র শ্বেতাঙ্গ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মেরি শৈশব থেকেই দুঃখ-কষ্ট নিয়ে মানুষ হয়েছিল। জীবনে সুখ কাকে বলে তা তার জানা ছিল না বরং বাবা-মায়ের মধ্যে নিরন্তর ঝগড়া-বিবাদ দেখে বিয়ে সম্পর্কেই তার মধ্যে একটা নেতিবাচক ধারণার জন্ম নিয়েছিল। লেখাপড়া ও চাকরিসূত্রে বাড়ির বাইরে থেকে সে কিছুটা সুখ অনুভব করেছিল। পরে বাবা-মা মারা গেলে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে সে জীবনটাকে উপভোগ করছিল। কিন্তু বাধ সাধল তারই বান্ধবীরা যারা সে অবিবাহিত থাকার কারণে তাকে চোখের আড়ালে সমালোচনা করতে লাগল। সেই সময়েই তার পরিচয় হলো ডিকের সাথে যে নিজেও নিঃসঙ্গতা ঘুচানোর জন্য একজন মেয়ে খুঁজছিল। তাদের বিয়ের পরে মেরি ডিকের খামারে এসে দেখল প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির মাঝে বিস্তর ফারাক। চরম দারিদ্র্য, হতাশা এবং গরমের অত্যাচারে পাগল-প্রায় মেরি আগেকার সব ধ্যান-ধারণা বাদ দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ মোজেজের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলল, যার পরিণতিতে ডিক তার খামার হারাল এবং মেরি হারাল তার জীবন।

ড. মোঃ মামুনুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৬ শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ আতাউর রহমান এবং মাতা মোছাঃ হামিদা বেগম। ১৯৯০ সালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচ. এস. সি তে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে ইংরেজিতে বি.এ (অনার্স) এবং এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি উক্ত বিভাগের অধ্যাপক। ইতিমধ্যেই তিনি এম. ফিল., পি.এইচ.ডি এবং পোস্ট-গ্রাজুয়েট রিসার্চ (জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে) সম্পন্ন করেছেন। অধ্যাপনা জীবনের শুরু থেকেই তিনি লেখালেখির সাথে যুক্ত আছেন। এ পর্যন্ত তাঁর বেশ কয়েকটি বই এবং অসংখ্য প্রবন্ধ ও ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়েছে।

উপন্যাস

ফ্রেন্ডস বুক কর্নার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক

ডরিস লেসিং

দ্য গ্র্যাস ইজ সিংগিং

(তৃণের গীতি)

নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক

ডরিস লেসিং

দ্য গ্র্যাস ইজ সিংগিং

(তৃণের গীতি)

অনুবাদ

ড. মোঃ মামুনুর রহমান

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ফ্রেন্ডস বুক কর্নার

দ্য গ্র্যাস ইজ সিংগিং

প্রথম প্রকাশ
মে ২০১৫

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক

সতর্কতা
প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এই বই সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ হুবহু কিংবা পরিবর্তন করে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে ফটোকপি, মুদ্রণ কিংবা প্রচার করা নিষিদ্ধ।

প্রকাশক
ফ্রেন্ডস বুক কর্নার
১৭ রাফিন প্লাজা (৩য় তলা) ৩/ বি মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৫ বলাকা সিনেমা হল সংলগ্ন
ফোন : ৯৬৬৪৮৭১

বর্ণ বিন্যাস : ফ্রেন্ডস বুক কর্নার

মূল্য : ১৫০.০০

মুদ্রণ : নোভা প্রেস

ISBN: 984-70020-0437-4

Doris Lessing: ***The Grass is Singing*** Translated by Dr. Md. Mamunur Rahman, Published by Friends' Book Corner 17 Rafin Plaza (2nd Floor) (adjacent to Balaka Cinema Hall) 3/B Mirpur Road Dhaka-1205 Bangladesh.

উৎসর্গ

মা ও বাবাকে

অনুবাদকের কথা

ডরিস লেসিংয়ের কালজয়ী উপন্যাস *তৃণের গীতি* (*The Grass is Singing*) প্রকাশকাল থেকেই পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। সাহিত্যতত্ত্বের বিচারে উপন্যাসটির আবেদন বহুমুখী কারণ এখানে একইসাথে উত্তর-ঔপনিবেশিক, নারীবাদী, পরিবেশবাদী ও মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ইতোমধ্যেই উপন্যাসটি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং অনেক গবেষকের গবেষণার উপাদান সরবরাহ করেছে। এই বিষয়গুলোই আমাকে উপন্যাসটির অনুবাদে অনুপ্রাণিত করেছে।

উপন্যাসটির অনুবাদ করতে যেয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থায় আমার যেসকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ মাস্টার্সের অনুবাদ প্রজেক্টে আমাকে সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন তাঁদের কথা প্রতিটি মুহূর্তে মনে পড়েছে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত আবু তাহের মজুমদার স্যার, প্রয়াত কাউসার স্যার, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস স্যার, আহমেদ রেজা স্যার এবং মনিরুজ্জামান স্যার। এমনকি এই উপন্যাসটি অনুবাদের ক্ষেত্রেও সময়ে-অসময়ে খালিকুজ্জামান ইলিয়াস স্যারের শরণাপন্ন হয়েছি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দেশবরেণ্য অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় স্যার আবুল আহসান চৌধুরী বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এবং বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহিনুর রহমান স্যার বইটি প্রকাশে যেভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং তাগাদা দিয়েছেন তা সারাজীবন মনে রাখার মতো। এছাড়াও আমার সহকর্মীদের মধ্যে অধ্যাপক সালমা সুলতানা, অধ্যাপক রাশিদুজ্জামান, জুয়েল, ইয়াকুব, শোয়েব এবং সুইটি আপার শুভেচ্ছামণ্ডিত উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার পরিবারের সদস্য এ্যানি, নির্ঝর ও তরি এই উপন্যাসটি অনুবাদের জন্য আমাকে যেভাবে সময়ের কাছে নিবেদন করেছিল সেটা ভুলবার নয়।

বইটি প্রকাশনা ও মুদ্রণের সুযোগ করে দেবার জন্য ফ্রেন্ডস্ বুক কর্নারের নূর আলম চৌধুরী ভাই, বাশার ভাই এবং সুমনকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

তৃণের গীতির মতো উপন্যাসের অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক শব্দ ও বাক্যাংশের বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পেতে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞজনদের পরামর্শকে কাজে লাগিয়েছি। এ ব্যাপারে পাঠকদের পরামর্শগুলোকে পরবর্তী মুদ্রণে স্বাগত জানাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়ে গেলাম।

ড. মোঃ মামুনুর রহমান
ইংরেজী বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সূচিপত্র

ভূমিকা

লেখকের জীবন ও কর্ম ১১

পটভূমি ১২

ঔপনিবেশিকতাবাদ ১৩

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাচ্যবাদ ১৪

লিঙ্গবৈষম্য ও *তৃণের গীতি* ১৫

শ্রেণি বৈষম্য ১৮

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আলোকে মেরির চরিত্র ১৯

অন্যান্য চরিত্রসমূহ ২২

দ্য গ্র্যাস ইজ সিংগিং (মূল উপন্যাস) ২৯

পাদটীকা ২৫১

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভূমিকা

লেখকের জীবন ও কর্ম

ডরিস লেসিং ছিলেন একজন প্রোথিতযশা বৃটিশ ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার ও ছোটোগল্পকার। তিনি ১৯১৯ সালের ২২ অক্টোবর ইরানের (তৎকালীন পারস্য) কারমানশাহ্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুবরণ করেন লন্ডনে ২০১৩ সালের ১৭ নভেম্বর। তার বাবা-মা ছিলেন বৃটিশ নাগরিক। পারস্যে জন্মগ্রহণ করলেও লেসিং শৈশবের বেশিরভাগ সময়টা, অর্থাৎ ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, দক্ষিণ রোডেশিয়ায় (বর্তমানে জিম্বাবুয়ে) বাবার তিন হাজার একরের ভুট্টার খামারে কাটান। পরে তিনি ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ইংল্যান্ডের স্যালিসব্যারির ডোমিনিকান কন্‌ভেন্টে লেখাপড়া করার পর তিনি যথাক্রমে নার্স, টেলিফোন অপারেটর, গাড়ি চালক ও স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করেন।

তবে প্রথম থেকেই তিনি লেখক হবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করতেন। সেই সতেরো বছর বয়স থেকেই তার লেখা ছোটোগল্প এবং কবিতা দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হতে থাকে। *তৃণের গীতি (The Grass is Singing)* তার প্রথম উপন্যাস যেটা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হবার সাথে সাথে পাঠক ও সমালোচকদের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে, উপন্যাসটিকে বিংশ শতাব্দীর মাস্টারপিস্‌গুলোর একটি বলে গণ্য করা হয়। পরে মূলত আত্মজীবনীমূলক তার পাঁচটা উপন্যাস প্রকাশিত হয়, যেগুলোর সমষ্টিগত নাম হলো *Children of Violence*। উপন্যাসগুলোতে তিনি তাঁর নিজের জীবনের

ঘটনাবলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন, সেই সাথে সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে তিনি তাঁর আপোষহীন ভূমিকা ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসগুলোর প্রথমটা প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে *Martha Quest* শিরোনামে। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত তাঁর *The Golden Notebook* শিরোনামের উপন্যাসে তিনি পুরুষশাসিত সমাজে একজন স্বাধীনচেতা নারীর সমস্যাবলি, বিশেষত স্বাধীন যৌন-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সমস্যা তুলে ধরেছেন। ১৯৭০ এর দশকে তাঁর লেখায় বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী আর. ডি. লায়াঙ-এর প্রভাব এবং একই সাথে সুফিবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত *The Memoirs of Survivor* নামক গ্রন্থে লেসিং সমাজবাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও এর সাথে পৌরাণিক গল্প এবং অলীক কল্পনার উপাদান যোগ করেছেন। ১৯৭৯ এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে *Canoplus in Argos: Archives* নামক শিরোনামে তার পাঁচটি উপন্যাসের আরেকটি সিরিজ প্রকাশিত হয়। ২০১৩ সালে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর লেখনী অব্যাহত রাখেন।

সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য লেসিং বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০০১ সালে তিনি ডেভিড কোহেন পুরস্কার লাভ করেন, ২০০৭ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান এবং ২০০৮ সালে *দ্য টাইমস* এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ পঞ্চাশ জন বৃটিশ লেখকের তালিকায় স্থান পান।

পটভূমি

আগেই বলা হয়েছে লেসিং তাঁর জীবনের প্রথমভাগ কাটান দক্ষিণ রোডেশিয়ায়। সেই সুবাদে বর্ণবাদের নগ্ন ছোবল সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। লেসিং উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে রোডেশিয়ার নাম উল্লেখ করলেও এর বিকল্প হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা নামটিও ব্যবহার করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের বসতি স্থাপনের ফলে সেখানে বর্ণবাদের করাল থাবা কীভাবে হানা দিয়েছিল সেটার বর্ণনা রয়েছে এই উপন্যাসে। আসলে লেসিং যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন সেটা সমগ্র আফ্রিকা এমনকি পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশেও উপনিবেশ স্থাপনের অবধারিত ফলাফল হিসাবে বর্ণবাদের উৎপত্তি ও প্রচলন সম্পর্কে একটা কার্যকর ধারণা প্রদান করে।

BanglaBook.org

উপন্যাসের ঘটনাবলির সময়কাল হলো বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। লেসিং অন্যান্য ঘটনার সাথে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভুট্টার দাম বেড়ে যাওয়ায় অনেকের রাতারাতি বড়োলোক হবার কথাও বর্ণনা করেছেন।

তবে বর্ণবাদই উপন্যাসের একমাত্র মূল উপজীব্য না। ডরিস লেসিং এর সাথে নারী বৈষম্য, রাজনীতি, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। এছাড়া উপন্যাসটিতে শহর ও পল্লি এলাকার পার্থক্য এবং মানুষের জীবনে স্বপ্নের ভূমিকার উপর জোর দেয়া হয়েছে। লেসিং তাঁর নিজস্ব ধরন অনুসারে অন্যান্য উপন্যাসের মতো এখানেও কিছুটা গোয়েন্দা কাহিনির আদলে গল্পটা শুরু করেছেন এবং ধীরে ধীরে ঘটনার মূলসূত্র উন্মোচন করেছেন। উপন্যাসের চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও লেসিংয়ের স্বকীয়তা আনয়ন করেছে।

ঔপনিবেশিকতাবাদ

একটা অজানা দেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করাটা ইউরোপীয় বীরত্বের ধারণার অংশ হলেও, উপনিবেশবাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল অর্থনৈতিক শোষণ, এই শোষণের প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে তার একটা পরিষ্কার চিত্র আমরা পাই এই উপন্যাসে। উপনিবেশ স্থাপন সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই বড়ো বড়ো সব ভ্রমণকারী ও উপনিবেশ স্থাপনকারীদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়, যেটা আবার পরবর্তীতে পাঠ্যপুস্তকে পড়ানো হয়। টনি ইংল্যান্ড থেকে যে বইগুলো এনেছিল সেখানে *রোডজ্ এবং তার প্রভাব*, *রোডজ্ এবং আফ্রিকার স্পিরিট: রোডজ্ এবং তার মিশন* নামের বইগুলোও ছিল। ঐ ভ্রমণকারীর নাম দেখেই মেরি চিনতে পেরেছিল কারণ স্কুলজীবনে সে তার সম্পর্কে লেখাপড়া করেছিল।

আফ্রিকা মহাদেশের পটভূমিতে বলা যায় সাম্রাজ্যবাদীরা এখানে অর্থনৈতিক শোষণ করত প্রধানত দুইটি উপায়ে, এক, সোনা এবং মূল্যবান ধাতুর খনি আবিষ্কার করে তা আহরণের মাধ্যমে, এবং দুই, মাইলের পর মাইল জুড়ে থাকা বিস্তীর্ণ ভূমিতে বড়ো বড়ো খামার স্থাপন করে সেখানে সস্তা শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করে অল্প সময়ে প্রচুর মুনাফা করার মাধ্যমে। উপন্যাসটিতে সোনার খনির কথাটা উঠে এসেছে বারবার। খনিতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে খুব দ্রুত বড়োলোক হওয়া যায়। চার্লি স্লাটারের ধনী হবার কারণ ছিল তার সোনার খনির বিনিয়োগ।

যেহেতু ফসলের উৎপাদন অনেকটাই আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে, কাজেই খামারের সাফল্য কিছুটা অনিশ্চিত। তবুও খামারকর্মও উপনিবেশবাদীদের জন্য দ্রুত বড়োলোক হবার একটা প্রধান সোপান। অন্য সবকিছু বাদ দিলেও সস্তা ভূমি এবং শ্রমিক ব্যবহার করে যে লাভ করা যায় সেটা সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাচ্যবাদ

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে বর্ণবাদ থেকে নিংড়ানো কিছু ধারণা কাজ করত, যেটার বিশদ বর্ণনা পাই আমরা এডওয়ার্ড সাঈদের লেখা *প্রাচ্যবাদ* (*Orientalism*) বইয়ে। প্রথমত: পশ্চিমা সাদারা কালোদেরকে মানুষের কাতারে ফেলত না, কালোরা যেন বিবর্তনের ধারায় পূর্ণাঙ্গ মানুষের পর্যায়ে পৌঁছায়নি, সাদাদের পর্যায়ে যেতে হলে তাদেরকে বিবর্তনের গতির দিকে অসহায় চাহনি দিয়ে বসে থাকতে হবে। বিবর্তনের ধারায় তারা এখনও যেন পশুদের কাছাকাছি, মেরি মোজেজের শরীর থেকে একধরনের পশুবৎ গন্ধ পেত। কালোদের সম্পর্কে এই নিচু ধারণা থেকেই তারা কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের সাথে পশুর মতো ব্যবহার করত। তাদেরকে ইচ্ছেমতো মারধর করত–চার্লি একাধিকবার কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদেরকে মারধর করেছে, একজনকে হত্যা করে মাত্র বিশ পাউন্ড জরিমানার বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেয়েছে। আবার, বলা যায় কোনো কারণ ছাড়াই মেরি মোজেজকে চাবুক দিয়ে আঘাত করে। যেমনটি লেখক বলেছেন, "বাস্তবে মালিক-চাকর সম্পর্কের বাইরে আর কোনোভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হতো না। মানুষ হিসেবে তাদের নিজস্ব জীবণধারার সাথে মিলিয়ে তাদেরকে জানার চেষ্টা কেউ করত না"। কালোদেরকে শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাদের উপর চালানো হতো অমানবিক নির্যাতন। তাদেরকে রাস্তাঘাট থেকে জোর করে তুলে নিয়ে ক্রীতদাসের মতো বিক্রি করে দেয়া হতো। একবার বিক্রির চুক্তি হয়ে গেলে তাদের আর পরিত্রাণ পাবার কোনো সুযোগ ছিল না।

শ্বেতাঙ্গ মানসিকতায় কৃষ্ণাঙ্গরা ছিল জাতিগতভাবেই অসভ্য, অমার্জিত, কর্মবিমুখ এবং অপরাধপ্রবণ। তারা যেন সবসময় খুন, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কোনো একজন কৃষ্ণাঙ্গ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটালেও শ্বেতাঙ্গরা সেটাকে তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলে জাহির করতে থাকে। এজন্যই যখন মেরি মোজেজের দ্বারা খুন হয় তখন শ্বেতাঙ্গরা ধারণা করে যে সে মূল্যবান জিনিসপত্রের

লোভেই এই কাজটা করেছে। যেমনটি লেখক বলেছেন, "সে গুরুত্বহীনই বটে, সে ছিল অপরিবর্তনীয়, একজন কালো মানুষ যে সুযোগ পেলেই চুরি, ধর্ষণ অথবা হত্যা করবে"।

শ্বেতাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেই এই দেশের শ্বেতাঙ্গ রীতির সাথে 'অভ্যস্ত' হয়ে যায়। এই অভ্যস্ত হবার মানেই হলো সাদাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করা, যার মধ্যে কালোদেরকে অত্যাচার নির্যাতন করার ব্যাপারটাও থাকে। "কারণ সমাজের একজন গ্রহণযোগ্য সদস্য হতে হলে বর্ণ বৈষম্যের অতি সূক্ষ্ম তারতম্য এবং তাৎপর্যের মধ্যে বাস করতে হবে যার অর্থই হলো অনেক কিছুই মুখ বুজে মেনে নেয়া . এই শ্বেতাঙ্গ সভ্যতা কখনই একজন কালো মানুষের সাথে একজন শ্বেতাঙ্গ, বিশেষত শ্বেতাঙ্গ মহিলার কোনো প্রকার মানবিক সম্পর্ক আছে সেটা মেনে নেবে না, তা সে "ভালো কারণেই হোক আর খারাপ কারণেই হোক"। অথচ লেখক বলেছেন এই দেশের কোনো এলাকায় একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বাস করলেও আশপাশের অনেক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা তার যৌন লালসার শিকার হয়।

লেসিং দেখিয়েছেন যে কৃষ্ণাঙ্গরাও মানুষ, শ্বেতাঙ্গরা তাদের সম্পর্কে যে বাজে ধারণাগুলো করে সেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। মেরি যখন ডিককে বলে যে কালোদের শরীর থেকে বিকট গন্ধ বেরোয় তখন ডিক বলে, "তারা বলে যে আমাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়।" বুড়ো স্যামসন একদিন ডিককে বলেছিল, "তোমরা বল যে আমাদের শরীর থেকে গন্ধ বেরোয়, কিন্তু আমাদের কাছে সাদাদের শরীরের গন্ধের চেয়ে খারাপ আর কিছুই নেই"। শ্বেতাঙ্গরা নিজেরা অমানবিক আচরণ করত অথচ কালোদের উপর সব অমানবিক আচরণের দোষ চাপিয়ে দিত। এইভাবে লেসিং প্রমাণ করেছেন যে বাস্তবতা বিচারের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হতে পারে।

লিঙ্গবৈষম্য ও তৃণের গীতি

উপন্যাসটির আরেকটা প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো লিঙ্গবৈষম্যের ভিত্তিতে পুরুষ আধিপত্য ও নারী শোষণ। পুরুষ আধিপত্যের ক্ষেত্রে কালো-সাদা খুব একটা পার্থক্য নেই–দুই সমাজেই এটা প্রচলিত। খামার গড়ার প্রথম দিকে দেখা যায় চার্লি স্লাটার তার স্ত্রীকে অমানুষিকভাবে খাটাত এবং তার সাথে কঠোর আচরণ করত। সাদারা কালোদেরকে কীভাবে পরিচালনা করে সেটা যেমন তাদের দক্ষতা

নির্দেশ করে, তেমনি সাদা হোক কালো হোক পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদেরকে কীভাবে চালাল সেটাও তাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা নির্দেশ করে।

উপন্যাসটিতে লেসিং নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত বৈষম্য ও ভুল ধারণাগুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যেমন, একটা প্রচলিত ধারণা হলো মহিলারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশি কথা বলে। "তার সাথে খ্যাচখ্যাচ করত, তাই না? এই দেশে মহিলারা এই খারাপ কাজটা করেই থাকে। তাই না, স্লাটার?" কণ্ঠটা ছিল সহজ, অন্তরঙ্গ আর ঘরোয়া। "মেয়েলোকটা আমাকে পাগল করে দিল" এই ভাবখানাই এই দেশে প্রচলিত। আরেকটা প্রচলিত ধারণা হলো মেয়েরা ক্ষমতার ব্যবহার জানে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে। এমনকি এই শ্বেতাঙ্গশাসিত সমাজেও কালোরা শ্বেত মহিলাদের সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করে এবং তাদের আদেশ মেনে নিতে চায় না। "নিগ্রোদেরকে চালানোর জন্য একজন পুরুষের প্রয়োজন হয়" চার্লি বলল। "মেয়েমানুষ তাদেরকে আদেশ করছে এই বিষয়টা নিগ্রোদের চিন্তারও বাইরে। তাদের মেয়েমানুষদেরকে তারা জায়গামতো রেখে দিয়েছে," সে হেসে উঠল।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিষয়টা কার্যকরভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মেরির জীবন থেকে। সেই শৈশব থেকে সে দেখে এসেছে বাবা-মার মধ্যে ঝগড়া। তার বাবা বারে বসে মদ খেয়ে টাকাপয়সা নষ্ট করত, আর সংসার চালাতে তার মাকে হিমশিম খেতে হতো। মেরি দেখেছিল তার মা এতটাই নিপীড়িত ছিল যে সে আক্ষরিক অর্থেই মৃত্যু কামনা করত। তার মা তার বাবাকে অপছন্দ করলেও তার সাথে যৌন সম্পর্কে বাধ্য হয়েছে। এই দৃশ্যটা মেরির মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে একটা স্থায়ী ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। মায়ের প্রতি বাবার আচরণ দেখে মেরি শুধু বাবাকে নয়, বরং পুরুষ জাতিকেই ঘৃণা করতে শিখেছিল, বিয়ের প্রতি তার প্রবল অনীহার কারণও ছিল এটা। যখনই তার বিয়ের কথা মনে হতো, তখনই সে দেখতে পেত তার বাবা রক্তচক্ষু নিয়ে ঘরে ফিরছে। মায়ের মৃত্যুর পর সে বাবার সাথে থাকত না এবং কোনোরকম যোগাযোগও রাখত না, এইভাবে সে তার মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিত।

তবে নারী-পুরুষ সম্পর্ক নির্ণয়ে লেসিংয়ের অবস্থানকে অতটা চরমপন্থি বলা যায় না। লেসিংয়ের মতে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক, তাদের মধ্যে একটা সুস্থ ও মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠল কি না, সেটাই মূল বিষয়। মেরির আচরণ ও মনোভাব বিশ্লেষণ করলে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যেমনটা লেখক বলেছেন, মেরি তার মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে এক রসকষহীন নারীবাদ পেলেও তার কোনো অর্থ অন্তত মেরির নিজের জীবনে ছিল না, কারণ একজন সাধারণ রেলওয়ে কর্মকর্তার এমন এক মেয়ে হিসেবে সে

যথেষ্ট স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপন করত। পুরুষদের সে কোনো আমলে নিত না। সে মেয়েদেরকে বলত, "পুরুষ মানুষ! তারাই সব মজা উপভোগ করে।" মায়ের মৃত্যুর পর বাবার সংশ্রব ত্যাগ করে সে যেন তার মায়ের কষ্টের প্রতিশোধ নিচ্ছিল। তবে তার মনে কখনও একথা উদয় হয়নি যে তার বাবাও হয়ত কষ্ট করেছে। যদি কেউ এধরনের ইঙ্গিত করত, তাহলে সে প্রতিবাদ করে বলত, "কীসের কষ্ট?" "সে একজন পুরুষ, তার যা ইচ্ছা তাই করতে পারে"।

তবুও বাস্তবতা হলো এই যে অফিস এবং ক্লাবের বাইরে মেরির জীবন সম্পূর্ণভাবে পুরুষ-নির্ভর ছিল। সে তার পুরুষ বন্ধুদের সাথে মিশত, যারা তার সাথে বোনের মতো আচরণ করত এবং তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেত। লেসিং এই ব্যাপারটার উপর জোর দিয়েছেন যে পুরুষ শাসনের প্রকৃতিটা সমাজে এমনই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত যে ইচ্ছা করলেই তা ভাঙা যায় না। মূলত সমাজে প্রচলিত যে কোনো আধিপত্যবাদী আদর্শগুলো এমনভাবে কাজ করে যে যারা আধিপত্যের শিকার হয় তারা পর্যন্ত ঐ আদর্শকে স্বাভাবিক, প্রচলিত এবং অবশ্যপালনীয় বলে মনে করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদেরকে অস্তিত্বের জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। লেখক বলেছেন,

তবে সব মেয়েরাই আগে হোক আর পরে হোক বিয়ে করার জন্য সেই স্পর্শাতীত অথচ লৌহ-কঠিন চাপ অনুভব করে আর মেরি, যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে অথবা মানুষজনের ইঙ্গিতগুলোকে গ্রাহ্য করত না, তাকেও হঠাৎ এর মুখোমুখি হতে হলো, এবং সেটাও আবার খুব অপ্রীতিকরভাবে।

মেরির বয়স যখন ত্রিশ, তখন তার মেয়ে বন্ধুরাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা শুরু করল, তার বালিকাসুলভ আচরণের ও যৌনজড়তার সমালোচনা করল। মেরি তখন এতটাই আহত হলো যে সে তার জীবন সম্পর্কেই নতুন করে ভাবতে লাগল। সে এই সিদ্ধান্তে আসল যে তার যতদ্রুত সম্ভব বিয়ে করা উচিত আর তখনই ডিকের সাথে তার দেখা হলো। তবে এটা ডিক না হয়ে অন্য যে কেউ হলেও তার চলত, সোজা কথা তার বিয়ে করার জন্য একজন পুরুষ মানুষ দরকার ছিল আর ডিকেরও নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য একজন মেয়েমানুষ দরকার ছিল।

লেসিং উপন্যাসটিতে যে ইংগিতটা দিয়েছেন সেটা হলো মেয়েদের জন্য বিয়েটা হলো পুরুষশাসনের একটা ফাঁদ। মেরির জন্যও ব্যাপারটা তাই দাঁড়াল। ডিকের সাথে খামারে যেয়েই সে দেখল সে যা আশা করেছিল এখানে কোনোকিছুই সেইরকম না। ডিক ও মেরির মধ্যে সম্পর্কের যে ধরন গড়ে ওঠে, সেটা অনেকটাই লিঙ্গবৈষম্যকেন্দ্রিক চাপা উত্তেজনা থেকে সৃষ্ট। ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে যখন স্লাটার পরিবার টারনারদের ওখানে বেড়াতে আসে, তখনকার দৃশ্যটা লক্ষ করল। স্লাটাররা চলে যাওয়ার মুহূর্তে ডিকের মুখে ভেসে উঠেছিল আক্ষেপের

ছায়া। "সে চার্লি স্লাটারের জন্য আক্ষেপ করছিল না, মূলত সে তাকে পছন্দ করত না, বরং সে আক্ষেপ করছিল তাদের কথোপকথনকে, তাদের মধ্যে হওয়া পুরুষজাতীয় কথোপকথন যেটা মেরির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাকে আত্মপ্রত্যয় জুগিয়েছিল"। ডিক একের পর এক খামার পরিচালনায় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে মেরির সিদ্ধান্তের কোনো মূল্য ছিল না। মাঝে মেরি খামার থেকে পালিয়ে যেয়ে শহরে তার পুরোনো জীবন শুরু করার উদ্যোগ নেয়, কিন্তু সেখানেও সে ব্যর্থ হয় কারণ, তার নিজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে আর কিছু ছিল না, টাকাপয়সার জন্য তাকে সম্পূর্ণভাবে ডিকের উপর নির্ভর করতে হয়।

এইভাবে মেরির সামনে হতাশা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই ডিকের অসুস্থতার সময় সে যখন খামারের দায়িত্ব নিয়েছিল তখন সে খামারের শ্রমিকদের সাথে দুর্ব্যবহার করত। প্রচণ্ড মানসিক চাপে তার স্নায়ুবৈকল্য ঘটল। তারপর এমন এক সময় আসল যখন সে তার শিক্ষা থেকে পাওয়া চিরাচরিত মূল্যবোধগুলো সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করল। আর এর ফলেই সে মোজেজের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিল।

শ্রেণি বৈষম্য

উপন্যাসটিতে বর্ণবৈষম্য ও লিংগবৈষ্যমের পাশাপাশি শ্রেণি বৈষম্যের বিষয়টাও স্পষ্ট হয়ে উঠে এসেছে। যেমনটা মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বে দেখানো হয়েছে, সমাজে একশ্রেণির লোক সম্পদ কুক্ষিগত করে আর অপেক্ষাকৃত কম সম্পদশালী লোকদেরকে শোষণ করে। যেহেতু গরিবলোকেরা জীবনধারণের জন্য সম্পদশালী লোকদের উপর নির্ভর করে, সেহেতু তাদের শাসন মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে কীভাবে আফ্রিকার কালো মানুষদের জীবন শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে, যারা তাদেরকে তাদের নিজেদের দেশেই পরবাসী করে রেখেছে। নিজেদের ভূমির উপর অধিকার হারিয়ে তারা শ্বেতাঙ্গদের খামারে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। শ্বেতাঙ্গরা বড়ো বড়ো খামার প্রতিষ্ঠা করে সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের শ্রমকে শোষণ করছে। কালোরা জীবিকার সন্ধানে সারাদেশ চষে বেড়াচ্ছে, তাদেরকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে শ্রম দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। একই সাথে তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে, তাদের জীবনের মূল্যও খুবই নগণ্য।

তবে উপন্যাসটিতে শ্রেণিবিভেদের রেখাটা শুধু সাদা আর কালোদের মাঝ বরাবর পড়েনি। শ্বেতাঙ্গদের নিজেদের মধ্যেও শ্রেণিবিভেদ আছে। ইংল্যান্ড থেকে আসা শ্বেতাঙ্গ এবং স্থানীয় শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য আছে। এদেশে এসে যারা ব্যর্থ হয়ে গরিব জীবনযাপন করছে, তারা আবার অন্য সাদাদের কাছে ঘৃণার পাত্র, কারণ তারা মানবেতরভাবে বাস করে সাদাদের সম্পর্কে কালোদের যে উঁচু ধারণা আছে, সেটা নষ্ট করে দিচ্ছে। কাজেই এই 'গরিব সাদা'রা বড়োলোক সাদাদের দ্বারা শোষিত। এই বিষয়টাই ডিক আর চার্লির মধ্যে সম্পর্কের ধরন নির্ধারিত করে। চার্লি প্রভাব খাটিয়ে তার নিজের খামারের পাশে যত খামার ছিল সবগুলোকেই গ্রাস করেছে। সবশেষে তার চোখ পড়ে ডিকের খামারের প্রতি, যেটাকে সে তার গবাদিপশুর জন্য চারণভূমি বানাতে চায়। পরে আমরা দেখি মেরির সাথে মোজেজের সম্পর্ককে ডিকের দুর্বলতা হিসেবে নিয়ে সে টারনার পরিবারকে খামার ছাড়তে বাধ্য করে।

এর আগেই অবশ্য দারিদ্র্য মেরিকে তিলে তিলে নিঃশেষ করতে থাকে। খামারে আসার পর থেকেই প্রচণ্ড গরমে সে পাগলপ্রায় হয়ে পড়ে। তার এই অবস্থায় ডিক কোনো সাহায্যে আসতে পারে না, সে ঘরে ছাদ দেবার কথা বললে ডিক তার সামর্থ্যের অভাবের কথা বলে। একাকিত্ব, কষ্ট আর যন্ত্রণায় মেরির মানসিক অবস্থা যখন একেবারে বিপর্যস্ত তখন সে বর্ণের বাধা অতিক্রম করে মোজেজের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাদের মধ্যকার সম্পর্কও নষ্ট হয় পুঁজিপতি চার্লি স্লাটারের হস্তক্ষেপে, আর এই ঘটনাটাই মেরির মৃত্যুকে অবধারিত করে তোলে।

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আলোকে মেরির চরিত্র

ডরিস লেসিং তাঁর সমসাময়িক ডি. এইচ. লরেন্স এবং ভার্জিনিয়া উলফের মতো চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মেরির মনস্তাত্ত্বিক গঠনটা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শৈশব থেকে বাবা ও মায়ের মধ্যে শুধু ঝগড়াঝাঁটি ও মন কষাকষিই দেখে এসেছে মেরি, যেটা তার মনে স্থায়ীভাবে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। পুরুষ জাতির কথা ভাবতে গেলেই তার মনের পর্দায় ব্যর্থ বাবার ছবি ভেসে উঠত যে প্রতিদিন মদখেয়ে বাড়ি ফিরত এবং সংসারের কোনো খোঁজ রাখত না। যখনই সে বিয়ের কথা ভাবত তখন তার মনে পড়ে যেত সেই দৃশ্য যেখানে তার মা মৃত সন্তানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিচ্ছে। বাবা-মায়ের মধ্যে কিছু মুহূর্ত সে স্বচক্ষে দেখার ফলে তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল যৌনজড়তা।

বোর্ডিং স্কুলে যাওয়ার পর থেকে মেরি সুখীভাবে দিনাতিপাত করতে থাকে। সে এতই সুখী ছিল যে ছুটির সময় সে বাড়ি যেতে ভয় পেত, যেখানে গেলে তাকে ঐ ভয়াবহ দৃশ্যগুলোই দেখতে হতো। স্কুল শেষ করার পর সে একটা ফার্মে সেক্রেটারির দায়িত্ব নেয় এবং মহিলাদের এক ক্লাবে বাস করতে থাকে। সেখানেও সে সুখী ছিল, মায়ের মৃত্যুর পর সে বাবার সাথে কোনো যোগাযোগ রাখত না, এভাবেই সে তার মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিত। পরে বাবা মারা গেলে অতীতের সাথে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

পরে বান্ধবীদের চাপে সে বিয়ে করার চিন্তা করতে বাধ্য হলো। তার শৈশবের অভিজ্ঞতা থেকে সে বিয়ে থেকে ভালো কিছু আশা করেনি। তবে উপন্যাসে এটা পরিষ্কার করা হয়েছে যে ডিকের সাথে তার বিয়েটা ছিল একটা ভুল, কারণ তাদের দু'জনের প্রত্যাশা ছিল দুই রকম।

প্রথম দিকে মেরি পল্লি এলাকার ঝোপঝাড় পরিবেষ্টিত খামারে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের দু'জনের মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেরি তখন নিজেকে দেখতে পায় তার মায়ের ভূমিকায়। যেমনটি লেখক বলেছেন,

"যে সমস্ত মেয়েরা ডিকের মতো পুরুষদের বিয়ে করে তারা আজ হোক আর কাল হোক এটা বুঝতে পারে যে তাদের করণীয় মাত্র দু'টো বিকল্প আছেঃ তারা পাগল হয়ে যেতে পারে এবং বৃথা রাগ আর বিদ্রোহের ঝড়ের কবলে পড়ে নিজেদের বিধ্বস্ত করতে পারে, অথবা তারা নিজেদেরকে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তিক্তভাবে দিনাতিপাত করতে পারে। তখন মেরির মাঝে তার মায়ের স্মৃতি আরো বেশি বেশি ফিরে আসত, যেন তার নিজেরই বয়স্ক ও ব্যঙ্গাত্মক ছায়া তার পাশে হাঁটত, সে এমন পথ বেছে নিল যেটা তার ছেলেবেলার শিক্ষার কারণে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।"

মেরির সবচেয়ে বড়ো চিন্তা ছিল তার জীবন যেন তার মায়ের জীবনের মতো না হয়, অথচ চূড়ান্তভাবে সেটাই ঘটল, যে অতীতকে সে ভুলে যেতে চেয়েছিল, সেটাই তাকে ভূতের মতো তাড়া করে বেড়াল। যেমনটা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মানুষের শৈশবের চাঞ্চল্যকর স্মৃতিগুলো অবচেতন মনে ঘুরপাক খায় এবং স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। মেরির জীবনেও তাই ঘটল, সে বেশি বেশি স্বপ্ন দেখতে লাগল যেখানে তার অতীতের স্মৃতিগুলো ফিরে আসতে লাগল। আবার মেরি তার জীবন থেকে শৈশবের দোকানের স্মৃতিগুলো মুছে ফেলতে চাইলেও ডিক যখন খামারে কাফ্রিদের জন্য একটা দোকানঘর বসাল, তখন সেটা মেরির জন্য তার তিক্ত অতীতের মূর্তিমান আতংক হিসেবে আবির্ভূত হলো। বাচ্চা নেবার জন্য ডিকের কাছে করুণ মিনতিটা ছিল তার বেঁচে

থাকার শেষ আকৃতি, সে কিছু একটা আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে চায়। ঐ সময় তার দৃষ্টি ছিল, "বেপরোয়া ও আবিষ্ট"।

মোজেজ আসার পর মেরির জীবন আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যে মোজেজকে সে চাবুক দিয়ে আঘাত করেছিল সেই কিনা তার বাসায় গৃহভৃত্য হিসাবে নিয়োগ পেল। প্রথম দিকে মেরি প্রচণ্ড ভয়ে থাকত এই ভেবে যে মোজেজ তার উপর প্রতিশোধ নিতে পারে। মোজেজের প্রতি এবং সর্বোপরি কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি মেরির প্রবল ঘৃণা থাকলেও মোজেজের বিশাল ও মাংসল শরীর দেখে মুগ্ধ হবার পর তার ভিতরে আবেগের সংঘর্ষ চলতে লাগল। একদিকে তার নিজের আবেগ ও অনুভূতি, অন্যদিকে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা হিসাবে কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে মেশার ব্যাপারে তার সামাজিক বাঁধা, এই দুইয়ের সংঘর্ষে তার অবস্থা আরো খারাপ হলো। অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে আসল যে, মোজেজ তার কাছে ডিকের বিকল্প হিসাবে ধরা দিল। ডিকের কাছে সে কিছু পুরুষত্বের গুণাবলি আশা করেছিল, কিন্তু ডিক ছিল অক্ষম, আর মোজেজ ছিল শক্ত, কঠিন ও নির্ভরযোগ্য, যার কাছে আত্মসমর্পণ করা যায়। একই সাথে মোজেজের পুরুষত্ব মেরিকে তার বাবার কথা মনে করিয়ে দিত, এমনকি স্বপ্নের মধ্যে সে মোজেজ ও তার বাবাকে একই সাথে একই ভূমিকায় দেখতে পায়।

ফ্রয়েডের মতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে স্বপ্ন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ স্বপ্নের মধ্যে সামাজিক নিয়মনীতি সম্পর্কে সচেতনতার (সুপারঈগো) বাধামুক্ত হয়ে মানুষের ভিতরের কামনাগুলো (ঈড়্) স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। মেরিও এই সময়ে একাধিক স্বপ্ন দেখে। এক স্বপ্নে সে শৈশবে তার বাবা ও মায়ের মধ্যে যে যৌনতার প্রকাশ দেখেছিল সেটা দেখতে পায়, অন্য আরেকটা স্বপ্নে সে ডিককে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়, যখন মোজেজ এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়। এইভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে মেরির কামনা পূর্ণতা পায়।

তবে আরো পরে দেখা যায় মেরি এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যখন তার মধ্যে স্বপ্ন আর বাস্তবতার কোনো পার্থক্য থাকে না, যখন সে ঐতিহ্যগতভাবে এবং শিক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত মূল্যবোধগুলো সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে চলতে পারে। ততদিনে মেরির মনোজগতের ধস সম্পন্ন হয়ে গেছে, তার চিন্তা ও কাজের স্বাভাবিক প্রকাশ যখন ব্যাহত হলো, তখন সে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করা শুরু করল।

এই অবস্থায়ই মোজেজের সাথে তার সম্পর্কটা চার্লি এবং টনি মারস্টনের নজরে পড়ে। মেরি সমাজের কাছে মুখ দেখানোর জন্য তার অবাধ কামনার লাগাম টেনে ধরে এবং টনির সাথে সে নিজেও মোজেজকে দূর হয়ে যেতে বলে, আর এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে সাময়িকভাবে মোজেজের সাথে ঐ ব্যবহার করতে পারলেও পরক্ষণেই সে মোজেজের অভাব বোধ করে, মেরির মানসিক বিপর্যয় তখন আরো ত্বরান্বিত হয়, এবং সর্বশেষে অবোধ নিয়তির মতো মৃত্যু এসে তাকে জগতের হিসাব-নিকাশের দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে।

অন্যান্য চরিত্রসমূহ

মেরির মতো ডিকেরও শৈশব কেটেছে দুঃখ-কষ্টে। জোহানেসবার্গের শহরতলি-সমূহের কোনো এক জায়গায় সে মানুষ হয়েছিল। বড়ো হয়ে ডিক প্রথমে ডাকঘরের কেরানি, তারপরে রেলওয়েতে এবং সবশেষে পৌরসভার পানির মিটার পরিদর্শন করার চাকরি নিয়েছিল। তারপর পশুচিকিৎসক হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ভাগ্যের সন্ধানে ঝোঁকের মাথায় দক্ষিণ রোডেশিয়ায় চলে আসে।

কিন্তু সে এক আশাহীন ভদ্রলোক, সুখ কাকে বলে তা তার জানা নেই। প্রথমে তার ইচ্ছে ছিল নিজে ভালোভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারপর বিয়ে করবে। কিন্তু একটা সময়ে তার মনে হলো যে সে কোনোকালেই সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হবে না, অথচ নিজেকে প্রচণ্ড নিঃসঙ্গ লাগত তার। মেরির সাথে যখন তার দেখা, তখন মেরিরও যেমন একজন বর দরকার, ডিকেরও একজন বউ দরকার। এই একান্ত প্রয়োজন থেকেই তারা দু'জন বিয়ে করে।

ডিকের চরিত্রের সবচেয়ে ভালো দিক হলো সে তার জীবনকে একটা নীতি ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। সে ছিল ঐতিহ্য রক্ষার পক্ষে এবং আধুনিকতার বিপক্ষে। শহুরে জীবন তার একদম পছন্দ না, যখন প্রকৃতি ঘেরা আফ্রিকার পল্লি এলাকায় শহরতলি গজিয়ে উঠতে লাগল, সেটা দেখে তার মাথায় রক্ত চড়ে যেত।

তবে নিজে সফল হতে না পারলেও সে কখনও তার নীতি বিসর্জন দেয়নি। সে কখনও অতিরিক্ত দেনা করেনি, কারণ দেনা করে তা শোধ না দিয়ে আয়েশী জীবনযাপনের কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। অন্যান্য জোতদারদের মতো অল্প সময়ে মুনাফা করার আশায় সে কখনও তামাকের চাষ করেনি, কারণ তামাককে সব সময়ই একটা ক্ষতিকর ফসল হিসাবে মনে হয়েছে তার কাছে।

ডিকের করুণ অবস্থা দেখে হার্ডির *দ্য মেয়র অব ক্যাস্টারব্রিজ* উপন্যাসের হ্যানচার্ডের কথা মনে হয়। তাদের দু'জনই কৃষিকাজের মাধ্যমে ভাগ্যের চাকা ঘুরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু দু'জনের ক্ষেত্রেই ভাগ্য কখনও প্রসন্ন হয় না।

BanglaBook.org

অবশ্য ডিকের মতো হ্যানচার্ড অতটা খেয়ালি ছিল না। এটা ঠিক বেশিরভাগ বছরগুলোতেই আবহাওয়া তার জন্য অনুকূল ছিল না, কিন্তু ডিক নিজেও একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার নেয়া পরিকল্পনাগুলো ছিল বাস্তবতা বিবর্জিত। এইভাবে সে শূকরের খোঁয়াড় তৈরি করে এমন জোড়াতালি দিয়ে যেটা শূকর পালনের উপযোগী ছিল না, মৌমাছির চাষের জন্য এমন পদ্ধতি অনুসরণ করে যেটা আফ্রিকার প্রেক্ষাপটে গ্রহণযোগ্য ছিল না, আবার সে তার খামারে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য একটা দোকান খোলে যেটাও ক্রেতার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ডিক ছিল এক স্বাপ্নিক পুরুষ, কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবায়নের মতো উপায় বা ব্যবহারিক জ্ঞান তার ছিল না।

ডিকের প্রধান ব্যর্থতা হলো দু'টি। প্রথমত, জোতদার হিসেবে সে তার খামার ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারে না এবং দ্বিতীয়ত, পুরুষ হিসেবে সে তার স্ত্রীকে চালাতে পারে না। শেষের দিকে এসে প্রচণ্ড অভাব, হতাশা, ও পরিশ্রমের ফলে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল সে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মেরিকে নিয়ে আলোচনার সময় যেমন বর্ণবৈষম্য, লিংগবৈষম্য, শ্রেণি বৈষম্য এবং মনস্তত্ত্বের ব্যাপারটা উঠে আসে, তেমনি ডিক টারনারকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে যে ব্যাপারটা প্রাধান্য পায় সেটা হলো পরিবেশ নিয়ে ডরিস লেসিংয়ের ভাবনা। মূলত এই উপন্যাস্যের একটা বড়ো অর্জন হলো লেসিংয়ের পরিবেশবাদী চিন্তার প্রতিফলন। এটা লেখা হলো পল্লি এলাকার পটভূমিতে যেখানে রয়েছে লাগামছাড়া প্রকৃতির অবাধ বিচরণ মাইলের পর মাইল জুড়ে আছে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আর সেখানে বিন্দুর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে খামার ও চারণভূমি। লেখক এই প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীলতা দেখিয়েছেন, তার লেখনীর মধ্য দিয়ে যে ব্যাপারটা উঠে এসেছে সেটা হলো সাম্রাজ্যবাদ শুধু একটা জাতির জন্য ধ্বংস ডেকে আনে তাই না, বরং এটা প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যও হুমকিস্বরূপ।

সাম্রাজ্যবাদের সাফল্যই যেন নির্ভর করে পরিবেশ ধ্বংসের উপর। চার্লি স্লাটারের খামার ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চার্লির মধ্যে নীতিবোধের কোনো বালাই ছিল না, যে ভূমিকে শোষণ করে সেটা থেকে যতদ্রুত সম্ভব বেশিমাত্রায় ফসল ফলানোর চেষ্টা করত, জমিতে সে কোনোদিন সার ব্যবহারের কথা চিন্তাও করেনি। এভাবে একখণ্ড জমি শোষণ করার পর সে আরেক খণ্ডের দিকে মনোযোগ দিত। চার্লি স্লাটারের মতো অনেকেই তামাক চাষ করে রাতারাতি বড়োলোক হয়েছে।

অথচ ডিক গরিবী হালে জীবনযাপন করলেও তামাক চাষের কথা চিন্তাও করতে পারে না। ডিকের মতো যারা মাটি ও পরিবেশকে ভালোবাসে তারা হয়ত

জাগতিক সাফল্য পায় না, কিন্তু তারা প্রাকৃতিক পরিবেশে আবেগঘন জীবনযাপন করতে পারে। মেরি যখন ডিককে তামাক চাষ করতে বলে, প্রথমে ডিক রাজি হয় না, তার মতে তামাক হলো একটা অমানবিক ফসল।

উপনিবেশ স্থাপনের অবধারিত ফলাফল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে শহরতলি। ভূঁইফোঁড়ের মতো গজিয়ে ওঠা এই শহরতলিগুলো ধ্বংস করে প্রাকৃতিক পরিবেশ। ডিক এটা সহ্যই করতে পারে না।

শহরতলি হলো কারখানার মতোই অজেয় ও ধ্বংসাত্মক। অপরূপ দক্ষিণ আফ্রিকারও এর থেকে মুক্তি নেই, দেখলে মনে হয় ছোটো ছোটো শহরতলিগুলো রোগের মতোই বিস্তার লাভ করে এর ভূমির উপর অত্যাচার করছে। যখন ডিক টারনার সেগুলোকে দেখে ভাবত সেখানে মানুষ কীভাবে বাস করে, এবং কীভাবে শহরতলির সাবধানী মানসিকতা তার দেশকে ধ্বংস করছে, তখন সে হলফ করে একটা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চাইত। সে সহ্য করতে পারত না। (৫৪)

পল্লি এবং শহর এলাকার মধ্যে যে বিরোধ সেটা প্রকাশিত হয় ডিকের মাধ্যমে। অন্যদিকে প্রকৃতির প্রতি মেরির ভালোবাসা ছিল মেকি ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত যেটা কখনও স্থায়ী হয় না। কাজেই মেরি খামারে এসেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। সে যেমন প্রকৃতিকে দেখতে পারে না, প্রকৃতিও তার প্রতি সদয় হয় না, যেন তাদের মধ্যে চলে চিরস্থায়ী এক দ্বন্দ্ব। মৃত্যুর আগের দিনগুলোতে মেরি দেখতে পেত চারপাশের ঝোপঝাড়গুলো যেন তাকে আক্রমণ করার জন্য তার দিকে ধেয়ে আসছে।

চার্লি স্লাটার হলো একই সাথে শ্বেত আধিপত্যবাদের এবং পুরুষ শাসিত সমাজের মূর্ত প্রতীক। যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টা জড়িত, সেখানে স্লাটার নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বলা যায় আত্মোৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিল। উপন্যাসে এটা বলা হয়েছে যে জীবনের প্রথম দিকে লন্ডনে এক মুদির দোকানে সহকারী হিসাবে কাজ করত। সে রোডেশিয়ায় এসেছিল একটামাত্র লক্ষ্য নিয়ে, সেটা হলো বড়োলোক হওয়া। "তার কাছে অর্থ উপার্জন করাটা ছিল নেশার মতো। সে এমনভাবে খামার পরিচালনা করত যেন মেশিন ঘুরালেই ওপাশ থেকে টাকা বেরিয়ে আসবে" (১৫)। তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা যা দরকার তাই সে করেছে, এমনকি সর্বোচ্চ কঠোর হতেও পিছপা হয়নি সে, সে তার স্ত্রীর প্রতি কঠোর আচরণ করে তাকে দিয়ে গাধার খাটুনি খাটিয়েছে, এমনকি সে তার ছেলেমেয়েদের প্রতিও কঠোর ছিল। আর কৃষ্ণাঙ্গ চাকরদের প্রতি তার আচরণ তো বলাইবাহুল্য। তাদের সাথে সে পশুর মতো আচরণ করত, একবার সে রাগের বশে এক কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিককে হত্যা করে বিশ পাউন্ড জরিমানা দিয়েছিল। ভব্যতার কোনো বালাই ছিল না তার মধ্যে, সে ছিল দয়ামায়াহীন, সে খামার

চালাত পাশবিক শক্তি দিয়ে। চার্লির শারীরিক গড়নই যেন তার বিকৃত মানসিকতার পরিচয় বহন করত। তার দেহ ছিল বেঁটে, প্রশস্ত, তার ছিল মাংসল ঘাড় ও পুরু বাহু। "তার প্রশস্ত ও লোমশ মুখ দেখে তাকে ধূর্ত, সাবধানী ও কিছুটা চালাক মনে হতো"।

উপন্যাসে এটা বলা হয়েছে যে সে প্রভাব খাটিয়ে ও চালাকি দিয়ে আশেপাশের সব খামারগুলো নিজের হস্তগত করেছিল। শুধুমাত্র ডিকের প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে সে ডিকের খামারের দখল এতদিন নিতে পারেনি। কিন্তু এ ব্যাপারে সে কখনও তার লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। পরে মেরির সাথে মোজেজের সম্পর্ককে অনুমান করে সে শ্বেতাঙ্গ সমাজের পবিত্রতা রক্ষার নাম করে ডিককে তার খামার থেকে বিতাড়িত করার উদ্যোগ নেয়। মেরির মৃত্যুর পর সে শ্বেতাঙ্গদের মর্যাদা রক্ষায় পুরো ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে।

চার্লির খামার ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের একটা ছোটোখাটো নমুনা। সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন আফ্রিকা, এশিয়া অথবা ল্যাটিন আমেরিকার একটা দেশ দখল করে ধীরে ধীরে শক্তি ও কূট-কৌশল ব্যবহার করে সেটার আয়তন বৃদ্ধি করতে থাকে, ঠিক তেমনই স্লাটার তার আশপাশের খামার একের পর এক দখল করতে থাকে। সবশেষে এমনকি ডিকের মতো স্বাধীনচেতা জোতদারও তার করাল থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। প্রথমে যখন বেশি টাকা দেবার প্রলোভন দেখিয়ে কোনো কাজ হয় না, তখন চার্লি মেরি ও মোজেজের ঐকান্তিক সম্পর্ককে পুঁজি করে ডিককে ভয় দেখিয়ে সে তার কাজ উদ্ধার করে। মেরির প্রতি মোজেজের মনোভাবকে সে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও কর্তৃত্বপরায়ণ হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের দুজনের সম্পর্ককে আপত্তিকর হিসেবে ভেবে সে মোজেজকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করতে বাধ্য করে। চার্লি মনে করে যে মেরি সাদাদের সম্মানকে ডুবিয়েছে, সে ডিক ও মেরিকে জোর করে ছুটি কাটাতে পাঠায়, ডিকের নিজের খামারেই তাকে পরবাসী করে এবং ডিককে সান্ত্বনা দেয় যে সে খামারে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবে।

চার্লির কারণেই মোজেজ্ ক্ষিপ্ত হয়ে মেরিকে হত্যা করে। মেরির মৃত্যুর পর চার্লি যে পদক্ষেপগুলো নেয়, সেগুলোও তার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। সে সত্য গোপন করে বরং মোজেজের বিরুদ্ধে খুন ও ধর্ষণের অভিযোগ আনে। এটাকে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো একটা রুক্ষ দেশে এক সাধারণ ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়। এমনকি মেরির মৃত্যুর পরও সে মেরিকে ক্ষমা করতে পারে না, যেটা মৃতদেহটা দেখার সময় তার ঘৃণাভরা দৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা যে কেমন করে সাদাদের আধিপত্য রক্ষা করতে মিথ্যা প্রচার ও মিথ্যা আশ্বাসের আশ্রয় নেয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো চার্লি। চার্লি একই সাথে সাম্রাজ্যবাদ, পুরুষ আধিপত্যবাদ এবং পুঁজিবাদের ধারক ও বাহক।

এই উপন্যাসের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো মোজেজ। মোজেজের চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের অসাধারণত্ব আছে। সে ছিল খুব শক্তিশালী পুরুষ, পালিশ করা ফ্লোর ম্যাটের মতো কালো সে। তার সম্পর্কে যা জানা যায় তাহলো সে ছিল মিশন বয়, খ্রিষ্টান মিশনারীতে থাকার সময় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষে মানুষে সমতার কথা, জাগতিক ভালো-মন্দের কথা এবং পাপ-পুণ্য সম্পর্কে শিক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু সে বাস্তব জীবনে এসে দেখেছে এসবের কোনো বালাই নেই, শ্বেতাঙ্গশাসিত সমাজে কালোদের কোনো স্থানই নেই। সমতা তো দূরের কথা, সাদারা নৃশংস নির্যাতন করলেও তার কোনো সুবিচার নেই, যদিও কাগুজে আইনে সমতার কথা বলা আছে। এই অসামঞ্জস্যটা এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে তার মনে ঘুরপাক খায়।

এর ফলেই হয়ত তার মধ্যে গড়ে ওঠে এক অন্তর্মুখী স্বভাব। মেরি মোজেজকে চাবুক দিয়ে আঘাত করার কারণ ছিল সে পানি খাবার জন্য কাজে একটু বিরতি দিয়েছিল। তার অন্তর্মুখী স্বভাবের কারণে মেরির রাগ তখন চরমে ওঠে। চাবুকের আঘাতের পরে সে তার অভিব্যক্তির কোনো বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না, সেটা প্রকাশ পেয়েছিল তার চোখ ও মুখের ভাষায়।

গৃহভৃত্য হিসেবে টারনারদের বাসায় আসার পর তার ও মেরির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে মেরির ভূমিকাটাই প্রধান ছিল। প্রথমদিকে মেরি তাকে ভয় পেত, কখন যেন সে সেই চাবুক মারার প্রতিশোধ নেয়। পরে একদিন তার গোসিলের সময় তার সুঠাম দেহ দেখে মেরি মুগ্ধ হয়, যেটা সে আবার বুঝতে পারে। তাদের সম্পর্কটা কীভাবে চলতে লাগল বইয়ে তার বর্ণনা নেই, তবে টনি মারস্টন একদিন দেখল শোবার ঘরে মোজেজ মেরির পোশাক পরিয়ে দিচ্ছে। সমাজের কাছে মুখরক্ষা করতে যেয়ে টনির সাথে মেরিও তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, আর এখান থেকেই তার মধ্যে জন্ম নেয় জিঘাংসা, যে জিঘাংসার বলি হতে হয় মেরিকে।

মেরিকে খুন করার পর মোজেক নিজেই ধরা দেয়, পালিয়ে যাবার কোনো চেষ্টাই সে করেনি। উপন্যাসে এটা বলা হয়েছে যে মোজেজের ফাঁসি নিশ্চিত। চার্লি এবং সার্জেন্ট ডেনহ্যাম যেভাবে ঘটনাটা সাজায়, তাতে মোজেজ্ চিত্রায়িত হয় একজন খুনি ও অপরাধী হিসাবে যে টাকাপয়সা ও মূল্যবান জিনিসপত্রের লোভে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে হত্যা করেছে। কিন্তু পাঠকেরা জানে যে মোজেজের কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালিত হয়েছিল এক প্রতিবাদ থেকে, যেটা ছিল সাদা-কালোর মধ্যে ভেদাভেদের প্রতিবাদ, কালোদের আবেগ-অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করার প্রতিবাদ, সর্বোপরি কালোদেরকে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন না করার প্রতিবাদ। যেমনটা ঔপন্যাসিক প্রশ্ন করেছেন, "সে কি রাতের অন্ধকারে লড়তে গিয়েছিল নিজে তাহলে কোনো নীতির কারণে? যদি তাই হয়, তাহলে সেটা কোন্

নীতি?" তার ফাঁসি হবার সাথে সাথে একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনার শেষ হবে, কিন্তু তার আবেগ, ভালোবাসা, তার অব্যক্ত কান্না আর তার মনের ভিতরে ঘুরপাক খাওয়া প্রশ্নগুলো অজানাই রয়ে যাবে। কারণ সে হচ্ছে একজন কৃষ্ণাঙ্গ যাদের মানবিক গুণাবলি ও যোগ্যতা প্রকাশ করার কোনো সুযোগ নেই।

টনি মারস্টনের চরিত্রটি একই সাথে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তির দিকে আলোকপাত করে, অন্যদিকে বৃটিশ উপনিবেশবাদের পিছনের মুখোশ উন্মোচন করতে সাহায্য করে। অন্যান্য বৃটিশ যুবকের মতো টনিরও রোডেশিয়া আসার উদ্দেশ্য ছিল টাকাপয়সা বানানো। সে শুনেছিল যে তার দূর সম্পর্কের এক ভাই রোডেশিয়ায় এসে তামাকের চাষ করে হঠাৎ বড়োলোক হয়েছে আর এই ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে সে এখানে আসে।

টনি সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠাকারী বৃটিশদের একটা বড়ো অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। সেই অংশটা হলো বৃটিশ যুবকদের দল। টনির মতো যুবকেরা ইংলিশ পাবলিক স্কুল থেকে লেখাপড়া শেষ করে ভাগ্য গড়ার তাগিদে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার মাধ্যমে মানবিকতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা পেলেও তারা উপনিবেশে এসে ভিন্ন চিত্র দেখতে পেত। তারা ছিল বিনয়ী ও মৃদুভাষী। তবে তারা দেখত যে মানবিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ধারণা কালোদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। উপনিবেশে বসবাসরত আগে থেকে আসা প্রবীণরা তাদেরকে এটা বলত যে ইংল্যান্ডে থাকা অবস্থায় রপ্ত শিক্ষার সাথে এই দেশের পটভূমি মিলবে না এবং টিকে থাকতে হলে এই দেশে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে অভ্যস্ত হতে হবে। উপনিবেশ মানেই হলো গায়ের জোরে শাসন ও শোষণ করা, কাজেই এখানে একজন সাদাকে অবশ্যই কঠোর ও কঠিন হতে হবে, তার জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিলেও কোনো ক্ষতি নেই।

টনি রোডেশিয়ায় এসে প্রথম কিছুদিন একটা ভালো চাকরি পাবার আশায় বসে থাকে। তারপর সে চার্লির কিনে নেয়া ডিকের খামারে ম্যানেজার হিসাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে ডিকেরই অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করা শুরু করে। সেখানেই সে ঘটনার সাক্ষী হয়ে যায়। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের কূট-কৌশল তখনও তার মাথায় ঢোকেনি, সে সবকিছু বিচার করতে চায় সোজাসুজিভাবে। চার্লি যেভাবে ডিকের খামার গ্রাস করতে চায় সেটা তার ভালো লাগেনি। টারনারদের সাথে বাস করে সে ডিক ও মেরিকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। ডিকের সাথে কাজ করতে করতে সে তার প্রতি সমবেদনা অনুভব করে। মেরি আর মোজেজের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তার চোখেই প্রথম ধরা পড়লেও মেরির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনে না। মেরিকে সে বোঝার চেষ্টা করে, এবং তাকে সাহস যোগানোর চেষ্টা করে।

টনি মারস্টনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও তার প্রয়োগ, আদর্শ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং স্বপ্ন ও বাস্তবতার মধ্যকার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "সে যে মূল্যবোধ নিয়ে এখানে এসেছিল এবং যে মূল্যবোধ সে রপ্ত করছিল, এই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ তার ভিতরে তখনও চলছিল।" মেরির মৃত্যুর পর সে বার বার চেষ্টা করছিল আসল ঘটনাটা খুলে বলতে, আর সেটা হলো মেরি ও মোজেজের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক। কিন্তু টনি বুঝতে পারেনি যে এইভাবে ঘটনাটার প্রকাশ হলে সেটা শ্বেতাঙ্গ সমাজের জন্য মানহানিকর হবে। এইজন্যই চার্লি ও সার্জেন্ট ডেনহ্যামের কর্মকাণ্ডগুলোর কোনো ব্যাখ্যা সে পাচ্ছিল না। পরবর্তীতে সে বুঝেছিল মোজেজ হলো পুরো ঘটনাটার বলি। কিন্তু চার্লি ও সার্জেন্টের অপ্রচ্ছন্ন হুমকিতে সে আর মুখ খোলেনি। মেরির মৃত্যুর পর সে খামার ত্যাগ করে শহরে চলে যায়। সেখানে কিছুদিন ঘোরাফেরা করে সবশেষে সে এক সোনার খনিতে কেরানির চাকরি নেয়। অথচ এই কেরানির চাকরি যাতে না করতে হয় সে জন্যই তার আফ্রিকাতে আসা। টনির মধ্যে মানবিক গুণাবলি এবং সমতার শিক্ষা থাকলেও সে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার সাথে একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের মেশামিশি মেনে নিতে পারেনি। আবার বড়ো বড়ো তামাকের খামারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করাকে সে পুঁজিবাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ হিসাবে ভাবলেও সে নিজেই ঐ কাজটা করে তাড়াতাড়ি বড়োলোক হতে চায়।

তৃণের গীতি উপন্যাসের আবেদনটা এতই গভীর যে শুধু একটা ভূমিকার মাধ্যমে তার সবটুকু প্রকাশ করা যাবে না। উপন্যাসটিকে একাধিক সাহিত্যতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়, এবং এক্ষেত্রে উপন্যাসটির অবস্থান অনন্য। এটাকে বিচার করা যায় একাধারে উত্তর-উপনিবেশিক, নারীবাদী, মার্কসীয় এবং পরিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব দিয়ে। আবার উপন্যাসের রচনাশৈলীও পাঠকদেরকে অভিভূত করে, লেসিং যেভাবে ফ্লাশব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মাধ্যমে ঘটনাপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, তার তুলনা পাওয়া কঠিন। একই সাথে এই উপন্যাসে লেসিং সাবলীল ভাষায় শব্দের অপরিসীম সম্ভাবনার প্রতি ইংগিত দান করেছেন। এই সবকিছুই উপন্যাসটিকে লেসিংয়ের এক কালজয়ী কীর্তিতে পরিণত করেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ডরিস লেসিং

দ্য গ্র্যাস ইজ সিংগিং

প্রথম অধ্যায়

হত্যা রহস্য

বিশেষ সংবাদদাতা

গতকাল সকালে নৃগেসি এলাকার খামার মালিক রিচার্ড টারনারের স্ত্রী মেরি টারনারের মৃতদেহ তাদের বাসার বারান্দায় পাওয়া গিয়েছে। আটককৃত গৃহভৃত্য তার অপরাধ স্বীকার করেছে। হত্যার কোনো কারণ জানা যায়নি, তবে এটা ধারণা করা হচ্ছে যে মূল্যবান জিনিসপত্রের লোভেই সে এই কাজটা করেছে।

পত্রিকাটি এর বেশি কিছু লেখেনি। সারাদেশের পত্রিকার পাঠকেরা নিশ্চয়ই চাঞ্চল্যকর শিরোনামের এই টুকরো খবরে চোখ বুলিয়েছিল, যেটা তাদের মধ্যে হঠাৎ একটু রাগের স্ফুরণ ঘটিয়েছিল। অবশ্য রাগের সাথে তাদের আরেকটা অনুভূতি মিশে ছিল যেটাকে সন্তুষ্টিই বলা যেতে পারে, ভাবখানা এমন যেন এই ঘটনাটা আগের কোনো বিশ্বাসকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করল, যেন যেটা ঘটেছে সেটাই শুধু প্রত্যাশিত ছিল। কৃষ্ণাঙ্গরা যখন চুরি, হত্যা অথবা ধর্ষণ করে, তখন শ্বেতাঙ্গদের মাঝে এই ধরনের বোধটাই কাজ করে।

তারপর পাঠকেরা পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টিয়ে অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিল।

তবে ঐ জেলার যেসব অধিবাসীরা টারনারদেরকে সরাসরি দেখে অথবা অনেক বছর ধরে তাদের সম্পর্কে প্রচলিত রটনা শুনে তাদেরকে চিনত, তারা কিন্তু অত দ্রুত পত্রিকার ঐ পৃষ্ঠাটা উল্টাল না। অনেকে নিশ্চয়ই খবরের ঐ অনুচ্ছেদটা

BanglaBook.org

কাঁচি দিয়ে কেটে পুরোনো চিঠিপত্রের মাঝে অথবা কোনো বইয়ের ভিতরে সংরক্ষণ করে রেখে দিয়েছিল সম্ভবত একটা অশুভ সংকেত অথবা সাবধানবাণী হিসেবে। তারা ঐ হলুদাভ খবরের পাতাটার দিকে তীক্ষ্ণ ও গোপন দৃষ্টিতে তাকাত। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার যেটা ছিল সেটা হলো হত্যাকাণ্ডটা নিয়ে তারা কোনো কথা বলত না।

এটা এমন যেন তারা তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা জানার সেটা জেনে নিয়েছিল, যদিও ঐ ঘটনাটা ব্যাখ্যা দিতে পারত এমন তিনজন ব্যক্তির কেউ তখনও মুখ খোলেনি। হত্যাকাণ্ডটা নিয়ে কোনো আলোচনাই হতো না। মাঝে মাঝে কেউ একজন হয়ত "একটা বাজে ঘটনা," বলে মন্তব্য করত, তখন তার চারপাশের লোকজনদের মধ্যেও সেই একই চাপা ও সাবধানী ভাব দেখা যেত। "খুবই বাজে ঘটনা।" এই ধরনের উত্তর আসত — ব্যাস, এখানেই শেষ। যেন তারা সবাই নীরবে একমত হয়েছিল যে গল্পগুজবের মাধ্যমে টারনারদের ঘটনাটার অযাচিত প্রচার দেয়া যাবে না। তবুও এটা ছিল একটা খামার এলাকা যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শ্বেতাঙ্গদের বিচ্ছিন্ন পরিবারগুলোর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটত খুব অনিয়মিতভাবে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তারা শুধু নিজেদের খামারে নিজেদের পরিবারের লোকদের অথবা কালো ভৃত্যদের মুখ দেখতে পেত, কাজেই তারা নিজ বর্ণের মানুষদের সংস্পর্শে আসার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বোধ করত, খামারে ফেরার আগে সবাই একসাথে কথা বলে এবং আলোচনা-সমালোচনায় মেতে উঠার মাধ্যমে ঘণ্টাখানেকের সাহচর্যকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য করে তুলত। স্বাভাবিক অবস্থায় হত্যাকাণ্ডটা নিয়ে কয়েক মাস ধরে আলোচনা হতে পারত, আলোচনা করার একটা বিষয়বস্তু পেয়ে লোকেরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকত।

বাইরে থেকে এমন মনে হতে পারে যে সম্ভবত চার্লি স্লাটার, যে ছিল খুব উদ্যমী, সে হয়ত সারা জেলার এক খামার থেকে আরেক খামারে ঘুরে ঘুরে সবাইকে চুপ থাকতে বলেছিল, যদিও এই বিশেষ কাজটাই তার দ্বারা কখনও সম্ভব ছিল না। সে যে পদক্ষেপগুলো নিত (এবং সে কখনও ভুল পদক্ষেপ নিত না) সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে কোনো সচেতন পরিকল্পনা ছাড়াই সহজাতভাবে নেয়া। সবার মাঝে অসচেতনভাবে গড়ে ওঠা এই নীরব সমঝোতাটাই ছিল পুরো ঘটনাটার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক। সবার আচরণ ছিল ঝাঁকের পাখিদের মতো যারা একধরনের টেলিপ্যাথির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে, অন্তত সেটাই মনে হয়।

ঐ হত্যাকাণ্ডটার মাধ্যমে মনোযোগ আকর্ষণের অনেক আগে থেকেই এলাকার মানুষ টারনারদেরকে নিয়ে কঠিন ও অবজ্ঞাপূর্ণ কণ্ঠে আলোচনা করত, যে কণ্ঠটা সাধারণত সমাজবিরোধী, দাগী অপরাধী অথবা আত্ম-নির্বাসিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে

BanglaBook.org

ব্যবহার করা হতো। লোকেরা টারনারদেরকে অপছন্দ করত, যদিও খুব কম প্রতিবেশীই তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিল অথবা এমনকি দূর থেকে তাদের দেখেছিল। তাহলে তাদেরকে অপছন্দ করার কারণটা কী? কারণ একটাই যে তারা নিজেদের মতো চলত, বাইরের লোকদের সাথে খুব একটা কথাবার্তা বলত না। তাদেরকে কখনও নাচের পার্টিতে অথবা জিমখানায় দেখা যেত না। অনেকে এমনও ধারণা করত যে তাদের নিশ্চয়ই কিছু লুকানোর আছে। এইভাবে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা তাদের ঠিক হয়নি, এটা অন্যদের মুখে চপেটাঘাত করার মতো ছিল; এতটা হামবড়া ভাব দেখানোর মতো কী আছে তাদের? আসলেই কী-ই বা তাদের ছিল! বিশেষ করে তারা যেভাবে জীবনযাপন করে! থাকার ঘর তো না, যেন একটা ছোটো বাক্স যেটাকে নিছক একটা অস্থায়ী বাসস্থান হিসেবে মেনে নেয়া যায় কিন্তু সেটা কোনো অবস্থাতেই স্থায়ীভাবে বাস করার উপযোগী ছিল না। অনেক কৃষ্ণাঙ্গেরই ঐ মানের বাড়ি আছে (ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই সংখ্যাটা খুব বেশি না), সাদা মানুষদের ঐভাবে বাস করা দেখলে সেটা সব সাদা মানুষদের সম্পর্কেই একটা বাজে ধারণার জন্ম দিত।

ঠিক তখনই কেউ একজন কথার মধ্যে "গরিব সাদা" বাক্যাংশটা ব্যবহার করল, যেটা শুনে উপস্থিত সকলেই অস্বস্তি বোধ করল। ঐ দিনগুলোতে অর্থ-বৈষম্য খুব একটা ছিল না, (এটা ছিল টোবাকো ব্যারণদের যুগেরও আগের সময়), বর্ণ-বৈষম্য তো ছিলই। আফ্রিকানাস্‌দের যে ছোটো সম্প্রদায় ছিল, তাদের নিজস্ব জীবনধারা ছিল, বৃটিশরা তাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখত। "গরিব সাদা" বলতে আফ্রিকানাস্‌দের বোঝানো হতো, বৃটিশদের না। তবে যে লোকটা টারনারদেরকে গরিব সাদা বলল, সে তার কথায় অটল থাকল। পার্থক্যটা কোথায়? একজন গরিব সাদা কে? এটা একজন কীভাবে জীবনধারণ করে সেই প্রশ্ন, একটা মানদণ্ডের প্রশ্ন। গরিব সাদা হতে টারনারদের আর যা দরকার ছিল তা হলো একপাল বাচ্চা।

যদিও যুক্তিগুলো নিরেট ছিল, তবুও লোকেরা তখনও টারনারদেরকে গরিব সাদা বলে ভাবতে চাইত না। সেটা ভাবা মানেই ছিল নিজেদের সম্প্রদায়কে ডোবানো, কারণ হাজার হলেও টারনাররা তো বৃটিশ।

এভাবেই ঐ জেলার শ্বেত মানুষেরা টারনারদেরকে মূল্যায়ন করত একটা সার্বিক সংহতির বোধ থেকে, যেটা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজের প্রথম বিধি, যদিও টারনাররা নিজেরাই সেটাকে উপেক্ষা করেছিল। বাহ্যত, তারা সার্বিক সংহতির প্রয়োজনই স্বীকার করত না, আর প্রকৃতপক্ষে সে কারণেই তাদেরকে ঘৃণা করা হতো।

BanglaBook.org

মানুষজন ঘটনাটা নিয়ে যতই ভাবল ততই এটাকে অস্বাভাবিক মনে হলো। হত্যাকাণ্ডটা না বরং এটা নিয়ে তাদের ভাবনা কোন্ পথে পরিচালিত হচ্ছিল সেটা ছিল অস্বাভাবিক। তারা মেরির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এবং ডিক টারনারের প্রতি সহানুভূতি বোধ করছিল, যেন মেরি ছিল অপ্রিয় ও অশুচি, যার খুন হবারই কথা। তবে তারা কোনো প্রশ্ন করল না।

যেমন সেই বিশেষ সংবাদদাতার পরিচয় নিয়ে তাদের নিশ্চয়ই একটা কৌতূহল ছিল। এটাতো ঠিক যে এই জেলারই কেউ একজন সংবাদটা পাঠিয়েছিল, কারণ অনুচ্ছেদটা সংবাদপত্রের ভাষায় লেখা ছিল না। কিন্তু সে কে? চার্লির সহকারী মারস্টন হত্যাকাণ্ডটা ঘটার সাথে সাথে এলাকা ছেড়েছিল। এটা হতে পারে যে পুলিশের লোক ডেনহ্যাম ব্যক্তিগতভাবে এটা লিখেছিল, তবে সেটার সম্ভাবনাও খুবই কম। তাহলে বাকি থাকল চার্লি স্লাটার, যে টারনারদের সম্পর্কে অন্য যে কারো চেয়ে বেশি জানত, তাছাড়া হত্যাকাণ্ডের দিন সে সেখানে ছিলও। এটা বলাই যায় যে সেই কার্যত এই ঘটনাকেন্দ্রিক সব কলকাঠি নাড়ছিল, এক্ষেত্রে সে সার্জেন্টের চেয়েও এগিয়ে ছিল। লোকেরাও সেটাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করল। দুর্বলচিত্তের এক মহিলা একজন কৃষ্ণাঙ্গের হাতে খুন হয়েছে এমন একটা কারণে যা চিন্তা করলেও কখনও মুখে বলা যেত না — এটা নিয়ে শ্বেত জোতদার ছাড়া আর কার এত মাথাব্যথা থাকবে? কারণ এই ঘটনার মাধ্যমে তাদের জীবিকা, স্ত্রী-পরিবার, সর্বোপরি তাদের জীবনধারাটাই হুমকির মুখে পড়েছিল।

তবে স্লাটার যখন এই ঘটনা দেখভালের সুযোগ পেল, তখন বাইরের লোকেরা অবাকই হলো। সে এমনভাবে সব আয়োজন সারবে যাতে কোনো প্রকার সমালোচনার ঢেউ ছাড়াই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায়।

কারণ এই ঘটনাটা নিয়ে কোনো কর্মপরিকল্পনা ছিল না, সেটা করার মতো কোনো সময়ই তখন ছিল না। যেমন, ডিক টারনারের খামারের শ্রমিকেরা যখন তার কাছে খবরটা নিয়ে আসল, তখন সে কেন টেলিফোন ব্যবহার না করে পুলিশ সার্জেন্টের কাছে একটা চিরকুট লিখতে বসল?

এই দেশটাতে যারা বাস করেছেন তারা সবাই শাখা টেলিফোন কেমন হয় তা জানেন। হাতলটা প্রয়োজনীয় সংখ্যকবার ঘোরানোর পর রিসিভার তুললেই আপনি ঐ এলাকার সব রিসিভারের ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক শব্দ এবং নিশ্বাসের মতো কোমল শব্দ, ফিসফিস শব্দ ও চাপা কাশির মতো শব্দ শুনতে পাবেন।

স্লাটার বাস করত টারনারদের থেকে পাঁচ মাইল দূরে। মৃতদেহটা আবিষ্কারের পর খামারের চাকরেরা প্রথম তার কাছেই আসল। এটা খুব জরুরি বিষয় হলেও সে টেলিফোন না করে বরং একজন কৃষ্ণাঙ্গ বাহককে দিয়ে বাইসাইকেলে করে পুলিশ ক্যাম্পে ডেনহ্যামের কাছে একটা ব্যক্তিগত চিঠি

BanglaBook.org

পাঠাল। সার্জেন্ট তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনা তদন্তের জন্য টারনারদের খামারে আধা ডজন কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশ পাঠাল। সে নিজে প্রথমে স্লাটারের সাথে দেখা করতে গেল, কারণ চিঠিটার ভাষা তার মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। একারণেই ঘটনাস্থলে আসতে দেরি হলো তার। খুনিটাকে খুঁজে পেতে কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশদের খুব দূরে যেতে হলো না। ঘরের দিকে হেঁটে যেয়ে মৃতদেহটাকে এক পলক দেখে তারা বাসাটা যে টিলার উপর অবস্থিত তার সামনের দিকে নেমে যেতেই দেখল যে মোজেজ নিজেই পিঁপড়ার ঢিবির ওপাশ থেকে উঠে আসল। হেঁটে তাদের কাছে এসে বলল (অথবা ঐরকমই শোনা গেল), "এই যে আমি এখানে।" তারা তার হাতে চট করে হ্যান্ডকাপটা পরিয়ে দিল, তারপর পুলিশভ্যান আসার অপেক্ষায় ঘরের দিকে ফিরে গেল। তখন তারা দেখতে পেল ঘরের পাশের ঝোপঝাড় থেকে ডিক টারনার বেরিয়ে আসছে, দু'টো কুকুর ঘ্যানঘ্যান করতে করতে তাকে অনুসরণ করছিল। সে বিকারগ্রস্ত ছিল, দিশেহারার মতো নিজেই নিজের সাথে কথা বলছিল এবং জঙ্গলের ভিতরে ও বাইরে পায়চারি করছিল, তার হাতে ধরা ছিল মাটি ও পাতা। তারা তার উপর নজর রাখলেও তাকে তার মতোই চলাফেরা করতে দিল, কারণ পাগল হলেও সে ছিল একজন সাদা, আর এমনকি পুলিশ হলেও কালোরা সাদাদের গায়ে হাত তোলে না।

লোকেরা কথায় কথায় যে প্রশ্নটা তুলল তা হলো খুনি নিজেই ধরা দিল কেন? যদিও তার পালিয়ে পার পাবার তেমন কোনো উপায় ছিল না, তবুও ঝুঁকি নিয়ে হলেও একটা সুযোগ তো সে নিতে পারত। সে পাহাড়ে পালিয়ে যেয়ে সেখানেই কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে পারত, অথবা সবার অলক্ষ্যে সীমান্ত পেরিয়ে পর্তুগিজ ভূখণ্ডে চলে যেতে পারত। পরে এক সূর্যাস্তের ড্রিংক পার্টিতে ঐ জেলার নেটিভ কমিশনার বলেছিলেন যে মোজেজ্ যে কাজটা করেছে তার একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে। যারা এই দেশের ইতিহাস পাঠ করেছেন, অথবা যারা প্রাচীন ধর্মপ্রচারক ও ভ্রমণকারীদের স্মৃতিকথা বা চিঠিপত্র পড়েছেন তাঁরা এই এলাকা, যেটা লবেঙ্গুলার শাসনাধীন ছিল, সেটার সমাজব্যবস্থাটা বুঝতে পারবেন। প্রচলিত আইন ছিল খুব কড়া, প্রত্যেকেই জানত তারা কী করতে পারবে আর কী পারবে না। যদি কেউ ক্ষমার অযোগ্য কোনো অপরাধ করে ফেলত, যেমন যদি হারেমের কোনো মহিলাকে স্পর্শ করত, তাহলে তার জন্য শাস্তি আসত অবোধ নিয়তির মতো, যেটা হতে পারত পিঁপড়ার ঢিবির উপরে বসানো খুঁটির শূলে চড়া অথবা ঐ ধরনেরই কষ্টদায়ক কিছু। অপরাধী নিজেই হয়ত বলত, "আমি জানি যে আমি ভুল করেছি, অতএব আমাকে শাস্তি দেয়া হোক।" এটাই ছিল শাস্তির মুখোমুখি হবার রীতি, আর সত্যই এর একটা ভালো দিক ছিল। নেটিভ কমিশনাররা যেহেতু

BanglaBook.org

ঐ সমাজের ভাষা, সামাজিক প্রথা ইত্যাদি জানতেন, তারা এই ধরনের মন্তব্যগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন, যদিও তারা এটার মাধ্যমে এই বুঝাতেন না যে কৃষ্ণাঙ্গরা যা করে তা 'ভাল'। (তবুও রেওয়াজ বদলে যাচ্ছে, মাঝেমধ্যে পুরোনো প্রথাগুলোকে প্রশংসা করা যেতেই পারে, তবে একই সাথে ঐ সময়ের পর থেকে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে কতটা কলুষিত করা হয়েছে সেটাও মনে রাখতে হবে।)

তবে মোজেজ্ আদৌ মেটাবেল বংশোদ্ভূত নাও হতে পারে। সে একসময় ম্যাশনল্যান্ডে ছিল। এটা ঠিক যে তার মতো কৃষ্ণাঙ্গরা আফ্রিকার যে কোনো জায়গাতেই ঘুরে বেড়ায়। কাজেই সে যে কোনো জায়গা থেকেই আসতে পারত, এটা হতে পারত পর্তুগিজ ভূখণ্ড, নায়াসাল্যান্ড অথবা সাউথ আফ্রিকান ইউনিয়ন। তাছাড়া মহান লবেঙ্গুলার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গিয়েছিল। তবুও নেটিভ কমিশনারদের মধ্যে অতীতের আলোকে সবকিছু বিচার করার প্রবণতা তখনও ছিল।

পুলিশ ক্যাম্পে চিঠি পাঠানোর পর চার্লি স্লাটার খামারের খারাপ রাস্তাটা ধরে বেঢপ আমেরিকান গাড়িটা দ্রুত চালিয়ে টারনারদের ওখানে চলে আসল।

চার্লি স্লাটারটা আসলে কে? সে হলো সেই ব্যক্তি যে ট্রাজেডির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টারনারদের কাছে শ্বেত সমাজের মূর্ত প্রতীক ছিল। পুরো গল্পের অন্তত আধা ডজন জায়গায় তার উপস্থিতি ছিল, সে না থাকলে ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছিল সেভাবে নাও ঘটতে পারত, যদিও আজ হোক কাল হোক টারনারদেরকে দুর্দশার সম্মুখীন হতেই হতো।

স্লাটার লন্ডনের এক মুদির দোকানে সহকারী হিসেবে কাজ করত। ছেলেমেয়েদেরকে সে এই বলতে পছন্দ করত যে তার ক্ষমতা ও উদ্যোগ না থাকলে তাদেরকে ছিন্নবস্ত্রে বস্তিতে বাস করতে হতো। বিশ বছর ধরে আফ্রিকায় কাটালেও তার মধ্যে তখনও খাস লন্ডনবাসীর বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় ছিল। শুধুমাত্র বড়োলোক হওয়ার আশা নিয়ে সে আফ্রিকাতে এসেছিল, এবং সেটা সে হয়েছিল। প্রচুর টাকার মালিক হয়েছিল সে। সে ছিল স্থূল প্রকৃতির, নিষ্ঠুর ও নির্মম, সে দয়াপরবশও ছিল বটে, কিন্তু সেটা তার নিজের মতো করে। তার কাছে অর্থ উপার্জন করাটা ছিল নেশার মতো। সে এমনভাবে খামার পরিচালনা করত যেন মেশিন ঘুরালেই ওপাশ থেকে টাকা বেরিয়ে আসবে। নিজের স্ত্রীর প্রতি সে ছিল কঠোর, প্রথমদিকে তাকে অনেক অপ্রয়োজনীয় কষ্ট করতে বাধ্য করেছে সে, বড়োলোক হবার আগে পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সাথেও সে কঠোর আচরণ করত, অবশ্য সে বিত্তশালী হবার পরে তারা চাহিদামতো সবই পেত। শ্রমিকদের সাথেও সে নিষ্ঠুর আচরণ করত, তারা যেন ছিল সোনার ডিম দেয়া রাজহাঁসের মতো, অন্যের জন্য সোনা সরবরাহ করা ছাড়া জীবনধারণের আর কোনো উপায় আছে

BanglaBook.org

বলে তাদের জানা ছিল না। অবশ্য এতদিনে তারা এটা আরো ভালো করে জেনেছিল অথবা জানা শুরু করেছিল। স্লাটার চাবুক দিয়ে খামার পরিচালনায় বিশ্বাস করত, তার ঘরের সামনের দরজার উপরে ঝুলানো থাকত চাবুক, যেন সেটা ছিল দেয়ালে খোদাই করা এই আদর্শবাক্যের মতোঃ "প্রয়োজনে তুমি খুন করতেও পিছপা হবে না।" একবার সে রাগের মাথায় এক কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করেছিল, যার জন্য তাকে বিশ পাউন্ড জরিমানা দিতে হয়েছিল। তারপর থেকে সে তার মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখত। তবে স্লাটারদের জন্য চাবুক ভালো প্রমাণিত হলেও সেটা অপেক্ষাকৃত কম আত্মবিশ্বাসী লোকদের জন্য অত ভালো ছিল না। ডিক প্রথম যখন খামারের কাজ শুরু করল তখন স্লাটারই তাকে বলেছিল যে লাঙল অথবা মই কেনার আগে একটা চাবুক কেনা উচিত, তবে যেমনটা আমরা দেখব, টারনারদের জন্য চাবুক তেমন উপকারী প্রমাণিত হয়নি।

স্লাটার ছিল বেঁটে ও মোটা, শক্তিধর একজন মানুষ, তার ছিল ভারী কাঁধ ও পুরু বাহু। তার প্রশস্ত ও লোমশ মুখ দেখে তাকে ধূর্ত, সাবধানী ও কিছুটা চালাক মনে হতো। তার মাথার উপরে এক গোছা চুল ছিল, যেটা দেখে তাকে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বলে মনে হতো, তবে চেহারার দিকে তার অত নজর ছিল না। বছরের পর বছর দক্ষিণ আফ্রিকার রোদে থেকে সে যেভাবে তার নীল চোখ বোজার অভ্যাস করেছিল, তাতে চোখ দু'টোকে প্রায় দেখাই যেত না।

টারনারদের ওখানে দ্রুত আসার জন্য সে স্টিয়ারিং হুইলের উপর এমনভাবে বেঁকে বসেছিল যেন সে ওটাকে আলিঙ্গন করছিল, তখন তার স্থির মুখের উপর চোখ দু'টোকে ছোটো নীল ফাটলের মতো লাগছিল। সে তখন ভাবছিল তার সহকারী মারস্টন, যে কিনা তারই একজন কর্মচারী, সে কেন এই হত্যাকাণ্ডটা নিয়ে কথা বলতে তার কাছে আসল না, এমনকি একটা চিরকুট পর্যন্ত পাঠাল না। কোথায় ছিল সে? যে কুঁড়েতে সে বাস করত সেটা বাড়িটা থেকে মাত্র কয়েক'শ গজ দূরে। তাহলে কি সে নার্ভাস হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল? তার মতো এই বিশেষ ধাঁচের ইংরেজ যুবকদের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব, স্লাটার ভাবল। এই জাতীয় বিনয়ী ও মৃদুভাষী বিলেতি যুবকদের প্রতি চার্লির ভীষণ ঘৃণা ছিল, যদিও একইসাথে তাদের আদবকায়দা ও শিষ্টাচার দেখে সে মুগ্ধ হতো। ইতোমধ্যেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাওয়া তার নিজের পুত্ররা এখন ভদ্রলোক। তাদেরকে ভদ্রলোক বানানোর জন্য সে প্রচুর টাকা খরচ করেছিল, সেই কারণেই সে তাদেরকে ঘৃণা করত। একই সাথে সে আবার তাদেরকে নিয়ে গর্বিতও ছিল। মারস্টনের প্রতি তার মনোভাবের মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের এই স্ববিরোধিতাটাই ফুটে উঠেছিলঃ কিছুটা কঠিন ও নিরাসক্ত, আবার ভিতরে ভিতরে কিছুটা শ্রদ্ধাশীল। তবে ঐ মুহূর্তে সে তার প্রতি কেবল বিরক্তিই বোধ করছিল।

BanglaBook.org

মাঝ রাস্তায় এসে সে যখন বুঝল গাড়িটি ঝাঁকি খেতে খেতে হেলেদুলে চলছে, তখন সে এটাকে থামাল। চাকায় একটা নয় দুটো ফুটো দেখতে পেল সে। রাস্তার লালচে কাদামাটির ভিতরে ভাঙা কাঁচের টুকরো ছিল। তার অর্ধ-সচেতন চিন্তার মধ্য দিয়েই বিরক্তিটার প্রকাশ ঘটল, "টারনারের রাস্তাগুলোতে কাঁচের টুকরো থাকার সাথে তার স্বভাবের মিল আছে।" কিন্তু টারনার তখন কেবলই করুণার পাত্র, কাজেই তার বিরক্তিটা যেয়ে পড়ল মারস্টনের প্রতি। তার এই সহকারীটাই যে কোনো ভাবে হত্যাকাণ্ডটা এড়াতে পারত, স্লাটার ভাবল। তাকে বেতন দেয়া হয় কী জন্য? কী কাজে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল? তবে স্লাটার ছিল তার নিজের মতো করে একজন পক্ষপাতহীন মানুষ, বিশেষত তার স্বজাতির ক্ষেত্রে। সে নিজেকে সংযত করে একটা চাকার ফুটো সারার জন্য এবং আরেকটা চাকা বদলানোর জন্য গাড়ি থেকে রাস্তার নরম কাদার উপর নেমে কাজ করতে লেগে গেল। এই কাজ করতে তার প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা সময় লাগল, সে যখন কাজটা শেষ করে কাদামাটি থেকে কাঁচের টুকরাগুলো তুলে পাশের ঝোপের মধ্যে ছুড়ে ফেলল, তখন তার মুখ ও চুল ঘামে ভিজে গিয়েছিল।

অবশেষে সে টারনারদের বাসায় পৌঁছাল। ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে বাসার দিকে যাবার সময় সে দেয়ালে হেলান দেয়া অবস্থায় ছয়টি বাইসাইকেল দেখতে পেল। বাসার সামনে গাছের নীচে ছয়জন কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল, তাদেরই মাঝখানে ছিল কৃষ্ণাঙ্গ মোজেজ্, সামনের দিক থেকে তার হাতে হাতকড়া পরানো। হাতকড়া, বাইসাইকেল এবং ভারী ও ভেজা গাছের পাতার উপর সূর্যের আলোর ঝলক এসে পড়ছিল। সকালটা ছিল স্যাঁতস্যাঁতে আর ভাপসা। আকাশে ছিল রঙহীন মেঘের ঘনঘটা, দেখতে বাদামি ও কালো রঙের পেইন্টের পাতলা তরল মিশ্রণের মতো লাগছিল। বিবর্ণ মাটির উপরে জলভর্তি গর্তগুলোতে আকাশের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল।

চার্লি পুলিশদের দিকে এগিয়ে যেতে তারা অভিবাদন জানাল। তাদের মাথায় ফেজ টুপি আর গায়ে জাঁকজমকপূর্ণ ইউনিফর্ম পরা ছিল। চার্লির অবশ্য এসব দেখার মানসিকতা ছিল না, কারণ সে মনে করত কৃষ্ণাঙ্গ চাকররা তাদের অফিশিয়াল পোশাক অথবা একফালি কাপড়ের তৈরি পোশাকের যে কোনো একটা পরলেই হলো। অর্ধ-সভ্য নেটিভদের সে সহ্য করতে পারত না। এখানে উপস্থিত পুলিশ সদস্যদেরকে শারীরিক গঠন দেখেই চাকরি দেয়া হয়েছিল, তারা দেখতেও আকর্ষণীয় ছিল, কিন্তু মোজেজের চেহারার কাছে তারা সবাই ম্লান হয়ে পড়েছিল। সে ছিল খুব শক্তিশালী পুরুষ, পালিশ করা ফ্লোর ম্যাটের মতো কালো সে। তার পরনে ছিল ভেজা ও কাদা মাখানো গেঞ্জি এবং হাফপ্যান্ট। চার্লি খুনিটার একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। লোকটাও তাকে

BanglaBook.org

ভাবলেশহীন ও নির্লিপ্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল। চার্লির নিজের মুখ ছিল অস্বাভাবিক, সেখানে ফুটে উঠেছিল এক ধরনের বিজয়, সতর্ক প্রতিহিংসা এবং ভয়ের চিহ্ন। ভয়টা আসলে কীসের? এটা কি মোজেজ্‌কে নিয়ে, যার ফাঁসি এক প্রকার হয়েই গেছে বলে ধরে নেয়া যায়। তবে বলতেই হবে চার্লি অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। মনে হলো সে একটু নড়েচড়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করল, তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই কয়েক কদম দূরে দাঁড়ানো ডিক টারনারের দেখা পেল, তার সারা শরীর তখন কাদায় মাখা।

"টারনার!" সে আদেশের সুরে ডাকল। ডিক থেমে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে তাকালো। সে তাকে চেনে বলে মনে হলো না। চার্লি তার হাত ধরে নিজের গাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। সে জানত না যে ডিক তখন এতটাই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গিয়েছিল যে সেটা ছিল নিরাময়ের অযোগ্য, তা না হলে তার রাগ আরো বেড়ে যেত। ডিককে গাড়ির পিছনের সিটে বসিয়ে রেখে সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। সেখানে সামনের কামরায় মারস্টন হাত দু'টো পকেটে ভরে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল যা দেখে মনে হবে সে অসাবধানবশত শান্ত। তবে তার মুখ ছিল ফ্যাকাশে এবং ক্লান্ত।

"কোথায় ছিলে তুমি?" চার্লি সাথে সাথে জিজ্ঞাসা করল, তার কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

"সাধারণত টারনার সাহেব আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন," যুবকটি শান্তভাবে বলে গেল। "আজ সকালে আমি বেশি ঘুমিয়েছিলাম। পরে যখন বাড়ির ভিতরে আসলাম, তখন বারান্দায় মিসেস টারনারকে দেখতে পেলাম। তারপর পুলিশ আসল। আমি আপনার উপস্থিতি আশা করছিলাম।" মারস্টন বেশ ভীত ছিল, ভয়টা ছিল মৃত্যুভয় যা তার কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল, এটা সেই ধরনের কোনো ভয় না যা চার্লির কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করছিল মারস্টন এই দেশে এত বেশি দিন বাস করেনি যে চার্লির বিশেষ ভয়কে সে বুঝতে পারবে।

চার্লি বিড়বিড় করে উঠল প্রয়োজন ছাড়া সে কখনো কথা বলত না। সে কৌতূহল নিয়ে মারস্টনের দিকে অনেক সময় ধরে তাকিয়ে থাকল, যেন সে বোঝার চেষ্টা করছিল যে খামারের কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকেরা মাত্র কয়েকগজ দূরে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিকে না ডেকে তাকেই ডেকে পাঠাল কেন। তবে এটা এমন না যে সে তখন কোনো অপছন্দ বা ঘৃণা নিয়ে মারস্টনের দিকে তাকিয়ে ছিল, বরং তার ছিল সেই দৃষ্টি যে দৃষ্টিতে একজন ব্যক্তি তার সম্ভাব্য অংশীদার, যে এখনও সম্ভাবনার প্রমাণ রাখেনি, তার দিকে তাকায়।

সে ফিরে গিয়ে শোবার ঘরে প্রবেশ করল। একটা কাদামাখা সাদা চাদরে ঢাকা মেরি টারনার ছিল শক্ত একটা মূর্তি। চাদরের একপাশ দিয়ে বিবর্ণ খড়ের

মতো একগোছা চুল বেরিয়ে পড়েছিল, অন্য প্রান্ত দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কুঞ্চিত হলুদ পা। তখন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটল। মেরির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার সময় ঘৃণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল, যেটা তার হবার কথা ছিল খুনিটাকে দেখার সময়। ভ্রুকুটি করল সে, বিদ্বেষপূর্ণ ভেংচি কাটার ফলে কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার ঠোঁট দুটো দাঁতের উপরে বেঁকে বসল। চার্লি মারস্টনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল, তা না হলে তাকে দেখে সে তাজ্জব বনে যেত। চার্লি কঠিন এবং রাগান্বিতভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরাটা ত্যাগ করল, যুবকটি তার সামনে হাঁটতে লাগল।

মারস্টন বলল, "সে বারান্দায় পড়ে ছিল। আমি তাকে বিছানায় তুলে দিয়েছিলাম।" ঠান্ডা শরীর স্পর্শ করার স্মৃতি মনে পড়তেই সে ভয়ে কেঁপে উঠল। "আমি ভেবেছিলাম তাকে ওখানে ফেলে রাখা ঠিক হবে না।" কিছুটা ইতস্তত করে সে আরো বলল, "কুকুরেরা তার শরীর চাটছিল", এটা বলার সময় তার মুখের মাংসপেশি কুঁচকে সাদা হয়ে গেল।

তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চার্লি মাথা নাড়ল। মেরির মৃতদেহটা কোথায় পড়ে থাকল সেটা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হলো না। তবে এই অপ্রিয় কাজটা করার সময় তার সহকারী যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ দেখিয়েছিল সেটার প্রশংসা করল সে।

"সব জায়গাতে শুধু রক্ত আর রক্ত। আমি তা পরিষ্কার করলাম অবশ্য পরে ভাবলাম ওটা পুলিশের সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্য রেখে দেয়া উচিত ছিল।"

"এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না," চার্লি অমনোযোগের সাথে বলল। তারপর সে সামনের কামরায় রাখা অসমতল কাঠের চেয়ারের একটাতে বসে চিন্তায় ডুবে গেল, তার সামনের দাঁতগুলো দিয়ে মৃদু শিস-ধ্বনি বের হচ্ছিল। মারস্টন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়ি আসছে কিনা দেখছিল। মাঝে মাঝে চার্লি ঠোঁটের সাথে জিহ্বার আলতো ঘষা দিতে দিতে সতর্ক দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছিল। তারপর আবার সে মৃদু শিস দিচ্ছিল। এটা যুবকটাকে বিচলিত করে তুলছিল।

অবশেষে চার্লি সতর্কভাবে জিজ্ঞাসা করল, "এ সম্পর্কে *তুমি* কি জান?"

তুমি শব্দের উপর বিশেষ জোর লক্ষ করল মারস্টন, সে ভাবছিল স্লাটার কতটুকু জানে। নিজেকে সে ভালোই নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল, কিন্তু সেটা ছিল শক্ত তারের মতো টানটান নিয়ন্ত্রণ। সে উত্তর দিল, "আমি কিছু জানি না। আসলেই কিছু জানি না। এটা এতই কঠিন যে. ", সে চার্লির দিকে আবেদনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

BanglaBook.org

একজন পুরুষের কাছ থেকে আসা সেই মৃদু আবেদনময় দৃষ্টিতে চার্লি বিরক্ত হলো, তবে সে সন্তুষ্টও হলো এই কারণে যে যুবকটা তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। এই ধরনের যুবকদের সে ভালো করে চেনে। এদের কতজনই না খামারের কাজ শেখার জন্য ইংল্যান্ড থেকে আসল। সাধারণত পাবলিক স্কুল পাস করা এই যুবকেরা খুব বেশি মাত্রায় বিলেতী, আবার তাদের খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাও অনেক বেশি। চার্লি মনে করত তাদের অভিযোজনের ক্ষমতাই তাদের মুক্তির কারণ, এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে তারা খুব দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারত। প্রথম দিকে তারা অহংকারী এবং অসামাজিক থাকলেও তাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব থাকত। তারপর তারা দারুণ সংবেদনশীলতা আর আত্মসচেতনতা নিয়ে সতর্কতার সাথে নতুন জীবন সম্পর্কে জানতে থাকত।

যখন প্রবীণ বসতি স্থাপনকারীরা বলেন, "এই দেশটাকে জানতে হবে", তখন তারা যা বুঝাতে চান তা হলো, "কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে আমাদের ধ্যান-ধারণাগুলোর সাথে তোমাকে অভ্যস্ত হতে হবে।" কার্যত তারা যা বলতে চান তা হলো : "আমাদের ধারণাগুলো রপ্ত কর, অন্যথায় এখান থেকে চলে যাও, আমরা তোমাদেরকে চাই না।" এই যুবকদের বেশিরভাগই সম-অধিকার সম্পর্কে একটা ভাসাভাসা ধারণা নিয়ে বড়ো হয়েছে। এখানে আসার প্রথম দু'য়েক সপ্তাহ তারা কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে দুর্ব্যবহার দেখে ব্যথিত হতো। প্রতিদিন তাদের সম্পর্কে যেরকম অবজ্ঞাসূচকভাবে কথা বলা হতো, যেন তারা ছিল এক পাল গরু, তাদেরকে যেভাবে পেটানো হতো অথবা তাদের দিকে যে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকানো হতো, সেগুলো দেখে তাদের মধ্যে দিনে শতবার বিদ্রোহ জেগে উঠত। তারা কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে মানুষের মতো আচরণ করতে চাইত। কিন্তু তারা যে সমাজে যোগ দিতে যাচ্ছিল সেটার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারত না। তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হতেও বেশি দিন লাগত না। অবশ্য অতটা খারাপ হওয়া যে কারোর জন্যই কঠিন ছিল। তবে কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা এটাকে আর খারাপ ভাবত না। তাছাড়া এইসব ধারণাগুলোর মূল্যই বা কী ছিল? সেগুলো ছিল শালীনতা এবং পরহিতকর মনোভাব সম্পর্কিত বিমূর্ত ধারণা ছাড়া আর কিছুই না: নিছক বিমূর্ত ধারণা। বাস্তবে মালিক-চাকর সম্পর্কের বাইরে আর কোনোভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হতো না। মানুষ হিসেবে তাদের নিজস্ব জীবণধারার সাথে মিলিয়ে তাদেরকে জানার চেষ্টা কেউ করত না। মাত্র কয়েকমাস যেতে না যেতেই এই সংবেদনশীল ও শিষ্টাচারসম্পন্ন যুবকেরা কঠিন, শুষ্ক এবং প্রখর রৌদ্র-সিক্ত নতুন দেশে নিজেদেরকে মানিয়ে নেয়ার মতো অমার্জিত হয়ে যেত। তাদের রোদে-পোড়া পুরু বাহু আর পেটানো শরীরের সাথে তাল মিলিয়ে তারা নতুন আচার আচরণ রপ্ত করে ফেলত।

BanglaBook.org

যদি টনি মারস্টন আরো কয়েকমাস এই দেশে থাকত, তাহলে তার জন্য বিষয়টা সহজ হয়ে যেত। তার সম্পর্কে চার্লির অনুভূতি ছিল এটাই। সে কারণেই সে একটা পূর্ব-অনুমান নিয়ে ভ্রুকুটি করে যুবকটার দিকে তাকাল, এটা এমন না যে সে তার কোনো দোষ ধরছিল, সে শুধু সাবধান ও সজাগ ছিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ, এটা এত কঠিন কেন?"

মনে হলো টনি মারস্টন অস্বস্তিতে পড়ল, যেন সে নিজেই নিজের মনকে জানে না। আর আসলেও তাই, কয়েক সপ্তাহ ধরে টারনারদের বাসার বিয়োগান্তক পরিবেশে থেকেও তার বোঝাবুঝি পরিষ্কার হয়নি। সে যে মূল্যবোধ নিয়ে এখানে এসেছিল এবং যে মূল্যবোধ সে রপ্ত করছিল, তার ভিতরে এই দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ তখনও চলছিল। চার্লির কণ্ঠস্বরে একটা কর্কশভাব এবং একটা সতর্কতার ইঙ্গিত ছিল যেটা তাকে ভাবিয়ে তুলল। তাকে সাবধান করা হচ্ছিল কীসের বিরুদ্ধে? তাকে যে সাবধান করা হচ্ছে এটা বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান সে। এ বিষয়ে সে চার্লির থেকে আলাদা, কারণ চার্লি কাজ করছিল সহজাতভাবে, যে নিজেও জানত না যে তার কণ্ঠের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল। সবকিছুই তার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। পুলিশ কোথায় ছিল? নিছক একজন প্রতিবেশী হয়ে চার্লি কোন অধিকারে তার মুখোমুখি হলো, যে কার্যত এই বাড়ির একজন সদস্য? চার্লি নিঃশব্দে কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিচ্ছিল কেন?

তার অধিকারের ধারণাটা ওলটপালট হয়ে গেল। সে বিভ্রান্ত থাকলেও খুনটা নিয়ে তার নিজস্ব কিছু ধারণা ছিল যেটা সে একেবারে লিখিতভাবে বলার মতো পরিষ্কার করে বলতে পারবে না। খুনটা নিয়ে ভাবতেই সে দেখতে পেল এটা ঘটার মতো যথেষ্ট কারণ ছিল গত কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে সে দেখতে পেল এই ধরনের একটা কিছু ঘটা অবশ্যম্ভাবী ছিল, কোনো একটা সহিংস বা কদর্য ঘটনা যে ঘটতে যাচ্ছিল এটা সে আগে থেকেই বলে দিতে পারত। এই বিশাল ও কঠিন দেশে রাগ, হিংস্রতা এবং মৃত্যু স্বাভাবিকই মনে হয়। সেই সকালে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটার ভিতরে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে সে এই নিয়ে অনেক চিন্তা করেছিল, খুন হয়ে বারান্দায় পড়ে থাকা মেরি টারনারকে খুঁজে পেতে সবাই কেন এত দেরি করল এটা ভেবে সে অবাক হয়েছিল। বাড়ির বাইরে পুলিশের লোকেরা গৃহভৃত্যটাকে পাহারা দিচ্ছিল আর ডিক টারনার কাদামাটির মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে বিড়বিড় করছিল, সে অপ্রকৃতিস্থ হলেও ক্ষতিকারক ছিল না। যে ব্যাপারগুলো টনি আগে বোঝেনি সেগুলো সে এখন বুঝল এবং সেগুলো নিয়ে কথা বলার জন্যও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু চার্লির মনোভাব সম্পর্কে সে অন্ধকারেই রয়ে গেল। এখানেই কিছু একটা ছিল যেটা তার উপলব্ধির বাইরে।

BanglaBook.org

"ব্যাপারটা ছিল এইরকম," সে বলল, "প্রথম যখন এই দেশে আসলাম, তখন দেশটা সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানতাম না।"

ভালো মেজাজে হলেও নির্মম পরিহাসের সুরে চার্লি বলল, "তথ্যটার জন্য ধন্যবাদ," তারপর বলল, "নিগ্রোটা কেন মিসেস টারনারকে খুন করল সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে কি?"

"হ্যাঁ, আমার একটা ধারণা হয়েছে।"

"আমাদের উচিত হবে সার্জেন্ট আসলে ব্যাপারটা তার হাতেই ছেড়ে দেয়া।"

এটা ছিল একটা ধমক, যা তাকে থামিয়ে দিল। টনি চুপ হয়ে গেল, ভিতরে ভিতরে রেগে গেলেও সে বিভ্রান্ত ছিল।

সার্জেন্ট এসে খুনিটাকে দেখতে গেল, তারপর স্লাটারের গাড়ির জানালা দিয়ে ডিকের দিকে একনজর দৃষ্টি দিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল।

"তোমার ওখানে গিয়েছিলাম, স্লাটার", সে বলল, বলতে বলতেই সে টনির দিকে ঘুরে গভীর মনোযোগের সাথে তাকে দেখল। তারপর সে শোবার ঘরে ঢুকল। তার প্রতিক্রিয়াটা ছিল ঠিক চার্লির মতোঃ সেটা হলো খুনির প্রতি প্রতিশোধপরায়ণতা, ডিকের জন্য আবেগঘন করুণা এবং মেরির প্রতি তিক্ত ও ঘৃণাযুক্ত ক্রোধ। প্রসঙ্গত, সার্জেন্ট ডেনহ্যাম এই দেশে বেশ কিছু বছর ধরে বাস করছিল। এবার টনি তার মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটা ধাক্কা খেল। দুইজন ব্যক্তি মৃতদেহটার পাশে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে একদৃষ্টে এটাকে দেখার সময় তাদের মুখ দেখে টনি অস্বস্তি বোধ করল, এমনকি ভয়ও পেয়ে গেল। সে সামান্য একটু বিরক্তও ছিল, তবে সে যা জানে তার উপর ভিত্তি করে মূলত করুণাই তাকে আন্দোলিত করছিল। তার বিরক্তিটা ছিল সেই ধরনের যেটা সে কোনো ধরনের সামাজিক অনিয়ম দেখলেই বোধ করত, প্রত্যাশা ব্যর্থ হলে যে বিরাগ জাগে এটা তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। তবে ভিতরে গভীর সহজাত আতঙ্কের উপস্থিতি দেখে সে অবাক হলো।

তারা তিনজন নীরবে শোবার ঘরে প্রবেশ করল। চার্লি স্লাটার এবং সার্জেন্ট ডেনহ্যাম দুইজন বিচারকের মতো পাশাপাশি দাঁড়াল, যেন তারা ইচ্ছা করেই এই ভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। টনি ছিল তাদের উল্টো দিকে। সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, তবে তারা ঐভাবে দাঁড়িয়ে চতুর ও গুরুগম্ভীর মুখে তার দিকে যেভাবে তাকাচ্ছিল সেটা তার কাছে দুর্বোধ্য লাগছিল, তাদের ঐ ভান দেখে তার মধ্যে এক অদ্ভুত অপরাধবোধ কাজ করা শুরু করল।

"একটা বাজে ঘটনা", সার্জেন্ট ডেনহ্যাম সংক্ষেপে বলল।

BanglaBook.org

কেউ কোনো উত্তর দিল না। চট করে নোটবুকটা খুলে একটা পৃষ্ঠার উপরে ফিতাটা বিন্যস্ত করে তার উপরে পেন্সিলটা ধরে রাখল।

"যদি কিছু মনে না করেন, কয়েকটা প্রশ্ন ছিল।" সে বলল। টনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"কতদিন ধরে এখানে আছেন?"

"প্রায় তিন সপ্তাহ।"

"এই ঘরেই বাস করছেন?"

"না, ঐ পথটার দিকে একটা কুঁড়েতে।"

"তারা বাইরে থাকা অবস্থায় আপনারই তো এই জায়গা দেখাশোনা করার কথা ছিল?"

"হ্যাঁ, ছয় মাসের জন্য।"

"তারপর?"

"তারপর একটা তামাকের খামারে চলে যাবার ইচ্ছে করছিলাম।"

"কখন আপনি এই ঘটনাটা জানলেন?"

"তারা আমাকে ডাকেনি। আমি জেগে উঠে মিসেস টারনারকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলাম।"

টনির গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল যে সে একটা আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তাকে ডাকা হয়নি এই কারণে সে ব্যথিত, এমনকি অপমানিত বোধ করল, এই দুই ব্যক্তিও তাকে এইভাবে উপেক্ষা করাটাকে সঠিক ও স্বাভাবিক ভাবছিল, যেন এই দেশে নবাগত হওয়াতে সে যে কোনো ধরনের দায়িত্ব পালনের অযোগ্য। আর তাকে যেভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছিল, সেটাও তাকে ক্ষুব্ধ করল। এটা করার অধিকার তাদের ছিল না। সে রাগে ফুঁসতে লাগল, যদিও সে এটা ভালো করেই জানত তাদের আচরণের মধ্যে তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার যে ইঙ্গিতটা ছিল, সেই সম্পর্কে তারা নিজেরাই সচেতন ছিল না, কাজেই নিজের মর্যাদা বজায় রাখার চেয়ে বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের প্রকৃত অর্থ বোঝার চেষ্টা করাটাই শ্রেয় হবে বলে সে মনে করল।

Bangla Book.org

"আপনি টারনারদের সাথে খাবার খেতেন?"

"হ্যাঁ।"

"এছাড়াও কি আপনি এখানে মাঝেসাজে আসতেন? মানে সামাজিকতা রক্ষার জন্য?"

"না, কখনো না। আমি আমার কাজ শিখতেই ব্যস্ত ছিলাম।"

"টারনারের সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো ছিল?"

"হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। মানে তাকে বোঝা অত সহজ ছিল না। সে তার নিজের কাজে মগ্ন থাকত। তাছাড়া জায়গাটা ছেড়ে যেতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল।"

"আহা, বেচারা, এই নিয়ে তার খুব বাজে সময় যাচ্ছিল।" সার্জেন্টের কণ্ঠটা হঠাৎ নরম, দয়াবশত প্রায় বিচলিত হয়ে পড়ল, যদিও চট করে কথাটা বলে বসেই যেন সবার কাছে নিজের দৃঢ়তা প্রমাণের জন্য সে মুখে কুলুপ এঁটে দিল। টনি বিব্রতবোধ করছিল, এই ব্যক্তিটির অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার সাথে সে তাল মেলাতে পারছিল না। তাদের ভাবনার সাথে তার ভাবনার কোনো মিল ছিল না, এই বিয়োগান্তক নাটকে সে একজন বহিরাগত, যদিও সার্জেন্ট এবং চার্লি স্লাটার ক্লান্তিমাখা গাম্ভীর্যের ভান ধরে বেচারা ডিকের কষ্ট দেখে অব্যক্ত ভারে মুষড়ে পড়ার যে ভাব দেখাচ্ছিল, তাতে এই ঘটনার সাথে তাদের ব্যক্তিগত সংযোগ রয়েছে বলে মনে হলো।

অথচ এই হলো সেই চার্লি যে আক্ষরিক অর্থেই ডিককে তার খামার থেকে বিতাড়িত করেছিল। ডিকের সাথে চার্লির আগের সাক্ষাতের সময়গুলোতে চার্লির মধ্যে এই ভাবালুতাপূর্ণ করুণার ছিটেফোঁটাও দেখতে পায়নি টনি ।

লম্বা একটা নীরবতা নেমে আসল। সার্জেন্ট তার নোটবুকটা বন্ধ করল। কিন্তু তার কাজ তখনও শেষ হয়নি। সে টনিকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছিল আর ভাবছিল পরের প্রশ্নটা কী হবে। অন্তত টনির কাছে সেটাই মনে হলো, সে উপলব্ধি করতে পারছিল এই মুহূর্তটাই পুরো ঘটনার মূল সন্ধিক্ষণ। চার্লির সতর্ক মুখে কিছুটা চাতুরী এবং কিছুটা ভয় দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

"এখানে থাকা অবস্থায় অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন?" যেন কথার ছলে সার্জেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, দেখেছি", টনি ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলল। ইতিমধ্যেই সে স্থির করে ফেলেছিল সে আর কর্তৃত্ব মেনে নিবে না। কারণ সে জানত তার উপর কর্তৃত্ব ফলানো হচ্ছে, যদিও বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতায় তাদের দুজনের সাথে তার বিস্তর ফারাক আছে। তারা তার দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাল, তারপরে নিজেদের মধ্যে চকিত দৃষ্টি বিনিময় করে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল, যেন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করতে তারা ভয় পাচ্ছে।

"কী দেখেছিলেন আপনি? আশা করি এই ঘটনাটার অপ্রীতিকর দিকটা আপনি অনুধাবন করতে পেরেছেন?" শেষের কথাটা ছিল অনিচ্ছাসত্ত্বেও করা একটা আবেদন।

BanglaBook.org

"যে কোনো খুনই অপ্রীতিকর।" টনি শুষ্কভাবে মন্তব্য করল।

"এই দেশে অনেকদিন ধরে থাকলে আপনি বুঝতে পারবেন যে নিগ্রোরা শ্বেত মহিলাদের হত্যা করছে এটা আমরা মেনে নিতে পারি না।"

"এই দেশে অনেকদিন ধরে থাকলে", এই বাক্যাংশটা টনির গলায় আটকে থাকল। প্রায়শই শুনতে শুনতে কথাটা বিশ্রীভাবে তার কানে লাগত, সে ভিতরে ভিতরে রেগে যেত, নিজেকে তার অর্বাচীন মনে হতো। তখন ঝোঁকের মাথায় একটা অকাট্য বিবৃতির মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করে দিতে ইচ্ছে করল; কিন্তু সত্যটা তো ঐ ধরনের ছিল না। এটা কখনও ঐ ধরনের ছিল না। মেরি সম্পর্কে সে যা জানত বা অনুমান করত সেটা অতি সহজেই বলা যেত, অথচ এই দুই ব্যক্তি সেটা উপেক্ষা করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা সত্যিই বিবেচনার দাবি রাখে বলে তার কাছে মনে হয়েছিল, সেটা হলো ডিক এবং মেরির প্রেক্ষাপট, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সর্বোপরি তাদের জীবনধারা উপলব্ধি করা। আর এটা করা অত সহজ ছিল না। সে এই সত্যে উপনীত হয়েছিল পরোক্ষভাবে: এর ব্যাখ্যাটাও তাকে পরোক্ষভাবেই করতে হবে। ঐ মুহূর্তে সে মেরি, ডিক এবং ঐ কৃষ্ণাঙ্গটার প্রতি নৈর্ব্যক্তিকভাবে গভীর সহমর্মিতা অনুভব করছিল, যেটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এক দারুণ ক্রোধে রূপ নিয়েছিল, আর তার ফলেই ব্যাখ্যাটা কোথা থেকে শুরু করতে হবে সেটা ঠিক করা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"ঠিক আছে, আমি প্রথম থেকে যা জানি তা তোমাদেরকে বলব, তবে এটা বলতে কিছুটা সময় লাগতে পারে . . ."

"তুমি বলতে চাইছ মিসেস টারনার কেন খুন হলো তা তুমি জান?" প্রশ্নটা ছিল একটা ত্বরিত ও চাতুর্যপূর্ণ প্রত্যাঘাত।

"না, ব্যাপারটা তেমন না। আমি শুধু একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারি।" তার শব্দচয়ন ছিল সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক।

"আমরা কোনো ব্যাখ্যা চাই না। আমরা চাই প্রকৃত তথ্য। আর যে কোনো পরিস্থিতিতেই তোমাকে ডিক টারনারের কথা মনে রাখতে হবে। এটা তার জন্য সবচেয়ে অপ্রীতিকর। বেচারাটার কথা বিবেচনায় আনতে হবে তোমার।"

আবার সেই একই কথা: সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একটা আবেদন যা এই দুই ব্যক্তির কাছে মোটেও অযৌক্তিক ছিল না। পুরো ব্যাপারটাই উদ্ভট! টনি রেগে যেতে শুরু করল।

"আমার যা বলার আছে সেটা আপনি শুনতে চান কিনা?" সে বিরক্তির সাথে জিজ্ঞাসা করল।

BanglaBook.org

"বলে যান। তবে শুধু এইটুকু মনে রাখবেন, আপনার কল্পনাপ্রসূত কোনো কথা শুনতে চাই না। আপনি কি এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট এমন কিছু দেখেছেন যা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করে? যেমন, আপনি কি এই ভৃত্যটাকে তার অলংকার নেয়ার চেষ্টা করতে অথবা এই রকম কিছু করতে দেখেছেন? সুনির্দিষ্টভাবে যে কোনো কথা আপনি বলতে পারেন, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এমন কোনো কথা না।"

টনি হেসে ফেলল। তারা দুজ'নে তার দিকে কড়াভাবে তাকাল।

"আমার মতো আপনিও জানেন যে এটা এমন একটা ঘটনা যেটাকে এইভাবে সরাসরি ব্যাখ্যা করা যায় না। আপনি সেটা জানেন। এটা স্পষ্টভাষায় বিস্তারিত বর্ণনা করার মতো কোনো ঘটনা না।"

একটা সম্পূর্ণ অচলাবস্থার অবতারণা হলো; কেউ কোনো কথা বলছিল না। যেন শেষের কথাগুলো শুনতেই পায়নি এমন ভান করে সার্জেন্ট ডেনহ্যাম অবশেষে ভ্রুকুটি করে বলল, "যেমন, মিসেস টারনার ভৃত্যটার সাথে কেমন আচরণ করত। সে কি ভৃত্যদের সাথে ভালো ব্যবহার করত?"

টনি তখন ক্ষুব্ধ ছিল, একদিকে তার নিজের অনুভূতি এবং অন্যদিকে তার আনুগত্য যেটা সম্পর্কে সে তখনও ভালো করে বুঝতে পারেনি, এই দুইয়ের সংঘাতের মাঝে একটা আশ্রয় হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছিল সে। সার্জেন্টের এই বাক্যটাকেই সে তার কথা শুরুর সূত্র হিসেবে ব্যবহার করল।

"হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলাম সে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করত। যদিও অন্যদিকে..."

"তার সাথে খ্যাচখ্যাচ করত, তাই না? এই দেশে মহিলারা এই খারাপ কাজটা করেই থাকে। তাই না, স্লাটার?" কণ্ঠটা ছিল সহজ, অন্তরঙ্গ আর ঘরোয়া। "মেয়েলোকটা আমাকে পাগল করে দিল — এই ভাবখানাই এই দেশে প্রচলিত। নিগ্রোদেরকে কেমন করে চালাতে হয় সেটা তারা জানে না।"

"নিগ্রোদেরকে চালানোর জন্য একজন পুরুষের প্রয়োজন হয়," চার্লি বলল। "মেয়েমানুষ তাদেরকে আদেশ করছে এই বিষয়টা নিগ্রোদের চিন্তারও বাইরে। তাদের মেয়েমানুষদেরকে তারা জায়গামতো রেখে দিয়েছে," সে হেসে উঠল। তার সাথে সার্জেন্টও হেসে ফেলল। স্বস্তিতে তারা একে অপরের দিকে তাকাল, এমনকি টনির দিকেও। চাপা উত্তেজনার অবসান ঘটেছে, বিপদ কেটে গেছে। টনির মনে হলো তাকে আরো একবার উপেক্ষা করা হলো এবং তার আর কোনো কথা শোনা হবে না। সে এটা বিশ্বাসই করতে পারছিল না।

BanglaBook.org

"তবে একটা ব্যাপার," সে বলল। তারপর থেমে গেল। তারা দু'জনেই কঠিন, গম্ভীর আর বিরক্তিভরা মুখে তার দিকে ফিরে তাকাল। সাবধানবাণীটা ছিল নির্ভুল! এটা ছিল সেই ধরনের সাবধানবাণী যা খুব বেশি বলে নিজের খারাপ ডেকে আনা অর্বাচীনকে দেয়া যেতে পারত। টনির জন্য এটা কঠিন এক উপলব্ধি ছিল। সে নতি স্বীকার করল, এই ঘটনাটার সাথে তার নিজের সম্পর্ক সে সেখানেই চুকিয়ে ফেলল। সম্পূর্ণ বিস্ময়বিহ্বলতা নিয়ে সে তাদের দু'জনকে দেখল: মেজাজ-মর্জিতে এবং আবেগ-অনুভূতিতে তারা দু'জন এক, তাদের দু'জনের মধ্যে নিখুঁত বোঝাপড়া রয়েছে যেটা সম্পর্কে তারা নিজেরাও অবগত না, তাদের মধ্যকার সহমর্মিতা অগুপ্ত, তারা যে মিলেমিশে এই ঘটনাটার দেখভাল করছে সেটা একান্তই সহজাত, আর এটা করতে যেয়ে তারা যে অস্বাভাবিক এমনকি বেআইনি কিছু করছে সে সম্পর্কেও তারা অজ্ঞাত। আর মোটের উপর কী এমন বেআইনি কাজ তারা করছিল? কথাবার্তা যা হচ্ছিল তার সবই ঘরোয়া ও অস্পষ্ট, কথাবার্তার মধ্যে আনুষ্ঠানিকতার কোনো বালাই ছিল না কারণ নোটবইটা গুটিয়ে নেয়া হয়েছিল — মূলত তারা যখনই দৃশ্যপটের সন্ধিক্ষণে পৌঁছার উপক্রম হয়েছিল, তখন থেকেই এটা গুটিয়ে নেয়া হয়েছিল ।

সার্জেন্টের দিকে ঘুরে চার্লি বলল, "আমার মনে হয় লাশটা এখান থেকে সরানো উচিত। যে গরম পড়ছে আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

"ঠিকই বলেছেন", এই বলে সার্জেন্ট সেই মতো কাজ করার আদেশ দিতে গেল।

পরবর্তীতে টনি বুঝেছিল, এই নির্মম আর মামুলি মন্তব্যই ছিল বেচারা মেরি টারনার প্রসঙ্গে শেষবারের জন্য সরাসরি কিছু বলা। তার কথা কেনই বা বলতে হবে? একজন জোতদার যে ছিল তার প্রতিবেশী, এক পুলিশ কর্মকর্তা যে দায়িত্বরত অবস্থায় এখানে-সেখানে যাবার পথে অতিথি হিসাবে তার বাসায় আসত, এবং একজন সহকারী যে সেখানে কয়েক সপ্তাহ ধরে বাস করছিল, তাদের মধ্যকার অনানুষ্ঠানিক কথোপকথনের সময়ই শুধু তার কথা উঠে এসেছিল। এটা যে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘটনা ছিল না টনি সেটা ভুলল না। আদালতে মামলা করা এখনও বাকি, আর সেটাও ভালোভাবে দেখভাল করার ব্যাপার ছিল।

BanglaBook.org

"মামলাটা অবশ্য একটা লোক দেখানো ব্যাপার হবে," টনির দিকে তাকিয়ে সার্জেন্ট বলল, যেন তার চিন্তাধারা শব্দ আকারে বের হলো। সে পুলিশের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশদের দ্বারা মেরির চাদরে মোড়ানো মৃতদেহটা গাড়ির পিছনের সিটে তোলার কাজ দেখছিল। দেহটা শক্ত হয়ে গিয়েছিল, বের হয়ে পড়া একটা শক্ত হাত সংকীর্ণ দরজায় ধাক্কা খেল বীভৎসভাবে, তাকে তোলা বেশ

কঠিন ছিল। অবশেষে তাকে তোলা গেল এবং দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হলো। কিন্তু তারপরে আরেকটা সমস্যার উদয় হলো : খুনি মোজেজকে তো মেরির সাথে একই গাড়িতে তোলা যাবে না, একজন কালো মানুষকে কখনই একজন সাদা মহিলার পাশে রাখা যাবে না, যদিও সাদা মহিলাটা সেই কালো মানুষটার দ্বারাই খুন হয়েছে। আর গাড়ি বলতে শুধু চার্লির গাড়িটাই ছিল, যেখানে অপ্রকৃতিস্থ ডিক বসে পিছন দিকে তাকিয়ে ছিল। অবশ্য এই ভাবনাটা কাজ করছিল যে, যেহেতু মোজেজ একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, কাজেই তাকে মোটরগাড়িতে তুলে নেয়া যায়, কিন্তু তারও কোনো উপায় ছিল না, তাকে ক্যাম্প পর্যন্ত পুলিশ প্রহরায় হেঁটে যেতে হবে, যারা নিজেরা যাবে বাই-সাইকেলে চড়ে।

সব ব্যবস্থাই যখন সম্পন্ন হয়ে গেছে ঠিক তখনই একটা ছেদ পড়ল।

বিদায়ের মুহূর্তে তারা গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে লাল ইটের বাড়িটা, যার উত্তপ্ত ছাদ রোদে ঝিকমিক করছিল, সেটার দিকে, বাড়ন্ত ঘন জঙ্গলের দিকে এবং গাছের নীচে একদল কালো মানুষ যারা অনেক দূরে হেঁটে যাবে, তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। মোজেজ ছিল বেশ নির্বিকার, তাকে যেভাবে চালানো হচ্ছিল কোনোরকম ঝামেলা না করে সেইভাবেই চলছিল সে। তার মুখ ছিল ভাবলেশহীন, দেখে মনে হলো সরাসরি সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কি এই ভাবছিল যে এটাকে সে আর দেখতে পাবে না? সেটা বলা অসম্ভব ছিল। অথবা সে কী অনুশোচনাবোধ করছিল? তারও কোনো চিহ্ন ছিল না। ভয় পেয়েছে সেটাও মনে হলো না। তারা তিনজন ব্যক্তি নিজেদের চিন্তায় মগ্ন থাকা অবস্থায় ভ্রু কুঁচকিয়ে খুনিটার দিকে তাকাচ্ছিল, তবে এমনভাবে না যাতে মনে হয় সে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। সে গুরুত্বহীনই বটে, সে ছিল অপরিবর্তনীয়, একজন কালো মানুষ যে সুযোগ পেলেই চুরি, ধর্ষণ অথবা হত্যা করবে। এমনকি টনির কাছেও এখন সে কোনো গুরুত্ব বহন করে না, কৃষ্ণাঙ্গদের মনমানসিকতা সম্পর্কে তার ধারণা এতই কম যে সে কোনো প্রকার অনুমান করারও ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছিল না।

"আর উনার কী হবে?" ডিকের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি নির্দেশ করে চার্লি জিজ্ঞাসা করল। সে যেটা বোঝাতে চাইল তা হলো আদালতের মামলায় তার অবস্থানটা কী হবে।

"আমার মনে হয় সে খুব একটা কাজে আসবে না", উত্তর দিল সার্জেন্ট, যার মৃত্যু, অপরাধ আর পাগলামির উপর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল।

না, তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মেরি টারনার যে তাদেরকে ডুবিয়েছে, তবে যেহেতু সে মৃত, সে-ও আর কোনো সমস্যার কারণ ছিল না। যে কাজটা তখনও করা বাকি ছিল, সেটা হলো বাইরের ঠাট বজায় রাখা। সার্জেন্ট ডেনহ্যাম এটা বুঝত, কোনো বিধিতে লেখা না থাকলেও এটা এই দেশটার ধাতের মধ্যে নিহিত

BanglaBook.org

ছিল, যার দ্বারা সে ছিল সিক্ত। এই ব্যাপারটা চার্লি স্লাটারের চেয়ে কেউ ভালো বুঝত না। তারা দু'জন তখনও একসাথেই ছিল, যেন একই তাড়না, একই আক্ষেপ, একই ভয় তাদেরকে তাড়িত করছিল, যাবার আগ-মুহূর্ত পর্যন্ত তারা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকে টনির দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সেটাই ছিল তার প্রতি তাদের শেষ নীরব সতর্কসংকেত।

টনি পুরো ব্যাপারটা বুঝতে শুরু করল। সে তখন অন্তত এটা বুঝল যে তারা এইমাত্র যে কামরাটা থেকে বের হয়ে আসল সেখানে এতক্ষণ যা করা হলো তার সাথে এই খুনের ঘটনার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এমনিতেই এই খুনটার কোনো গুরুত্ব ছিল না। কিছু সংক্ষিপ্ত শব্দের মাধ্যমে, বরং বলা যায় শব্দগুলোর মাঝের নীরবতার মাধ্যমে, যে বিবাদের মীমাংসা হলো তার সাথে ঘটনাটার বাইরের গুরুত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সে এই ব্যাপারটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে, যখন সে এই দেশে 'অভ্যস্ত' হয়ে যাবে। তখন সে বর্তমানে যা জানে সেটাকে ভুলে যাবার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে, কারণ সমাজের একজন গ্রহণযোগ্য সদস্য হতে হলে বর্ণ বৈষম্যের অতি সূক্ষ্ম তারতম্য এবং তাৎপর্যের মধ্যে বাস করতে হবে যার অর্থই হলো অনেক কিছুই মুখ বুজে মেনে নেয়া। তবে মাঝের সময়টাতে কিছু মুহূর্ত আসবে যখন তার সামনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে, সে বুঝতে পারবে যে চার্লি স্লাটার এবং সার্জেন্টের মনোভাবের মধ্যে যে ব্যাপারটি নিহিত ছিল তা হলো শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার নিজেকে রক্ষা করার সংগ্রাম, আর এই শ্বেতাঙ্গ সভ্যতা কখনই একজন কালো মানুষের সাথে একজন শ্বেতাঙ্গ, বিশেষত শ্বেতাঙ্গ মহিলার কোনো প্রকার মানবিক সম্পর্ক আছে সেটা মেনে নেবে না, তা সে ভালো কারণেই হোক আর খারাপ কারণেই হোক। এখানে টারনারদের ব্যর্থতার মতো কোনো ধরনের ব্যর্থতা মেনে নেবার সুযোগ নেই।

টনির ঐ সময়ের কিছু স্বচ্ছ মুহূর্ত এবং তার বর্তমানের ভাসাভাসা জ্ঞানের কারণে এটা বলা যায় যে উপস্থিতদের মধ্যে টনিই ছিল একজন ব্যক্তি যার ঐ দিনটাতে দায়িত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ স্লাটার এবং সার্জেন্ট এদের কারো কাছেই কখনো মনে হবে না যে তাদের ভুল হতে পারে। যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টা জড়িত, সেখানে তারা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বলা যায় আত্মোৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিল। টনি নিজেও এই নতুন দেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে চাইত, তার সেটা করার প্রয়োজন ছিল, কারণ যদি সে খাপ খাওয়াতে না পারে তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। এব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ ছিল না, সে "আমাদের ধারণার সাথে মানিয়ে নেয়া" এই বাক্যাংশটি এতবার শুনেছে যে এ ব্যাপারে তার কোনো প্রকার ভ্রমের অবকাশ ছিল না।

BanglaBook.org

তাছাড়া ঠিক-বেঠিক নিয়ে তার এখনকার জট পাকানো ধারণা এবং একটা ভয়াবহ অবিচার করা হতে যাচ্ছে বলে তার যে অনুভূতি, সেটা মাথায় নিয়ে যদি সে কাজে নামে, তাহলে সেটা কি এই ট্রাজেডির একমাত্র চরিত্র যে মৃতও না আবার পাগলও না তার জন্য কোনো পার্থক্য বয়ে আনবে? কারণ যাই ঘটুক না কেন মোজেজকে ফাঁসির দড়িতে লটকানো হবে, সে যে হত্যা করেছে এটা একটা প্রতিষ্ঠিত ঘটনা। তাহলে কি সে রাতের অন্ধকারে লড়তে গিয়েছিল কোনো নীতির কারণে? যদি তাই হয়, তাহলে সেটা কোন নীতি? সে যদি আরো এগিয়ে আসত, যেটা সে সার্জেন্ট ডেনহ্যাম গাড়িতে উঠার সময় প্রায় করেই ফেলেছিল, এবং বলত, "দেখেন, আমি এই ব্যাপারে শুধুই মুখ বন্ধ করে বসে থাকছি না," তাহলে কি কোনো লাভ হতো? এটা নিশ্চিত যে সার্জেন্ট তাকে বুঝত না। তার মুখ সংকুচিত হয়ে যেত, বিরক্তিতে তার ভ্রূ কুঁচকিয়ে যেত, সে তখন ক্লাচ্ থেকে পা তুলে বলত, "কী নিয়ে মুখ বন্ধ করার কথা বলছ? কে তোমাকে বন্ধ করতে বলেছে?" আর তখন যদি টনি তার দায়িত্ববোধ নিয়ে থেমে থেমে কিছু বলতে যেত, তখন সে চার্লির দিকে অর্থবহভাবে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কথাটা উড়িয়ে দিত। টনির মানসিকতা যে ভুল সার্জেন্ট তার কাঁধ ঝাঁকুনির মাধ্যমে সেটা বোঝাতে চাইলেও, টনি সেটা উপেক্ষা করে বলেই যেতে পারত যে "কাউকে যদি তুমি দোষী সাব্যস্ত করতেই চাও, তাহলে মিসেস টারনারকে কর। দু'টো বিপরিতধর্মী জিনিসকে একইসাথে আশা করতে পার না তুমি। শ্বেতাঙ্গরা হয় তাদের ব্যবহারের জন্য দায়ী অথবা দায়ী না। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের পিছনে সাধারণত দুই জনই দায়ী থাকে, যদিও প্রকৃত অর্থে মেরিকেও দোষ দেয়া যায় না। সে যে ধরনের ছিল, সেইরকম হওয়া ছাড়া তার আর কোনো পথ ছিল না। এটুকু বলতে পারি যে আমি এখানে বাস করেছি, যেটা তোমাদের দুজনের কেউ-ই করোনি। তাছাড়া পুরো ব্যাপারটাই এত জটিল যে আসলে কে দোষী তা নির্ধারণ করা কঠিন।" তখন হয়ত সার্জেন্ট ডেনহ্যাম বলত, "কোনটা সঠিক তা নিয়ে তোমার চিন্তাভাবনা তুমি আদালতেই বলতে পারবে।" সে এটাই বলতে পারত, যেন বিষয়টি নিয়ে দশ মিনিট আগেও যে তাদের মধ্যে আলোচনা হলো সেটা সে বেমালুম ভুলে যাবে। সার্জেন্ট এমনও বলতে পারত, "এটা কোনো দোষ দেবার প্রশ্ন না। কেউ কি দোষ নিয়ে কোনো কথা বলেছে? তবে এই নিগ্রোটাই যে তাকে হত্যা করেছে, তুমি এই সত্য এড়িয়ে যেতে পার না, পার কি?"

কাজেই টনি কিছু বলল না। পুলিশের গাড়িটা গাছপালার ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। চার্লি স্লাটার বসেছিল ডিক টার্নারের পাশে। টনি একা পড়ে থাকল শূন্য জায়গার শূন্য বাসায়।

BanglaBook.org

সে ধীর গতিতে বাসার ভিতরে প্রবেশ করল, সকালের ঘটনাপ্রবাহের পর থেকে যে পরিষ্কার চিত্র সে পেয়েছিল সেটাই তার কাছে পুরো বিষয়ের মূল চাবিকাঠি বলে মনে হয় তাকে আবিষ্ট করে রেখেছিল, আর সেটা হলো মৃতদেহটার দিকে তাকানোর সময় সার্জেন্ট এবং স্লাটারের মুখের ঐ দৃষ্টিটা, যেটা ছিল ঘৃণা এবং ভয়-মিশ্রিত এক উন্মত্ত দৃষ্টি।

বসে পড়ে মাথায় হাত রাখল সে, প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল তার। তারপর আবার উঠে দাঁড়াল এবং রান্নাঘর থেকে 'ব্রান্ডি' লেবেল লাগানো একটা ওষুধের বোতল এনে সবটুকু খেয়ে ফেলল। তখন সে উরু এবং হাঁটুতে ঝাঁকুনি অনুভব করল। এই কুৎসিত ছোটো বাড়ি, যার চার দেয়ালের মাঝে, এমনকি ইট-সিমেন্টের মাঝে, হত্যাকাণ্ডটার বিভীষিকা ধারণ করা ছিল, সেটার প্রতি প্রবল অপছন্দ থেকে সে দুর্বলও বোধ করছিল। হঠাৎ সে অনুভব করল এই ঘরের মধ্যে আর এক মুহূর্তের জন্যও সে থাকতে পারবে না।

টনির দৃষ্টি পড়ল রোদ্রে বেঁকে যাওয়া ও চড়চড় করে শব্দ করা ছাদের আলগা টিন, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ঠুনকো আসবাবপত্র এবং পশুর চামড়া দিয়ে ঢাকা ধূলি-ধূসরিত ইটের মেঝের দিকে। তার কাছে অবাক লাগল যে মেরি এবং ডিক টারনার কীভাবে এখানে বছরের পর বছর বাস করেছিল। এমনকি পিছনের ছোটো খড়ের কুঁড়েঘর, যেখানে সে নিজে বাস করে, সেটাও এর চেয়ে ভালো! কেন তারা এমনকি ছাদের ফুটো বন্ধ করারও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি? এখানকার গরমই একজনকে অপ্রকৃতিস্থ করে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিছুটা বেসামাল অবস্থায় (প্রচণ্ড গরমে ব্রান্ডি তাৎক্ষণিকভাবে তার উপর ক্রিয়া করেছিল) সে ভাবছিল কোথা থেকে সবকিছুর সূচনা, এই ট্র্যাজেডির শুরুটা কোথায়। কারণ স্লাটার এবং সার্জেন্ট কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করার পরেও সে একগুঁয়ের মতো এই বিশ্বাসে অটল ছিল যে হত্যাকাণ্ডটার কারণ খুঁজতে হবে অনেক পিছন থেকে এবং এইক্ষেত্রে তাদের দু'জনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই খামারে আসার আগে মেরি কেমন ধরনের মেয়ে ছিল, যে কিনা গরম, একাকিত্ব আর দারিদ্রতাড়িত হয়ে ধীরে ধীরে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল? আর ডিক টারনার—সেই বা কেমন ছিল? এবং এই কৃষ্ণাঙ্গরা? তবে এইসব বিষয়ে জ্ঞানের অভাবে তার চিন্তা এখানে এসেই থেমে গেল। কৃষ্ণাঙ্গদের মনমানসিকতা নিয়ে এমনকি কল্পনারও শুরু করতে পারছিল না সে।

সে কপালে হাত বুলিয়ে মরিয়া হয়ে শেষবারের মতো একটা অন্তর্দৃষ্টি পাবার চেষ্টা করল যেটা হত্যাকাণ্ডটাকে সকালের বিভ্রান্তি ও জটিলতার উর্ধ্বে তুলে দিয়ে এটাকে সম্ভবত একটা প্রতীক অথবা সাবধানবাণীতে পরিণত করবে। কিন্তু সে ব্যর্থ হলো। তখন ছিল প্রচণ্ড গরম। ঐ দুই ব্যক্তির মনোভাবে সে তখনও

BanglaBook.org

উত্তেজিত ছিল। তার মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছিল। এই কক্ষের মধ্যে তাপমাত্রা নিশ্চয়ই একশ'র উপরে হবে, সে বিরক্তি নিয়ে ভাবল, তারপর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতেই দেখল যে তার পা টলছে। অথচ সে বেশি হলেও দুই টেবিল চামচের সমান ব্রান্ডি খেয়েছিল! শালার দেশ! রাগে ও আক্ষেপে সে ভাবল। এটা আমার ক্ষেত্রেই ঘটতে হবে কেন যে এই দেশে আসতে না আসতেই এই ধরনের একটা বাজে ও জটিল ঘটনায় জড়িয়ে যেতে হবে। আমাকে এই ব্যাপারে বিচারক এবং জুরির মতো অথবা দয়াপরবশ বিধাতার মতো ভূমিকা পালন করার প্রত্যাশা করা আসলেই ঠিক না।

হাঁটতে যেয়ে যে বারান্দায় আগের রাতে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল সেখানেই সে হোঁচট খেল। ইটের উপরে লাল দাগ লেগে ছিল, গর্তে জমা বৃষ্টির পানি হালকা লাল রঙে ঈষৎ রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। সেই বিশাল আকারের নোংরা কুকুরগুলো পানির কিনারা চাটছিল, টনি তাদের দেখে চিৎকার করে উঠলে তারা ভয়ে পিছিয়ে গেল। সে দেয়ালে হেলান দিল, ছোটো ছোটো টিলা পর্যন্ত বিস্তৃত তৃণভূমির সবুজ ও বাদামি রঙের ভেজা ঘাসের দিকে তাকাল। প্রায় অর্ধেক রাত জুড়েই বৃষ্টি হওয়াতে টিলাগুলো দেখতে পরিষ্কার ও নীলাভ লাগছিল। আশেপাশের শব্দ আরো জোরে তার কানে প্রবেশ করতেই সে বুঝল ঘুগরা পোকাগুলো আগে থেকেই তীক্ষ্ণ শব্দে ডেকে চলেছিল, সে এতই আত্মমগ্ন ছিল যে সেটা আগে শুনতে পাইনি। শব্দটা ছিল প্রতিটা ঝোপ ও গাছ থেকে ভেসে আসা চিৎকার যা তার স্নায়ুতন্ত্রীতে আঘাত করছিল। "আমি এই এলাকা ছেড়ে চলে যাব।" সে হঠাৎ বলে উঠল। "এই ঝামেলা থেকে আমি একদম বেরিয়ে আসব, এই দেশের আরেক প্রান্তে যেয়ে বাস করব। এই ঘটনা থেকে আমার নিজেকে মুক্ত করতে হবে। স্লাটার আর ডেনহ্যামরা তাদের যা ইচ্ছা করুক। আমার সাথে এর সম্পর্ক কী?"

সেই সকালে সে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে স্লাটারের বাসার দিকে হাঁটা ধরল এটা বলার জন্য যে সে এখানে আর থাকবে না। চার্লিকে নিরুৎসুক, এমনকি ভাবনামুক্ত লাগল সে চিন্তা করছিল যে যেহেতু ডিক আর ফিরে আসবে না কাজেই তার আর ম্যানেজারের প্রয়োজন নেই।

এরপর থেকে টারনারদের খামার চার্লির গবাদি পশুদের জন্য একটা অতিরিক্ত চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। গবাদি পশুরা পুরো জায়গা জুড়ে, এমনকি ঐ পাহাড়ের উপর যেখানে বাড়িটি ছিল, সেই পর্যন্ত ঘাস খেয়ে বেড়াত। বাড়িটি ফাঁকা পড়ে থাকতে থাকতে অল্পদিনের মধ্যেই ধসে পড়ল।

টনি শহরে ফিরে যেয়ে কিছু দিনের জন্য পানশালা আর হোটেলগুলোতে পড়ে থাকল, তার জন্য উপযোগী একটা কাজের সন্ধান করতে লাগল সে। তবে প্রথম দিকে সে যেমন সাবলীলভাবে সবকিছু মানিয়ে নিতে পারত, সেই ক্ষমতা তার

BanglaBook.org

আর ছিল না। সে আর সহজে সন্তুষ্ট হতে পারত না। সে কয়েকটা খামারে গেল কিন্তু প্রত্যেকবারই ফিরে আসল, কারণ সে আর খামারকর্মে আকর্ষণবোধ করত না। যেমনটা সার্জেন্ট ডেনহ্যাম বলেছিল, বিচারটা ছিল মূলত আনুষ্ঠানিকতা, তার কাছে যেটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল সেটাই সে বলল। সেখানে এই আভাস দেয়া হয়েছিল যে টাকাপয়সা ও গহনার লোভে ঐ কৃষ্ণাঙ্গটা মাতাল অবস্থায় মেরি টারনারকে খুন করেছিল।

বিচার শেষ হয়ে গেলে টনি টাকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল। খুনের ঘটনাটা পর্যন্ত টারনারদের সাথে কাটানো ঐ কয়েক সপ্তাহ সময়টা যতটুকু ভেবেছিল তার চেয়েও বেশি নাড়া দিয়েছিল তাকে। তবে যেহেতু তার টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল, কাজেই পেট চালানোর জন্য তাকে কিছু একটা করতেই হবে। উত্তর রোডেশিয়ার এক ব্যক্তির সাথে তার দেখা হলো, যে তাকে তামার খনির খবর দিল এবং সেখানে বিস্ময়কর রকমের বেশি বেতনের কথা জানাল। টনির কাছে ব্যাপারটা দারুণ মনে হলো। তামার খনির এলাকার উদ্দেশ্যে সে পরের ট্রেনেই চেপে বসল, তার লক্ষ্য ছিল কিছু টাকা বাঁচিয়ে নিজেই কোনো না কোনো ব্যবসা শুরু করা। কিন্তু দূর থেকে যত শোনা গিয়েছিল, সেখানে যাবার পর বেতন অত ভালো মনে হলো না। জীবনযাত্রার খরচ অনেক বেশি আর তাছাড়া সবাই প্রচুর মদ খায় অচিরেই সে সুড়ঙ্গের কাজ ত্যাগ করে একপ্রকার ম্যানেজার হয়ে গেল। কাজেই সবশেষে দেখা গেল সে অফিসে বসে কাগজপত্রের কাজ শুরু করেছে, যেটা এড়ানোর জন্যই মূলত সে আফ্রিকায় এসেছিল। তবে বাস্তবে এটা অত খারাপ ছিল না। সবার উচিত বাস্তবতা যেভাবে ধরা দেয়, সেভাবেই গ্রহণ করা। একজন যেমন আশা করে জীবন তেমনই হয় না — হতাশার মুহূর্তগুলোতে এইরকম আরো অনেক কিছুই সে নিজেকে বলত এবং তার জীবনের আগের লক্ষ্যের সাথে বর্তমান অবস্থাটাকে মেলানোর চেষ্টা করত।

ঐ 'জেলার' মানুষজন, যারা তাকে শুধুমাত্র গুজবের মাধ্যমে জেনেছে, তাদের কাছে সে ছিল ইংল্যান্ড থেকে আসা এক যুবক যার কয়েক সপ্তাহের বেশি সময় খামারে থাকার সাহস ছিল না। একেবারেই সাহস নেই, তারা বলত। তার উচিত ছিল ঐ কাজ চালিয়ে যাওয়া।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরো দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে রেললাইনগুলো একটি আরেকটির সাথে গিঁট বেঁধে, কখনও আবার বহুধাবিভক্ত হয়ে বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে রেললাইনের সমান্তরালে কয়েক মাইল ব্যবধানে ছোটো ছোটো শহর গড়ে উঠল যেটা ভ্রমণকারীদের কাছে শ্রীহীন ঘরবাড়ির তুচ্ছ গুচ্ছ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এগুলোই সম্ভবত কয়েক'শ মাইল জুড়ে বিস্তৃত খামারের জেলাগুলোর সবচেয়ে কর্মচঞ্চল স্থান। সেখানে থাকত স্টেশন বিল্ডিং ও ডাকঘর, কখনও কখনও একটা হোটেল, আর একটা বিপণিকেন্দ্র তো থাকতই। যদি কেউ দক্ষিণ আফ্রিকাকে, যে দক্ষিণ আফ্রিকা সৃষ্টি করেছিল পুঁজি লগ্নিকারক ও খনির মালিকেরা, যে দক্ষিণ আফ্রিকা দেখে এই অন্ধকার মহাদেশের মানচিত্র তৈরির কাজে ব্যস্ত আগেকার দিনের ধর্মপ্রচারক ও পরিব্রাজকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন, সেটাকে বর্ণনা করার জন্য একটি প্রতীকের সন্ধান করে, তাহলে সে সেটা এই বিপণিকেন্দ্রের মাধ্যমেই পেতে পারে। সর্বত্রই বিপণীকেন্দ্র আছে, একটা থেকে বের হয়ে গাড়িতে করে দশ মাইল এগিয়ে গেলেই আরেকটা পাওয়া যাবে, ট্রেনের ভিতর থেকে মাথা বের করলেই সেটা দেখা যাবে; তাছাড়া প্রতিটা খনিতে এবং অনেক খামারেও দোকান আছে।

বিপণীকেন্দ্রগুলো সবসময়ই একতলা নিচু বিল্ডিংয়ের হয়ে থাকে, যেটাকে চকোলেটের ফালির মতো ভাগ করে একই টিনের চালের নীচে মুদিসম্ভার, মাংস এবং বোতলজাত দ্রব্য আলাদা আলাদা করে রাখা হয়। কাঠের তৈরি একটা উঁচু কাউন্টার থাকে, যার পিছনের তাকগুলোতে দেয়াল রঙ করার মিশ্রণ থেকে শুরু

BanglaBook.org

করে টুথব্রাশ পর্যন্ত সকল প্রকার জিনিস এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে। কয়েকটা তাকে উজ্জ্বল রঙের সুতির পোশাক সাজিয়ে রাখা হয়। তাছাড়া অনেক সময় জুতার বাক্সের গাদা অথবা প্রসাধনী বা মিষ্টিজাত দ্রব্যের জন্য কাঁচের বাক্স থাকে। সেখান থেকে সব সময়ই একটা উৎকট গন্ধ ভেসে আসবেই, যার উৎপত্তি হলো বার্নিশ থেকে, পিছনের উঠানে জবাই করা পশুর শুকনো রক্ত, শুকানো চামড়া, শুকনো ফল এবং উগ্র বাসনাওয়ালা হলুদ রঙের সাবান থেকে। কাউন্টারের পিছনে বসে থাকে একজন গ্রিক, ইহুদি অথবা ভারতীয়, যাদেরকে জেলার সবাই মুনাফাখোর বা ভিনদেশি হিসেবে ঘৃণা করে, অনেক সময় তাদের ছেলেমেয়েদেরকে শাক-সব্জির মধ্যে খেলতে দেখা যাবে, কারণ শোবার ঘর দোকানের ঠিক পিছনে লাগোয়া থাকে।

সারা দক্ষিণ আফ্রিকার হাজার হাজার মানুষের কাছে দোকানই হলো তাদের শৈশবের পটভূমি। তাদের জীবনের অনেক কিছুই এটাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। যেমন, এটা সেইসব রাতের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে যখন প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে ধূলিময় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মাইলের পর মাইল গাড়ি চালিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে এসে আলোময় উন্মুক্ত স্থানে থামলে দেখা যেত লোকেরা গ্লাস হাতে হেলান দিয়ে বসে আছে, কখনও কখনও "জ্বরের প্রতিষেধক হিসেবে" একচুমুক গরম তরল পান করানোর জন্য ডেকে নিয়ে যাওয়া হতো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত পানশালায়। এটা সেই জায়গা যেখানে একজন লোক চিঠিপত্র সংগ্রহ করার জন্য সপ্তাহে দুইবার গাড়ি চালিয়ে এসে দেখতে পেত অনেক মাইল দূর থেকে আসা জোতদারেরা মুদিখানার জিনিসপত্র কিনছে, অথবা গাড়ির সিঁড়িতে এক পা ঠেস দিয়ে রেখে ক্ষণিকের জন্য প্রখর রোদ্রের তাপ ভুলে গিয়ে স্বদেশ থেকে পাঠানো পত্র পাঠ করছে, লাল ধুলায় ভরা উন্মুক্ত স্থানে কুকুরেরা এলোমেলোভাবে শুয়ে আছে মাংসের উপর বসা মাছির মতো এবং কৃষ্ণাঙ্গদের দল চোখ বড়ো করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে — যেখানে এসে লোকেরা ক্ষণিকের জন্য কল্পনায় সেই দেশে ফিরে যায় যে দেশটার জন্য তারা সবসময় কাতর থাকলেও সেখানে আবার বাস করার কথা ভাবে না : "দক্ষিণ আফ্রিকা তোমাকে পেয়ে বসেছে", এই স্বেচ্ছানির্বাসিত লোকেরা বিষণ্নভাবে বলত।

মেরির কাছেও এই স্মৃতিবিধুরভাবে উচ্চারিত শব্দ "স্বদেশ" বলতে ইংল্যান্ড বোঝাত, যদিও তার বাবা-মা দু'জনই দক্ষিণ আফ্রিকার লোক ছিলেন যাঁরা কখনও ইংল্যান্ডে যাননি। এটা তার কাছে "ইংল্যান্ড" বোঝাত তার কারণ ডাক-সংগ্রহের দিনগুলোতে সে বিপণিকেন্দ্রে ঢুকে দেখত গাড়িগুলো এসে থেমে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী এবং সাগরের অপর পারের দেশ থেকে আসা চিঠিপত্র ও পত্রিকা ঠাসাঠাসি করে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

মেরির জন্য বিপণিকেন্দ্র ছিল জীবনের প্রকৃত কেন্দ্র যেটা তার কাছে বেশিরভাগ ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, ছোটো ধূলিময় শহরগুলোর একটিতে বাস করার ফলে সে সব সময়ই এটার কাছাকাছি থাকতে পারত। মায়ের জন্য শুকনো পিচ্ অথবা রুই মাছের টিন আনতে, অথবা সাপ্তাহিক খবরের কাগজটা এসেছে কি না জানতে তাকে সবসময় সেখানে ছুটতে হতো। আর সেখানে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেরি করে আঠালো ও রঙিন মিষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকত, দেয়ালের সাথে হেলানো বস্তার মধ্যে রাখা সুন্দর খাদ্যদানাগুলো তার হাতের আঙুলের মধ্য দিয়ে নাড়াচাড়া করত, এবং আড়চোখে ছোট্ট গ্রিক মেয়েটার দিকে চেয়ে থাকত, যার সাথে তাকে খেলতে দেয়া হতো না কারণ তার মা বলত মেয়েটির বাবা-মা ছিল ডেইগো। একটু বড়ো হয়ে সে দোকানটার আরেকটা অর্থ খুঁজে পেল, সেটা হলো এখান থেকেই তার বাবা মদ কিনত। মাঝে মাঝে তার মা প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিরক্তির জ্বালায় হেঁটে মদবিক্রেতার কাছে চলে এসে অভিযোগ করত যে সে অভাবের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে অথচ তার স্বামী মদ খেয়ে বেতন উড়াচ্ছে। যদিও তখন ছোটো, মেরি বুঝত যে তার মা অভিযোগগুলো করছে একটা দৃশ্য তৈরি করে নিজের দুঃখকষ্টের কথা জাহির করার জন্য। মূলত সে ঐ পানশালায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় অনিয়মিত মদখোররা সহানুভূতি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এটা সে উপভোগ করত। স্বামীর বিরুদ্ধে কঠিন ও বিষণ্ন গলায় অভিযোগ করতে তার ভালো লাগত। "প্রত্যেক রাতে সে এখান থেকে বাড়ি ফেরে", সে বলত, "প্রত্যেক রাতে, আর দয়া করে বাড়ি ফিরে সে যে কয় টাকা দেবে তা দিয়ে তিন তিনটে ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে হবে আমাকে।" এই বলে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে এমন এক ব্যক্তির সমবেদনা পাবার জন্য যে কার্যত তার ছেলেমেয়েদের মানুষ করার টাকাই নিজের পকেটে ভরবে আর বলবে, "কিন্তু আমি কী করতে পারি? আমি তো এখন তার কাছে মদ বিক্রি বন্ধ করতে পারি না, পারি কি?" সবশেষে তার দৃশ্যের অবতারণা করা শেষ হলে সে মনভরা সমবেদনা নিয়ে ধীর পদক্ষেপে লাল ধুলোর ভিতর দিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিবে, তার এক হাতে ধরা থাকবে মেরি — সে ছিল এক লম্বা হাড্ডিসার মহিলা যার ছিল বিরক্তি ও গ্লানিমাখা উজ্জ্বল চোখ। মেরিকে সে আগেই তার বিশ্বাসে এনেছিল। সেলাই করার সময় সে কান্নাকাটি করত, তখন মেরি তাকে সান্ত্বনা দিত। মেরি সেখান থেকে উঠে আসতে চাইত, তবে একই সাথে সে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণও মনে করত, এবং বাবাকে সে ঘৃণা করতে থাকত।

এর মানে এই না যে তার বাবা মদ খেয়ে খেয়ে একেবারে অমানুষ হয়ে যেত। মদ খেয়ে সে খুব কমই মাতাল হয়ে যেত, যেমনটি অন্য অনেকে হতো, যাদেরকে পানশালার বাইরে দেখে ঐ স্থান সম্পর্কে মেরির মধ্যে সত্যিই একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল। প্রতি সন্ধ্যায় সে মদ খেয়ে ঝিম ধরে ফুরফুরে ও

BanglaBook.org

খোশমেজাজে থাকত, দেরিতে বাড়ি ফিরে সে একা একা রাতের খাবার খেত। তার বউ তার সাথে শীতল ও নিঃস্পৃহ ব্যবহার করত, আর তাকে নিয়ে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাস করাটা বান্ধবীদের নিয়ে চা খাবার সময়ের জন্য রেখে দিত। সে যেন তার স্বামীকে এটা জানার সন্তুষ্টিও দিতে চায় না যে সে আদৌ তার কোনো ব্যাপারে আগ্রহী, অথবা তার সম্পর্কে নিজের কোনো অনুভূতি আছে, এমনকি সেটা ঘৃণা বা উপহাস যা-ই হোক না কেন। সে এমন ব্যবহার করত যেন তার স্বামী অনুপস্থিত। কার্যত লোকটা তা-ই ছিল। সে বাড়িতে টাকা এনে দিত যেটাও ছিল অপর্যাপ্ত। এর বাইরে তার আর কোনো গুরুত্ব ছিল না, এবং সে সেটা জানত। সে ছিল ছোটোখাটো একজন মানুষ, তার ছিল নিষ্প্রভ ও উস্কোখুস্কো চুল, ঝলসানো আপেলের মতো মুখ। তার মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তিকর অথচ আক্রমণাত্মক রসিকতাপ্রবণতা ছিল। ছোটোখাটো কর্মকর্তারা পরিদর্শন করতে আসলে তাদেরকে সে 'স্যার' বলে সম্বোধন করত, অন্যদিকে তার অধীনে কর্মরত কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে সে চেঁচিয়ে কথা বলত; সে রেলওয়েতে পাম্পম্যান হিসেবে কাজ করত।

বিপণিকেন্দ্রটা যে কেবল এই জেলার কেন্দ্রবিন্দু এবং তার বাবার পানাসক্তির উৎস ছিল তাই নয়, এটা ছিল একটা ক্ষমতাধর নির্দয় জায়গা যেখান থেকে মাস শেষে বিল পাঠানো হতো। বিলগুলো কখনও সম্পূর্ণ পরিশোধ করা যেত না, তার মা সবসময় মালিকের কাছে আর এক মাস অতিরিক্ত সময় চাইত। তার বাবা ও মা মাসে মাসে এই বিলগুলো নিয়ে ঝগড়া করত। টাকাপয়সা ছাড়া আর কোনো কিছু নিয়ে তারা কখনও ঝগড়া করত না, প্রকৃতপক্ষে, মাঝে মাঝে তার মা শুষ্কভাবে মন্তব্য করত যে সে আরও খারাপ করতে পারত, যেমন সে মিসেস নিউম্যানের মতো হতে পারত যার সাত ছেলেমেয়ে, অথচ তাকে মোটের উপর তিনটা মুখকে খাওয়াতে হয়। এই বাক্যাংশগুলের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে মেরির অনেকদিন সময় লেগেছিল, আর ততদিনে খাওয়ানোর জন্য শুধুমাত্র একটা মুখ ছিল, সেটা হলো তার নিজের মুখ, কারণ তার ভাই ও বোন দু'জনেই কোনো এক ধূলিঝড়-প্রবণ বছরে আমাশয়ে মারা গেল। এই দুঃখের সূত্র ধরে তার বাবা-মার মধ্যে সম্পর্ক কিছুদিনের জন্য ভালো ছিল। ঐ সময়ের কথা মনে করে মেরি ভাবল যে এটা ছিল একটা বাজে বাতাস যা কারোর জন্য ভালো বয়ে এনেছিল না, মৃত দুই ভাইবোন তার চেয়ে এত বড়ো ছিল যে তারা তার খেলার সাথি হবার যোগ্য ছিল না, আর তাদেরকে হারানোর ক্ষতিটা ভালোভাবেই পূরণ হয়েছিল হঠাৎ ঝগড়ামুক্ত একটা বাড়িতে বাস করার শান্তি দ্বারা, যেখানে তার মা কাঁদত কিন্তু তার মধ্যে আগের সেই নিঃস্পৃহ ভাবটা আর ছিল না। তবে ঐ সময়টা বেশি দিন স্থায়ী হলো না। মেরি ঐ দিনগুলোকে তার জীবনের সবচেয়ে সুখী সময় হিসেবে এখনও স্মরণ করত।

BanglaBook.org

মেরি বিদ্যালয়ে যাবার আগে পর্যন্ত পরিবারটা তিনবার বাড়ি বদল করল, তবে সে যে বিভিন্ন স্টেশনে বাস করেছিল, পরবর্তীতে তাদের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য করতে পারত না। সে ধূলিতে আচ্ছাদিত একটা খোলা গ্রামের কথা মনে করতে পারত যার পিছনে ছিল ঘন গাম গাছের সারি, যেখানে সবসময় গরুচালিত মালবাহী গাড়ি চলার কারণে ধূলি ঘুরপাক খেতে খেতে স্থিরভাবে জমা হতো, আর যেখানে ধীরগতিতে গরম বাতাস বইত, বাতাসটা রেলগাড়ির চিৎকার ও কাশিতে দিনে কয়েকবার শব্দ করে উঠত। ধূলি ও মুরগিছানা, ধূলি ও ছেলেপুলে, এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো কৃষ্ণাঙ্গরা, ধূলি ও বিপণিকেন্দ্র—বিপণিকেন্দ্র থাকতেই হবে।

মেরিকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানোর পর থেকেই তার জীবনে পরিবর্তন আসল। সে তখন খুব সুখী ছিল, এতই সুখী যে ছুটির সময় তাদের নড়বড়ে ছোটো বাসা, যেটা দেখতে গোলাকার খুঁটির উপর স্থাপিত ছোটো কাঠের বাক্সের মতো ছিল, সেখানে তার মদ্যপ বাবা ও রাগী মার কাছে যেতে তার ভীষণ ভয় করত।

ষোলো বছর বয়সে সে বিদ্যালয় ত্যাগ করে শহরের একটা অফিসে চাকরি নিল, এটা ছিল সেই নীরব ছোটো শহরগুলোর একটা যেগুলো শুকনো কেকে লাগানো কিশমিশের মতো দক্ষিণ আফ্রিকার শরীরের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এখানেও সে খুব সুখী ছিল। যেন টাইপ করা, সাঁটলিপি ও হিসাবরক্ষণ এবং অফিসের আরামদায়ক রুটিন পালনের জন্যই তার জন্ম হয়েছে। সে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মনোযোগ সহকারে একটার পর আরেকটা কাজ করতে পছন্দ করত, বিশেষ করে কাজের বন্ধুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা খুব পছন্দ ছিল তার। তার বয়স যখন বিশ, তখনই তার একটা ভালো চাকরি, বন্ধুবান্ধব এবং শহরের জীবনযাত্রায় একটা মানানসই মর্যাদা ছিল। পরে মা মারা গেলে কার্যত সে পৃথিবীতে একা হয়ে পড়ল, কারণ তার বাবা অন্য আরেকটা স্টেশনে বদলি হয়ে পাঁচশ মাইল দূরে বাস করত। বাবার সাথে তার দেখা হতো না বললেই চলে, বাবা তাকে নিয়ে গর্ব করলেও তাকে একা রেখে গিয়েছিল (যেটা আরও বেশি প্রাসংগিক ছিল)। এমনকি তারা চিঠিও লিখত না, চিঠি লেখা তাদের ধাতে ছিল না। বাবার থেকে মুক্ত হতে পেরে মেরি খুশিই হয়েছিল। পৃথিবীতে একা থাকাটা তার জন্য ভয়ের কোনো ব্যাপার ছিল না; বরং সে তা পছন্দ করত। আর বাবার সংশ্রব ত্যাগ করে সে যেন তার মায়ের কষ্টের প্রতিশোধ নিচ্ছিল। তার মনে কখনও একথা উদয় হয়নি যে তার বাবাও হয়ত কষ্ট করেছে। যদি কেউ এধরনের ইঙ্গিত করত, তাহলে সে প্রতিবাদ করে বলত , "কীসের কষ্ট?" "সে একজন পুরুষ, তার যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।" মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে সে এক রসকষহীন নারীবাদ পেয়েছিল, যার কোনো মানে তার নিজের জীবনে অন্তত ছিল

না, কারণ সে এই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই অবিবাহিত থেকে স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করছিল, সে জানতও না যে সে কতটা ভাগ্যবর্তী। কেমন করে সে বুঝবে? অন্য দেশের অবস্থা সম্পর্কে তার কিছু জানা ছিল না, নিজের অবস্থা পরিমাপ করার মতো কোনো মাপকাঠি তার কাছে ছিল না।

যেমন এটা তার মাথায় কখনও আসেনি যে সে এক সাধারণ রেলওয়ে কর্মকর্তার মেয়ে, এমন একজন মায়ের মেয়ে যার জীবন আর্থিক টানাপড়েনের কারণে এতই অসুখী ছিল যে সে আক্ষরিক অর্থেই মৃত্যুকে কামনা করত, আর সেই কি না দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পদশালী ব্যক্তিদের মেয়েদের মতো জীবনযাপন করছে, যা ইচ্ছে তাই করতে পারছে—ইচ্ছে করলে সে বিয়ে করতে পারত, যাকে ইচ্ছে তাকে করতে পারত। এই বিষয়গুলো তার মাথায় ঢোকেনি। "শ্রেণি" দক্ষিণ আফ্রিকার শব্দ না এবং তার কাছে এর সমার্থক শব্দ "বর্ণ" বলতে সে যা বুঝত সেটা হলো, যে খামারে সে কাজ করে সেখানকার অফিসের পিয়ন, অন্য মহিলাদের চাকর, এবং রাস্তাঘাটে অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গদের বিশৃঙ্খল মেলা, যাদের প্রতি সে তাকিয়েও দেখত না। সে জানত যে (বাক্যাংশটি তখন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল) নেটিভরা ধৃষ্ট আচরণ করা শুরু করছে। কিন্তু বাস্তবিকই তাদের সাথে তার কাজের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা ছিল তার কক্ষপথের বাইরে।

পঁচিশ বৎসরে পা না রাখা পর্যন্ত তার এই নির্ঝঞ্ঝাট ও আরামদায়ক জীবনে ছেদ পড়ার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। ঐ সময় তার বাবা মারা গেল। এর ফলে তার শৈশব, যেটা মনে করতে সে ঘৃণা বোধ করত, সেটার সাথে শেষ সংযোগটাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খুঁটির উপরে বসানো সেই জীর্ণ ছোটো ঘর, রেলগাড়ির শোঁ শোঁ শব্দ, ধূলাবালি এবং বাবা-মার মধ্যকার ঝগড়া, এগুলোর সাথে নিজেকে যুক্ত করার মতো কিছুই আর রইল না। একদম কিছুই না। সে এখন মুক্ত। বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবার পর অফিসে ফিরে সে এতদিন যে জীবন কাটিয়েছে সেই জীবনই আশা করছিল। সে যে খুব সুখী ছিল এটাই সম্ভবত তার একমাত্র ইতিবাচক গুণ, কারণ এর বাইরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোনোকিছু তার মধ্যে ছিল না, যদিও পঁচিশ বছর বয়সের সময়টাতেই তার চেহারা সবচেয়ে সুন্দর ছিল। কেবল পরিতৃপ্ত থাকার কারণেই তার সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছিল, সে ছিল হালকা-পাতলা গড়নের এক মেয়ে যার চালচলন ছিল বেয়াড়া। তার ছিল ফ্যাশন করা পর্দার মতো হালকা বাদামি চুল, গভীর নীল দু'টো চোখ আর মনোরম পোশাক। তার বন্ধুরা তাকে "একহারা গড়নের ফর্সা মেয়ে" হিসেবে বর্ণনা করতে পারত: সিনেমার নায়িকাদের মধ্যে যারা তুলনামূলকভাবে বেশি চপল ও চঞ্চল ছিল তাদেরকে অনুকরণ করে সে সাজগোজ করত।

BanglaBook.org

ত্রিশ বছর বয়সেও কোনো কিছু বদলাল না। তার ত্রিশতম জন্মবার্ষিকীতে সে এক ধরনের ভাসাভাসা চমক বোধ করল যাকে অবশ্য অস্বস্তি বলা চলে না—কারণ এর ফলে সে কোনো পার্থক্য অনুভব করেনি—চমকটা ছিল এই ভেবে যে বছরগুলো কত দ্রুত পার হয়ে গেল। ত্রিশ বছর! এটাকে একটা চমৎকার বছর মনে হলো, যদিও এর সাথে তার নিজের কোনো সংশ্রব ছিল না। তবে সে তার জন্মদিন পালন না করে এটাকে ভুলে যেতে দিল। সেই ষোলো বৎসরের মেরির সাথে তার বর্তমান জীবনের কোনো পার্থক্য খুঁজে না পেলেও তাকে এই কাজটা করতে হলো, এটা ভেবে তার আঁতে একটু ঘা লাগল।

ততদিনে সে তার মালিকের একান্ত সচিব হিসেবে চাকরি করছিল এবং ভালো বেতন পাচ্ছিল। যদি সে চাইত তাহলে সে একটা ফ্লাট নিয়ে ছিমছাম জীবনযাপন করতে পারত। সে যথেষ্ট সুদর্শনা ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত গণতন্ত্রের মতো অকপট ও সাদাসিধে চেহারা ছিল তার। কণ্ঠটা ছিল হাজারে একটা: কোমল সুরে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হতো, কথাগুলো ছিল কাটাকাটা কিন্তু স্পষ্ট। তার পোশাক যে কারোরই শরীরে মানিয়ে যাবে। নিজের মতো করে বাস করতে, এমনকি নিজের গাড়ি চালাতে এবং কিছুটা আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠতে কোনো বাধা ছিল না তার। নিজ গুণেই সে একজন ব্যক্তি হতে পারত। তবে এটা তার ধাতে ছিল না।

বাস করার জন্য সে বেছে নিয়েছিল মেয়েদের একটা ক্লাব যেটা আসলে সীমিত আয়ের মেয়েদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু মেরি সেখানে এত বছর ধরে বাস করছিল যে কেউ তাকে চলে যেতে বলার কথা চিন্তা করত না। সে ঐ স্থান বেছে নিয়েছিল কারণ এটা তার স্কুলজীবনের কথা মনে করিয়ে দিত, স্কুল ত্যাগ করতে খুব কষ্ট হয়েছিল তার। ক্লাবে অনেক মেয়েদের ভিড় দেখতে, অনেক বড়ো টেবিলে খাবার খেতে, আর সিনেমা দেখে ফিরে এসে কামরায় একজন বান্ধবী গল্প করার জন্য অপেক্ষা করছে দেখতে তার খুব ভালো লাগত। ক্লাবে তার বেশ গুরুত্ব ছিল, সে ছিল অন্যান্য মেয়েদের থেকে আলাদা। অন্যদের থেকে তার বয়সও ছিল অনেক বেশি। তার ভূমিকা ছিল অনেকটা কুমারী খালার মতো, যার কাছে যে কোনো সমস্যার কথা বলা যায়, কারণ মেরি কখনও বিচলিত হতো না, ধিক্কার দিত না অথবা গল্প করে বেড়াত না। সে যেন ব্যক্তিগত আবেগ এবং ছোটোখাটো দুশ্চিন্তার ঊর্ধ্বে। তার দৃঢ় আচরণ এবং লাজুক ভাব তাকে অনেক হিংসা-বিদ্বেষ থেকে রক্ষা করত। সে যেন ছিল অনাক্রম্য। এটা তার চরিত্রের শক্তি আবার একই সাথে দুর্বলতাও বটে, সে অবশ্য এটাকে কখনও দুর্বলতা হিসেবে ভাবত না: কারো সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সে অনীহা, অনেকটা বিরক্তি বোধ করত। যুবতী মেয়েদের মাঝে সে ঘোরাফেরা করত এক

Bangla Book.org

ধরনের অস্পষ্ট নির্লিপ্ততা নিয়ে যার মানে ছিল শব্দের মতো পরিষ্কার আমি আকৃষ্ট হব না। অবশ্য এটা তার ভাবনায় সচেতনভাবে আসত না। ক্লাবে সে খুব সুখী ছিল।

মেয়েদের ক্লাব এবং অফিস, যেখানেও সে অনেক বছর ধরে চাকরি করার ফলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এই দু'য়ের বাইরেও সে একটা পূর্ণাঙ্গ ও কর্মমুখর জীবনযাপন করত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই জীবনটা ছিল নিষ্ক্রিয়ও বটে কারণ এর জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্য ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করতে হতো। পার্টি শুরু করা অথবা জনতার ভিড়ের কেন্দ্রবিন্দু থাকার মতো মেয়ে সে ছিল না। সে তখনও এমন একটা মেয়ে যাকে 'বাইরে নিয়ে যেতে' হয়।

আসলেই তার জীবনটা ছিল বেশ অসাধারণ: তবে যে সব কারণে এই অসাধারণত্ব সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো এখন দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তনটা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন মেয়েরা সেগুলোর কথা বিলীন হয়ে যাওয়া স্বর্ণযুগের মতো স্মরণ করবে ।

সে ঘুম থেকে উঠত দেরিতে, সময় মতো অফিস ধরতে পারলেও (সে খুব সময়নিষ্ঠ ছিল) নাস্তার জন্য যথেষ্ট সময় পেত না। দুপুরের খাবারের সময় পর্যন্ত একটু আয়েশীভাবে হলেও দক্ষতার সাথে কাজ করত। খাওয়ার জন্য সে ক্লাবে ফিরে আসত। তারপর বিকেলে আরো দুই ঘণ্টা কাজ করলেই সে মুক্ত। তখন সে টেনিস বা হকি খেলত, অথবা সাঁতার কাটত। আর সে এই কাজগুলো সবসময়ই করত পুরুষদের সাথে, তার অনেক পুরুষ বন্ধু ছিল যারা তাকে 'নিয়ে যেত', এবং তার সাথে বোনের মতো আচরণ করত। এমন একজন ভালো সাথি ছিল মেরি! ঠিক যেমন তার অনেক মেয়ে বন্ধু ছিল বলে মনে হলেও কোনো বিশেষ বন্ধু ছিল না, তেমনই তার শ'খানেক ছেলে বন্ধু ছিল (তেমনই মনে হতো), যারা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল অথবা নিয়ে যেত, অথবা যারা বিয়ে করে এখন তাকে তাদের বাড়িতে বেড়াতে যেতে বলত। পুরো শহরের অর্ধেক মানুষের সাথেই তার বন্ধুত্ব ছিল। সন্ধ্যা নামলে হয় সে সূর্যাস্ত পার্টিতে যেত যেগুলো মাঝরাত পর্যন্ত চলতে থাকত, অথবা নাচতে বা সিনেমায় যেত। কোনো কোনো সপ্তাহে সে পাঁচ রাত সিনেমায় যেত। রাত বারোটার আগে সে কখনও ঘুমাত না, এমনকি তারও পরে ঘুমাত। আর এইভাবেই দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর কেটে গিয়েছিল। অবিবাহিত শ্বেত মেয়েদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা এক অপূর্ব জায়গা। তবে সে তার দায়িত্ব পালন করছিল না, কারণ সে বিয়ে করছিল না। একে একে অনেক বছর গত হয়ে গেল, তার বন্ধুরা সব বিয়ে করে ফেলল যেখানে সে নিজেই অনেকবার কনের সাথি হিসেবে ছিল, অন্য ছেলেমেয়েরাও বড়ো হচ্ছিল, কিন্তু সে আগের মতোই মিশুক আবার নির্লিপ্ত, আগের মতোই

BanglaBook.org

প্রেমবিদ্বেষী, আগের মতোই সে অফিসে কঠোর পরিশ্রম করাটা উপভোগ করত, এবং ঘুমের সময় ছাড়া কখনও একা থাকত না।

পুরুষদের সে কোনো আমলে নিত না। সে মেয়েদেরকে বলত, "পুরুষ মানুষ! তারাই সব মজা উপভোগ করে।" তবে অফিস এবং ক্লাবের বাইরে তার জীবন সম্পূর্ণভাবে পুরুষ-নির্ভর ছিল, যদিও সে সবচেয়ে জোরালো ভাষায় অভিযোগটা প্রত্যাখ্যান করবে। হতে পারে সে আসলেই অতটা নির্ভরশীল ছিল না, কারণ অন্যদের অভিযোগ ও দুঃখ-কষ্টের কথা শুনলেও, সে নিজের কোনো কথা তাদেরকে বলত না। কখনও কখনও তার বন্ধুরা কিছুটা নিরুৎসাহিত হয়ে থেমে যেত। তারা কিছুটা হলেও বুঝত যে অন্যদের কথা শুনে যাওয়া, উপদেশ দেয়া, জগতের কান্নার জন্য একটা সর্বজনীন কাঁধ এগিয়ে দেয়া অথচ নিজের কথা কিছুই না বলা খুব একটা যথার্থ কাজ না। তবে সত্যটা হচ্ছে এই যে তার কোনো সমস্যাই ছিল না। সে অবাক হয়ে, এমনকি কিছুটা ভয় নিয়ে, অন্যদের জটিল গল্প শুনত এবং সেগুলো থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখত। সে ছিল এক বিরল উদাহরণ, ত্রিশ বছরের এক মেয়ে যার কোনো প্রণয়ঘটিত সমস্যা, মাথাব্যথা, পিঠের ব্যথা, ঘুমহীনতা অথবা স্নায়ুবৈকল্য নেই। সে নিজেই জানত না যে সে কতটা বিরল।

তখনও সে ছিল 'বালিকাদের একজন'। শহরে কোনো ভ্রমণরত ক্রিকেটদল আসলে পার্টনারের প্রয়োজনে সংগঠকরা মেরিকে ফোন করত। এই ধরনের কাজেই সে ভালো ছিল সে যে কোনো পরিস্থিতিতে বিচক্ষণতার সাথে এবং নির্ঝঞ্ঝাটভাবে খাপ খাওয়াতে পারত, দরিদ্র-সেবার জন্য আয়োজিত নাচের আসরের টিকিট বিক্রি করতে পারত, আবার একই সৌহার্দ্য নিয়ে শহরে বেড়াতে আসা কোনো ফুল-ব্যাক খেলোয়াড়ের নাচের সঙ্গী হতে পারত।

তখনও ছোটো বালিকাদের মতো ফ্যাশনে তার চুল কাঁধের উপর পড়ে থাকত, সে ছোটো বালিকাদের মতো রঙ-বেরঙের ফ্রক পরত এবং লাজুক ও সরল আচরণ করত। যদি তাকে একাই থাকতে হতো তাহলে সে নিজের মতো করে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উপভোগ করতে পারত, যতদিন পর্যন্ত না লোকেরা আবিষ্কার করত যে সে নিজের অজান্তে সেই মহিলাদের একজন হয়ে গিয়েছে যাদেরকে এমনকি মধ্যবয়সেই বয়স্ক দেখা যায়: একটু ম্লান, একটু তীক্ষ্ণ, পেরেকের মতো শক্ত, আবেগবশত দয়াশীল, এবং ধর্ম অথবা ছোটো কুকুরদের প্রতি আসক্ত।

লোকেরা তখন তার প্রতি সদয় হতে পারত এই কারণে যে সে "জীবনের সেরা জিনিসগুলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে"। তবে এমন লোকও অনেক আছে যারা এগুলোকে চায় না, যাদের জন্য সেরা জিনিসগুলো প্রথম থেকেই বিষ-দুষ্ট থাকে। যখন মেরি বাড়ির কথা ভাবে তখন তার মনে ভেসে আসে একটা কাঠের বাক্স যা চলন্ত রেলগাড়ির বাতাসে নড়ছে, যখন সে বিয়ের কথা চিন্তা করে তখন তার মনে

BanglaBook.org

পড়ে তার বাবার কথা যে রক্তচক্ষু নিয়ে বাড়ি ফিরে মাতলামি করত, যখন সে ছেলেপুলেদের কথা চিন্তা করত তখন সে দেখতে পেত সন্তানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেয়া তার মায়ের মুখ, বেদনাবিধুর কিন্তু পাথরের মতো শুষ্ক ও কঠিন। বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে সে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ত, অথচ যৌনক্রিয়ার প্রতি তার চরম বিরাগ ছিল; তাদের বাড়িতে খুব সামান্যই গোপন জায়গা ছিল, যার ফলে সে এমন কিছু দেখেছিল যা সে আর মনে করতে চাইত না বরং অনেক বছর আগেই সেগুলো ভুলে যাবার জন্য সে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল।

মাঝে মাঝে সে অবশ্যই একটা অস্থিরতা অনুভব করত, কেমন যেন একটা অতৃপ্তি, যেটা কিছু সময়ের জন্য তার কাজের আনন্দ মাটি করে দিত। যেমন, যখনই সিনেমা দেখার পর সে তুষ্টির সাথে ঘুমাতে যেত তখনই "আরেকটা দিন চলে গেল" এই চিন্তা তাকে পেয়ে বসত। সময় সংকুচিত হয়ে যেত, তার মনে হতো যে মাত্র একটা নিশ্বাস নেবার মতো সময় আগে সে স্কুল ছেড়ে এই শহরে এসেছে স্বাবলম্বী হবার জন্য, তখন সে একটু আতংকিত হয়ে পড়ত, যেন তার পায়ের নীচ থেকে একটা অদৃশ্য ঠেকনা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু একজন বোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে এবং নিজের সম্পর্কে চিন্তা করাটা অসুস্থতার লক্ষণ এই বিশ্বাসে সে বিছানায় যেয়ে বাতি বন্ধ করে দিত। ঘুমিয়ে যাবার আগে সে হয়ত ভাবত, "এটাই কি সব? আমি যখন বৃদ্ধ হব তখন কি শুধুমাত্র এটার কথাই আমাকে স্মরণ করতে হবে?" কিন্তু সকাল হতে না হতেই সে সব ভুলে যেত, এইভাবে দিনগুলো পার হতে থাকত, সে আবার নিজেকে সুখী মনে করত। সে জানত না যে সে কী চাই। আরো বড়ো কোনো কিছু, একটা অন্য ধরনের জীবন—এটা অস্পষ্টভাবে তার ভাবনায় আসত। কিন্তু এই মেজাজটা বেশি সময় স্থায়ী হতো না। তার কর্মক্ষেত্র যেখানে সে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ও যোগ্য মনে করত, তার নির্ভরযোগ্য বন্ধুবান্ধব, তার ক্লাবজীবন যেটা এত আনন্দঘন আর দলবদ্ধ ছিল যে সেখানে থাকাটা কিচিরমিচির শব্দ করা এক বৃহদাকার পক্ষিশালায় থাকার মতো, যেখানে সবসময়ই অন্যদের বাগদান আর বিয়ের উত্তেজনা লেগেই থাকত, এবং তার ছেলে বন্ধুরা, যারা অর্থহীন যৌনতা ছাড়াই একজন ভালো সাথি হিসেবে তার সাথে আচরণ করত, এসবকিছু নিয়ে সে খুব পরিতৃপ্ত ছিল।

তবে সব মেয়েরাই আগে হোক আর পরে হোক বিয়ে করার জন্য সেই স্পর্শাতীত অথচ লৌহ-কঠিন চাপ অনুভব করে আর মেরি, যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে অথবা মানুষজনের ইঙ্গিতগুলোকে গ্রাহ্য করত না, তাকেও হঠাৎ এর মুখোমুখি হতে হলো, এবং সেটাও আবার খুব অপ্রীতিকরভাবে।

সে তার এক বিবাহিত বান্ধবীর বাড়ির আলোকিত এক কামরার সামনের বারান্দায় বসে ছিল। সেখানে একাকী বসে থাকা অবস্থায় সে শুনতে পেল অন্যরা

BanglaBook.org

নিচু স্বরে কথা বলছে, যে কথার মধ্যে আবার তার নামও উচ্চারিত হচ্ছে। ভিতরে যেয়ে নিজের অবস্থান জানান দেবার জন্য সে উঠে দাঁড়াল : স্বভাবগতভাবেই তার প্রথম চিন্তা ছিল এই যে সে সব শুনে ফেলেছে এটা তার বন্ধুদের জানানো গেলে তা কেমন অপ্রীতিকর হবে। তারপর সে আবার সেখানে বসে সে যে এইমাত্র বাগান থেকে আসল এই ভান করার জন্য একটি সঠিক মুহূর্তের অপেক্ষা করতে লাগল। যে কথোপকথন শুনে তার মুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল, এবং তার হাত ঠান্ডা ও চটচটে হয়ে যাচ্ছিল সেটা ছিল এই:

"সে আর পঞ্চদশী নেই; কাজেই এটা হাস্যকর। আমাদের কারো উচিত তাকে তার পোশাক সম্পর্কে বলা।"

"তার বয়স কত?"

"ত্রিশের খানিকটা বেশিই হবে। আমার অনেক আগে থেকে সে চাকরি করছে, আর আমার চাকরিই বারো বছর হয়ে গেছে।"

"তাহলে সে বিয়ে করে না কেন? এতদিনে অবশ্যই সে অনেক সুযোগ পেয়েছে।"

একটা মুখটেপা শুকনো হাসির শব্দ শোনা গেল। "আমি তা মনে করি না। একসময় আমার স্বামী নিজেই তার প্রতি অনুরক্ত ছিল, কিন্তু সে মনে করে সে কখনও বিয়ে করবে না। সে ঠিক ঐ ধরনের না, আদৌ ঐ ধরনের না। কোথাও কিছু একটা কিন্তু আছে।"

"আহা! আমি তা জানি না।"

"যাই ঘটুক না কেন, সে অনেক বুড়িয়ে গেছে। সেদিন আমি তাকে রাস্তায় দেখে চিনতেই পারছিলাম না। এটাই বাস্তব! যেভাবে সে ঐ খেলাগুলো করে, তার চামড়া সিরিশ কাগজের মতো হয়ে গেছে, আর সে কতটা শুকিয়ে গেছে।"

"সে কত ভালো মেয়ে!"

"কিন্তু সে কখনও সফল হতে পারবে না।"

"সে একজন ভালো বউ হতে পারত। মেরি ভালো মেয়ে।"

"তার উচিত তার চেয়েও বেশ কয়েক বছরের বড়ো কাউকে বিয়ে করা। পঞ্চাশ বছর বয়সী একজন পুরুষ তার জন্য উপযুক্ত হতে পারে . তোমরা দেখবে অল্পদিনের মধ্যেই সে এমন কাউকে বিয়ে করবে যে বয়সের দিক দিয়ে তার বাবা হবার যোগ্য।"

"এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত বলতে পারে না।"

আরেকবার মুখটেপা হাসির শব্দ উঠল, যদিও সে হাসি সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল,

BanglaBook.org

মেরির কাছে সেটা প্রচণ্ড বিদ্বেষপূর্ণ মনে হলো। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল ও অপমান বোধ করল, কিন্তু তার চেয়েও বেশি মর্মাহত হলো এই ভেবে যে তার বান্ধবীরা তাকে নিয়ে এইসব আলোচনা করতে পারে, সে এতটাই সরল এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এতটাই অসচেতন ছিল যে অন্যরা যে আড়ালে তার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে এটা তার মাথায়ই ঢোকেনি। আর তারা যেসব কথা বলল! মনের কষ্টে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে সে সেখানে বসে পড়ল। তারপর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে ঘরের ভিতরে তার বিশ্বাসঘাতক বান্ধবীদের কাছে ফিরে গেল, যারা তাকে এত আন্তরিকভাবে সম্ভাষণ করল যেন মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তারাই তার বুকে ছুরি চালিয়ে তাকে সম্পূর্ণ হতভম্ব করে দেয়নি: তার যে ছবি তারা এঁকেছিল সেটা সে নিজেই চিনতে পারছিল না।

ঐ বাহ্যত গুরুত্বহীন ছোটো ঘটনা, যেটা সে যে জগতে বাস করত সেই জগৎ সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা আছে এমন ব্যক্তির উপরে কোনো প্রভাবই ফেলতে পারত না, সেটাই মেরির উপরে চরম প্রভাব ফেলল। যে মেরির কখনও নিজের সম্পর্কে ভাবার সময় ছিল না, সেই মেরি নিজের ঘরে একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা বসে থেকে ভাবত, "তারা ঐ কথাগুলো কেন বলল? আমার সমস্যাটা কোথায়? তারা যখন বলল যে আমি ঠিক ঐ ধরনের না, তখন তারা কী বুঝাতে চাইল?" সে খুব সতর্কতার সাথে এবং আগ্রহ নিয়ে বান্ধবীদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে দেখত সেখানে তার সম্পর্কে কোনো ধিক্কারের আলামত আছে কিনা। এমনকি সে আরো বেশি উত্তেজিত ও অস্বস্তিতে ছিল এই কারণে যে তারা তার সাথে স্বাভাবিক বন্ধুসুলভ আচরণই করছিল। যে কথার মধ্যে কোনো পরিহাস ছিল না সেখানে পরিহাস এবং যে ব্যক্তির দৃষ্টিতে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না সেখানে বিদ্বেষ খুঁজতে শুরু করল সে।

মেরি যে কথা দৈবক্রমে শুনে ফেলেছিল সেটাই সে খুব মনোযোগের সাথে ভাবতে লাগল এবং কীভাবে আত্মন্নোয়ন করা যায় সেই পথ খুঁজতে লাগল। মনোতাপের সাথে হলেও সে তার চুল থেকে ফিতা খুলে ফেলল, কারণ সে ভাবল যে তার কিছুটা লম্বা ও চিকন মুখের চারপাশে কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছ থাকলে তাকে খুব সুন্দর দেখায়। সে তার জন্য দর্জিদের তৈরি পোশাক কিনল, যা ব্যবহার করে সে অস্বস্তি বোধ করছিল, কারণ সে ঢিলেঢালা ফ্রক এবং বালিকাদের স্কার্ট পরেই স্বচ্ছন্দ বোধ করত। জীবনে এই প্রথম সে ছেলেদের সাথে মিশতে অস্বস্তি বোধ করছিল। তাদের প্রতি ঘৃণার যে ক্ষুদ্র নির্যাস তার মধ্যে অসচেতনভাবে ছিল, যেটা তাকে যৌনতা থেকে এমন নিশ্চিতভাবে রক্ষা করেছে যেন সে আসলেই ভয়ঙ্কর ছিল, সেটা গলে যাবার ফলে সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। সে বিয়ে করার জন্য একজনকে খুঁজতে লাগল। বিয়ের ধারণাটা সে

BanglaBook.org

নিজের উপর ঐভাবে আরোপ করল না, তবে মোটের উপর সামাজিক জীব না হলে তার জীবনের কোনো মূল্য ছিল না, যদিও সে কখনো 'সমাজ' নামের বিমূর্ত ধারণা নিয়ে ভাবেনি; যেহেতু তার বান্ধবীরা মনে করছিল তার বিয়ে করা দরকার, কাজেই এর মধ্যে অর্থবহ কিছু থাকতেও পারে। সে যদি কখনো তার ভাবনাকে শব্দে রূপান্তর করতে শিখত, তাহলে সেটাই হয়ত তার নিজেকে প্রকাশ করার উপায় হতে পারত। প্রথম যে পুরুষকে সে তার দিকে আগানোর সুযোগ দিল, সে ছিল পঞ্চান্ন বছরের এক বিপত্নীক যার উঠতি বয়সী ছেলেপুলে ছিল। এর কারণ হলো মেরি তার কাছে নিরাপদ বোধ করছিল, সে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক, মেরির প্রতি যার মনোভাব ছিল প্রায় পিতৃসুলভ, তার সাথে উষ্ণ আবেগ-আলিঙ্গনের ব্যাপার-স্যাপার থাকবে না বলেই মেরি মনে করছিল।

নিজের চাওয়া সম্পর্কে লোকটার পরিষ্কার ধারণা ছিল: একজন হাসিখুশি সঙ্গী, তার সন্তানদের জন্য একজন মা, তার হয়ে তার সংসার পরিচালনা করার মতো একজন। সে মেরিকে একজন ভালো সঙ্গী হিসেবে আবিষ্কার করল, যে ছেলেপুলেদের প্রতি সদয় ছিল। আসলেই এর চেয়ে উপযুক্ত আর কিছু হতে পারত না মেরির, যেহেতু তার বিয়ে করা দরকার ছিল, এই ধরনের বিয়েই তার জন্য সবচেয়ে বেশি মানানসই ছিল। তবে ঘটনা সেভাবে ঘটল না। ভদ্রলোক মেরির অভিজ্ঞতাকে ছোটো করে দেখেছিল, সে ভেবেছিল যে মেয়ে এতদিন একা বাস করেছে তার নিশ্চয়ই একটা ধারণা আছে যে এই বিয়ের মাধ্যমে সে কী পেতে যাচ্ছে। তারা দু'জনই পরিষ্কার বুঝল যে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। মেরি তার প্রস্তাব গ্রহণ করার পর সে তার সাথে মিশতে লাগল। তারপরেই হঠাৎ তার মনোভাব একদম বদলে গেল এবং সে পালিয়ে গেল। তারা তার আরামদায়ক ড্রয়িং-রুমে বসে ছিল, লোকটা যখন তাকে চুমু দিতে শুরু করল, তখন সে দৌড়ে বাসা থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে নেমে পড়ল, তারপর পুরো অন্ধকার রাস্তা ধরে ক্লাবে চলে আসল। সেখানে সে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদল। মেরির প্রতি লোকটার আবেগ এমন ছিল না যে এই ধরনের নির্বুদ্ধিতার ফলে সেটা বেগবান হবে, তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক আছে এই রকম একজন যুবক হয়ত তার একাজে মুগ্ধ হতে পারত। পরদিন সকালে মেরি তার আগের দিনের আচরণের কথা মনে করে আঁতকে উঠল। সে তো সবসময় আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে চলে এবং কোনো নাটক বা রহস্যের সৃষ্টি করাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, অথচ সে এটা কেমন ব্যবহার করল। সে তার কাছে ক্ষমা চাইল কিন্তু ওখানেই ঘটনার ইতি ঘটল।

তখন মেরির সাগরে পড়ার মতো অবস্থা হলো, সে যে কী চায় তা নিজেই জানত না। তার মনে হলো যে সে তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে কারণ সে

'একজন বয়স্ক পুরুষ'। সম্পর্কটা নিয়ে এই ভাবনাটাই তার মনের মধ্যে চূড়ান্তভাবে গেড়ে বসল। সে ভয়ে কেঁপে উঠত এবং ত্রিশের বেশি বয়সী পুরুষদেরকে এড়িয়ে চলত। তার নিজের বয়স ত্রিশের বেশি হলেও সে নিজেকে তখনও বালিকা হিসেবেই ভাবত।

সারাটা সময় সে অবচেতন মনে একজন স্বামীর খোঁজ করতে লাগল, যদিও সে সেটা নিজের কাছেই স্বীকার করত না।

বিয়ের আগের ঐ কয়েক মাস লোকেরা তাকে নিয়ে যেভাবে আলোচনা-সমালোচনা করছিল, সেটা টের পেলে সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারত। ভাবতেই অবাক লাগে, যে মেরির মধ্যে ভালোবাসা ও আবেগের মতো ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর প্রতি সত্যিকার ও প্রস্তর-কঠিন বিরাগ থেকে অন্যদের ব্যর্থতা এবং কেলেঙ্কারির প্রতি সহমর্মিতা জন্ম নিয়েছিল, তাকেই আবার সারা জীবন ধরে অন্যদের রটনার বিষয়বস্তু হতে হলো। কিন্তু এটাই ছিল বাস্তবতা। সেই রাতে বয়স্ক প্রেমিকের কাছ থেকে তার পালিয়ে আসার জঘন্য এবং নিঃসন্দেহে হাস্যকর গল্পটা সাথে সাথে তার বন্ধুদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছিল, যদিও এটা প্রথম কে জানত পারল তা বলা অসম্ভব। সবাই যখন এটা শুনল তখন এমনভাবে মাথা দুলিয়ে হাসল যেন তারা এতদিন ধরে যা জেনেছে এই ঘটনাটা সেটাকেই প্রমাণ করল। ত্রিশ বৎসর বয়সী মহিলার এই রকম আচরণ! তারা কিছুটা অপ্রিয়ভাবে হাসল, এই বিজ্ঞানসম্মত যৌনতার যুগে যৌন আড়ষ্টতার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। তারা তাকে ক্ষমা করল না, তারা হাসল আর ভাবল যে এটাই তার প্রাপ্য ছিল।

তারা বলতে লাগল যে তার চেহারা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, দেখতে অনেকটা ম্লান ও অপরিপাটি হয়ে গেছে, এবং তার ত্বকের অবস্থাও ভালো না, তাকে দেখে মনে হতো যেন সে অসুস্থ হয়ে পড়ছিল, স্পষ্টতই তার স্নায়ুবৈকল্য ঘটতে যাচ্ছিল। তার এই বয়সে সে যেভাবে জীবনযাপন করছিল তাতে এটা ঘটাই স্বাভাবিক, সে স্বামী খুঁজছিল অথচ কাউকে পাচ্ছিল না, আর তার আচার আচরণ এতটাই অদ্ভুত, এই যুগে. . . . এই ধরনের অনেক কথাই তারা বলল।

একজন ব্যক্তি কল্পনায় নিজের যে ছবি আঁকে, সত্য অথবা অন্য কোনো বিমূর্ত ধারণার স্বার্থে সেটা ভেঙে ফেলা ভয়ানক একটা ব্যাপার, সে কীভাবে জানবে যে বেঁচে থাকার স্বার্থে সে আরেকটা ছবি আঁকতে পারবে? নিজের সম্পর্কে মেরির যে ধারণা ছিল তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এবং আরেকটা আত্মছবি আঁকার মতো অবস্থা তার তখন ছিল না। অন্যদের সেই নৈর্ব্যক্তিক ও আয়েশী বন্ধুত্ব ছাড়া তার বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না, অথচ তাদের দৃষ্টির মধ্যে করুণা এবং কিছুটা অধৈর্যেরও উপস্থিতি রয়েছে বলে তার মনে হতো, যেন সে বাস্তবিকই এক ব্যর্থ

BanglaBook.org

মহিলা। আগে যেটা কোনোদিন তার মনে হয়নি, এখন তার মনে হতো যে তার ভিতরটা অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা, আর সেই ফাঁকার মধ্যে হঠাৎ ভর করত এক বিরাট আতঙ্ক, যেন আঁকড়ে ধরার মতো কিছুই আর এই জগতে ছিল না। মানুষের সামনে, বিশেষ করে পুরুষ মানুষের সামনে যেতে সে ভয় পেত। যদি কোনো পুরুষ তাকে চুমু দিত (যেটা তার পরিবর্তিত মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে তারা দিত), সে বিতৃষ্ণা বোধ করত। সে আগের চেয়ে আরো বেশি বেশি সিনেমায় যেত, এবং আরো ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে ফিরে আসত, যেন পর্দার মিথ্যা আয়না এবং তার নিজের জীবনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল না; তার চাওয়া আর সম্ভাব্য পাওয়ার মধ্যে খাপ খাওয়ানো ছিল অসম্ভব।

যে মেরি রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী 'ভালো' শিক্ষিত ছিল, যে সভ্যভাবে সম্পূর্ণ আরামদায়ক জীবনযাপন করছিল এবং যার সমসাময়িক বিষয়গুলোর উপর ভালো জ্ঞান ছিল (তবে সে আজেবাজে উপন্যাস ছাড়া আর কিছু পড়ত না), সেই কিনা এই ত্রিশ বৎসর বয়সে নিজেকে এত কম জানত যে কয়েকজন গল্পপ্রিয় মহিলা যখন বলেছিল যে তার বিয়ে করা উচিত তখন সে সম্পূর্ণ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

তারপরে ডিক টারনারের সাথে তার দেখা হলো। এটা যে কেউ হতে পারত। অথবা এটা তার দেখা যে কোনো প্রথম ব্যক্তি হতে পারত যে শুধু আচরণে এইটুকু বোঝাবে যে মেরি চমৎকার ও অনন্য। এ বোধটা মেরির খুবই প্রয়োজন ছিল। এটা তার দরকার ছিল পুরুষদের উপর তার যে শ্রেষ্ঠত্ববোধ, যেটা নিয়েই মূলত সে এতটা বছর কাটিয়েছে, সেটা ফিরিয়ে আনার জন্য। হঠাৎ করেই সিনেমা হলে তাদের দেখা। সেদিন সে তার খামার থেকে শহরে এসেছিল। শহরে সে কমই আসত, শুধুমাত্র স্থানীয় দোকানে যেসব জিনিস কিনতে পাওয়া যেত না সেগুলো কেনার জন্য বছরে দু'একবার আসতে হতো তাকে। এইবার সে অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একজনের দেখা পেল যার সাথে অনেক বছর তার দেখা নেই, সেই ব্যক্তিই ঐ রাতটা শহরে থাকতে ও সিনেমায় যেতে তাকে রাজি করাল। রাজি হয়ে সে বেশ মজাই পাচ্ছিল : এইসব ব্যাপারগুলো তার থেকে কত দূরেরই না মনে হতো। খাদ্যশস্য ভরা বস্তার স্তূপ আর দুটো মই দিয়ে গাদা করা তার খামারের লরিটা সিনেমাহলের বাইরে রাখা ছিল, যা দেখতে অদ্ভুত ও ভারী লাগছিল। মেরি পিছনের জানালা দিয়ে ঐ অপরিচিত জিনিসগুলো দেখে হেসে ফেলল। এগুলো দেখে তার হাসার দরকার ছিল। সে শহরটাকে ভালোবাসত, সেখানে নিরাপদ বোধ করত, অন্যদিকে সে কৃষি এলাকার সাথে নিজের শৈশবের যোগসূত্র খুঁজে পেত, কারণ সেখানকার যে ছোটো ছোটো জনবসতিতে সে বাস করেছিল সেগুলোর চারপাশে মাইলের পর মাইল শুধুই শূন্যতা, শুধুই তৃণভূমি।

BanglaBook.org

ডিক টারনার শহরকে অপছন্দ করত। যখন সে তার খুব চেনাজানা তৃণভূমি এলাকা থেকে শহরতলির ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসত তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশ্রী শহরতলিগুলো দেখে তার মনে হতো সেগুলো যেন কোনো গৃহায়ন সংস্থার ক্যাটালগ থেকে উঠে এসেছে, যেখানে কুৎসিত ছোটো ছোটো ঘরগুলো কোনোরকমে তৃণভূমিকে আঁকড়ে আছে যার সাথে আফ্রিকার মাটি, ধনুকাকৃতির নীল আকাশ এবং ছোটো ছোটো গ্রামগুলোর আরামদায়ক ছোটো ঘরের কোনো সম্পর্ক নেই। শহরের ব্যবসায় এলাকায়, যেখানে স্মার্ট মহিলাদের জন্য ফ্যাশনসামগ্রী এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা খাদ্যসামগ্রীতে ঠাসা দোকানঘরগুলো থাকত, সেখানে প্রবেশ করলে সে অসুস্থ ও অস্বস্তি বোধ করত, তার মাথায় খুন চেপে যেত।

ডিক তখন নিজেকে আবদ্ধ ভেবে ভয় পেয়ে যেত। সে পালিয়ে যেতে চাইত—হয় পালিয়ে যেতে নইলে ঐ জায়গাটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলতে ইচ্ছে করত তার। কাজেই সবসময়ই সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার খামারে, যেখানে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত, সেখানে ফিরে আসত।

তবে আফ্রিকাতেই হাজার হাজার লোক আছে যাদেরকে তাদের শহরতলি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর আরেক প্রান্তের কোনো শহরে বসিয়ে দিলেও তারা খুব কমই পার্থক্য বুঝতে পারবে। শহরতলি হলো কারখানার মতোই অজেয় ও ধ্বংসাত্মক। অপরূপ দক্ষিণ আফ্রিকারও এর থেকে মুক্তি নেই, দেখলে মনে হয় ছোটো ছোটো শহরতলিগুলো রোগের মতোই বিস্তার লাভ করে এর ভূমির উপর অত্যাচার করছে। যখন ডিক টারনার সেগুলোকে দেখে ভাবত সেখানে মানুষ কীভাবে বাস করে, এবং কীভাবে শহরতলির সাবধানী মানসিকতা তার দেশকে ধ্বংস করছে, তখন সে হলফ করে একটা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চাইত। সে সহ্য করতে পারত না। এই ভাবনাগুলোকে সে শব্দ আকারে প্রকাশ করত না; সারাদিন মাটির কাছাকাছি থেকে সে যেভাবে জীবনযাপন করছিল তাতে শব্দ-বুননের স্বভাবটা সে ভুলেই গিয়েছিল। তবে সে জানত তার আবেগ অনেক বেশি শক্তিশালী। ব্যাংকার, পুঁজিপতি, প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং কেরানি—এই ধরনের সবাই যারা রুচির প্রকাশ হিসেবে বিলেতি ফুলে ভরা ও তার বেড়া দেয়া বাগান এবং ছিমছাম ছোটো বাড়ি বানিয়েছে তাদেরকে খুন করতে ইচ্ছে করত তার।

মোটের উপর, সে সিনেমাকে অপছন্দ করত। এইবার যখন সে সিনেমা হলের ভিতরে নিজেকে দেখল, তখন সে ভাবল তার উপর কী ভর করেছিল যে সে এখানে আসতে রাজি হয়েছিল। সে তার চোখ পর্দায় রাখতে পারছিল না। লম্বাবাহু আর মসৃণ-মুখের মেয়েগুলোকে দেখে তার বিরক্তি লাগছিল, গল্পটাও অর্থহীন মনে হলো তার কাছে। তাছাড়া জায়গাটা ছিল গরম এবং গুমোট।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর সে পর্দার দিকে তাকানো একদম বন্ধ করে দিয়ে দর্শকদের দিকে তাকাতে লাগল। তার সামনে, আশপাশে আর পিছনে সারিবদ্ধ দর্শকেরা পর্দার দিকে হেলে পড়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল—কয়েকশ' মানুষ যেন তাদের শরীরী অস্তিত্ব থেকে বেরিয়ে সেখানে অঙ্গভঙ্গি করা নির্বোধ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনযাপন করছে। এটা দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছিল।

সে অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছিল; একটা সিগারেট জ্বালিয়ে হল থেকে বের হবার দরজার মোটা মখমলের পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর সে যে সারিতে বসে ছিল সেই সারি বরাবর তাকিয়ে দেখতে পেল উপরের কোনো এক জায়গা থেকে একটা আলোকরশ্মি এসে পড়ছে আর সেই আলোতে একটা গালের বাঁক এবং ঝলক দেয়া এক গোছা সুন্দর চুল দেখা যাচ্ছে। মনে হলো অদ্ভুত সবুজাভ আলোতে রক্তিম স্বর্ণের মতো মুখটা ভাসতে ভাসতে উপরের দিকে উঠতে চাচ্ছে। পাশে বসা লোকটাকে একটা খোঁচা দিয়ে সে বলল, "এই মেয়েটি কে?" লোকটা তার দিকে এক পলক তাকিয়ে বিরক্তিভরে উত্তর দিল, "মেরি"। কিন্তু "মেরি" উত্তরটা ডিকের খুব একটা কাজে আসল না। সেই সুন্দর ভাসাভাসা মুখ আর খোলা চুলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর প্রদর্শনী শেষ হলে দরজার বাইরের জনতার ভিড়ের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে তাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু সে তার দেখা পেল না। সে ধারণা করল সম্ভবত মেয়েটি অন্য কারো সাথে চলে গিয়েছে। পরে একটা মেয়েকে বাড়িতে পৌছে দেবার জন্য তার গাড়িতে তুলে দেয়া হলো, যার দিকে সে প্রায় তাকালই না। মেয়েটার পোশাক তার কাছে হাস্যকর বলে মনে হলো, তাছাড়া তার উঁচু হিল লাগানো জুতা, যেটা পরে সে রাস্তায় শব্দ করে করে তার পাশে হাঁটছিল, সেটা দেখেও সে হাসি চেপে রাখতে পারছিল না। গাড়িতে বসা অবস্থায় মেয়েটি মাথা ঘুরিয়ে লরির পিছনের গাদা দেখে ভান করা স্বরে প্রশ্ন করল, "পিছনের ঐ মজার জিনিসগুলো কী?"

"তুমি কি কখনও মই দেখনি?" কোনো আক্ষেপ করা ছাড়াই মেয়েটা যেখানে থাকত সেখানে নামিয়ে দিল সে, এটা ছিল অনেক আলো আর মানুষে ভরা একটা বড়ো বিল্ডিং। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাকে ভুলে গেল।

তবে উপরের দিকে তোলা নবীন মুখটা এবং ঝিকমিক করা খোলা চুলের ঢেউ তোলা সেই মেয়েটাকে সে স্বপ্নে দেখল। কোনো মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা তার জন্য একটা বিলাসিতা, কারণ সে এই ধরনের কাজ করবে না বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল। পাঁচ বছর আগে থেকে সে খামারের কাজ শুরু করেছে, অথচ এখন পর্যন্ত কোনো লাভের মুখ দেখেনি। সে যখন খামার শুরু করেছিল তখন তার কাছে কোনো পুঁজি না থাকায় 'ল্যান্ড ব্যাংক' থেকে ঋণ নিয়েছিল সে, যেখানে বন্ধকের পরিমাণটা ছিল খুব বেশি। মদ ও সিগারেট বাদ দিয়েছিল সে, একান্ত প্রয়োজনীয়

BanglaBook.org

ছাড়া সব কিছুই সে বাদ দিয়েছিল। সে যেভাবে কাজ করত সেটা কেবলমাত্র স্বপ্নাবিষ্ট একজন মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল। সকাল ছয়টা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত কাজ করত, ক্ষেতে বসেই সে তার খাবার খেত, তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে খামারের কাজে মনোনিবেশ করেছিল সে। তার স্বপ্ন ছিল বিয়ে করে সন্তান নেয়া। কিন্তু সে তো একজন মহিলাকে এই ধরনের জীবনের ভাগ নিতে বলতে পারে না। প্রথমে তাকে দেনা শোধ করতে হবে, একটা বাড়ি বানাতে হবে এবং ছোটোখাটো আরাম-আয়েশ করার স্বক্ষমতা অর্জন করতে হবে। বেশ কয়েক বছর ধরে এইভাবে চলার পর এখন বিয়ে করে একজন মেয়েকে কষ্ট দেয়া তার স্বপ্নের অংশ হয়ে গেল। সে জানত ঠিক কোন ধরনের বাড়ি সে বানাবে, এটা মাটি আঁকড়ে থাকা ব্লকের মতো দেখতে বিল্ডিংগুলোর মতো হবে না। তার একটা বড়ো খড়ের ঘর চায়, যার চারপাশে থাকবে প্রশস্ত খোলা বারান্দা। এমনকি সে একটা পিঁপড়ার ঢিবিও ঠিক করে রেখেছিল যেটা খুঁড়ে সে ইট বানাবে, আর খড়ের জন্য খামারের কিছু কিছু অংশ চিহ্নিত করে রেখেছিল যেখানে ঘাস সবচেয়ে বড়ো, উচ্চতায় সেগুলো এমনকি মানুষের চেয়েও বড়ো ছিল। তবে মাঝে মাঝে তার মনে হতো প্রত্যাশা পূরণে এখনও অনেক দূর যেতে হবে। সে দুর্ভাগ্যতাড়িত ছিল। সে জানত তার আশপাশের জোতদাররা তাকে 'জোনাহ' বলে ডাকে। দুর্ভিক্ষ আসলে সেটার সবচেয়ে খারাপ ফল তাকে ভোগ করতে হতো, অত্যধিক বৃষ্টি হলেও তার খামার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো। যদি সে প্রথমবারের মতো তুলা উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিত, সেই বছরে তুলার মূল্য ধপ করে কমে যেত, আর যদি কোনো সময় পঙ্গপালের ঝাঁক আসত, তার রাগ হলেও অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করার মতো ধরেই নিত যে তারা সরাসরি তার দারুণ ভুট্টার ক্ষেতে এসে আঘাত হানবে। ইদানীং সে আর আগের মতো অত বড়ো বড়ো স্বপ্ন দেখত না। সে ছিল নিঃসঙ্গ, তার একজন স্ত্রী এবং সর্বোপরি সন্তান দরকার, কিন্তু যেভাবে সবকিছু এগুচ্ছে, তাতে এদেরকে পেতে অনেক বছর লেগে যাবে। সে ভাবতে শুরু করেছিল যে তার বক্কীর টাকার কিছুটা মিটিয়ে দিতে পারলে, সেইসাথে ঘরে একটা অতিরিক্ত কামরা যোগ করতে পারলে এবং সম্ভব হলে কিছু আসবাবপত্র যোগাড় করতে পারলেই সে বিয়ে করতে পারবে। এরই মধ্যে সে সিনেমা হলে দেখা মেয়েটির কথা চিন্তা করা শুরু করল, যে তার কাজ এবং কল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। এইজন্য সে নিজেকে অভিসম্পাত দিল, কারণ সে জানত যে মেয়েদের নিয়ে, বিশেষ করে শুধু একজন মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করা তার জন্য মদ খাওয়ার মতোই বিপজ্জনক, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। শহর থেকে ঘুরে আসার একমাস পার হতেই সে আরেকবার যাবার পরিকল্পনা করছিল। সে জানত যে এই যাত্রার কোনো প্রয়োজন ছিল না। শহরে যেয়ে ছোটোখাটো কাজগুলো দ্রুত সেরে নিল, তারপর এমন একজনের খোঁজে গেল যে তাকে মেরির পুরো নাম বলতে পারবে।

BanglaBook.org

গাড়ি চালিয়ে বড়ো ভবনটার দিকে এগিয়ে যেয়ে সেটাকে সে চিনতে পারল, তবে যাকে সে সেদিন রাতে বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল সেই মেয়েটি এবং সিনেমা হলে দেখা মেয়েটি যে একই জন এটা তার মাথায় ছিল না। এমনকি মেয়েটি যখন দরজার সামনে আসল, তারপর হলঘরে এসে দাঁড়িয়ে তাকে দেখল, তখনও সে তাকে চিনতে পারেনি। সে হালকা-পাতলা গড়নের এক লম্বা মেয়েকে দেখল যার গাঢ় নীল আর খানিকটা ভীরু চোখ দু'টো বেদনাবিধুর দেখাচ্ছিল। চুলগুলো ঘন সারির মতো মাথায় লেপ্টে আছে, তার পরনে ছিল ট্রাউজার। ট্রাউজার পরিহিত মহিলাদেরকে ডিকের কাছে স্ত্রী-জাতীয় মনেই হতো না; সে যথেষ্ট সেকেলে ছিল। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত আর লাজুকভঙ্গিতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি আমাকে খুঁজছেন?" আর তখনই সে বুঝতে পারল এটা মই সম্পর্কে প্রশ্ন করা সেই হাবাগোবা কণ্ঠ, সে অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। সে এতই হতাশ হলো যে তোতলাতে লাগল এবং এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার বদল করতে লাগল। তারপর ভাবল যে সে অনন্তকাল ধরে মেয়েটার দিকে দৃষ্টি দিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, তাকে গাড়িতে করে বাইরে ঘুরে আসার প্রস্তাব দিল। সন্ধ্যাটা আনন্দদায়ক হলো না। নিজের আত্ম-বিভ্রম আর দুর্বলতার জন্য সে নিজের প্রতিই রাগান্বিত ছিল, অন্যদিকে মেরি আনন্দিত হলেও লোকটা তাকে কেন বাইরে বেড়াতে নিয়ে আসল এই নিয়ে বাধাগ্রস্ত ছিল, কারণ গাড়িতে বসার পর থেকে সে খুব কমই কথা বলেছে, বরং সে লক্ষ্যহীনভাবে গাড়ি চালিয়ে শহরের ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তবে যে মেয়েটি তার মনকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, মেরির মধ্যে সেই মেয়েটিকেই সে পেতে চাচ্ছিল, এবং তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার সময়ের মধ্যে সে সেটা পেয়েও গিয়েছিল। রাস্তার বাতিগুলো পেরিয়ে যাবার সময় সে তাকে দেখছিল, তখন সে বুঝতে পারল কেমন করে আলোর ভেলকীবাজির কারণে একটা সাধারণ এবং কম আকর্ষণীয় মেয়েকে সুন্দর আর অপরূপ লাগছিল। এরপর থেকে সে তাকে পছন্দ করা শুরু করল, কারণ কাউকে ভালোবাসা তার জন্য অপরিহার্য ছিল, সে যে কতটা নিঃসঙ্গ ছিল তা সে নিজেও আগে জানতে পারেনি। বেশ মন খারাপ করেই সে ঐ রাতে তার কাছ থেকে বিদায় নিল, যাবার আগে বলে গেল যে সে আবার আসবে।

খামারে ফিরে গিয়ে সে নিজেকে বকাবকি করল। সে সতর্ক না থাকলে এটা বিয়েতে যেয়ে ঠেকতে পারত, অথচ সেটা করার স্বক্ষমতাই তার ছিল না। কাজেই এখানেই ইতি টানতে হবে, সে তাকে ভুলে যাবে, পুরো ব্যাপারটাকেই তার মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। তাছাড়া মেয়েটা সম্পর্কে সে কী জানে? আদৌ কিছুই না। শুধুমাত্র এইটুকুই যে সে সম্পূর্ণ বখে যাওয়া একটা মেয়ে। একজন সংগ্রামরত কৃষকের জীবনের ভাগ নেবার মতো মেয়ে সে না। এইভাবে সে নিজের কাছে যুক্তি প্রদর্শন করল, এবং আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি

BanglaBook.org

পরিশ্রম করতে লাগল। মাঝে মাঝে সে ভাবত, "এই বছরটা আমার খামারের জন্য মোটের উপর ভালো, কাজেই আমি শহরে যেয়ে তার সাথে দেখা করতে পারি।" দিনের কাজ শেষে নিজেকে নিঃশেষ করার জন্য সে বন্দুক হাতে তৃণভূমির মধ্য দিয়ে দশ মাইল হাঁটত। এইভাবে পরিশ্রান্ত হতে হতে সে লিকলিকে হয়ে গেল, দেখতে ভূত-তাড়িত মনে হতো। সে নিজের সাথে প্রায় দুইমাস ধরে যুদ্ধ করল, তারপর একদিন নিজেকে গাড়িতে করে শহরে যাবার প্রস্তুতিরত অবস্থায় আবিষ্কার করল, যেন সে এটা অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছিল, যেন তার সব পরামর্শ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ তার নিজের কাছ থেকে নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করার ঢাল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পোশাক পরার সময় সে লঘুচিত্তে শিস দিচ্ছিল, যদিও সেটার সাথে একটা চাপা বিষণ্নতার ইঙ্গিত মেশানো ছিল, এবং তার মুখে লেগে ছিল এক অদ্ভুত পরাজয়ের হাসি।

আর মেরির জন্য ঐ দুইমাস ছিল এক লম্বা দুঃস্বপ্ন। তার সাথে সেই প্রথমবার পাঁচ মিনিটের সাক্ষাৎ হবার পর সে আবার খামার থেকে শহরে এসেছিল, তারপর তার সাথে একটা সন্ধ্যা কাটানোর পর সে হয়ত ভেবেছে যে আর দেখা করে কাজ নেই। তার বন্ধুরাই সঠিক, তার মধ্যেই কোনো কমতি আছে। তার কী যেন একটা সমস্যা আছে। তবে যদিও সে নিজেকে ভাবছিল অপদার্থ, ব্যর্থ ও হাস্যাস্পদ হিসেবে, যাকে কেউ চায় না, তবুও সে ডিকের চিন্তাতেই মগ্ন থাকল। কখন আবার সে এসে তাকে ডাকে এই ভেবে সে সন্ধ্যায় বাইরে যাওয়া বাদ দিয়ে নিজের ঘরে বসে থাকত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে একাকী বসে থাকত, কষ্টে তার মনটা অসাড় হয়ে পড়ত; রাতে সে অনেক সময় ধরে খারাপ স্বপ্ন দেখত, স্বপ্নে সে বালির মধ্য দিয়ে অনেক কষ্ট করে এগুতো অথবা সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার সাথে সাথে সেটা ধসে পড়ত এবং সে তখন পিছলে আবার নীচে পড়ে যেত। ক্লান্ত এবং বিষণ্ন হয়ে সে সকালে ঘুম থেকে উঠত, দৈনন্দিন কাজ করতে পারত না। তার মালিক, যে তার দক্ষতা দেখেই অভ্যস্ত, সে তাকে ছুটি নিতে বলল এবং ভালো বোধ না করা পর্যন্ত কাজে যোগ দিতে নিষেধ করল। তাকে যেন বরখাস্ত করা হয়েছে এই ভাবতে ভাবতে সে অফিস ত্যাগ করল (যদিও তার বিপর্যস্ত অবস্থায় লোকটা এর চেয়ে ভালো ব্যবহার আর করতে পারত না)। সারাদিন সে ক্লাবেই থাকত। ছুটি কাটানোর জন্য বাইরে গেলে সে ডিকের সাথে দেখা করার সুযোগ হারাতে পারে। তবুও, আসলে ডিক তার কে? কেউ না। মেরি তার সম্পর্কে জানত না বললেই চলে। সে হলো রোগা ও রোদে-পোড়া এক যুবক যে নিচু স্বরে কথা বলে, যার দৃষ্টি গভীর, এবং যে এক দুর্ঘটনার মতো তার জীবনে এসেছে। এই হলো সব যা সে তার সম্পর্কে বলতে পারত। এছাড়াও আর যেটা সে বলতে পারত তা হলো তার জন্যই সে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাকে ঘিরেই তার সব অস্থিরতা, তার অস্পষ্ট অপূর্ণতাবোধ গড়ে

BanglaBook.org

উঠেছিল, যখন একটা তিক্ত হতাশা নিয়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করত ব্যক্তিটা সে কেন, তার জানাশোনার মধ্যে অন্য কেউ নয় কেন, তখন এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর সে খুঁজে পেত না।

কয়েক সপ্তাহ পরে যখন সে সব আশা ছেড়েই দিয়েছিল এবং 'অবসন্নতাবোধের' চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, যিনি তাকে তার সম্পূর্ণ মানসিক বিপর্যয় ঠেকাতে তখনই কোথাও অবকাশযাপনের কথা বলেছিলেন; যখন সে তার দুঃখযাতনার এমন এক পর্যায়ে ছিল যে তার পক্ষে পুরোনো বান্ধবীদের সাথে দেখা করাটাও সম্ভব ছিল না, কারণ তার মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বটা ছিল তার সম্পর্কে বিদ্বেষপ্রসূত গল্প ও তার প্রতি প্রকৃত অপছন্দ ঢেকে রাখার একটা ছদ্মবেশ মাত্র, ঠিক তখনই কোনো এক সন্ধ্যায় দরজায় তার ডাক পড়ল। সে তখনও ভাবেনি যে এটা ডিক হবে। ডিককে স্বাভাবিকভাবে সম্ভাষণ জানানোর জন্য তার নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার সবটুকু প্রয়োগ করতে হলো, আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটালে সে তাকে ত্যাগও করতে পারত। এতদিনে ডিক নিজেকে এই বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করেছিল যে মেরি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, খাপ খাওয়াতে সক্ষম এবং শান্তচিত্তের এক মেয়ে যে খামারে কয়েক সপ্তাহ কাটালেই তার প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে। তার হঠাৎ আবেগে কেঁদে ফেলা দেখলে ডিক আহত হতে পারে যেটা মেরিকে নিয়ে তার স্বপ্নকে ভণ্ডুল করে দিতে পারে।

বাহ্যত এক শান্ত ও মাতৃবৎ মেরিকে প্রস্তাব দিল সে। সেটা গ্রহণ করার সময় মেরি ছিল ভালোবাসায় পূর্ণ, বিনয়ী এবং কৃতজ্ঞ। দুই সপ্তাহ পর তারা বিশেষ লাইসেন্স নিয়ে বিয়ে করল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে সেরে ফেলতে মেরির যে আকাঙ্ক্ষা ছিল সেটা দেখে সে অবাকই হলো, সে তাকে দেখেছিল একজন ব্যস্ত ও জনপ্রিয় মহিলা হিসেবে, যার ঐ শহরের সামাজিক কর্মকাণ্ডে একটা নিশ্চিত অবস্থান আছে, কাজেই সে ভেবেছিল মেরির নিজের কাজকর্ম গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে, মূলত তার সম্পর্কে এই ধারণাটা তার প্রতি আকর্ষণের একটা কারণ ছিল। তবে বিয়েটা দ্রুত নিষ্পন্ন হবার বিষয়টি বাস্তবিকই তার নিজের পরিকল্পনার সাথেও মিলে গিয়েছিল। শহরে যেয়ে অপেক্ষা করা এবং একজন মেয়ে পোশাক-আশাক ও সহচরী নিয়ে আদিখ্যেতা করছে, এটা দেখার ব্যাপারটাই তার অপছন্দের ছিল। তারা কোনো মধুচন্দ্রিমার আয়োজন করেনি। ডিক বুঝাল যে মধুচন্দ্রিমার আয়োজন করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তার নেই, তবে সে যদি বায়না ধরে তার সামর্থ্য মতো সবকিছু করবে। সে বায়না ধরল না। মধুচন্দ্রিমা এড়াতে পেরে সে খুব স্বস্তি বোধ করল।

BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায়

তারা শহর থেকে খামার পর্যন্ত একশ' মাইলেরও বেশি লম্বা একটা পথ পাড়ি দিল; ডিক যখন বলল যে তারা খামারের সীমানায় ঢুকে পড়েছে তখন বেশ রাত। মেরি তখন প্রায় ঘুমিয়ে গিয়েছিল, সে খামারটা দেখার জন্য জেগে উঠল; সে দেখল বিশাল বড়ো ও কোমল পাখির মতো নিচু গাছের অস্পষ্ট আকার তাদেরকে অতিক্রম করে যাচ্ছে; দূরে কুয়াশাচ্ছন্ন ও তারকাখচিত আকাশ। শ্রান্তিতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো শিথিল আর স্নায়ুগুলো স্থির হয়ে গিয়েছিল। গত কয়েক মাসের মানসিক পীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল একটা নিস্প্রাণ ও প্রতিবাদহীন সম্মতি, একধরনের অসাড়তা, যেটা ছিল অনেকটাই কৌতূহল-শূন্যতার মতো। সে ভাবল এখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাস করলে ভালোই একটা বৈচিত্র্য আসবে, একটার পর একটা জিনিসের পিছনে ছুটে ছুটে ঐ বছরগুলো পার করার ফলে সে যে কতটা অবসন্ন ছিল সেটা সে নিজেও আগে বুঝতে পারেনি। সে নিজের কাছে সংকল্প করল যে সে "প্রকৃতির কোলে বাস করবে"। এই বাক্যাংশটা তৃণভূমির প্রতি তার অপছন্দ অনেকটাই দূর করে দিল। তার পড়া বইগুলোর মনোরম ভাববিলাসিতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ "প্রকৃতির কোলে বাস করা" বাক্যাংশটা ছিল একটা আশ্বস্তকর মনঃকল্পনা। শহরে চাকরি করার সময় সাপ্তাহিক ছুটিতে সে অনেক যুবক ছেলেমেয়েদের সাথে বনভোজনে যেত, যখন সে তপ্ত পাহাড়ের উপর স্থাপিত তাঁবুতে সারাদিন বসে থেকে বহনযোগ্য গ্রামোফোনে আমেরিকার নাচ-সঙ্গীত শুনত এবং সেটাকেও "প্রকৃতির কোলে বাস করা" ভাবত। "শহর থেকে দূরে যাওয়া দারুণ একটা ব্যাপার," সে বলত। তবে আর

সব মানুষের মতোই সে যেটা বলত তার সাথে তার অনুভবের কোনো সম্পর্ক ছিল না : ট্যাপের গরম ও ঠান্ডা পানি, শহরের রাস্তা এবং অফিসে ফিরে এসে সে সব সময়ই পরম স্বস্তি পেত।

তবুও সে নিজেই তার নিজের কর্ত্রী হবে, আর সেটাই তো হলো বিয়ে, সেটার জন্যই তার বান্ধবীরা বিয়ে করেছে, যাতে করে তাদের নিজস্ব বাড়ি থাকে আর তাদের উপর খবরদারি করার কেউ না থাকে। বিয়ে করে যে সে ঠিক কাজটিই করেছে তা সে ভাসাভাসাভাবে অনুভব করল, প্রত্যেকেই ঠিক কাজটিই করেছে। কারণ, অতীত ঘেটে তার মনে হলো, তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এমন সবাই নেপথ্যে, নীরবে কিন্তু অবিশ্রান্তভাবে তাকে বিয়ে করতে প্ররোচিত করেছে। সে সুখী হতে যাচ্ছে। যে জীবন সে শুরু করতে যাচ্ছিল সেটা নিয়ে তার কোনো ধারণাই ছিল না। যে দারিদ্র্য সম্পর্কে ডিক তার সুচিন্তিত বিনয় দিয়ে তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, সেটাও তার কাছে আরেকটা বিমূর্ত ধারণা ছিল, যার সাথে তার কঠিন শৈশবের কোনো সম্পর্ক সে খুঁজে পেল না। সে বরং এটাকে জীবন চলার পথে বিভিন্ন বাধার বিরুদ্ধে এক উল্লসিত সংগ্রাম হিসাবে ধরে নিয়েছিল।

অবশেষে গাড়িটা থামল, তখন সে সিট থেকে উঠে পড়ল। চাঁদটা তখন এক বিশাল উজ্জ্বল সাদা মেঘে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, হঠাৎই তীব্র অন্ধকার নেমে আসল, নিষ্প্রভ তারকাখচিত আকাশের নীচে মাইলের পর মাইল জুড়ে কেবলই অন্ধকার। চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ, বেঁটে গাছগুলো উঁচু তৃণভূমির সাথে লেপ্টে ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তারা সূর্যের চাপে বিকৃত হয়ে যে ফাঁকা জায়গাটায় গাড়ি এসে থেমেছিল তার চারদিকে অস্পষ্ট ও অন্ধকার মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানে একটা ছোটো চারকোনা ঘর ছিল, মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ঘরটার টিনের চাল থেকে সাদা দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়ে পরিষ্কার জায়গাটা উজ্জ্বলতায় সিক্ত করে দিয়েছিল। মেরি গাড়ি থেকে নামল, সে গাড়িটাকে ঘরের পাশ দিয়ে পিছন দিকে চলে যেতে দেখল। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল, একটু কাঁপছিল সে, কারণ গাছেরা তখন ঠান্ডা বাতাস ছাড়ছিল, আর তাদের ওপাশের জলাশয়ের উপর ঠান্ডা সাদা কুয়াশা ভেসে ছিল। শুনশান নীরবতা বিরাজ করছিল সেখানে; ঝোপঝাড় থেকে ভেসে আসছিল ছোটো ছোটো শব্দের মিছিল, যেন অদ্ভুত জীবদের দল তাদের আগমন টের পেয়ে একটু সাবধান হয়ে থমকে যাবার পর আবার যার যার কাজে ফিরে যাচ্ছিল। মেরি ঘরটার দিকে দৃষ্টি দিল, এটাকে বন্ধ ও অন্ধকার এবং প্রশস্ত চন্দ্রালোকের প্লাবনে নিষ্প্রাণ দেখাল। মেরির সামনে পাথরগুলোর কিনারে সাদা ঝিলিক দেখা গেল, সেগুলোর মধ্য দিয়ে হেঁটে সে ঘরের থেকে দূরে গাছগুলোর দিকে চলে গেল, এগিয়ে যেতেই

BanglaBook.org

গাছগুলোকে আরো বড়ো ও কোমল দেখাল। তখন একটা অদ্ভুত পাখি ডেকে উঠল, এটা ছিল এক ধরনের বন্য ও রাতের শব্দ; মেরি হঠাৎ ভয় পেয়ে দৌড়ে ফিরে আসল, যেন অন্য কোনো জগৎ থেকে, গাছের সারির ভিতর থেকে তার উপরে বৈরী নিশ্বাস ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। উঁচু হিল পরা অবস্থায় অমসৃণ মাটিতে হাঁটার সময় যখন সে হুমড়ি খেয়ে আবার টাল সামলিয়ে নিচ্ছিল, তখন মোটরগাড়ির আলোয় জেগে ওঠা মোরগ-মুরগিরা নড়েচড়ে পটপট আওয়াজ করছিল, সেই পরিচিত শব্দ শুনে সে স্বস্তিবোধ করল। ঘরটার সামনে এসে থেমে বারান্দার দেয়ালের উপর টিনের টবের মধ্যে রাখা একটা চারাগাছ স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়াল সে। জেরানিয়াম ফুলের শুষ্ক গন্ধে তার আঙুলগুলো সুবাসিত হয়ে গেল। ঘরের ফাঁকা দেয়ালে এক প্রস্থ আলোকচ্ছটা পড়ল, সে দেখল লম্বা চেহারার ডিক মাথা নিচু করে ভিতরে প্রবেশ করছে, সামনে ধরে রাখা মোমবাতির আলোয় তার চেহারা অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। মেরি দরজার দিকের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মোমবাতিটা টেবিলের উপর রেখে ডিক আবার উধাও হয়ে গিয়েছিল। নিস্প্রভ হলুদ আলোতে কামরাটা খুব ছোটো মনে হলো, ছোটো এবং নিচু, ছাদটা টিনের, যেটা সে বাইরে থেকেও দেখেছিল। ভিতরে ছাতার উগ্র গন্ধ, অনেকটা পশুদের গায়ের গন্ধের মতো। ডিক আবার ফিরে আসল, হাতে পুরাতন কোকোয়ার টিন, যার খোলা মুখের দিকটা কুপি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য চেপ্টা করা, সে ঝুলন্ত বাতিতে তেল ভরার জন্য তার নীচে থাকা একটা চেয়ারে উঠল। প্যারাফিন ফোঁটায় ফোঁটায় গ্রিজের মতো মেঝের উপরে পড়তে লাগল, তার উগ্র গন্ধে সে অসুস্থবোধ করছিল। ধপ করে আলো জ্বলে উঠল, তারপর কিছু সময় বেপরোয়াভাবে মিটমিট করতে করতে মৃদু হলুদাভ শিখা হিসেবে স্থির হলো। মেরি তখন লাল ইটের তৈরি মেঝের উপর প্রাণীদেহের চামড়া বিছানো দেখতে পেল: বনবিড়াল অথবা সম্ভবত ছোটো চিতাবাঘের এবং হরিণ জাতীয় কোনো প্রাণীর হালকা হলুদ-বাদামি রঙের চামড়া। সে এই সব অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে বসে পড়ল। সে জানত যে তার অভিব্যক্তিতে কোনো হতাশার চিহ্ন আছে কিনা ডিক সেটা লক্ষ করছে, কাজেই সে জোর করে একটু হাসল, যদিও পূর্বাভাসগুলো দেখে সে দুর্বলবোধ করছিল : সে যে যে জিনিস কল্পনা করেছিল তার মধ্যে এই ছোটো ও বদ্ধ কামরা, আলগা ইটের মেঝে এবং তৈলাক্ত বাতি ছিল না। ডিক বাহ্যত সন্তুষ্ট হয়ে তার দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বলল, "আমি চা তৈরি করব।" সে আবার উধাও হয়ে গেল। সে যখন ফিরে আসল, মেরি তখন দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সেখানে ঝুলানো দু'টো ছবি দেখছিল। একটা ছিল চকোলেটের বাক্সে মোড়ানো হাতে গোলাপ ধরা এক মেয়ের ছবি, আরেকটা ছিল ক্যালেন্ডার থেকে কেটে নেয়া আনুমানিক ছয় বছরের এক শিশুর ছবি।

BanglaBook.org

মেরিকে দেখে তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল, দেয়াল থেকে ছবি দু'টো খুলে ছিড়তে ছিড়তে সে বলল, "আমি অনেক বছর এগুলোর দিকে তাকাই না।" এই ব্যক্তিটির অন্তরঙ্গ জীবনে নিজেকে একজন অনুপ্রবেশকারী ভাবতে ভাবতে মেরি বলল, "কিন্তু এগুলোকে রাখো।" দেয়ালে টিনের ছোটো পেরেক দিয়ে এবড়ো-খেবড়োভাবে আটকে রাখা ছবি দু'টো দেখে প্রথমবারের মতো সে ডিকের একাকিত্ব উপলব্ধি করতে পারল, আর বিবাহ-পূর্ব প্রেমে ডিকের তাড়াহুড়ো করার কারণ, এবং তাকে পাবার জন্য ডিক কেন এত মরিয়া হয়ে উঠেছিল, সেটা বুঝতে পারল। কিন্তু ডিকের কাছে তার নিজেকে পর মনে হলো, ডিকের প্রয়োজন মেটাতে নিজেকে অক্ষম মনে হলো। মেঝের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সে দেখল মাথায় কোঁকড়ানো চুলসহ এক সুন্দর শিশুসুলভ মুখ, যেটা মাঝখান থেকে ছেঁড়া, ডিক যেখানে ছুড়ে ফেলেছিল সেখানে পড়ে আছে। সে নিচু হয়ে এটাকে তুলল আর ভাবল যে ডিক অবশ্যই শিশুদের পছন্দ করে। তারা কখনো শিশুদের নিয়ে আলোচনা করেনি, বেশি কিছু আলোচনা করার মতো যথেষ্ট সময় তাদের হাতে ছিল না। সে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেলার বাস্কেট খুঁজল, কারণ ঐ ছবির টুকরা মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে তার খারাপ লাগছিল, কিন্তু ডিক এটা তার কাছ থেকে নিয়ে হাত দিয়ে মুচড়িয়ে বলের মতো বানিয়ে সেটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলল। "আমরা অন্য কিছু ঝুলাতে পারি," সে লাজুকভাবে বলল। তার লজ্জাটাই ছিল মেরির প্রতি তার রক্ষাকবচ, আর সেটার ফলেই মেরি নিজের লজ্জাকে ধরে রাখতে সক্ষম হলো। ডিকের লাজুক এবং কাতর দৃষ্টি দেখলে সে তাকে আগলে রাখার চিন্তা করত, তখন সে ডিককে এমন একজন মানুষ হিসেবে ভাবার প্রয়োজন বোধ করত না যার সাথে তার বিয়ে হয়েছে আর তার প্রতি যার দাবি আছে। ডিক যে ট্রে এনেছে তার সামনে শান্তভাবে বসে সে ডিকের চা ঢালা দেখছিল।

টিনের ট্রের উপরে একখণ্ড দাগপড়া কাপড় আর দু'টো বিশাল আকারের চিড় ধরা কাপ। মেরির অপছন্দের রেশ না কাটতেই তার কণ্ঠ ভেসে আসল, "এখন তোমার কাজ।" মেরি তার কাছ থেকে চায়ের পাত্রটি নিয়ে কাপে চা ঢালতে লাগল, যেটা দেখে ডিক গৌরব-মাখা আনন্দ বোধ করল।

মেয়েটি এখন এখানে, তার উপস্থিতি এই ছোটো আলগা ঘরটাকে পূর্ণতা দিয়েছে, সে আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছিল না। তার মনে হলো যে বিয়ে করতে দেরি করে, একাকী জীবনযাপন করে, এবং যে ভবিষ্যৎ এত সহজে অর্জন করা যায় সেটার জন্য অত পরিকল্পনা করে সে ভুল করেছে। তারপরই মেরির শহুরে পোশাক, উঁচু হিল আর রাঙানো নখের দিকে নজর যেতেই সে আবার

BanglaBook.org

অস্বচ্ছন্দ বোধ করল, যেটা গোপন করার জন্য সে এই বাড়ি নিয়ে কথা বলা শুরু করল। যেহেতু সে গরিব ছিল তাই সংশয়ীভাবে কথা বলছিল সে, তার দৃষ্টি সবসময় মেরির মুখে নিবদ্ধ ছিল। সে কীভাবে ঘরটা নিজে বানিয়েছে সেটা মেরিকে বলল, বাড়ি তৈরি সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান না থাকলেও কৃষ্ণাঙ্গ মিস্ত্রিদের মজুরির টাকা বাঁচাতে সে নিজে ইট গেঁথেছে, এটাকে সে ধীরেধীরে সাজিয়েছে, প্রথমে ঘুমানোর জন্য শুধু একটা বিছানা এবং খাওয়া-দাওয়া সারার জন্য একটা প্যাকিং কেস, তারপর এক প্রতিবেশী একটি টেবিল এবং অন্য এক প্রতিবেশী একটি চেয়ার দিল আর এইভাবে ক্রমশ বাড়িটা গড়ে উঠল। পেট্রোলের খালি টিনগুলোকে রঙ করে সেটাকে পর্দা দিয়ে ঢেকে হাঁড়ি-পাতিল রাখার আলমারি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এক কামরা থেকে আরেক কামরার মাঝখানে কোনো দরজা ছিল না, তার বদলে সেখানে ঝুলত ছালার মোটা পর্দা, যেটাকে পাশের জোতদার চার্লি স্লাটারের স্ত্রী লাল-কালো উল দিয়ে নকশি করে দিয়েছিল। এইভাবে ডিক বলে চলল আর সে প্রতিটি জিনিসের ইতিহাস শুনল, শুনে মনে হলো সে যেটাকে অত করুণ এবং নড়বড়ে হিসেবে দেখছে, সেটাকেই ডিক অস্বাচ্ছন্দ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিজয় হিসেবে ধরে নিয়েছিল, মেরির মধ্যে ধীরগতিতে এই ভাবনা আসল যে সে এখন এই ঘরে স্বামীর সাথে বসে নেই, বরং মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তার গৃহস্থালির কাজ ও ছেঁড়া-ফুটো সারার কাজ দেখছে — ভাবতে ভাবতেই সে হঠাৎ অপ্রতিভভাবে উঠে দাঁড়াল, সে আর সহ্য করতে পারছিল না, তার মধ্যে এই চিন্তা পেয়ে বসেছিল যে তার বাবা কবর থেকে উইল পাঠিয়ে তার মা যেভাবে জীবনযাপন করেছিল সেই ধরনের জীবনযাপন করতে তাকে বাধ্য করছে।

"চলুন অন্য ঘরে যাই" সে হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে বলল উঠল। ডিকও উঠে দাঁড়াল, তার গল্পের মাঝখানে থামিয়ে দেয়ায় সে অবাক ও কিছুটা মর্মাহত হলো। পরের কামরাটা ছিল শোবার ঘর। সেখানে ছিল একটা ঝুলন্ত কাপ-বোর্ড যেটাও নকশী করা ছালা দিয়ে তৈরি, কয়েকটা তাক, পেট্রোলের খালি টিনের উপর রাখা একটা আয়না, এবং একটা খাট যেটা ডিক বিয়ে উপলক্ষ্যে কিনেছিল। একটা যথার্থ পুরোনো-ফ্যাশনের উঁচু এবং বড়ো আকারের বিছানা এটাই ছিল বিয়ে সম্পর্কে ডিকের ধারণা। সে এক নিলামের দোকান থেকে এটা কিনেছিল, টাকা দেওয়ার সময় সে ভেবেছিল সে যেন এর মাধ্যমে সুখকেই হস্তগত করল।

সে দেখল মেরি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, হারানোর বেদনায় করুণ মুখটা নিয়ে চারপাশটা দেখছে, তখন তার হাত অবচেতনভাবেই তার গালে ঠেস দেয়া, যেন ব্যথা পাচ্ছিল সে। তার জন্য ডিকের কষ্ট হলো, মেরির পোশাক বদলানোর জন্য

BanglaBook.org

সে ঐ কামরা থেকে চলে গেল। পর্দার ওপাশে যেয়ে নিজেও পোশাক বদলানোর সময় সে আবার অপরাধের তীব্র অনুশোচনা বোধ করল। বিয়ে করার কোনো অধিকার তার ছিল না, কোনো অধিকার না, কোনো অধিকার না। সে মৃদু কণ্ঠে এটা বলে গেল আর কথাটার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে নিজেকে শাস্তি দিল। যখন সে ভীরুভাবে দেয়ালে টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকে মেরিকে পিঠ ফিরে শুয়ে থাকতে দেখল, সে তার দিকে এগিয়ে গেল লাজুক ভালোবাসা নিয়ে, যার ছোঁয়াটাই কেবল মেরি সহ্য করতে পারত।

এটা অতটা খারাপ না, শেষ হলে সে ভাবল, ঐটার মতো খারাপ না। তার নিজের অবশ্য আদৌ ভালো লাগেনি। মেরির প্রত্যাশা ছিল জুলুম আর চাপিয়ে দেয়া বোঝা, তবে কিছুই বোধ না করে সে স্বস্তি পেল। নিজে কোনো কিছু বোধ না করলেও সে মেয়েলিভাবে তার নিজের উপহার এই অধম ও অচেনা ব্যক্তিকে অর্পণ করতে সক্ষম হলো। যৌনসম্পর্ক থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়া, এটার থেকে নিজেদের রক্ষা করার এক অসাধারণ ক্ষমতা মেয়েদের থাকে, আর সেটা এমনভাবে যে তাদের পুরুষেরা অবদমিত আর অপমানিত বোধ করলেও অভিযোগ করার মতো বাস্তব কোনো কারণই খুঁজে পাবে না। মেরিকে এটা শিখতে হয়নি, কারণ তার স্বভাবের মধ্যেই এটা ছিল, তাছাড়া সে কিছু আশাই করেনি, এই ব্যক্তির কাছ থেকে তো একেবারেই না, যে রক্তমাংসের একজন মানুষ হওয়ার ফলে উপহাসের পাত্র ছিল, যে তার কল্পনায় আঁকা ব্যক্তি যাকে সে হাত ও ঠোঁট দিলেও দেহ দিত না, তার সাথে মেলে না। আর এতে যদি ডিক নিজেকে বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত মনে করত, এবং এর প্রেক্ষিতে যদি নিজেকে তার নিষ্ঠুর আর বোকা মনে হতো, তাহলে তার অপরাধবোধ থেকে সে বুঝত যে এটাই তার প্রাপ্য। সম্ভবত এই অপরাধবোধ করাটা তার দরকার ছিল। সম্ভবত বিয়েটা মোটের উপর খারাপ হয়নি? এমন অসংখ্য বিয়ে আছে যেখানে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অবিচার পেয়েছে ভেবে ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়লেও, জুটি হিসাবে ভালো করছে, যদিও তাদের জীবনধারণের ধরন অনুসারে প্রয়োজন হলে তারা একে অপরের জীবনকে দুর্বিষহ করে দিচ্ছে। সে যাই ঘটুক না কেন, বাতিটা নেভানোর জন্য হেলে পড়তেই সে দেখল মেরির ছোটো হিলযুক্ত জুতা কাত হয়ে চিতাবাঘের চামড়ার উপর পড়ে আছে, যে চিতাবাঘ সে গত বছরে শিকার করেছিল। নিজেকে হীন ভাবার তৃপ্ত শিহরণ নিয়ে আবার নিজেকে শোনাল "আমার কোনো অধিকার ছিল না"।

মেরি যখন দেখল নিভু নিভু বাতির দপ দপ করে জ্বলা অসংযত শিখাটা দেয়াল, চাল এবং চকচকে জানালার কাঁচে লাফ দিয়ে পড়ছে, তখন সে ডিককে আলগে রাখতে তার হাত ধরে ঘুমিয়ে পড়ল, ঠিক যেভাবে সে নিজে আহত করেছে এমন কোনো শিশুর হাত ধরে সে ঘুমাতে পারত।

BanglaBook.org

চতুর্থ অধ্যায়

ঘুম থেকে উঠে সে বিছানায় নিজেকে একা দেখতে পেল, ঘরের পিছনের কোনো এক জায়গা থেকে ঘণ্টা বাজানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সে জানালা দিয়ে গাছের উপরে পড়া কোমল সোনালি আলো দেখতে পেল, সাদা দেয়ালের উপর সূর্যের মৃদু গোলাপি আলোকচ্ছটা পড়ায় দেয়ালের সাদা রঙ-এর অমসৃণ কণাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার দেখা অবস্থাতেই সেগুলো গাঢ় হয়ে পরিষ্কার হলুদ রঙ ধারণ করে কামরাটিতে সোনালি রেখা তৈরি করেছিল, যার ফলে রাতে বাতির নিষ্প্রভ আলোতে এটাকে যেমন দেখা গিয়েছিল, এখন তার চেয়েও ছোটো, নিচু আর আলগা লাগছিল। কিছু সময়ের মধ্যেই ডিক পায়জামা পরিহিত অবস্থায় ফিরে আসল, হাত দিয়ে মেরির গাল স্পর্শ করতেই ত্বকে খুব সকালের ঠাণ্ডা অনুভব করতে পারল সে।

"ঘুম ভালো হয়েছে তোমার?"

"হ্যাঁ, ধন্যবাদ।"

"এখনই চা আসবে।"

তারা একে অপরের সাথে মার্জিত ও অপ্রতিভ আচরণ করে রাতের ঘনিষ্ঠতাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ডিক বিছানার প্রান্তে বসে বিস্কুট খাচ্ছিল। এক বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ চায়ের ট্রে নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল।

"এই হলো তোমার নতুন গৃহকর্ত্রী।"

"আর ও হচ্ছে স্যামসন, মেরি।"

BanglaBook.org

বয়স্ক ভৃত্যটি মাটিতে চোখ রেখে বলল, “সুপ্রভাত, ম্যাডাম।” তারপরে ডিকের দিকে তাকিয়ে সে বিনম্রভাবে বলল, “খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, বস্।” যেন এই কথাটাই তার কাছ থেকে আশা করা হচ্ছিল।

ডিক হাসতে হাসতে বলল, “সে তোমার দেখাশোনা করবে, সে কোনো জঘন্য লোক না।”

এই উপেক্ষাপূর্ণ প্রথাগত মনোভাবে মেরি ক্ষুব্ধ হলো; পরে এটা কেবলই যে একটা বাহ্যিক প্রকাশ রীতি সেটা বুঝতে পেরে সে শান্ত হলো। তার মধ্যে তখন একটা ক্ষোভ কাজ করায় সে স্বগতোক্তি করছিল, “সে নিজেকে কী ভাবে?” তবে ডিক তার এই মনোভাব সম্পর্কে অসচেতন থাকার ফলে বোকার মতো সুখী বোধ করছিল।

দ্রুত দুই কাপ চা শেষ করে পোশাক বদলের জন্য বের হয়ে গেল ডিক। খাকি হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরে জমিতে যাবার আগে বিদায় নিতে আবার ফিরে আসল। সে চলে গেলে মেরিও উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখল। আগের রাতে এসে তারা প্রথম যে কামরাটায় প্রবেশ করেছিল স্যামসন সেটা পরিষ্কার করছিল, সকল আসবাবপত্র সরিয়ে মাঝখানে এনে রেখেছিল সে, কাজেই মেরি তাকে পেরিয়ে ছোটো বারান্দায় চলে গেল, যেটা ছিল ইটের তৈরি তিনটা পিলারের উপর বসানো টিনের চালের একটা সংযোজন, পিলারগুলো নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। সেখানে গাঢ় সবুজ রঙের পেইন্ট করা কিছু পেট্রোলের খালি টিন ছিল, পেইন্টগুলো জায়গায় জায়গায় ক্ষয়ে আর ভেঙে গেছে। টিনগুলোতে জেরানিয়াম এবং কিছু ফুলজাতীয় গুল্ম লাগানো ছিল। বারান্দার দেয়ালের বাইরে বালিতে ভরা একটা খোলা জায়গা পড়ে ছিল, তার ওপাশে নিচু ঝোপঝাড় যেটা লম্বা ও উজ্জ্বল ঘাসে ভরা জলাভূমি পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। তারপর থেকে আবার শুরু হয়েছিল জঙ্গল, জলাভূমি ও খাড়া ঢালের তরঙ্গ যেটা দিগন্তে যেয়ে পাহাড়ে মিশেছিল। সে দেখতে পেল বাড়িটি তৈরি করা হয়েছে মোটামুটি উঁচু একটা সমতলের উপর যেটা কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে ছোটো ছোটো পাহাড়ের নীল, আবছা আর মনোরম বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে ছিল, বেষ্টনীটা বাসার সামনের দিক থেকে বেশ দূরে কিন্তু পিছনের দিক থেকে বেশ কাছে। মেরি ভাবল এখানে গরম লাগার কথা যেহেতু জায়গাটা চারদিক থেকে ঘেরা। কিন্তু সে যখন চোখের উপর হাত দিয়ে জলাভূমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, তখন গাছের পত্রসমষ্টি, সূর্যের আলোতে চকচক করা ঘাসের নিরন্তর বিস্তৃতি এবং পরিষ্কার ও বাঁকা নীল আকাশসহ জায়গাটাকে তার কাছে বিস্ময়কর ও মনোরম লাগল। মেরি পাখিদের দলবদ্ধ গান শুনতে পাচ্ছিল, এমন তীক্ষ্ণ আর তরঙ্গায়িত শব্দ সে আগে কোনোদিন শোনেনি।

BanglaBook.org

সে হেঁটে বাড়িটার পিছন দিকে আসল। এটাকে সে আয়তাকার দেখতে পেল: ইতিমধ্যেই সে সামনের দু'টো কামরা দেখেছিল, সেগুলোর পিছনেই ছিল রান্নাঘর, স্টোর রুম এবং গোসলখানা। একটা ছোটো পথের শেষে ঘাসের আড়ালে সরু সেন্ট্রি-বক্স আকারের একটা বিল্ডিং রয়েছে, যেটা ছিল শৌচাগার। একপাশে মুরগির ঘর, সেখানে তার দিয়ে তৈরি করা একটা বড়ো খোঁয়াড় হাড্ডিসার সাদা মুরগির বাচ্চায় ঠাসা রয়েছে, শক্ত আলগা মাটির উপর ছড়িয়ে থাকা টার্কিগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে করতে খাবার খাচ্ছিল। সে পিছন দিকে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে ঘরে ঢুকল, রান্নাঘরে একটা কাঠের চুলা এবং জঙ্গলের গাছের ছোটো ছোটো কাঠ দিয়ে বানানো বড়ো একটা টেবিল যা মেঝের অর্ধেক অংশ জুড়ে রয়েছে। স্যামসন তখন শোবার ঘরে বিছানা প্রস্তুত করছিল।

নিজে মালিক হিসেবে সে এর আগে কখনও কৃষ্ণাঙ্গদের সংস্পর্শে আসেনি। মায়ের চাকরের সাথে কথা বলা তার নিষেধ ছিল, ক্লাবে সে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি দয়াপরবশ ছিল, তবে 'কৃষ্ণাঙ্গ সমস্যা' বলতে সে যেটা বুঝত সেটা হলো চায়ের পার্টিতে চাকর-বাকর নিয়ে অন্য মহিলাদের অভিযোগ। অবশ্যই সে তাদেরকে ভয় করত। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যেক মেয়েই এই ভয় নিয়ে বড়ো হয়। শৈশবকালে তার একা বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। যখন সে কারণ জিজ্ঞাসা করত, তখন তার মা সেই অলক্ষিত ও নিচু কিন্তু অকপট কণ্ঠে বলত যে তারা জঘন্য, এবং তার ভয়ংকর ক্ষতি করে দিতে পারে।

অথচ এখন তাকে এই কৃষ্ণাঙ্গদের সাথেই সংগ্রাম করতে হবে — সে ধরেই নিয়েছিল যে এটা হবে এক সংগ্রাম — সে অনীহা বোধ করেছিল, তবে কোনো কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ার ব্যাপারেও সে সংকল্পবদ্ধ ছিল। কিন্তু সে স্যামসনকে পছন্দ করতে শুরু করেছিল, সে ছিল সদয় মুখের বৃদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ যাকে দেখলে শ্রদ্ধার ভাব জাগে। মেরি শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "রান্নাঘরটা দেখবেন, মিসেস?"

মেরির প্রত্যাশা ছিল যে ডিক তাকে সবকিছু দেখাবে, কিন্তু এই কৃষ্ণাঙ্গটির ব্যগ্রতা দেখে সে রাজি হয়ে গেল। সে খালি পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে মেরির সামনে এসে তাকে পিছনের দিকে নিয়ে গেল। সেখানে সে ভাঁড়ার ঘর খুলল — এটা ছিল বিভিন্ন জিনিসে ঠাসা একটা প্রায় অন্ধকার একটা কামরা যার জানালা ছিল অনেক উঁচুতে; সেখানে চিনি, ময়দা এবং শস্যদানা রাখার জন্য বড়ো বড়ো ধাতব পাত্র মেঝেতে সাজিয়ে রাখা ছিল।

"বসের কাছে চাবি আছে," সে ব্যাখ্যা করল, সে যাতে চুরি করতে না পারে সেজন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেটাই সে মামুলিভাবে গ্রহণ করেছে, এই ব্যাপারটা ভেবে মেরি মজা পেল।

BanglaBook.org

স্যামসন আর ডিকের মধ্যে একটা দারুণ বোঝাপড়া ছিল। ডিক সবকিছু তালাবদ্ধ করে রাখত, তবে যে জিনিস যতটুকু দরকার তার তিনভাগের একভাগ বেশি বের করে রাখত, যেটা স্যামসন নিয়ে নিত, এবং এটাকে সে কোনো চুরি মনে করত না। কিন্তু ঐ অকৃতদার পুরুষের ঘরে চুরি করার মতো বেশি কিছু ছিল না, কাজেই এখন যেহেতু একজন মহিলা এই সংসারে এসেছে, স্যামসন আরো ভালো কিছুর আশা করছিল। সম্মান ও শিষ্টাচার দেখিয়ে সে লিনেনের অপ্রতুল সরবরাহ, গৃহসরঞ্জাম, স্টোভ জ্বালানোর পদ্ধতি, পিছনের কাঠের স্তূপ, এসবকিছুই মেরিকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ঠিক যেমন একজন কেয়ারটেকার যথার্থ মালিককে চাবি বুঝিয়ে দেয়। মেরি তাকে বলার পর সে গাছের ডালের সাথে বাঁধা পুরাতন লাঙলের চাকতি, যেটা খড়ির গাদার উপর ঝুলছিল, এবং এটাকে আঘাত করার জন্য মালবাহী গাড়ির মরিচা ধরা লোহার বল্টু দেখাল। সকালে হাঁটার সময় এটা বাজানোর শব্দই মেরি শুনেছিল, এটা একবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় বাজানো হয় কাছের ঐ কম্পাউন্ডে শুয়ে থাকা চাকরদেরকে ঘুম থেকে তোলার জন্য, তারপর দুপুর সাড়ে বারোটায় এবং দুইটায় আবার বাজানো হয় দুপুরের খাবারের ছুটি নির্দেশ করতে। শব্দটা ছিল ভারী, ধাতব এবং কর্ণভেদী যেটা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ত।

ভৃত্যটা যখন নাস্তা তৈরি করছিল, সেই সময়ে সে ঘরের পিছন দিকে গেল; খুব বেশি গরমের কারণে পাখিদের গান ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই সকাল সাতটার সময়ই মেরির কপাল ভিজে গিয়েছিল এবং গা-হাত-পা চটচটে হয়ে গিয়েছিল।

আধা ঘণ্টা পরে ডিক আসল, মেরিকে দেখে খুশি হলো সে। তবে সে ব্যস্ত ছিল, ঘরের মধ্য দিয়ে সরাসরি পিছন দিকে চলে গেল, তখন মেরি স্যামসনের উদ্দেশ্যে ডিকের 'কিচেন কাফির' ভাষায় করা বকাবকি শুনতে পেল, যেটার একটা শব্দও সে বুঝল না। তারপরে ডিক ফিরে এসে বলল,

"ঐ বুড়ো বোকাটা আবার কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম।"

"কোন কুকুরগুলো?"

সে ব্যাখ্যা করে বোঝাল, "আমি যখন এখানে থাকি না, তখন কুকুরগুলো অস্থির হয়ে নিজেরাই বেরিয়ে পড়ে শিকারের উদ্দেশ্যে, কখনও কখনও বেশ কয়েকদিনের জন্য। এটা সব সময়ই আমার অনুপস্থিতিতে ঘটে। সে কুকুরগুলোকে বের হয়ে যেতে দেয় আর তখন তারা ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝামেলায় পড়ে। সে এতই অলস যে তাদেরকে ঠিকমতো খেতে দেয় না।"

BanglaBook.org

সে খাবার খেল গম্ভীর ও নীরব হয়ে, চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে উত্তেজিত। রোপণযন্ত্রটা ভেঙে গেছে, পানিবাহিত গাড়িটির একটা চাকা নষ্ট হয়ে গেছে, নিতান্তই অসাবধানতাবশত ওয়াগনটার ব্রেক চালু থাকা অবস্থাতেই টিলা পর্যন্ত চালানো হয়েছে। সে আবার তার কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছিল, তার মধ্যে সেই পরিচিত বিরক্তির ভাব এবং কাজের অদক্ষতা নিয়ে সেই স্বভাবগত অসহায়বোধ করার ভাব দেখা যাচ্ছিল। মেরি কোনো মন্তব্য করল না, এগুলোর সবই তার কাছে অপরিচিত বিষয় ছিল।

নাস্তা শেষ করার সাথে সাথে সে চেয়ার থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মেরি একটা রান্নার বই খুঁজে পেয়ে সেটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। সকালের মাঝামাঝি সময়ে কুকুরেরা ফিরে আসল, দু'টো বড়ো সাইজের দো-আঁশলা কুকুর, পালিয়ে যাবার অপরাধে তারা স্যামসনের প্রতি প্রসন্নভাবে ক্ষমার আকুতি দেখাল, তবে নতুন আসা মেরিকে তারা পাত্তা দিল না। তারা বেশি করে পানি পান করল, সেটা করতে যেয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে পানি ফেলে পানির একটা রেখা তৈরি করে ফেলল, তারপর শোয়ার জন্য চলে গেল সামনের কামরায় বিছানো চামড়ার পাটির উপর, তারা জঙ্গলে যে প্রাণীগুলো শিকার করেছিল সেই প্রাণীদেহের উগ্র গন্ধ তাদের শরীরে তখনও লেগে ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ স্যামসন শিষ্টাচার আর ধৈর্য নিয়ে তার রান্নার অনুশীলন দেখছিল, সেটা শেষ হলে সে তখন কিচেন কাফির-এর উপর লেখা একটা হ্যান্ডবুক হাতে নিয়ে বিছানায় আয়েশ করে বসল। দৃশ্যত এই জিনিসটাই তার প্রথমে শেখা দরকার, কারণ স্যামসনের কাছে সে নিজেকে বোঝাতে পারছিল না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম অধ্যায়

মেরি তার নিজের জমানো টাকা থেকে কিছু ফুলেল সামগ্রী কিনল, গদিগুলোকে কভার দিয়ে ঢাকল, পর্দা বানাল, সামান্য কিছু লিনেন, বাসনকোসন এবং পোশাক বানানোর জিনিস কিনল। ধীরে ধীরে ঘরটা থেকে মলিন দারিদ্র্যের ছাপ মুছে গেল, তার বদলে উজ্জ্বল পর্দা আর কিছু ছবির সৌজন্যে একটা পরিমিত সৌন্দর্যের আভা ফুটে উঠল সেখানে। মেরি কঠোর পরিশ্রম করত এই প্রত্যাশায় যে কর্মস্থল থেকে ফিরে আসার পর ডিকের চোখে পছন্দ আর বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে উঠবে এবং সে প্রতিটি নতুন পরিবর্তন মনোযোগ দিয়ে দেখবে। এখানে আসার একমাস পর সে ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করে দেখল সেখানে আর নতুন করে কিছু করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, তার হাতে আর কোনো টাকাও ছিল না।

জীবনের নতুন ছন্দের সাথে সে নিজেকে সহজেই মানিয়ে নিয়েছিল। এই পরিবর্তনটা তার কাছে এতই আকর্ষণীয় ছিল যেন সে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ বনে গিয়েছিল। প্রতিদিন সকালে লাঙলের ফলার শব্দে তার ঘুম ভাঙার পর সে ডিকের সাথে বিছানাতেই চা পান করত। ডিক ক্ষেতে চলে গেলে সে ঐদিনের জন্য মুদির জিনিস বের করে রাখত। সে এতই চুলচেরা হিসেব করত যে স্যামসন মনে করল অবস্থার উন্নতির চেয়ে অবনতিই হয়েছে বেশি, এমনকি আগে অলিখিত বুঝাপড়া অনুযায়ী অতিরিক্ত যে এক তৃতীয়াংশ বরাদ্দ সে পেত সেটাও বাদ চলে গিয়েছিল, আর মেরি ভাঁড়ারের চাবি সবসময় তার বেল্টের সাথে বেঁধে রাখত। সকালের নাস্তার সময় আসতে না আসতেই সে গৃহস্থালির সব কাজ শেষ করে ফেলত, শুধুমাত্র হালকা রান্না করার কাজটা বাকি থাকত। তবে স্যামসন তার

BanglaBook.org

চেয়ে ভালো রাঁধুনি ছিল, কাজেই রান্না শুরুর কিছু সময়ের মধ্যেই সে এটা স্যামসনের দায়িত্বে ছেড়ে দিত। সকাল থেকে দুপুরের খাবারের সময় পর্যন্ত সারাটা সময় জুড়ে সে সেলাই করত, দুপুরের খাবার গ্রহণের পর আবার সেলাই শুরু করত। রাতের খাবার গ্রহণের পরক্ষণেই সে ঘুমাতে যেত, সারা রাত শিশুর মতো ঘুমাত সে।

শক্তি আর দৃঢ়তার নতুন উচ্ছ্বাসে জিনিসপত্র গোছগাছ করে এবং ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোকে খুব গুরুত্বের সাথে নিয়ে সে সত্যিই জীবনটাকে উপভোগ করল। বিশেষ করে ভোরবেলাটা তার খুব ভালো লাগত, কারণ সময়টা ছিল অতিরিক্ত গরমে তার অসাড় ও ক্লান্ত হয়ে পড়ার আগের সময়। সে ঐ জায়গার নতুন আয়েশকে পছন্দ করত, আর পছন্দ করত ডিকের প্রশংসা। মেরি যা করছিল সেটার জন্য তার গর্ব এবং প্রেমময় কৃতজ্ঞতাবোধ (কারণ সে কখনও ভাবতেও পারেনি যে তার নিভৃত বাসা এইরকম পরিপাটি দেখাবে) তার হতাশাকে ম্লান করে দিত। মেরি যখন ডিকের মুখের সেই হতভম্ভ ও বেদনাবিধুর দৃষ্টি দেখত, তখন সে তার প্রতি বিরক্ত হতো, কাজেই ডিকের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে সে আর চিন্তা করত না।

ঘর পরিপাটি করার সব কাজ যখন শেষ, তখন সে পোশাক তৈরির দিকে মনোযোগ দিল আর এইভাবে সে একটা বিয়ের পোশাক বানাল। বিয়ের কয়েকমাস অতিবাহিত হতেই সে দেখল তার আর নতুন কিছুই করার নেই। হঠাৎই সে দিনের পর দিন নিজেকে কর্মব্যস্তহীনভাবে আবিষ্কার করল। সহজাতভাবেই আলস্যকে বিপদ ভেবে এড়িয়ে চলার জন্য সে অন্তর্বাস সেলাইয়ের কাজে লেগে গেল, আর যে সব জিনিস নকশা করা সম্ভব তার সবগুলোই সে নকশা করল। সারাটা দিন সে বসে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেলাই-ফোঁড়েনের কাজ করত, যেন সুন্দর নকশাই তার জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখবে। সে একজন তুখোড় সেলাইয়ে ছিল, কাজেই ফলাফলটা ছিল দারুণ। ডিক তার কাজের প্রশংসা করত, সে নিজে মুগ্ধও হতো, কারণ মেরির এখানে মানিয়ে নেয়ার সময়টাকে সে কঠিন হবে বলেই প্রত্যাশা করেছিল, ভেবেছিল এই নিঃসঙ্গ জীবনকে প্রথমে তার কাছে কঠিন লাগবে। কিন্তু নিঃসঙ্গতার কোনো চিহ্নই তার মধ্যে দেখা গেল না, সারাদিন ধরে সেলাই কাজে ব্যস্ত থেকে তাকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট মনে হলো। আর এই পুরো সময়টা ডিক তার সাথে একজন ভাইয়ের মতো ব্যবহার করল, কারণ ডিক ছিল সংবেদনশীল মানুষ, সে অপেক্ষা করছিল সেই সময়ের জন্য যখন মেরি নিজ থেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। ডিকের ভালোবাসা স্নেহময়তার চেয়ে বেশি কিছু নয় এটা বুঝতে পেরে মেরি যে স্বস্তি পেত সেটা সে লুকিয়ে রাখতে পারত না,

BanglaBook.org

আর সেটা দেখেই ডিক মনে মনে খুব কষ্ট পেত, যদিও সে আশা করত শেষমেষ এটা ঠিক হয়ে যাবে।

একটা সময়ে নকশার কাজও শেষ হয়ে গেল, তখন সে আবার কর্মহীন হয়ে পড়ল। আবারও সে করার মতো কোনো না কোনো কাজ খুঁজতে লাগল। সে এই সিদ্ধান্তে আসল যে দেয়ালগুলো নোংরা এবং টাকা বাঁচানোর জন্য সে নিজ হাতে সেগুলো সাদা রঙ করবে। কাজেই দুই সপ্তাহ ধরে ডিক ঘরে আসলেই দেখতে পেত আসবাবপত্রগুলো কামরার মাঝখানে ঠাসাঠাসি করা এবং ঘন ও সাদা উপাদানে ভর্তি বালতিগুলোকে মেঝেতে রেখে দেয়া। তবে মেরি খুব নিয়মবদ্ধভাবে একাজ করত। একটা কামরার কাজ শেষ করে সে অন্য কামরার কাজ শুরু করত। মেরি কোনো রকম অভিজ্ঞতা এবং জানাশোনা ছাড়াই এই কাজে হাত দিয়েছিল, তার দক্ষতা ও আত্মপ্রত্যয় দেখে ডিক মুগ্ধ হলো, তবে সে শংকিতও ছিল। এই শক্তি এবং কর্মক্ষমতা দিয়ে সে কী করবে? মেরিকে এই রকম দেখে তার নিজের আত্মপ্রত্যয় আরো কমে যেত, কারণ সে ভালো করেই জানত যে তার নিজের মধ্যে এই গুণাবলির অভাব ছিল। শীঘ্রই দেয়ালগুলো, যার প্রতিটা ইঞ্চি মেরি নিজে একনাগাড়ে কয়েকদিন অমসৃণ মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে থেকে রঙ করেছে, সেগুলো উজ্জ্বল ও নীলাভ-সাদা দেখাচ্ছিল।

সে তখন ক্লান্ত বোধ করছিল। কিছু সময়ের জন্য বড়ো সোফার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে হাত ভাঁজ করে বসে থাকতে তার খুব ভালো লাগল। নিজেকে অস্থির লাগছিল তার, এতই অস্থির যে কী করতে হবে সে সেটাও বুঝতে পারছিল না। নিজের আনা উপন্যাসগুলোর প্যাকেট খুলে পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগল। বইগুলো সে অনেক বছর আগে একটা স্তূপ থেকে সংগ্রহ করেছিল। প্রত্যেকটা বই সে অনেকবার পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছিল, গল্পগুলো সে এমনভাবে রপ্ত করেছিল যেমন শিশুরা মায়েদের কাছ থেকে জানা কল্পকাহিনিগুলো শুনে শুনে রপ্ত করে ফেলে। এক সময় তার জন্য এই বইগুলো ছিল ওষুধের মতো, নিদ্রাকুসুমের মতো; এখন ঐ বইগুলো পড়ার সময় সে পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিল আর ভাবছিল এগুলোর আকর্ষণ কেন হারিয়ে গেল। দৃঢ়তার সাথে বইয়ের পাতাগুলো উল্টালেও তার মন ছিল বিক্ষিপ্ত, প্রায় এক ঘণ্টা পড়ার পর সে বুঝতে পারল যে তার মাথায় একটা শব্দও ঢোকেনি। তখন ঐ বইটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে সে আরেকটা ধরল, কিন্তু ফলাফল সেই একই। বেশ কয়েকদিন ধরে সারা ঘর জুড়ে ধুলাময়লায় ভরা ও বিবর্ণ মোড়কের বইগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকল। ডিক তাতে সন্তুষ্টই হলো, সে এমন এক মেয়েকে বিয়ে করেছে যে বই পড়ে এটা ভেবে সে গর্ব অনুভব করল। এক সন্ধ্যায় সে "সুন্দরী মেয়ে" শিরোনামের বইটা হাতে তুলে নিয়ে এর মাঝ বরাবর পৃষ্ঠা খুলল।

BanglaBook.org

ভ্রমণকারীরা উত্তরের প্রতিশ্রুত দেশের দিকে এগুতে লাগল, যেখানে ইংরেজদের শীতল করাল থাবা কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। উত্তপ্ত ভূমিরাজির ভিতর দিয়ে চলন্ত শীতল সাপের মতো যাত্রীদের সারিটি এগুতে লাগল। প্রুনেলা ভ্যান কোয়েট্‌জে তার মুক্তোবিন্দুর মতো ঘর্মাক্ত ছিমছাম মুখ আর ঘন চুলের গোছার উপর ছোটো টুপি পরিধান করে কাফেলার সারিটির একপ্রান্তে নিজের ঘোড়ার উপর চড়ে হালকা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিল। পিয়েট ভ্যান ফ্রাইজল্যান্ড তাকে দেখছিল, দেখতে দেখতে শেষে তার হৃদয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিশাল রক্তরঞ্জিত হৃদয়ের মতো কেঁপে উঠছিল। সে কি জয় করতে পারবে এই মিষ্টি মেয়ে প্রুনেলাকে, যাকে কিনা ঐ ডোয়েকস আর ভেল্টস্কুন পরিহিত ওলন্দাজ, ডাচ আর সুন্দরী জার্মান মেয়েদের মাঝে রানির মতো মনে হচ্ছিল? পারবে সে? সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। টান্ট অ্যানা কাফ্রি-বুম গাছের রংয়ের মতো লাল ডোয়েক পরিহিত ছিল, দুপুরের খাবারের জন্য কোয়েকিজ আর বিলটং বের করতে করতে হেসে এতই গড়িয়ে পড়ল যে তার মেদসম্পন্ন পেট নড়াচড়া করে উঠল, সে তখন স্বগতোক্তি করল, "এটা আসলেই এক দারুণ জুটি হবে।"

বইটি বন্ধ করে রেখে দিয়ে ডিক মেরির দিকে তাকাল, যে তখন কোলের উপরে একটা বই নিয়ে বসে ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

"আমরা কি সিলিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারি না ডিক?" সে অস্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"তাতে অনেক খরচ পড়বে," সে কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে বলল। "যদি আমরা ভালো করতে পারি তাহলে আসছে বছরে করা যেতে পারে।"

কয়েকদিনের মধ্যেই মেরি বইগুলো গাদা করে এক জায়গায় সরিয়ে রাখল, সে যা চাইছিল এগুলো তা ছিল না। 'কিচেন্ কাফির' নিয়ে লেখা হ্যান্ডবুকটি সে আবার হাতে তুলে নিয়ে এর পিছনে তার পুরো সময়টা ব্যয় করল, এটা থেকে শিখে সে রান্নাঘরে থাকা স্যামসনের উপর চর্চা করল — তার নীরস সমালোচনায় স্যামসন অপ্রতিভ হলেও মেরি তার সাথে শীতল আর ভাবলেশহীনভাবে আচরণ করল।

BanglaBook.org

স্যামসনের অসন্তুষ্টি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। ডিকের সাথে সে খুবই অভ্যস্ত ছিল, তাদের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া ছিল। মাঝে মাঝে ডিক তাকে গালিগালাজ করত, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার সাথে হাসত। এই মহিলা কখনও হাসে না। সে খুব সতর্কতার সাথে শুধু প্রয়োজন মতো খাদ্য এবং চিনি বের করে দিত, আর

তাদের নিজেদের বেঁচে যাওয়া খাদ্যের সবকিছু এমনভাবে মনে করে রাখত যে এমনকি একটা ঠান্ডা আলুর টুকরো থেকে শুরু করে রুটির টুকরো পর্যন্ত হারিয়ে গেলেও তা জিজ্ঞাসা করত, যেটা স্যামসনের কাছে অস্বাভাবিক ও অপমানকর লাগত।

তুলনামূলকভাবে আগের আরামদায়ক জীবনে ছেদ পড়ায় তার মুখ গোমড়া হয়ে গেল। একদিন ডিক মেরিকে কাঁদতে দেখল। সে জানত যে পুডিং তৈরি করার মতো যথেষ্ট কিশমিশ বের করে দিয়েছিল, কিন্তু তারা খেতে বসে দেখল খাবারের মধ্যে খুব সামান্যই কিশমিশ আছে। আর চাকরটা সেগুলো চুরি করার কথা অবলীলায় অস্বীকার করল . . .।

"হাই ইশ্বর", ডিক মজা করে বলল। "আমি ভেবেছিলাম সত্যিই কোনো অঘটন ঘটে গেছে।"

"আমি জানি সে-ই এগুলো নিয়েছে", মেরি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

"সম্ভবত সে এই কাজটা করেছে, তবে বুড়া চাকর হিসেবে সে খারাপ না।"

"আমি তার বেতন থেকে এটা কেটে নিব।"

মেরির মনের অবস্থা বুঝতে পেরে ডিক বিব্রত হলো, সে বলল, "যদি তুমি সত্যিই এটার প্রয়োজন মনে কর।" এই প্রথম সে তাকে কাঁদতে দেখল।

কাজেই স্যামসনের মাসিক এক পাউন্ড বেতন থেকে দুই শিলিং কেটে নেয়া হলো। বদ্ধ আর গোমড়া মুখে সে তথ্যটি হজম করল। মেরিকে সে কিছুই বলল না কিন্তু ডিকের কাছে আবেদন করল। ডিক বলল যে তাকে মেরির সাথেই কথা বলতে হবে। সেই সন্ধ্যাতেই স্যামসন কাজ ছাড়ার নোটিশ দিল এই বলে যে তার গ্রামে যাওয়া দরকার। কেন দরকার এটা নিয়ে মেরি তাকে খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করতে লাগল, কিন্তু ডিক তার হাত স্পর্শ করে এবং মাথা নেড়ে সতর্ক করে দিল।

"আমি কেন তাকে জিজ্ঞাসা করব না?" মেরি কৈফিয়ত চাইল। "সে মিথ্যা বলছে।"

"অবশ্যই সে মিথ্যা বলছে।" ডিক বিরক্তির সাথে বলে উঠল। "অবশ্যই বলছে, কিন্তু সেটা তো বিবেচনার বিষয় না। তুমি তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকতে বলতে পার না।"

"কিন্তু আমাকে মিথ্যা মেনে নিতে হবে কেন?" মেরি বলল। "কেন? কেন সে তার গ্রাম সম্পর্কে মিথ্যা না বলে, সে আমার জন্য কাজ করবে না এটা সোজাসাপ্টা বলে দিতে পারে না?"

BanglaBook.org

ডিক কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর মেরির দিকে অসহিষ্ণুভাবে তাকাল, মেরির অযৌক্তিক জিদ তার বোধগম্য হচ্ছিল না; কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে কেমন করে চলতে হয় সেটা সে জানে, তাদের সাথে চলাটা এক ধরনের খেলা যেটা কোনো সময় মজার আবার কোনো সময় বিরক্তিকর, যেখানে দু'পক্ষকেই কিছু অলিখিত নিয়ম মেনে চলতে হয়।

"সেটা করলে তুমি বরং রেগে যেতে," সে মন্তব্য করল, তার কথায় খেদ থাকলেও স্নেহের প্রকাশও ছিল। মেরির কথাকে সে গুরুত্বের সাথে নিতে পারছিল না, মেরি যখন এই ধরনের আচরণ করে, তখন তার কাছে তাকে শিশু মনে হয়। একই সাথে এই বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ, যে এত বছর ধরে তার জন্য কাজ করেছে, সে চলে যাচ্ছে ভেবে সে প্রকৃতই ক্ষুব্ধ ছিল । শেষে সে দার্শনিকের মতো বলল, "ঠিক আছে, আমার এটা আগেই ভাবা উচিত ছিল। ঠিক প্রথম থেকেই নতুন এক চাকর খুঁজে রাখা উচিত ছিল। ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন হলে সবসময়ই একটা সমস্যা হয়।"

বাসার পিছনের দিকের সিঁড়িতে ঘটে যাওয়া বিদায়ের দৃশ্যটা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে মেরি অবাক হয়ে গেল, বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে গেল। এই নিগ্রোটাকে বিদায় দিতে ডিক আসলেই কষ্ট পাচ্ছিল! একজন শ্বেত মানুষ আরেকজন কালো মানুষকে নিয়ে এতটাই আবেগতাড়িত হবে এটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, এটা দেখে তার কাছে ডিককে ভয়ংকর মনে হলো। সে তাকে বলতে শুনল, "তোমার গ্রামের কাজ শেষ হলে তুমি ফিরে এসে আমাদের কাজ করবে তো?" কৃষ্ণাঙ্গটা উত্তর দিল, "জ্বি বস," কিন্তু ততক্ষণে সে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, এবং ডিকও নীরব ও মনমরা অবস্থায় ঘরে ফিরে আসল। "সে আর ফিরে আসবে না," সে বলল।

তার ভাবভঙ্গি মেরির পছন্দ হলো না, "আরো অনেক কালো মানুষ আছে, তাই না?" সে হঠাৎ বলে উঠল।

"হ্যাঁ, তা আছে," সে স্বীকার করল।

BanglaBook.org

একজন নতুন বাবুর্চি এসে কাজ করার প্রস্তাব দিতে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল আর সে কয় দিন মেরি নিজেই গৃহস্থালির কাজ করল। যদিও সত্যিকার অর্থে করার মতো বেশি কাজ ছিল না, কিন্তু মেরির কাছে সেগুলো প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ভারী লাগত। তবুও সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে একা থাকার অনুভূতিটা তার ভালোই লাগত। সে ঘষামাজা করত, ঝাড়ু দিত, পালিশ করত, গৃহস্থালির কাজ তার জন্য নতুন, সারা জীবন কৃষ্ণাঙ্গরাই তার কাজ করে দিয়েছে রূপকথার

পরীদের মতো নিঃশব্দে নীরবে। এই কাজটি তার কাছে নতুন বলেই সে উপভোগ করছিল। সবকিছু পরিষ্কার ও ঝকঝকে হয়ে গেলে এবং ভাঁড়ার ঘরে পর্যাপ্ত খাদ্য রাখা হয়ে গেলে মেরি সাধারণত সামনের কামরার তেলচিটে সোফার উপর যেয়ে বসত, হঠাৎই সে এখানে সম্পূর্ণ গা এলিয়ে দিত, যেন তার পায়ের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যেত। প্রচণ্ড গরমও পড়ছিল। এত গরম যে পড়তে পারে এটা কোনোদিন তার ভাবনাতেও আসেনি। সারাদিন তার শরীর থেকে ঘাম ঝরত, সে বুঝতে পারত ঘাম তার পোশাকের ভিতর দিয়ে পাঁজর আর উরু পর্যন্ত ভিজিয়ে দিত, যেন তার শরীরের উপরে পিঁপড়ারা হাঁটাহাঁটি করত। মেরি তখন চোখ বন্ধ করে নীরব আর শান্ত হয়ে বসে থাকা অবস্থায় অনুভব করত তার মাথার উপরের লৌহখণ্ড থেকে প্রচণ্ড তাপ যেন ছিটকে পড়ছে। সত্যিই পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে এমনকি ঘরে থাকা অবস্থায়ও তাকে হ্যাট পরতে হতো। ডিককে যদি সারাদিন বাইরে না থেকে প্রকৃতই এই ঘরের মধ্যে বাস করতে হতো, তাহলে নিশ্চয় সে ঘরের উপরে সিলিং লাগানোর ব্যবস্থা করত। আসলেই কি সিলিং লাগানোর খরচ এত বেশি? আরো কয়েকদিন এইভাবে পার হবার পর সে অস্থিরভাবে এই চিন্তা করতে লাগল যে তার জমানো সামান্য টাকাগুলো সিলিংয়ের পিছনে খরচ না করে পর্দার পিছনে খরচ করাটা ভুল হয়েছে। যদি সে ডিককে আবার সিলিং লাগানোর কথা বলে, তার নিজের জন্য সিলিং লাগানোর গুরুত্বটা যদি বোঝাতে পারে, তাহলে হয়ত সে নরম হবে, তখন সে টাকার ব্যবস্থা করবে কি? তবে সে এটাও জানত যে সে নিজে তাকে অত সহজে কিছু বলবে না, বললে তার চোখেমুখে চরম এক পীড়িত দৃষ্টি ভেসে উঠবে। এতদিনে সে ঐ দৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যদিও সত্য বলতে সে ঐ দৃষ্টিটা পছন্দ করত, হৃদয়ের গভীরে সেটাকে সে আরো বেশি পছন্দ করত। যখন সে ভালোবেসে তার হাতটা টেনে নিয়ে বিনয়ীভাবে চুমু খেয়ে অনুরোধের সুরে বলত, "ডার্লিং তোমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর?", তখন সে উত্তর দিত, "না প্রিয়, তুমি জান যে আমি তা করি না।" এটাই একমাত্র সময় যখন সে ভালোবেসে তার কাছে যেতে পারত, যখন সে নিজেকে বিজয়ী আর ক্ষমাশীল মনে করত। মেরির ক্ষমা পাবার জন্য তার যে আকুতি আর মেরির সম্মুখে নিজেকে হীন হিসেবে প্রকাশ করার তার যে প্রয়াস, সেটাই সবচেয়ে বড়ো তৃপ্তির বিষয় ছিল, যদিও ঐ একই কারণে মেরি তাকে ঘৃণাও করত।

কাজেই সে ঐ সোফাতে বসে থেকে চোখ বন্ধ করে গরমের কষ্ট সহ্য করত, তার নিজের কষ্ট সহ্য করার ইচ্ছে থাকার কারণে এক ধরনের কোমল বিষণ্নতা বোধ করত, আবার একই সাথে নিজেকে তার মহানুভব মনে হতো।

BanglaBook.org

তারপর হঠাৎ করেই অসহনীয় গরম শুরু হলো। বাইরে ঝোপঝাড়ের ভিতরে ঘুগরা পোকারা একনাগাড়ে কর্কশ শব্দে ডাকত, তার মাথাব্যথা শুরু হতো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ভারী ও পীড়িত লাগত। মেরি তখন উঠে শোবার ঘরে চলে যেত, নিজের কাপড়চোপড় নেড়েচেড়ে দেখত সেগুলোতে নকশি করা বা পরিবর্তন আনা বা এই জাতীয় কোনো কাজ করা যায় কিনা। ডিকের পোশাকও রিফু বা মেরামত করা যায় কিনা তা খুঁটে খুঁটে দেখত সে, কিন্তু ডিক শার্ট ও হাফপ্যান্ট ছাড়া আর কিছু পরত না, মেরি যদি কখনও একটা বোতাম খোলা দেখতে পেত, তাহলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করত। কিছুই করার না পেয়ে সে বারান্দায় পায়চারি করত, অথবা বসে পড়ে দূরের ছোটো নীল পাহাড়ের উপর আলোর পরিবর্তন লক্ষ করত, আবার কখনও কখনও সে ঘরের পিছন দিকে যেত যেখানে ছিল ছোটো পাহাড় যেটা ছিল মূলত বড়ো বড়ো বোল্ডারসমূহের এক অমসৃণ স্তূপ। সেখানে উত্তপ্ত পাথর থেকে ছিটকে পড়া তাপের ঢেউ এবং পাথরখণ্ডের উপরে উজ্জ্বল লাল, নীল ও সবুজ রঙের টিকটিকিগুলোর আগুনের স্ফুলিংগের মতো তীব্রবেগে ছোটাছুটি করা দেখত। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মাথায় চক্কর দিয়ে উঠত ততক্ষণ পর্যন্ত সে এভাবেই থাকত, তখন এক গ্লাস পানি খাবার জন্য তাকে ঘরে ফিরে যেতে হতো।

তারপর একদিন ঘরের পিছনের দরজায় এক কৃষ্ণাঙ্গ এসে হাজির, তার কাজ দরকার। সে মাসে সতেরো শিলিং করে বেতন চাইল, মেরি সেটা দুই শিলিংয়ে নামিয়ে আনতে পারায় সেটাকে কৃষ্ণাঙ্গটার উপর বিজয় ভেবে সন্তুষ্ট হলো। এই কৃষ্ণাঙ্গটা কাজের সন্ধানে এই প্রথম তার গ্রাম থেকে এসেছে, সে ছিল লম্বা আর লিকলিকে চেহারার এক যুবক, বয়স সম্ভবত তখনও আঠারো পেরোয়নি, সে তার নায়াসাল্যান্ডের বাড়ি থেকে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে কয়েকশ মাইল লম্বা পথ হেঁটে পাড়ি দিয়ে এসেছে। সে মেরিকে বুঝতে পারত না, আর খুব নার্ভাসও ছিল। সে জড়তাপূর্ণভাবে ঘাড় শক্ত করে চলাফেরা করত, মেরির সামান্যতম ইঙ্গিত যদি তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এই ভয়ে সে মেরির থেকে কখনও চোখ সরাত না। এই দাস মনোভাব তাকে বিরক্ত করত, যার ফলে মেরি তার সাথে রূঢ়ভাবে কথা বলল। মেরি তাকে ঘরের সব জায়গা দেখাল, প্রতিটি কোনা, প্রতিটি আলমারি আলাদাভাবে দেখাল, আর ততদিনে সাবলীলভাবে রপ্ত হওয়া কিচেন কাফির ভাষায় তার করণীয় কাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিল। সে ভীত কুকুরের মতো তাকে অনুসরণ করল। এর আগে সে কখনও কাঁটা চামচ, ছুরি এবং থালা দেখেনি, যদিও শ্বেতমানুষদের বাসায় কাজ করে গ্রামে ফিরে আসা বন্ধুদের কাছে সে এই সমস্ত অসাধারণ জিনিস নিয়ে অনেক গল্প শুনেছে। এগুলো দিয়ে কী করতে হয় তা সে জানত না, এদিকে মেরি ধরে নিয়েছিল যে সে পুডিংয়ের প্লেট

BanglaBook.org

আর ডিনার প্লেটের মধ্যে পার্থক্য বোঝে। সে যখন টেবিলে প্লেট সাজাত, মেরি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, সারাটা সন্ধ্যা জুড়ে একাজে তাকে ব্যস্ত রেখে ব্যাখ্যা, উপদেশ এবং তাড়া দিত। সেদিন রাতের খাবারের সময় সে যখন টেবিলে থালাগুলো ঠিকভাবে সাজাতে পারল না, তখন মেরি ক্ষিপ্ত হয়ে তার দিকে ধেয়ে গেল, ডিক অস্বস্তি নিয়ে মেরিকে দেখছিল। কৃষ্ণাঙ্গটা যখন বাইরে চলে গেল তখন সে বলল, "একজন নতুন চাকরের সবকিছু সহজভাবে মেনে নিতে হয়।"

"কিন্তু আমি তাকে এ ব্যাপারে আগেই বলেছি! একবার না, অনেকবার।"

"সে সম্ভবত এই প্রথম শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে কাজ করতে এসেছে।"

"সেটা বড়ো কথা না। আমি তাকে আগেই বলেছি কী করতে হবে, সে সেটা করল না কেন?"

সে তার দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকাল, তার কপাল কুঁচকিয়ে গেছে, ঠোঁট দু'টো এঁটে ধরা। তার কাছে মনে হলো মেরি বিরক্তিতে উন্মাদ হয়ে গেছে, আদৌ স্বাভাবিক নেই সে।

"মেরি, আমার কথা একটু শোনো। তুমি যদি চাকরদের সাথে রেগে যাও, তাহলে তুমি শেষ। তোমার চাওয়া একটু কমাতে হবে, আচরণ অবশ্যই সহজ হতে হবে।"

"আমি আমার চাওয়া কমাতে পারব না, কখনই না, আমাকে কেন তা করতে হবে? এটা যথেষ্ট খারাপ ।" সে থেমে গেল। সে বলতে চাচ্ছিল, "এই ধরনের শুয়োরের ঘরের মতো জায়গায় বাস করা তার জন্য যথেষ্ট খারাপ

মেরি যে কী বলতে যাচ্ছিল, ডিক সেটা বুঝতে পারল, সে মাথা নিচু করে থালার দিকে তাকিয়ে থাকল, তবে এবার সে আর মেরির কাছে কোনো আবেদন জানাল না। সে রাগান্বিত ছিল, কাজেই মেরির প্রতি কোনো আনুগত্য বোধ করল না, নিজেকে সে সঠিক মনে করল। যখন উত্তেজিত, বেপরোয়া আর ক্লান্ত কণ্ঠে মেরি বলেই চলল যে, "টেবিলটা কীভাবে সাজাতে হবে আমি তাকে বলেছিলাম", সে তখন খাবার ফেলে রেখে বাইরে চলে গেল। মেরি একটা ম্যাচের কাঠির স্ফুরণ এবং একটা সিগারেটের দ্রুত প্রজ্বলন দেখতে পেল। তাহলে কি সে রেগে গেছে? এতটাই রাগ যে রাতের খাবারের আগে ধূমপান না করার যে স্বভাব তার ছিল সেটা সে ভঙ্গ করল! ঠিক আছে, সে রেগেই থাকুক।

পরের দিন দুপুরের খাবারের সময় চাকরটা বিচলিত হয়ে একটা থালা মেঝেতে ফেলে দিলে মেরি তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বরখাস্ত করল। আবার তাকে

নিজের কাজ নিজে করা শুরু করতে হলো, আর এইবার তার মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধল, এই কাজকে সে ঘৃণা করতে লাগল এবং এর জন্য ঐ অপরাধী কৃষ্ণাঙ্গটাকে দায়ী করল, যাকে সে বেতন ছাড়াই বিদায় দিয়েছে। সে টেবিল, চেয়ার আর থালাবাসন নিজেই ধোয়ামোছা করল এমন মনোভার নিয়ে যেন সে কোনো কৃষ্ণাঙ্গের মুখমণ্ডল ঘষামাজা করে চামড়া তুলছিল। প্রবল ঘৃণা তাকে গ্রাস করে ফেলল। একই সাথে সে মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিল যে এর পরে যে চাকরটা আসবে তার সাথে অত খুঁতখুঁতে ব্যবহার করবে না।

পরের চাকরটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের অধীনে অনেক বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার, যারা তার সাথে এমন ব্যবহার করত যেন সে ছিল একটা মেশিন, আর সেই অভিজ্ঞতার ফলেই সে ভাবলেশহীন চেহারা দেখাতে এবং কোমল ও উদাসীন কণ্ঠে জবাব দিতে শিখেছে। সে ভদ্রভাবে উত্তর দিত, যে কোনো প্রশ্নের জবাবে মেরির দিকে না তাকিয়েই "জ্বী মিসেস, জ্বী মিসেস" বলত। সে কখনই তার চোখের দিকে তাকাত না বলে মেরির রাগ হতো। মেরি জানত না যে উপরওয়ালাদের চোখের দিকে না তাকিয়ে কথা বলা কৃষ্ণাঙ্গদের ভদ্রতাবিষয়ক বিধিরই একটা অংশ, বরং সে ভাবত এটা তাদের ধূর্ত ও অসৎ স্বভাবের আরো একটা প্রমাণ মাত্র। ব্যাপারটা এমন যেন প্রকৃতপক্ষে সেখানে তার উপস্থিতিই ছিল না, যেন সে শুধু একটা কালো দেহ যে শুধু মেরির আদেশ পালন করতে তৎপর ছিল। আর সেটাও তাকে ক্ষুব্ধ করত। মেরির মনে হতো যে সে একটা প্লেট তুলে তার মুখে ছুঁড়ে মারবে যাতে করে ব্যথা দিয়ে হলেও তাকে আরো মানবসুলভ ও ভাবপূর্ণ করা যায়। তবে এবার সে খুব ঠান্ডাভাবে নির্ভুল ছিল, যদিও সে কখনও এক মুহূর্তের জন্যও তার থেকে চোখ সরাত না এবং কাজ শেষ হবার পরও তাকে সবসময় অনুসরণ করত। একটা ধূলিকণা বা চর্বির দাগ দেখলেই তাকে পিছন থেকে ডাক দিত, তবুও তার ব্যবহারটা যাতে খুব বেশি কঠিন না হয় সে ব্যাপারে সে সাবধান থাকত। এই চাকরটাকে সে রাখবে, এটাই সে নিজেকে বলত। কিন্তু সে তার চাওয়া থেকে কখনও পিছু হটত না, আর তার চাওয়াটা হলো, এমনকি প্রত্যেকটা ছোটোখাটো ব্যাপারেও সে যেমন করে বলবে, যেমনটা চাইবে, চাকরটা তাই করবে।

এই সবকিছুই ক্রমবর্ধমান আশংকা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করল ডিক। মেরির হয়েছেটা কী? তার নিজের সাথে ব্যবহারে তাকে সহজ, শান্ত আর প্রায় মাতৃবৎ মনে হতো। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে সে দজ্জালের মতো আচরণ করত। মেরিকে বাসার বাইরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সে মাঠে কেমন করে কাজ করে তা দেখার জন্য তার সাথে যেতে বলল। সে ভাবল যদি তার সমস্যা ও উদ্বেগে মেরি প্রকৃতই তার কাছে থাকে, তাহলে তারা আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারবে। তাছাড়া শ্রমিকদের

BanglaBook.org

কাজ দেখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারা মাঠ হেঁটে বেড়ানোর সময় তার খুব নিঃসঙ্গ লাগত।

মেরি বরং কিছুটা সংশয় নিয়ে রাজি হলো, কারণ প্রকৃতপক্ষে সে যেতে চাইছিল না। যখন সে খোলা মাঠের ঘন বাষ্প উদ্‌গিরণ করা লাল মাটির উপর তপ্ত মরীচিকার মধ্যে কর্মরত কৃষ্ণাঙ্গদের ঘর্মাক্ত শরীরের পাশে ডিককে কল্পনা করত, তখন সে যেন সাবমেরিনের মধ্যে অবস্থানরত কোনো মানুষকে কল্পনা করত, এমন একজন যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো আজব ও ভিনদেশে অবতরণ করেছে। তবুও সে টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠভাবে তার সাথে মোটরগাড়িতে উঠল।

সারা সকাল সে তার সাথে এক জমি থেকে আরেক জমিতে ঘুরল, এক দল শ্রমিক থেকে আরেক দলের কাছে গেল। আর পুরো সময়টা জুড়েই তার মনের মধ্যে এই ভাবনা খেলা করল যে নতুন চাকরটা বাসায় একা থেকে সকল প্রকার অপকর্ম করছে। তার অনুপস্থিতিতে সে নিশ্চয়ই চুরি করছে, সে সম্ভবত তার কাপড়চোপড় নাড়াচাড়া করছে আর তার একান্ত গোপন জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ডিক যখন ধৈর্য ধরে এখানকার মাটি, ড্রেইন এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মজুরি নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে লাগল, সে তখন তার একান্ত জিনিসগুলো নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গটা একা একা কী করছে আনমনে তাই ভাবছিল। দুপুরের খাবারের সময় ফিরে এসে সবার প্রথমে সে সারা ঘরে এক চক্কর দিয়ে চাকরটা আর কী করতে বাকি রেখেছে তা পর্যবেক্ষণ করল, ড্রয়ারটা পরীক্ষা করে তা নাড়াচাড়া হয়নি বলে মনে হলো। কিন্তু কে জানে, তারা এতটা ধূর্ত শুয়োর! পরের দিন ডিক যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল সে আবার যাবে কিনা, সে বিচলিতভাবে বলে উঠল, "না ডিক, যাব না। ওখানে এত গরম। তোমার তো তাও অভ্যাস হয়ে গেছে।" আর প্রকৃতই তার মনে হচ্ছিল যে ঘাড়ের উপর উত্তপ্ত সূর্য এবং চোখে গরমের ঝিলিক নিয়ে আরেকটা সকাল সে কাটাতে পারবে না, যদিও ঘরে বসে থাকলেও সে গরমে অসুস্থ বোধ করবে, ঘরে তার আরও কিছু করার আছে, সেটা হলো কৃষ্ণাঙ্গটার দিকে খেয়াল রাখা।

সময় গড়ানোর সাথে সাথে গরমের ভয়টা তার জন্য একটা আচ্ছন্নতায় পরিণত হলো। লোহার চালা থেকে জীবনীশক্তি নিঃশেষ করা যে গরমের ঢেউ ছিটকে পড়ছিল তা সে সহ্য করতে পারছিল না। এমনকি যে কুকুরগুলো সাধারণত প্রাণবন্ত থাকত, তারা পর্যন্ত সারাদিন বারান্দায় শুয়ে থাকত, তাদের শরীরের নীচের ইটখণ্ডগুলো গরম হয়ে গেলে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে সরে যেত, তাদের জিহ্বা দিয়ে লালা ঝরতে ঝরতে সারা মেঝেতে পানির ছোটো ছোটো কুণ্ড তৈরি হলো। তাদের মৃদু হাঁপানি, অথবা মাছির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের

BanglaBook.org

করা চিৎকার মেরি শুনতে পাচ্ছিল। আর যখন তারা প্রচণ্ড গরমে সহানুভূতি পাবার আশায় মেরির হাঁটুতে মাথা রাখার জন্য আসত, তখন সে রুক্ষভাবে তাদেরকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত ঐ দুর্গন্ধযুক্ত প্রকাণ্ড পশুগুলো তার বিরক্তি উদ্রেক করত, ছোটো ঘরটায় চলাফেরা করার সময় তার পায়ের উপর এসে পড়ত, গদির উপর লোম গায়ের ফেলে রাখত, এবং যখন সে একটু বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করত তখন সশব্দে নিশ্বাস ফেলত। মেরি তাদেরকে ঘরের বাইরে আটকিয়ে রাখত, মাঝ-সকালে চাকরটাকে কুসুম-গরম পানি ভর্তি একটি পেট্রলের টিন শোবার ঘরে আনতে বলত, তারপর সে যে ঘরের বাইরে গিয়েছে এটা নিশ্চিত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ইটের মেঝেতে রাখা একটা বেসিনের উপর দাঁড়িয়ে সেই পানি তার গায়ে ঢালত। ছিটকে পড়া পানির ফোঁটাগুলো ইটের উপর পড়লে শুষ্ক ইটগুলো হিসহিস শব্দ করে উঠত।

"বৃষ্টি হবে কবে?" ডিককে জিজ্ঞাসা করল সে।

"অহো, আরো একমাস তো হবে না", সে সহজভাবে উত্তর দিল, যদিও মেরির এই প্রশ্নে তাকে বিস্মিত দেখাল। অবশ্যই মেরি জানত কখন বৃষ্টি হতে পারে? তার চেয়েও বেশিদিন গ্রাম এলাকায় বাস করার অভিজ্ঞতা মেরির ছিল। কিন্তু মেরির কাছে মনে হতো যে শহর এলাকায় সত্যিই কোনো মৌসুম ছিল না, যেমনটি এখানে ছিল। সে তখন ছিল ঠান্ডা, গরম আর বৃষ্টির ছন্দের বাইরে। এটা ঠিক যে গরম ছিল, বৃষ্টি ছিল, শীতও ছিল, কিন্তু সেগুলোর সাথে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না বরং এগুলো তার থেকে আলাদা হয়ে ঘটত। তার দেহ ও মন ছিল মৌসুমের ধীর গতিপ্রবাহের অধীন, তার জীবনে সে কখনও বৃষ্টির পূর্বাভাস দেখার জন্য কৃপাহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেনি, যেটা এখন সে করত, বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকিয়ে সাদা মেঘের বিশাল স্তূপ, যেগুলো দেখতে নীল সাগরের ভিতর দিয়ে প্রবাহমান উজ্জ্বল স্ফটিক-স্বচ্ছ মূল্যবান সিলিকা পাথরের টুকরোসমূহের মতো, সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকত।

"পানি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে", ডিক একদিন ভ্রূ কুঁচকিয়ে বলল।

সপ্তাহে দু'দিন পাহাড়ের নিম্নদেশে অবস্থিত কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করা হতো। মেরি হাঁকডাক আর চিৎকারের শব্দ শুনতে পেত, যেন কেউ কষ্টে-যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে পড়েছে। তখন সে বাড়ির সামনে বেরিয়ে আসলে গাছপালার ভিতর দিয়ে পানির গাড়ির আসা দেখতে পেত, ধীরগতির দু'টো সুন্দর ষাঁড় তাদের পিছনভাগে প্রচণ্ড শক্তি খাটিয়ে পাহাড়ের ঢাল পেরিয়ে গাড়িটা টেনে আনত। গাড়ি বলতে এটা ছিল একটা ফ্রেমের উপর বাঁধা দু'টো পেট্রোলের ড্রাম যার সামনের দিকে দু'টো বড়ো শক্তিশালী পশুর ঘাড়ের উপর দেয়া জোয়ালের উপর একটা দণ্ড

লাগানো। মেরি দেখত পেল তাদের চামড়ার ভিতরে থেকে পুরু মাংসপেশি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল, সে আরো দেখতে পেল পানিকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য ড্রামের উপর গাছের ডালপালা ছড়িয়ে দেয়া ছিল। মাঝে মাঝে জলকণা ছিটিয়ে পড়ে সূর্যের আলোয় এক দারুণ ঝলমলে ফোয়ারা তৈরি হচ্ছিল। ষাঁড় দুটো তাদের মাথা দোলাচ্ছিল আর তাদের নাক দিয়ে জোরে নিশ্বাস নিয়ে পানির গন্ধ শুঁকছিল। সারাটা সময় কৃষ্ণাঙ্গ চালকটা পশু দু'টোর পাশে নাচতে নাচতে চিৎকার আর গর্জন করছিল, সেই সাথে চাবুক ছুঁড়ে মারছিল যেটা হিসহিস শব্দ করে শূন্যে ঘুরলেও পশু দু'টোকে কখনও স্পর্শ করছিল না।

"তুমি এটা কী কাজে ব্যবহার করছ?" ডিক জিজ্ঞাসা করল। মেরি যে উত্তর দিল তাতে তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, সে মেরির দিকে এমন অবিশ্বাস্য আতঙ্ক নিয়ে তাকাল যেন সে এক অপরাধ করে ফেলেছে।

"কী? তুমি এইভাবে পানি নষ্ট করছ?"

"আমি এটা নষ্ট করছি না" সে ঠান্ডাভাবে উত্তর দিল, "আমার এতই গরম লাগে যে আমি আর সহ্য করতে পারি না। আমি নিজেকে ঠান্ডা রাখতে চাই।"

ডিক ঢোক গিলে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল। "তুমি শোনো।", সে রাগের সাথে এমন কণ্ঠে বলল যেটা আগে কোনোদিন তার সাথে ব্যবহার করেনি। "শোনো! আমি যতবার বাসার জন্য পানির গাড়িতে করে পানি আনতে বলি, ততবারই একজন চালক, দুইজন ওয়াগন বয় আর দু'টো ষাঁড়কে অন্য কাজ বাদ দিয়ে রেখে সারা সকাল ধরে এই কাজ করাতে হয়। পানি আনতে যথেষ্ট খরচ হয়, আর তুমি সেটা এইভাবে ফেলে দিচ্ছ! প্রত্যেকবার পানি ফেলে দিয়ে নষ্ট করার বদলে তুমি তো বাথটাবে পানি ভর্তি করে সেখানেও থাকতে পার।"

অসম্ভব ক্ষিপ্ত হলো মেরি। সে তার ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে বলে মনে হলো। সে মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করে এখানে বাস করছে, অথচ কয়েক গ্যালন পানিও ব্যবহার করতে পারবে না! ডিকের দিকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে কিছু বলার জন্য সে মুখ খুলল, কিন্তু সেটা করার আগেই ডিক তার সাথে ঐভাবে কথা বলার জন্য হঠাৎ করেই অনুতপ্ত হলো। যার ফলে আবার সেই ছোটোখাটো দৃশ্যের অবতারণা হলো যেটা মেরিকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা দিত, দৃশ্যটায় যা থাকত তা হলো নিজের কৃতকর্মের জন্য মেরির কাছে ডিক ক্ষমা চেয়ে নিজের হীনতা প্রকাশ করত আর মেরি তাকে ক্ষমা করে দিত। ডিক চলে গেলে মেরি বাথরুমে প্রবেশ করে বাথটাবের দিকে তাকিয়ে থাকল, তখনও ডিক যা বলেছে সেটার জন্য তার প্রতি মেরির ঘৃণা রয়েই গেছে। বাথরুমটি তৈরি করা হয়েছিল ঘরটি বানানো শেষ হবার পরে। এটা ছিল ঘরের সাথে লাগোয়া মাটির দেয়াল (ঝোপঝাড় থেকে

BanglaBook.org

সংগ্রহ করা গাছের খুঁটির উপরে মাটির প্রলেপ দেয়া) ও টিনের ছাদের একটি চালাঘর। ছাদে টিনের জোড়াগুলোর ভিতর দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ত, সাদা রঙ উঠে গিয়েছিল আর মাটিতেও ফাটল ধরেছিল। বাথটাবটিও ছিল দস্তার তৈরি, শুকনো মাটির ভিতের উপর দস্তার প্রলেপ দেয়া এক অগভীর জলাধার। ধাতুটা এক সময় উজ্জ্বল ছিল, মলিন পৃষ্ঠভাগের উপরের আঁচড়গুলোর ঝলমলে উজ্জ্বলতা দেখেই মেরি তা বুঝতে পেরেছিল। বহু বৎসর ধরে গ্রিজ ও ময়লার সংমিশ্রণে এক সবুজ আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল, যা ঘষলে এক একটা পাতলা খণ্ড হয়ে উঠে আসছিল। এটা ছিল নোংরা, প্রচণ্ড নোংরা! বিতৃষ্ণায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মেরি এটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। পানি সংগ্রহ করার সমস্যা আর খরচের কথা চিন্তা করে মেরি সপ্তাহে মাত্র দুইবার গোসল করত; গোসলের সময় সে অতি সন্তর্পণে বাথটাবের একদম ধারের কাছে বসে এটাকে যতদূর সম্ভব কম স্পর্শ করার চেষ্টা করত আর যত দ্রুত সম্ভব সেখান থেকে বেরিয়ে আসত। এখানে গোসলটা ছিল ওষুধের মতো, যেটা প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হতো, যেটা কোনো উপভোগ্য বিলাসিতা ছিল না।

গোসলের ব্যবস্থাটাও এতই অবিশ্বাস্য ছিল যে সে কেঁদে ফেলত, রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ত। গোসলের রাতগুলোতে দু'টো পেট্রোলের খালি-টিন ভর্তি পানি স্টোভে গরম করে বাথরুমে নিয়ে মেঝের উপর রাখা হতো। পানি গরম রাখার জন্য খামারে ব্যবহৃত পাতলা ছালা দিয়ে সেগুলোকে ঢেকে রাখা হতো। গরম ও বাষ্পপূর্ণ হয়ে ছালা থেকে ছাতার গন্ধ ছড়াত। টিনগুলো বহনের সুবিধার জন্য উপরের খোলার জায়গায় কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে দেয়া হতো, অতিরিক্ত ব্যবহারে সেই গোঁজগুলো পিচ্ছিল তেলচিটে হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যবস্থা সে আর সহ্য করবে না, অবশেষে এই বলে সে রাগে-ক্ষোভে বাথরুম থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। সে চাকরটাকে ডেকে বাথটাবটা যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিষ্কার হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঘষতে বলল। চাকরটা মনে করল যে সে স্বাভাবিক ঘষামাজার কথা বলেছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে কাজ শেষ করে ফেলল। মেরি তদারকি করতে যেয়ে দেখল বাথটাবটা আগের মতোই রয়েছে। দস্তার উপর আঙুল দিয়ে নেড়ে সে ময়লার আবরণ অনুভব করতে পারল। সে ভৃত্যটাকে আবার ডেকে নিয়ে আরো ভালো করে পরিষ্কার করতে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রতিটা ইঞ্চি চকচক না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘষতে বলল।

তখন প্রায় সকাল এগারোটা বেজে গেছে।

এটা মেরির জন্য খুব অশুভ একটা দিন ছিল। এই দিনই চার্লি স্লাটার ও তার স্ত্রীর পরিচয়ে 'জেলার' সাথে তার প্রথম যোগাযোগ হয়। সেই দিন কী ঘটেছিল তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করাই সমীচীন হবে কারণ এর দ্বারা অনেককিছুই বোঝা

BanglaBook.org

যাবে : মেরি মাথা উঁচু করে আর মুখ বন্ধ করে একটার পর একটা ভুল করেছিল, নিজের অহংবোধ থেকে এবং দুর্বলতা না দেখানোর সংকল্প থেকে তার মধ্যে যে অনমনীয়তা সৃষ্ট হয়েছিল তার ফলেই সে ভুলগুলো করেছিল। সেদিন দুপুরের খাবারের জন্য বাড়ি ফিরে ডিক মেরিকে রান্নাঘরে রান্না করতে দেখল, মেরি রেগে থাকায় তাকে দেখতে বেশ বিশ্রী লাগছিল, তার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল এবং চুলগুলো ছিল এলোমেলো।

"চাকরটা কোথায়?" তাকে এই কাজ করতে দেখে অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল।

"বাথ পরিষ্কার করছে।" সে কট্‌মট্‌ করতে করতে সংক্ষিপ্ত উত্তরটি দিল।

"কিন্তু এখন কেন?"

"ওটা নোংরা।" সে বলল।

ডিক নিজেই বাথরুমে গেল, সেখানে সে ব্রাশ ঘষার শব্দ শুনতে পেল, আর দেখল কৃষ্ণাঙ্গটা বাথটাবের উপর হেলে পড়ে তা ঘষছে কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হচ্ছে না। সে রান্নাঘরে ফিরে আসল।

"ওকে এখন ঐ কাজে লাগিয়েছ কেন?" সে জিজ্ঞাসা করল। ওটা অনেক বৎসর ধরে ঐরকমই দেখতে। দস্তার বাথটাবগুলো দেখতেই ঐরকম হয়। আসলে এটায় কোনো ময়লা নেই, মেরি, শুধু এটার রঙ একটু বদলে গেছে।"

তার দিকে না তাকিয়েই মেরি খাবারগুলো দিয়ে একটা ট্রে সাজিয়ে সামনের কামরার দিকে এগুতে লাগল। "এটা নোংরা," সে বলল। "পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমি কখনও ঐ বাথটাবে যাব না। আমি বুঝি না যে তুমি কীভাবে তোমার জিনিসপত্র ঐভাবে নোংরা হতে দিয়েছ।"

"কিন্তু তুমি তো নিজেই কোনো অভিযোগ ছাড়াই কয়েক সপ্তাহ ধরে এটা ব্যবহার করছ।" ডিক শুষ্ক গলায় বলল, বলার সময় আনমনেই সে একটা সিগারেট বের করে দুই ঠোঁটের মাঝখানে ধরে রেখেছিল। মেরি কোনো উত্তর দিল না।

যখন মেরি জানাল যে খাবার প্রস্তুত, তখন সে মাথা ঝাঁকাল, তারপর কুকুরগুলোকে ডাকতে ডাকতে আবার খামারের দিকে চলে গেল। মেরির এই ধরনের মেজাজ দেখলে ডিক তার ধারেকাছে থাকতে চাইত না। মেরি নিজেও না খেয়ে টেবিলটা খালি করে ফেলল, তারপর বসে ব্রাশ ঘষার শব্দ শুনতে লাগল। দুই ঘণ্টা সে এইভাবে থাকল, টানটান শরীরের প্রতিটি মাংসপেশি দিয়ে শব্দ

BanglaBook.org

শুনতে শুনতে তার মাথাব্যথা করছিল। চাকরটা যাতে কাজ ফাঁকি দিতে না পারে এব্যাপারে খুব সজাগ ছিল সে। বেলা সাড়ে তিনটার সময় হঠাৎ নীরবতা নেমে আসতেই সে উঠে বাথরুমে যেয়ে আবার তাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু তখনই দরজা খুলে কামরার ভিতরে প্রবেশ করল সে। মেরির দিকে না তাকিয়ে বরং তার অদৃশ্য ছায়া, যেটা তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্যে করে সে বলল যে সে কিছু একটা খাওয়ার জন্য কুঁড়েতে যাচ্ছে, ফিরে আসলেই সে বাথরুমে কাজ শুরু করে দেবে। মেরি তার খাবারের কথা ভুলেই গিয়েছিল। কৃষ্ণাঙ্গরাও যে এমন মানুষ যাদের খেতে বা ঘুমাতে হয় এই ভাবনা তার মধ্যে কখনও আসেনি, হয় তারা তার চোখের সামনে আছে অথবা নেই, তার চোখের বাইরে গেলে তাদের জীবন কেমন হয় এটা সে কখনও ভাবেনি। মেরি সায় দিল, নিজেকে তার একটু অপরাধী মনে হচ্ছিল। তারপরেই সে তার অপরাধবোধ দমন করল এই ভেবে যে 'সবার প্রথমে বাথটাবটা পরিষ্কার না রাখাটা তারই ভুল'।

চাকরটার কাজের শব্দ বন্ধ হওয়াতে তার ভিতরের চাপা উত্তেজনা প্রশমিত হলো, সে তখন আকাশ দেখার জন্য বাইরে গেল। আকাশে একটুও মেঘ ছিল না, এটা ছিল মনোরম নীলের এক নিচু গম্বুজ, তবে ধোঁয়ায় বাতাস ঝাপসা হবার কারণে নীলের সাথে গুমোট চাপা অবস্থায় মিশে ছিল সালফারের মতো রঙ। ঘরের সামনে ধূলাবালিতে আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, সেখান থেকে পয়োনসেটিয়া গাছের উজ্জ্বল কাণ্ডগুলো একটু বেঁকে গাঢ় লাল রঙের লম্বা ও সরু ফালিতে রূপ নিয়েছিল। দূরের হালকা বাদামি রঙের গাছপালার ওপাশে যেখানে উজ্জ্বল ঢেউতোলা ঘাসের জমির পরেই রয়েছে পাহাড়ের সারি সেদিকে তার দৃষ্টি দিল। তৃণভূমিতে কয়েকদিন ধরেই আগুন জ্বলছিল, মেরি তার জিহ্বাতে ধোঁয়ার স্বাদ নিতে পারছিল। কখনও কখনও পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া ঘাসের খণ্ডগুলো উড়ে তার গায়ে এসে পড়ে তেলচিটে কালো দাগ লেপটে দিয়ে যাচ্ছিল। দূরে ধোঁয়ার সারি দেখা যাচ্ছিল, সেগুলো ভারী ও নীলাভ কুণ্ডলী হয়ে স্থিরভাবে শূন্যে ভাসতে ভাসতে ধীরগতির বাতাসে এক জটিল নকশা তৈরি করছিল।

গত সপ্তাহে তাদের খামারের একাংশে আগুন লেগেছিল, যার ফলশ্রুতিতে দু'টো গোয়ালঘর আর অনেক একর চারণভূমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যে জায়গাটা আগুনে পুড়েছিল, সেটা কালো পড়ো জমিতে পরিণত হয়েছিল এবং এমনকি তখনও এখানে সেখানে গাছের গুঁড়ি থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছিল, ধোঁয়ার দুর্বল লম্বাটে কুণ্ডলী পুড়ে যাওয়া ভূ-দৃশ্যের মাঝে ধূসর লাগছিল। মেরি তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল, কারণ কত টাকা গচ্ছা গেল এই চিন্তা সে করতে চায় না, বরং সামনে যেখানে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে সেদিকে তাকিয়ে সে দেখল লালচে ধুলোর মেঘ। এ রাস্তার গতিপথ খুব সহজেই লক্ষ করা যায় কারণ এর দু'পাশের গাছের সারিগুলো

BanglaBook.org

ছিল ধুলোয় মলিন, যেন তাদের উপরে পঙ্গপাল বাসা বেঁধেছিল। সে ধুলোর ছোটাছুটি লক্ষ করল, যেন গুবরেপোকারা গাছগুলোর ভিতরে গর্ত খুঁড়ছিল। মেরি ভাবল, "আরে, এটা একটা মোটরগাড়ি!" কয়েক মিনিট পরেই সে যখন বুঝতে পারল এটা তাদের দিকেই আসছে তখন সে আতংকিত হয়ে গেল। অতিথি! ডিক তাকে আগেই বলে রেখেছিল যে লোকজন বেড়াতে আসতে পারে। চাকরটাকে চা বানাতে বলার জন্য সে দৌড়ে ঘরের পিছনের দিকে গেল। সে সেখানে ছিল না। তখন চারটা বেজে গেছে, মেরি মনে করতে পারল যে আধা ঘণ্টা আগে সে নিজেই তাকে চলে যেতে বলেছিল। খড়ির স্তূপের ছোটো ছোটো লাকড়ি ও ছালের উপর দিয়ে দৌড়ে গেল সে, তারপর গাছের সাথে রাখা ময়লা কাঠের বোল্টটা নিয়ে লাঙলের ডিস্কে ঘা দিল। দশটা প্রতিধ্বনিময় ঢং ঢং শব্দ করার অর্থ হলো গৃহভৃত্যকে ডাকা হচ্ছে। মেরি ঘরে ফিরে গেল। স্টোভটা নিভানো ছিল, সে এটা জ্বালানোর চেষ্টা করেও পারল না, আবার এদিকে খাবার মতো ঘরে কিছু ছিল না। ডিক চা খেতে না আসলে সে কেক তৈরির ঝামেলাতে যেত না। ঘরে রেখে দেয়া বিস্কুটের একটা প্যাকেট খুলল সে, তারপর তার ফ্রকের দিকে তাকাল। এই ধরনের ছিন্নবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় সে কারও দেখা দিতে পারবে না। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। গাড়িটা পাহাড়ের উপর শব্দ করছিল। সে দুই হাত মোচড়াতে মোচড়াতে দৌড়ে সামনে চলে আসল। সে যেমন আচরণ করছিল তাতে মনে হতে পারে বেশ কয়েক বছর ধরে নিঃসঙ্গ থাকার ফলে সে লোকজনদের সাথে মেলামেশায় অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সে দেখল গাড়িটা থেমে গেল এবং দুইজন আরোহী নেমে পড়ল। একজন খর্বকায়, সবলদেহী আর কটা রঙের পুরুষ এবং অন্যজন কিছুটা চাপা রঙের সুঠামদেহী ও কমনীয় মহিলা। মেরি তাদের জন্য অপেক্ষা করল, তাদের আন্তরিকতার জবাবে সে লাজুকভাবে হাসছিল। তারপরেই পরম স্বস্তিতে সে দেখল ডিকের গাড়িটি পাহাড়ের দিক দিয়ে এগিয়ে আসছে। সে ডিকের সুবিবেচনার জন্য আশীর্বাদ করল, যে কি না প্রথম অতিথি বেড়াতে আসার সময় তাকে সাহায্যের জন্য আসছে। ডিক গাছের উপর দিয়ে একটা ধোঁয়ার সারি দেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসেছে।

পুরুষ এবং মহিলাটি তার সাথে করমর্দন করল এবং তাকে সম্ভাষণ জানাল। তবে ডিকই তাদেরকে ভিতরে ডাকল। তারা চারজন একটা ছোটো কামরায় বসল, যার ফলে কামরাটিকে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে জনাকীর্ণ মনে হলো। ডিক এবং চার্লি স্লাটার একদিকে আর মেরি এবং মিসেস স্লাটার আরেকদিকে বসে কথা বলছিল। মিসেস স্লাটারের দয়ার শরীর, ডিকের মতো এক অপদার্থকে বিয়ে করায় সে মেরির জন্য দুঃখিত হলো। সে শুনেছিল যে মেরি শহরের মেয়ে, কষ্ট ও একাকিত্ব যে কি জিনিস তা সে জানত, যদিও সে নিজে ঐ সংগ্রাম করার পর্যায়টা

BanglaBook.org

অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে। তার এখন একটা বড়ো বাড়ি হয়েছে, তার তিনটা ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, এখন তার সুখের জীবন। কিন্তু সে দারিদ্র্যের কষ্ট আর অপমানের কষাঘাত ভালোভাবেই জানে। নিজের অতীতের কথা স্মরণ হতেই সে মেরির দিকে প্রকৃত স্নেহ নিয়ে তাকাল, তার সাথে সখ্য গড়তে সে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মেরি বিরক্তিতে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কারণ মিসেস স্লাটার ঘরের চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, প্রতিটি গদির দাম অনুমান করছিল এবং দেয়ালের নতুন সাদা রঙ ও জানালার নতুন পর্দা খেয়াল করে দেখছিল।

"তুমি কত সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছ," সে বলল, তার কথার মধ্যে প্রকৃত প্রশংসা ছিল, কারণ সে জানত পর্দা হিসেবে রঙ করা গমের বস্তা এবং আলমারি হিসাবে পেইন্ট করা পেট্রোলের খালি টিন ব্যবহারের মানেটা কী। কিন্তু মেরি তাকে ভুল বুঝল। সে একটুও নরম হলো না। মিসেস স্লাটার তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেখাচ্ছিল, কিন্তু মেরি কোনোভাবেই নিজের সংসার নিয়ে তার সাথে কথা বলবে না। কিছুক্ষণ পর মিসেস স্লাটার খুব খেয়াল করে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল, তার মুখ লাল হয়ে গেল, তারপর সে অন্য বিষয়ে কথা বলতে লাগল, কিন্তু তখন তার কণ্ঠ বদলে আনুষ্ঠানিক ও আন্তরিকতাশূন্য হয়ে গেল। চাকরটা চা আনলে চায়ের কাপ এবং টিনের ট্রে মেরিকে নতুন করে মানসিক যন্ত্রণা দিল। সে এমন কিছু নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করল যার সাথে খামারের কোনো সম্পর্ক নেই। সিনেমা? আগের বছরগুলোতে সে যে কয়েকশত সিনেমা দেখেছিল সেগুলো মনে করার চেষ্টা করল, কিন্তু সে দুই তিনটার বেশি নাম মনে করতে পারল না। যে ছায়াছবিগুলো একসময় তার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলোই এখন কিছুটা অলীক মনে হলো, তাছাড়াও মিসেস স্লাটার বছরে সম্ভবত দুইবার সিনেমা দেখেন যখন তিনি কালেভদ্রে শহরে বাজার করতে যান। শহরে বাজার করা? না, সেটার সাথেও আবার টাকার প্রশ্ন জড়িত, আর সে এখন এমন এক রংচটা সুতির ফ্রক পরে আছে যার জন্য তার নিজেরই লজ্জা করছিল। সমবেদনা পাবার জন্য সে ডিকের দিকে তাকাল, কিন্তু সে চার্লির সাথে ফসল, ফসলের দাম এবং কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের নিয়ে আলোচনায় মেতে ছিল। দুই তিনজন জোতদারের একসাথে দেখা হলেই এটা একরকম অবধারিত ছিল যে তারা শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের দোষক্রটি নিয়েই আলোচনা করে। তারা যখন তাদের মজুরদের নিয়ে কথা বলে তখন তাদের কণ্ঠে বিরামহীন রোষ প্রকাশ পায়: তারা হয়ত ব্যক্তি হিসেবে কোনো কোনো কৃষ্ণাঙ্গকে পছন্দ করতেও পারে, কিন্তু গোত্র বা শ্রেণি হিসেবে তাদেরকে ঘৃণা করে। ঘৃণায় তারা খেপাটে হয়ে ওঠে। তারা কখনও অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে বিরত হয় না, তাদেরকে সেই সব কৃষ্ণাঙ্গদেরকে নিয়ে

BanglaBook.org

কাজ করতে হয় যারা সাদাদের ভালোমন্দের প্রতি দারুণভাবে উদাসীন। শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই, এমনকি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের উন্নতি সাধনের কোনো চিন্তাও তাদের নেই। মেরি অবাক হয়ে পুরুষদের এই আলোচনা শুনছিল। এই প্রথম সে খামার ব্যবস্থাপনা নিয়ে পুরুষ মানুষদের কথোপকথন শুনছিল, সে লক্ষ করল ডিক এই ধরনের আলোচনার জন্য কতটা ক্ষুধার্ত ছিল। সে নিজে এই সম্পর্কে অনেক কম জানত, খামার নিয়ে আলোচনা করে সে যে ডিকের মন হালকা করতে অপারগ এটা ভেবে তার নিজেকে একটু হীন মনে হলো। সে মিসেস স্লাটারের দিকে ফিরে তাকাল, মেরি যে তার সমবেদনা ও সাহায্য গ্রহণ করছে না এই কারণে সে তখন মনঃক্ষুণ্ন হয়ে নীরবতা পালন করছিল। অবশেষে সাক্ষাৎ-পর্বের অবসান হলো যা ডিকের জন্য মনঃপীড়া আর মেরির জন্য স্বস্তি বয়ে আনল। দুই টারনারই বিদায় দেবার জন্য বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসল। তারা দেখতে পেল একটা বড়ো আর দামি গাড়ি পাহাড়ি পথ ধরে লাল ধুলো উড়াতে উড়াতে গাছের সারির মধ্যে প্রবেশ করল।

ডিক বলল, "আমি খুশি যে তারা এসেছিল। তুমি এতদিন কত নিঃসঙ্গ ছিলে।"

"আমি মোটেও নিঃসঙ্গ না", মেরি সত্যটাই বলল। নিঃসঙ্গতা বলতে সে অন্যদের সঙ্গ পাবার ব্যগ্রতাকে বুঝত। কিন্তু সে জানত না যে নিঃসঙ্গতা বলতে আবার সঙ্গের অভাবে আত্মার অদৃশ্য ক্ষয়ে যাওয়াকেও বুঝায়।

"কিন্তু অনেক সময় তো তোমাকে মেয়েলি কথাও বলতে হয়", ডিক বলল বেমানান রসিকতার সাথে।

মেরি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল, ডিকের কথার এই সুর ছিল তার কাছে নতুন। ডিক তখন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বিদায়ী গাড়িটার দিকে, তার মুখে ভেসে উঠেছিল আক্ষেপের ছায়া। সে চার্লি স্লাটারের জন্য আক্ষেপ করছিল না, মূলত সে তাকে পছন্দ করত না, বরং সে আক্ষেপ করছিল তাদের কথোপকথনকে, তাদের মধ্যে হওয়া পুরুষজাতীয় কথোপকথন যেটা মেরির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাকে আত্মপ্রত্যয় জুগিয়েছিল। তার মনে হলো যেন তাকে নতুন জীবনীশক্তির এক ইনজেকশন পুশ করা হয়েছে—এই বোধের কারণ ছিল ছোটো কামরাটিতে এক ঘণ্টা অতিবাহিত করা যেখানে পুরুষ দু'জন একপাশে বসে তাদের নিজেদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলাপ করছিল আর অন্য পাশে বসে মহিলা দু'জন সম্ভবত পোশাক-আশাক আর চাকরদের নিয়ে কথা বলছিল। সে মিসেস স্লাটার আর মেরির মধ্যকার কথোপকথনের একটা শব্দও শুনতে পায়নি। তাদের মধ্যে যে কেমন অপ্রস্তুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাও সে লক্ষ করেনি।

BanglaBook.org

"তুমি অবশ্যই একদিন যেয়ে তার সাথে দেখা করে আসবে, মেরি," সে ঘোষণা দিল। "কোনো একদিন সন্ধ্যায় যখন কাজের চাপ কম থাকবে, আমি তোমাকে গাড়িটা দিব, তুমি যেয়ে তার সাথে ভালো একটা আড্ডা দিয়ে আসতে পারবে।" হাত দু'টো পকেটের মধ্যে ভরে খুব লঘুচিত্তে আর স্বচ্ছন্দভাবে সে কথাগুলো বলল, তার চোখেমুখে আগের সেই উদ্বিগ্নতার লেশমাত্র ছিল না।

মেরি বুঝতে পারল না ডিককে কেন এত অচেনা এবং বৈরী লাগছে, তবে তার প্রয়োজন নিয়ে এইভাবে আকস্মিক উপসংহার টানায় তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। আর মিসেস স্লাটারের সঙ্গ পাবার কোনো আকাঙ্ক্ষাও তার ছিল না। কারোরই সঙ্গের প্রয়োজন নেই তার।

"আমি যেতে চাই না," সে শিশুসুলভভাবে বলল।

"কেন?"

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে চাকরটা তাদের পিছনে বারান্দায় এসে দাঁড়াল, কোনো কথা না বলে তার কাজের চুক্তিপত্র বের করে ধরল। সে কাজ ছেড়ে দিতে চায়, তার পরিবারের প্রয়োজনে তাকে গ্রামে যেতে হবে। সাথে সাথে মেরির মেজাজ বিগড়ে গেল, এই ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো কৃষ্ণাঙ্গটার প্রতি সে বিরক্তিতে ফেটে পড়ল। ডিক তাকে সরিয়ে দিল, যেন তার কোনো গুরুত্বই নেই, তারপর কৃষ্ণাঙ্গটাকে নিয়ে সে রান্নাঘরে গেল। মেরি শুনতে পেল চাকরটা অভিযোগ করছে যে সে ভোর পাঁচটা থেকে কাজ করছে অথচ তাকে কোনো খাবার দেয়া হয়নি এই কারণে যে সে শুধু ঘণ্টা বাজিয়ে ডেকে আনার সামান্য একটু আগে তার কম্পাউন্ডে ছিল। এইভাবে সে কাজ করতে পারবে না, গ্রামে তার বাচ্চা অসুস্থ, এক্ষুনি তাকে যেতে হবে। অন্তত একবারের জন্য অলিখিত নিয়মকে উপেক্ষা করে ডিক উত্তর করল যে নতুন মিসেস এখনও ভালো করে ঘর-সংসার চালানো শেখেনি, সে এটা শিখে যাবে এবং এই ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। এইভাবে সনির্বন্ধ আবেদন করে একজন কৃষ্ণাঙ্গের সাথে কথা বলা সাদা আর কালোদের সম্পর্ক নিয়ে ডিকের যে ধারণা ছিল তার বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু সে তখন মেরির বিবেচনাবোধ ও কৌশলের অভাবের জন্য ক্ষিপ্ত ছিল।

মেরি তখন ক্রোধে সম্পূর্ণ স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সে তার বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গটার পক্ষ নেবার সাহস পেল কী করে! ডিক যখন ফিরল তখন সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, তার হাত দু'টি মুষ্টিবদ্ধ করা আর মুখমণ্ডল কঠোর।

"তুমি এটা করার সাহস পেলে কী করে?" তার কণ্ঠ রুদ্ধ ছিল।

"তুমি যদি এই ধরনের কাজ করই, তাহলে তোমাকে তার পরিণাম ভোগ করতে হবে," ডিক ক্লান্তভাবে বলল । "সেও তো একজন মানুষ, তারও খাবারের

BanglaBook.org

দরকার হয়। ঐ বাথটাবটি এক্ষুনি ঠিক করতেই হবে কেন? আর তুমি যদি সেটাই মনে কর, তাহলে কয়েকদিন সময় নিয়েও এটা ঠিক করা যেত।"

"এটা আমার বাড়ি," মেরি বলল। "সে আমার চাকর, তোমার না, তুমি এখানে হস্তক্ষেপ করবে না।"

"আমার কথা শোনো," ডিক কাঠখোট্টাভাবে বলল, "আমি যথেষ্ট পরিশ্রম করি, করি না? আমি এই অলস কালো অসভ্যদের নিয়ে সারাদিন মাঠে পড়ে থাকি, তাদের কাছ থেকে কিছু কাজ আদায় করে নেবার জন্য যুদ্ধ করি। তুমি তা জান। বাড়িতেও সেই একই বাজে যুদ্ধ করার জন্য আমি বাড়ি ফিরে আসি না। তুমি কি বুঝেছ? আমি এটা করব না। আর তোমারও বিবেচনাবোধ শেখা উচিত। তুমি যদি তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে চাও, তাহলে তাদেরকে কীভাবে চালাতে হয় সেটা তোমাকে জানতে হবে। খুব বেশিকিছু আশা করা ঠিক হবে না তোমার। মোটের উপর তারা হলো অসভ্য।" ডিক কোনোদিন এটা ভাবার সময়ও পায়নি যে এই কৃষ্ণাঙ্গরাই অনেক বছর ধরে তার বউয়ের চেয়েও ভালো করে রান্না করে তাকে খাইয়েছে, তার ঘরবাড়ি ঠিক রেখেছে, তার খাপছাড়া জীবনকে যতদূর সম্ভব আরামদায়ক করেছে।

মেরি চরম উত্তেজিত ছিল। ডিকের এই নতুন ঔদ্ধত্যের কারণে মেরি তাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছিল, এই প্রথমবারের মতো প্রকৃতই তাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই সে বলল, "তুমি আমার কাছ থেকে অনেক আশা কর, তাই না?" আকস্মিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে সে নিজেকে কিছুটা সংযত করল, কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, কিছুটা দ্বিধা করে আবার বলে চলল, "তুমি এত কিছু প্রত্যাশা কর! তুমি চাও যে তোমার এই এক চিলতে গুমোট ঘরে আমি একজন গরিব সাদার মতো জীবনযাপন করি। তুমি চাও যে আমি নিজে প্রতিদিন রান্না করি কারণ তুমি তো ঘরে ছাদ লাগাবে না   " সে কথা বলছিল এক নতুন স্বরে, এমন এক কণ্ঠস্বর যেটা সে তার জীবনে এর আগে কোনোদিন ব্যবহার করেনি। এটা সরাসরি তার মায়ের কাছ থেকে নেয়া, যখন তার মা টাকাপয়সা নিয়ে তার বাবার সাথে ঝগড়াঝাঁটি করত তখন তার কণ্ঠস্বর এই রকম থাকত। এটা একজন ব্যক্তি হিসেবে মেরির কণ্ঠস্বর ছিল না (যার আসলে বাথটাব নিয়ে অথবা কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যটির থাকা না থাকা নিয়ে অতটা মাথাব্যথা ছিল না), বরং এটা ছিল ভুক্তভোগী এক নারীর কণ্ঠস্বর, যে তার স্বামীকে এটা বুঝাতে চাচ্ছিল যে তার সাথে এই ধরনের আচরণ চলবে না।" কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে কাঁদা শুরু করবে, যেমনটি এই ধরনের পরিস্থিতিতে তার মা এক ধরনের গম্ভীর আর আত্মোৎসর্গমূলক ক্রোধে কেঁদে ফেলত।

BanglaBook.org

প্রচণ্ড উত্তেজনায় রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল ডিক, সে কাঠখোট্টাভাবে বলল, "তুমি কি প্রত্যাশা করতে পার তা আমি তোমাকে বিয়ের সময়ই বলেছিলাম। তুমি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অভিযোগ আনতে পারবে না। প্রতিটা জিনিস আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করেছিলাম। আর পুরো এলাকা ধরে আরো অনেক জোতদারের বউ আছে যারা এর চেয়ে ভালভাবে জীবনযাপন করছে না, তবে তারা এই ধরনের খুঁতখুঁতে আচরণও করছে না। আর ছাদের কথা যদি বল, তাহলে তুমি বৃথাই আশা করছ । আমি এই ঘরেই কোনো অসুবিধা ছাড়াই ছয় বছর বাস করেছি। তুমিও চাইলে এখানে ভালো থাকতে পার।"

বিস্ময়ে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তার সাথে এইভাবে কোনোদিনও সে কথা বলেনি। ভিতরে ভিতরে সে ডিকের প্রতি কঠিন ও শীতল হয়ে গেল, ডিক ভুল স্বীকার করে তার কাছে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত কোনোকিছুই তাকে গলাতে পারবে না।

"ভৃত্যটি এখানেই থেকে যাবে, আমি সে ব্যবস্থা করেছি। এখন থেকে তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, আবার নিজেকে বোকা বানানোর মতো কোনো কাজ কোরো না।" ডিক বলল।

মেরি সোজা রান্নাঘরে গিয়ে প্রতিটি কানাকড়ির হিসাব কষে ভৃত্যটির পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে দিল, তারপর তাকে বরখাস্ত করল। বিজয়ীর বেশে সে সেখান থেকে ফিরে আসল। কিন্তু ডিক তার বিজয়কে স্বীকার করল না।

"এটা এমন না যে তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, বরং তুমি নিজের ক্ষতি করছ। এইভাবে চলতে থাকলে তুমি একটা চাকরও আর পাবে না। তারা খুব তাড়াতাড়ি সেইসব মহিলাদের খবর জেনে যায় যারা তাদের চাকরদের সাথে ভালো ব্যবহার করা শেখেনি।" স্টোভের সাথে যুদ্ধ করে সে নিজে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করল, ডিক যথারীতি সকাল সকাল ঘুমাতে গেলে সে সামনের ছোটো কামরায় একাকী বসে থাকল। কিছুক্ষণ পর নিজেকে তার বন্দি লাগতেই সে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে চলে গেল, অন্ধকারের ভিতরে ক্ষীণ আভা ছড়ানো সাদা পাথরগুলোর কিনারের মাঝখান দিয়ে তৈরি হওয়া পথ ধরে সে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। এইভাবে সে তার গরম হয়ে যাওয়া গাল ঠান্ডা করার জন্য শীতল বাতাসের সংস্পর্শে আসার চেষ্টা করছিল। দূরে টিলার উপর বিদ্যুতের মৃদু ঝলক দেখা যাচ্ছিল, যে জায়গাটায় আগুন জ্বলছিল সেখানে ছিল নিস্প্রভ লাল আভা আর মাথার উপর গুমোট অন্ধকার। ঘৃণায় তার সারা শরীর টানটান করছিল। চারপাশে ঐ ঘৃণিত ঝোপঝাড়ের মধ্যে এবং ঐ শূকরের খোঁয়াড়, যাকে সে বাড়ি বলে এবং যেখানে তাকে সব কাজ করতে হয়, তার বাইরে অন্ধকারে হাঁটাহাঁটি করতে করতে

BanglaBook.org

সে নিজের অবস্থা ভাবতে লাগল। মাত্র কয়েকমাস আগেও সে শহরে তার মতো করে জীবনযাপন করছিল, যেখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল যারা তাকে ভালোবাসত ও তার প্রয়োজনবোধ করত। দুর্বল হয়ে নিজের প্রতিই করুণা বোধ করে সে কাঁদতে শুরু করল। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হাঁটার শক্তি শেষ হয়ে গেল। টলতে টলতে বিছানায় আসল সে, নিজেকে তার ক্ষতবিক্ষত ও পরাভূত মনে হচ্ছিল। তাদের মধ্যকার অসহ্য চাপা উত্তেজনা এক সপ্তাহ ধরে চলল, যতক্ষণ না পর্যন্ত বৃষ্টির আগমনে বাতাস শীতল আর ফুরফুরে হলো। তবে সে কোনো দুঃখ প্রকাশ করল না। শুধু যেটা ঘটল সেটা হলো দু'জনের কেউই ঐ ঘটনার কথা আর একবারও তুলল না। তারা অমীমাংসিত আর অস্বীকৃত অবস্থায় সংঘাতটা পিছনে ফেলে আসল, এমনভাবে চলতে লাগল যেন এটা ঘটেইনি। কিন্তু এটা তাদের দু'জনকেই বদলে দিয়েছিল। যদিও তার আত্মবিশ্বাস বেশিদিন স্থায়ী হলো না এবং মেরির প্রতি তার পুরোনো নির্ভরতাই ফিরে আসল, যেটা বোঝা যেত তার কণ্ঠে সর্বদাই দুঃখ প্রকাশের অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মাধ্যমে, তার অন্তরের অন্তস্তলে মেরির প্রতি তীব্র বিরক্তি রয়ে গেল। ডিকের আচরণ মেরির মধ্যে যে বিরূপ মনোভাবের জন্ম দিয়েছিল, একসাথে জীবন চলার স্বার্থে সেটা সে ধামাচাপা দিয়ে রাখল। কিন্তু এটা অত সহজে দমন করার মতো ছিল না, এটা কাজ ছেড়ে পালানো সেই কৃষ্ণাঙ্গের হিসাবে, এবং পরোক্ষভাবে সব কৃষ্ণাঙ্গদের হিসেবে লেখা থাকল।

ঐ সপ্তাহের শেষের দিকে মিসেস স্লাটারের কাছ থেকে একটা চিরকুট আসল যার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে এক সান্ধ্য উৎসবে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ডিক প্রকৃতপক্ষেই যেতে আগ্রহী ছিল না, কারণ একসাথে জড়ো হয়ে আমোদ-ফূর্তি করার পথ থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল, জনসমাগমের মধ্যে সে অস্বচ্ছন্দ বোধ করত, সে শুধু মেরির জন্য দাওয়াতটা গ্রহণ করতে চাচ্ছিল। তবে মেরি যেতে রাজি হলো না। সে যেতে পারছে না বলে দুঃখিত ইত্যাদি সব লিখে একটা আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ পত্র পাঠাল।

মিসেস স্লাটার আন্তরিকভাবেই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, কারণ দৃঢ় ও অনমনীয় আত্মাভিমান থাকা সত্ত্বেও মেরির জন্য তখনও তার খারাপ লাগছিল। কিন্তু মেরির এই চিঠিতে সে অপমানবোধ করল; এটা সম্ভবত কোনো পত্র লেখার গাইড বই থেকে নকল করা। এই ধরনের আনুষ্ঠানিকতা এই জেলার স্বচ্ছন্দ রীতির সাথে মেলে না। মিসেস স্লাটার মুখে কিছু না বলে শুধু ভ্রু কুঁচকিয়ে চিঠিটা তার স্বামীর হাতে দিল।

BanglaBook.org

"তার কথা বাদ দাও তো," চার্লি স্লাটার বলল। "তার চালাকি বন্ধ হয়ে যাবে। তার মাথায় একটা কিছু আছে, সেটাই তার সমস্যা। শীঘ্রই তার শুভবুদ্ধির উদয় হবে। এটা এমন না যে সে একদম শেষ হয়ে গেছে, এই ধরনের জুটিদের ধাক্কা দিয়ে কিছু বোধ শেখাতে হয়। টারনারের যে অবস্থা তাতে সে সমস্যায় পড়বে। সে এতই অসতর্ক যে ফায়ারগার্ড পর্যন্ত জ্বালায় না। সে নাকি গাছ রোপণ করছে! গাছ! নিজে দেনার দায় কাঁধে নিয়ে গাছ লাগিয়ে সে শুধু টাকাই নষ্ট করছে।"

স্লাটার সাহেবের খামারে কোনো গাছ অবশিষ্ট ছিল না বললেই চলে। খামার-কর্মের অপচর্চার এক স্মৃতিস্তম্ভ ছিল এটা, যেখানে বড়ো বড়ো গিরিখাত বয়ে গিয়েছিল আর শত শত একর ভালো মানের কালো জমি অপব্যবহারে চাষের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছিল। তবে মোদ্দা কথা হলো সে টাকা বানিয়েছে। টাকা যে অত সহজে বানানো যায় এই চিন্তা তাকে ক্রুদ্ধ করল, ঐ জঘন্য বোকা ডিক গাছ লাগিয়ে বোকামি করছিল। অনেকটা ধৈর্যচ্যুতির বশেই কিছুটা সদয়চিত্ত হয়ে কোনো এক সকালে সে ডিকের সাথে দেখা করার জন্য গাড়িতে করে যাত্রা শুরু করল। তাদের বাসায় না যেয়ে (কারণ সে ঐ মেকি আর বোকা মেরির সাথে দেখা করতে চাইছিল না) সে মাঠে ডিকের খোঁজ করল। ভুট্টা আর তুচ্ছ শস্যের বদলে তামাক চাষে ডিককে রাজি করানোর চেষ্টায় সে তিন ঘণ্টা ব্যয় করল। ডিকের পছন্দের 'তুচ্ছ' শস্য, যার মধ্যে ছিল শিম, তুলা ও সূর্যমুখী, সেগুলো সম্পর্কে সে খুব শ্লেষোক্তি করত। ডিক প্রথম থেকেই চার্লির কথা শুনতে রাজি ছিল না। সে তার শস্যগুলো পছন্দ করত, যেগুলো তাকে একই সাথে একাধিক বিনিয়োগের আনন্দ দিত। আর তামাক তার কাছে এক অমানবিক ফসল বলে মনে হতো: এটা কোনো চাষই না, বরং এটা হচ্ছে ফ্যাক্টরির কোনো উপাদান, যেখানে গুদাম ও গ্রেডিং শেড থাকার ব্যাপার রয়েছে, যেখানে রাতে ঘুম থেকে উঠে গুদামের তাপমাত্রা মাপার প্রয়োজন হয়।

"যখন তোমার পরিবার বড়ো হতে শুরু করবে তখন তুমি কী করবে?" চার্লি রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করল, তার ছোটো নীল চোখ ডিকের উপর স্থির ছিল।

"আমি তখন আমার নিজের মতো করে পরিস্থিতি মোকাবেলা করব।" ডিক একগুঁয়ের মতো বলল।

"তুমি একটা বোকা," চার্লি বলল। "আসলেই বোকা। তখন কিন্তু এটা বল না যে আমি তোমাকে বলেছিলাম না। যখন তোমার বউয়ের পেট বাড়তে থাকবে আর তোমার নগদ টাকার দরকার হবে, তখন কিন্তু ধার করার জন্য আমার কাছে আসতে পারবা না।"

Banglabook.org

"আমি কখনও তোমার কাছে কোনোকিছু চাইনি," ডিক উত্তর করল, মর্মাহত হলেও তার মুখ আত্মাভিমানে ভারী হয়ে গেল। এমনও মুহূর্ত আছে যখন তাদের দু'জনের মধ্যে শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কিছু থাকত না। তবে তাদের মেজাজের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কীভাবে যেন তারা একে অপরকে সমীহ করে চলত —আর সেটা সম্ভবত এই কারণে যে মোটের উপর তাদের জীবনের ধরন ছিল একই রকম? তারা আন্তরিকভাবেই একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিল, যদিও চার্লির ভান করা খোশমেজাজের সাথে ডিক তাল মেলাতে পারছিল না।

চার্লি চলে গেলে সে বাড়ি ফিরল, দুশ্চিন্তায় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কোনো উত্তেজনা এবং উদ্বেগ সবসময় তার পাকস্থলীর তন্তে নাড়া দিত, তখন তার বমি বমি ভাব জাগত। কিন্তু তার উদ্বেগের যেহেতু একটা বিশেষ কারণ ছিল, সেই জন্য সে এটা মেরির কাছে গোপন করল। সন্তানই সে কামনা করছিল আর সেটা এই সময়ে যখন তার বিয়ে এমনভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে যা ঠিক করা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। বাচ্চাকাচ্চা তাদেরকে কাছাকাছি নিয়ে আসবে, তখন তাদের মধ্যকার অদৃশ্য দেয়াল ভেঙে পড়বে। কিন্তু বাচ্চা প্রতিপালনের ক্ষমতাই তাদের ছিল না। এর আগে যখন সে মেরিকে বলেছিল যে (এই ভেবে যে মেরিও সম্ভবত সন্তান প্রত্যাশা করছে) তাদেরকে আরো অপেক্ষা করতে হবে, সে তখন সম্মতি দিয়েছিল, তার চোখেমুখে ভেসে উঠেছিল স্বস্তির ছাপ। মেরির সে দৃষ্টি তার চোখ এড়ায়নি। তবে সম্ভবত যখন তার বিপদগুলো কেটে যাবে তখন মেরি সন্তান ধারণ করে খুশিই হবে।

সে আরো কঠোর পরিশ্রম করতে লাগল যাতে করে তার অবস্থা আরো ভালো হয় আর সন্তান নেয়া সম্ভব হয়। জমিতে দাঁড়িয়ে মজুরদের কাজ তদারকি করতে করতে সে সারাদিন ধরে পরিকল্পনা করত, ফন্দি আঁটত আর স্বপ্ন দেখত। তবে তার বাড়ির পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হলো না। মেরি কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারত না, আর এখানেই ঘটনার শেষ। ডিককে এটা মেনে নিতে হলো, মেরির ধাত্ই ঐরকম যা বদলানো সম্ভব ছিল না। একজন বাবুর্চি কখনও একমাসের বেশি স্থায়ী হতো না, আর সেই সময়টুকুতেও বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা হতো ও মেজাজের ঝড় বয়ে যেত। এটা সহ্য করার জন্য ডিক মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল, তার মধ্যে অস্পষ্টভাবে এই ভাবনা আসত যে কোনো না কোনোভাবে তার দোষেই এটা ঘটছে, কারণ সে মেরিকে যে জীবন দিয়েছে সেটা কষ্টের জীবন। তবে কখনও কখনও বিরক্তিতে ভাষাহীন হয়ে সে ঘর থেকে ছুটে বাইরে চলে যেত। শুধুমাত্র যদি মেরির সময় কাটানোর কোনো কিছু থাকত—এটাই একটা অসুবিধা।

BanglaBook.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

এটা নিছকই একটা দৈবাৎ ঘটনা ছিল যে একদিন এক দোকানের কাউন্টার থেকে মেরি মৌমাছির চাষ বিষয়ক একটা প্যাম্‌ফ্‌লেট কুড়িয়ে নিয়ে তার বাসায় নিয়ে আসল, তবে সে যদি তা নাও করত, তাহলেও ঘটনাটা নিঃসন্দেহে ঘটত। কিন্তু এই দৈবাৎ ঘটনাটাই ডিকের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে তাকে প্রথম দৃষ্টিপাত করার সুযোগ করে দিয়েছিল এই ঘটনা এবং এর সাথে আরো কিছু কথা সে সেই দিনই হঠাৎ শুনে ফেলেছিল।

তারা খুব কমই সাত মাইল দূরের স্টেশনে যেত; বরং ডাক এবং মুদির জিনিসপত্র আনার জন্য সপ্তাহে দুইবার এক কৃষ্ণাঙ্গকে পাঠাত। একটা খালি চিনির বস্তা কাঁধে দোলাতে দোলাতে সে সকাল প্রায় দশটার দিকে রওনা হতো আর ফিরত সন্ধ্যার পরে, তখন বস্তাটা থাকত ভরা, এবং মাংসের প্যাকেট থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়ত। যদিও একজন কৃষ্ণাঙ্গের কোনো প্রকার ক্লান্তি ছাড়াই অনেক পথ হাঁটার একটা প্রকৃতিপ্রদত্ত ক্ষমতা থাকে, তারপরও সে ময়দা ও ভুট্টার আটার বস্তা টানতে পারত না, কাজেই মাসে একদিন তারা গাড়ি নিয়ে শহরে যেত।

মেরি তার জিনিসপত্রের অর্ডার দিয়ে সেগুলো ঠিকমতো গাড়িতে উঠানো হলো কিনা দেখল। তারপর দোকানের লম্বা বারান্দায় সারি করে রাখা ঝুড়ি এবং বস্তার মাঝখানটায় হাঁটাহাঁটি করতে করতে ডিকের কাজ শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করছিল। ডিক যখন বেরিয়ে আসল তখন মেরির অপরিচিত এক লোক তাকে থামিয়ে বলল, "জোনাহ, এবারও মনে হয় তোমার খামার বন্যায় তলিয়ে

BanglaBook.org

গিয়েছিল?" লোকটাকে দেখার জন্য মেরি আচমকা ঘুরে দাঁড়াল; কয়েক বছর আগেও সে ঐ অলস পরিহাসগ্রবণ কণ্ঠের ভিতরে নিহিত চাপা ঘৃণার উপস্থিতি লক্ষ করতে পারত না। ডিক হেসে বলল, "এই বছরে ভালো বৃষ্টি পেয়েছি আমি, পরিস্থিতি অতটা খারাপ না।"

"তোমার ভাগ্য বদলেছে তাহলে?"

ডিক মেরির দিকে এগিয়ে আসল, তার মুখের হাসি উবে গেছে, চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ।

"ঐ লোকটা কে?"

"তিন বছর আগে আমাদের বিয়ের পর পরই আমি তার কাছ থেকে দুইশ' পাউন্ড ধার নিয়েছিলাম।"

"তুমি তো আগে আমাকে বলনি!"

"আমি তোমাকে চিন্তায় ফেলতে চাইনি।"

একটু থেমে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি টাকাটা ফেরত দিয়েছ?"

"শুধু পঞ্চাশ পাউন্ড বাকি আছে।"

"সেটা সম্ভবত আগামী মৌসুমে দিতে পারবে, তাই না?" মেরির কণ্ঠ ছিল অভাবিতভাবে নরম আর সহানুভূতিশীল।

"ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে পারব।"

মেরি তার মুখে সেই বিচিত্র হাসি দেখতে পেল যেটাকে হাসি না বলে দাঁত বের করা বলা যায়: যেটা আত্ম-সমালোচনা, মূল্যায়ন আর পরাজয়ের ইঙ্গিতবহ। এই হাসি দেখলে মেরির ঘৃণা হতো।

তারা হাতের কাজ শেষ করে ফেলল, যার মধ্যে ছিল ডাকঘর থেকে চিঠিপত্র সংগ্রহ করা এবং ঐ সপ্তাহের জন্য মাংস কেনা। শুকনা মাটির ঢেলাগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল বৃষ্টির মৌসুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছোটো জলভর্তি গর্তগুলো কোথায় কোথায় ছিল, তার উপর দিয়ে হাঁটার সময় মেরি তার হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে রেখেছিল। সে ডিকের দিকে তাকাচ্ছিল না, টান টান কণ্ঠে চটপটে মন্তব্য করছিল সে। ডিক উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিল সেই একই কণ্ঠে, যেটা তাদের দু'জনের কাছেই এতই অপরিচিত ছিল যে তা তাদের মধ্যকার চাপা উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিল। তারা যখন দোকানের বারান্দায় ফিরল, যেখানে বস্তা আর প্যাকেট করার বাক্সে ঠাসা ছিল, ডিকের পা একটা হেলান দেয়া বাই-সাইকেলের সাথে ধাক্কা খেল, সে তখন এই ছোটো দুর্ঘটনার তুলনায় অনেক বেশি তীব্রতা নিয়ে গালিগালাজ শুরু করল। লোকজন তার দিকে ফিরে তাকাল, মেরি

BanglaBook.org

হেঁটে এগুতে লাগল, তার মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। কোনো কথা না বলে তারা গাড়িতে উঠে রেললাইন আর ডাকঘর পার হয়ে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। মেরির হাতে ধরা ছিল মৌমাছির চাষ বিষয়ক প্যাম্ফ্লেট। সে এটা কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করেছিল কারণ বেশিরভাগ দিনই দুপুরের খাবারের সময় সে ঘরের উপর থেকে একটা কোমল শব্দ শুনতে পেত, ডিক তাকে বলেছিল যে এটা মৌমাছির ঝাঁকের উড়ে যাওয়ার শব্দ। মেরি ভেবেছিল যে মৌমাছির চাষ থেকে সে কিছুটা হাতখরচের টাকা বানাতে পারবে। কিন্তু প্যাম্ফ্লেটটা ইংল্যান্ডের প্রেক্ষাপটে লেখা থাকায় তা খুব একটা কাজে আসল না। সে তখন এটাকে হাতপাখা হিসাবে ব্যবহার করে যে মাছিগুলো তার মাথার কাছে ভোঁ ভোঁ করে ক্যানভাসের ছাদে যেয়ে ঝাঁক বাঁধত সেগুলো তাড়াতে ব্যবহার করত। মাছিগুলো কসাইখানা থেকে মাংসের সাথে আসত। মেরি ঐ ব্যক্তির কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ঘৃণার বিষয়টা অস্বস্তি নিয়ে চিন্তা করছিল, ব্যাপারটা ডিকের সম্পর্কে তার আগেকার সমস্ত ধারণার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। এটা এমনকি ঘৃণাও ছিল না বরং হাস্যকৌতুক। ডিকের প্রতি তার নিজের মনোভাবটাও ছিল মূলত ঘৃণারই, কিন্তু সেটা কেবল মানুষ হিসেবে, সে তাকে মানুষ হিসেবে কোনো মূল্যায়ন করত না, বরং তাকে সম্পূর্ণ তুচ্ছজ্ঞান করত। কবে জোতদার হিসেবে সে তাকে সম্মান করত। সে তার কঠোর চালিকাশক্তি এবং কাজের নেশাকে সম্মান করত। মেরি বিশ্বাস করত বেশিরভাগ জোতদাররাই যেমন একটা মাঝারিগোছের বৈভব অর্জন করে, ডিক সেটা পাবার আগে একটা অবধারিত সংগ্রামের পর্যায়কাল পার করছে। ডিকের কর্মের দিকটা বিবেচনা করে তার প্রতি মেরির একটা শ্রদ্ধা, এমনকি ভালোবাসাও ছিল।

যে মেরি একসময় সবকিছুর বাইরের রূপটাই বিবেচনা করত, যে কখনও কোনো বাক্যাংশের স্বরবিভেদ লক্ষ করেনি, অথবা মনের কথা আর মুখের কথার মধ্যে পার্থক্য বোঝার জন্য কোনো ব্যক্তির মুখের দিকে তাকায়নি, সেই কিনা বাসায় ফেরার পুরো সময়টা ডিকের প্রতি ঐ ব্যক্তির হাস্যরসাত্মক মন্তব্যটার নিগুঢ় অর্থ খুঁজতে ব্যয় করল। এই প্রথমবারের মতো তার মধ্যে এই চিন্তা আসল যে সে কি তাহলে নিজেকে প্রতারণা করছে। সে ডিকের দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল, তার এমন ছোটো ছোটো জিনিস লক্ষ করল যেগুলো আরো আগে দেখতে না পারার জন্য সে নিজেকে দোষ দিল। স্টিয়ারিং হুইল ধরা অবস্থায় ডিকের রোগাপাতলা আর রোদে পুড়ে বাদামি হয়ে যাওয়া হাতদুটি একনাগাড়ে কাঁপছিল, যদিও তা প্রায় ধর্তব্যের বাইরে ছিল। এই কাঁপুনিটা তার কাছে একটা দুর্বলতা মনে হলো, তাছাড়া ডিকের গালটাও খুব বেশি আঁটসাঁট ছিল। ডিক সামনের দিকে ঝুঁকে হুইল আঁকড়ে ধরে সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা জঙ্গলের পথে এমন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল যেন সে নিজের ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছিল।

BanglaBook.org

বাসায় ফিরে এসে সে প্যাম্‌ফ্‌লেটটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে মুদির জিনিসপত্রের প্যাকেট খুলতে গেল। সে যখন ফিরে আসল, ডিক তখন প্যাম্‌ফ্‌লেটটা নিয়ে মগ্ন ছিল। মেরি কথা বললে সে শুনতে পেল না। ডিকের এই মগ্নতা দেখে মেরি অভ্যস্ত ছিল কখনও কখনও সে খাবার সামনে নিয়ে নীরব বসে থাকত, কী খাচ্ছে তা লক্ষ্যই করত না, কখনও আবার খাবার থালা খালি হবার আগেই ছুরি আর কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখে খামারের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করত, তার কপাল তখন দুশ্চিন্তায় ভারী হয়ে যেত। মেরি জানত যে এই সময় তাকে বিরক্ত করা যাবে না। সে তখন তার নিজের চিন্তার জগতে আশ্রয় নিত, অথবা এই বলা যায় যে সে তার পরিচিত জগতে ফিরে যেত, আর সেটা ছিল এক নিস্প্রভ চিন্তাশূন্যতার জগৎ। এমনও সময় গিয়েছে যখন দিনের পর দিন তাদের মধ্যে কোনো কথাই হতো না।

রাতের খাবারের পর সে আগের মতো যথারীতি আটটার সময় ঘুমাতে না যেয়ে টেবিলে হালকা দোদুল্যমান আর প্যারাফিনের গন্ধযুক্ত বাতির নীচে বসে এক খণ্ড কাগজের উপরে হিসাব কষতে শুরু করত। মেরি হাতদু'টো ভাঁজ করে বসে তাকে দেখত। এটাই তখন ছিল তার নিজস্ব ভঙ্গি : নিঃশব্দে বসে থাকা, যেন তাকে জাগ্রত করে নড়াচড়া করাবে এমন কারো জন্য সে অপেক্ষা করছে। মোটামুটি এক ঘণ্টা পরে সে কাগজের টুকরাগুলো সরিয়ে ফেলে এমন উচ্ছলতা ও বালকসুলভ চাঞ্চল্য নিয়ে তার ট্রাউজার টেনে তুলত যা মেরি আগে কোনোদিন দেখেনি।

"মৌমাছি পালন সম্পর্কে তোমার মতামত কী, মেরি?"

"আমি এব্যাপারে কিছু জানি না। তবে ধারণাটা খারাপ না।"

"আগামীকাল আমি চার্লির সাথে দেখা করতে যাব। সে আমাকে একবার বলেছিল যে তার শ্যালক ট্রান্সভ্যালে মৌমাছি চাষ করে।" সে এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কথাগুলো বলল, মনে হলো সে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে।

"কিন্তু এই বইটা ইংল্যান্ডের জন্য লেখা," সন্দিগ্ধভাবে এটা উল্টাতে উল্টাতে সে বলল। ডিকের মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে, এমনকি শখ করে মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রেও, বইটাকে একটা ঠুনকো ভিত্তি বলে তার কাছে মনে হলো।

কিন্তু পরের দিন সকালের নাস্তার পরে চার্লি স্লাটারের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ডিক গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। সে ভ্রু কোঁচকাতে কোঁচকাতে ফিরল, তার মুখে ছিল জেদি ভাব, তবে লঘুচিত্তে শিস দিচ্ছিল সে। সেই শিসের শব্দটা শুনে

BanglaBoi.org

মেরি অবাক হলো এটা তার কাছে এতটাই পরিচিত ছিল। শিস দেয়াটা ছিল ডিকের একটা কৌশল, যখন ঘর অথবা পানির ব্যবস্থাপনায় অনিয়মের কারণে মেরির মেজাজ বিগড়ে যেত, তখন ডিকের উপর রেগে গেলে সে ছোটো বালকদের মতো পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক ধরনের করুণ আত্মবিশ্বাসে শিস দিতে থাকত। তার সামনে সে আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াতে পারত না বলে মেরি চরম বিরক্তিতে ছিটগ্রস্ত হয়ে যেত।

"সে কী বলল?"

"সে পুরো জিনিসটাকেই অনুৎসাহিত করছে। তার শ্যালক ব্যর্থ হয়েছে তার মানে এই না যে আমিও ব্যর্থ হব।"

সে খামারের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল, সহজাতভাবেই তার গাছের বাগানের দিকে হাঁটল সে। এটা ছিল তার খামারের সবচেয়ে ভালো জমির মধ্য থেকে নেয়া একশ' একর জমি যেখানে কয়েক বছর আগে সে কচি গাম গাছ লাগিয়েছিল। এই বাগানটাই চার্লি স্লাটারকে চরম বিরক্ত করেছিল—তার বিরক্তিটা এসেছিল সম্ভবত একটা সুপ্ত অপরাধবোধ থেকে যে সে জমি থেকে যা নিয়েছে, সেটা আর কখনও জমিকে ফেরত দেয়নি।

মাঝে মাঝে ডিক তার গাছের বাগানের কিনারে দাঁড়িয়ে নবীন গাছগুলোর উপর দিয়ে ঝিলিক তুলে বাতাসের বয়ে যাওয়া দেখত, সারাদিন গাছগুলো হেলে-দুলে নিজেদেরকে আন্দোলিত করত। বাহ্যত সে খেয়ালবশত গাছগুলো লাগিয়েছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তার নিজের একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সে খামারটা কেনার বেশ কয়েক বছর আগে একটা খনির কোম্পানি ঐ জায়গার সব গাছ কেটে ফেলেছিল, খর্বকায় ঝোপঝাড় ও ঘাস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরে সেখানে আবার গাছেরা বেড়ে উঠছিল, কিন্তু তিন হাজার একর জমির সবটুকু জায়গা জুড়ে দ্বিতীয়বার বেড়ে ওঠা বিকাশরুদ্ধ গাছ ছাড়া আর কিছু ছিল না: সেগুলো ছিল কেটে ফেলা কাণ্ড থেকে জন্ম নেয়া বেঁটে ও কুৎসিত গাছ। একটা ভালো গাছও খামারে ছিল না। একশত একর জমিতে ভালোমোনের গাছ, যেগুলো একদিন সোজা আর সাদাটে কাণ্ডযুক্ত দৈত্যাকার মহীরুহে রূপ নেবে, সেগুলো লাগানো খুব বড়ো ব্যাপার ছিল না, কিন্তু সামান্য হলেও এটা ছিল ভূমির জন্য একটা ক্ষতিপূরণ, পুরো খামারের মধ্যে এই জায়গাটাই ডিকের সবচেয়ে প্রিয় ছিল। যখন সে খুব বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকত, যখন মেরির সাথে তার ঝগড়া হতো, অথবা যখন সে কোনো কিছু নিয়ে ভালোভাবে ভাবতে চাইত, তখন সে দাঁড়িয়ে তার গাছের দিকে তাকিয়ে থাকত, কখনও আবার মুদ্রার মতো দেখতে ছোটো ছোটো চকচকে পাতাসহ বাতাসে হালকা আন্দোলিত শাখা-প্রশাখার মাঝখানের লম্বা সরু পথ দিয়ে সে হাঁটত। আজ সে মৌমাছি নিয়ে ভাবছিল, পরে একটু

BanglaBook.org

দেরিতে হলেও তার মনে পড়ল যে সে সারাদিন খামারের কাজ-কর্ম থেকে দূরে রয়েছে, তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে গাছের বাগান ছেড়ে মজুরদের কাছে গেল।

দুপুরের খাবারের সময় সে একদম কথা বলল না। তার সকল চিন্তা তখন মৌমাছি ঘিরে। সবশেষে সে সন্দিগ্ধ মেরিকে ব্যাখ্যা করে বুঝাল যে সে হিসাব করে দেখেছে মৌমাছির চাষ থেকে বৎসরে দুইশ' পাউন্ড আয় করা সম্ভব। মেরি মনে মনে একটা চোট পেল, সে ভেবেছিল যে ডিক লাভজনক শখ হিসেবে কয়েকটা মৌচাকের কথা চিন্তা করছে। কিন্তু তার সাথে তর্কে জড়িয়ে কোনো ফল আসবে না, সংখ্যা নিয়ে কেউ তর্ক করতে পারে না, আর তার হিসাব অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যেন লাভের ঐ দুইশ' পাউন্ড এক্ষুনি প্রস্তুত হয়েই আছে। তাছাড়া সে আর কিই বা বলতে পারত? এই ব্যাপারে তার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না; শুধু তার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে সে বুঝতে পারছিল যে এইবারের জন্য মৌমাছিদের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না।

সারাটা মাস ধরে ডিক মৌচাক আর ভালো জাতের মৌমাছিদের ভারী ও কালচে ঝাঁকসমূহের মনোরম স্বপ্নে বিস্মৃত থাকল। সে নিজে বিশটি মৌচাক তৈরি করল আর মৌমাছিদের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়গার কাছে এক একর জমিতে বিশেষ ধরনের ঘাস রোপণ করল। সে কিছু শ্রমিকদেরকে নিয়মিত কাজ থেকে সরিয়ে এনে টিলায় পাঠাল মৌমাছির ঝাঁক খুঁজে পাবার জন্য, আর প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করতে লাগল আবছা অন্ধকারে মৌমাছির চাকে ধোঁয়া দিয়ে রানি মৌমাছিকে বের করে ধরার জন্য। তাকে বুঝানো হয়েছিল যে এটাই একটা সঠিক পদ্ধতি। কিন্তু অসংখ্য মৌমাছি মারা যাবার পরেও সে রানি মৌমাছিকে খুঁজে পেল না। তারপর সে পুরো টিলার যেসব জায়গায় মৌমাছির ঝাঁক ছিল, সেগুলোর কাছে তার নিজের মৌচাক স্থাপন করল এই প্রত্যাশায় যে এর ফলে মৌমাছিগুলো প্রলুব্ধ হবে। কিন্তু তার সেই মৌচাকগুলোর কাছে একটা মৌমাছিও কখনও গেল না সম্ভবত এই কারণে যে তারা ছিল আফ্রিকান মৌমাছি যাদেরকে ইংলিশ প্যাটার্নে তৈরি মৌচাকগুলো আকৃষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু তা আর কে জানবে? নিশ্চিতভাবেই ডিক তা জানত না। অবশেষে একটা ঝাঁক এসে এক মৌচাকে বসল। কিন্তু মাত্র এক ঝাঁক মৌমাছি দিয়ে তো আর বছরে দুইশ পাউন্ড লাভ করা সম্ভব ছিল না। তারপরে একবার মৌমাছিরা ডিককে খুব মারাত্মকভাবে হুল ফুটিয়ে দিল, তখন মনে হলো মৌমাছির বিষ যেন তার মাথা থেকে মৌমাছিবিষয়ক আচ্ছন্নতা ঝেড়ে বিদায় করল। বিস্ময়, এমনকি রাগ নিয়ে মেরি দেখতে পেল যে ডিকের মুখে সেই চিন্তাগ্রস্ত অন্যমনস্কতা আর নেই, কারণ এরই মধ্যে সে বেশ কিছু সময় এবং অনেক টাকা ব্যয় করে ফেলেছে। তবুও অল্প

সময়ের মধ্যেই সে মৌমাছির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ডিক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে ফসল এবং খামার নিয়ে চিন্তা করছে দেখে মেরি স্বস্তি পেল। ব্যাপারটা ছিল একটা সাময়িক পাগলামির মতো, যখন ডিক একদমই প্রকৃতিস্থ ছিল না।

প্রায় ছয় মাস পরে একই ঘটনা আবার ঘটল। যখন মেরি দেখল ডিক নিবিষ্ট মনে খামার বিষয়ক একটা ম্যাগাজিন পড়ছে, যেখানে শূকর পালনে মুনাফার সম্ভাবনা নিয়ে একটা বিশেষ আকর্ষণীয় প্রবন্ধ রয়েছে, এবং তাকে বলতে শুনল, "মেরি, আমি চার্লির কাছ থেকে কিছু শূকর কিনব," এমনকি তখনও সে এটা বিশ্বাস করতে পারছিল না।

সে খুব শাণিত কণ্ঠে বলল, "আমি আশা করি তুমি আবার ঐটা শুরু করবে না।"

"কোনটা আবার শুরু করব?"

"তুমি ভালো করেই জান আমি কী বুঝাতে চাচ্ছি, টাকা বানানো নিয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনা করা, তুমি খামারের উপর সবটুকু মনোযোগ দিলেই তো হয়।"

"শূকর পোষাও তো খামারের কাজ, না কি? আর শূকর পালন করে চার্লি খুব ভালো করছে।" ডিক শিস দিতে শুরু করল। সে যখন মেরির আক্রমণাত্মক মনোভাব থেকে বাঁচার জন্য কামরাটা থেকে বারান্দায় আসল, তখন মেরির কাছে মনে হলো সে শুধু লম্বা, রোগা আর হালকা বাঁকা একজন মানুষকেই দেখছে না বরং সে আস্ফালন করা এক ছোটো বালককে দেখছে, যে কিনা উৎসাহে ভাটা পড়ার পরও লড়াকু মেজাজে এগিয়ে চলে। স্পষ্টতই সে এক ছোটো বালককে দেখতে পাচ্ছিল, যে আস্ফালন করছিল আর শিস দিচ্ছিল, যদিও তার দৃষ্টিতে এক ধরনের পরাজয়ের গ্লানি ফুটে উঠেছিল। বারান্দা থেকে আসা কিছুটা বিষাদপূর্ণ সেই শিসের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছিল, তখন হঠাৎ তার মনে হলো যে সে কেঁদে ফেলবে। কিন্তু কেন? কেন? শূকর পালন করেও তো সে ভালো পয়সা করতে পারে। অন্য মানুষেরা তো করেছে। তবে সেই একই কথা, মেরি আশা বাস্তবায়নের জন্য ঐ মৌসুমের শেষ নাগাদ অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল, যখন তারা কত টাকা আয় করেছে সেই হিসাব করবে। এবার অবস্থা অত খারাপ হবার কথা না: মৌসুমটা ভালো ছিল আর বৃষ্টিও ডিকের প্রতি সদয় ছিল।

ঘরের পিছনের টিলার পাথরখণ্ডগুলোর মাঝে সে শূকরের ঘর বানাল। এটা করার উদ্দেশ্য হলো ইট বাঁচানো, সে বলল, পাথরগুলোই দেয়ালের একটা অংশের কাজ করবে। সে বড়ো বড়ো বোল্ডারগুলোকে কাঠামো হিসাবে ব্যবহার করে তার

BanglaBook.org

সাথে ঘাস আর কাঠের বেড়া লাগিয়ে দিল। সে তাকে বলল যে এইভাবে ঘর বানিয়ে সে অনেক পাউন্ড সাশ্রয় করেছে।

"কিন্তু এখানে খুব গরম পড়বে না?" মেরি প্রশ্ন করল। তারা তখন টিলার উপরে অর্ধ-নির্মিত শূকরের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু জট পাকানো ঘাস আর আগাছা, যেগুলো পায়ে সেঁটে গেলে বিড়ালের তীক্ষ্ণ নখরের মতো ছোটো সবুজ চোরকাঁটাগুলো সারা পায়ে বিঁধে থাকে, তার মধ্য দিয়ে এখানে আরোহণ করা অত সহজ ছিল না। সেখানে একট বড়ো ইউফরবিয়া গাছ ছিল যার কাণ্ড টিলাটার উপর থেকে আকাশের দিকে প্রসারিত হয়েছে, ডিক বলল যে এটি ছায়া আর ঠান্ডা দেবে। তারা তখন পুরু ও মোটা এবং দেখতে মোমবাতির মতো শাখাপ্রশাখাগুলোর উষ্ণ ছায়ার নীচে দাঁড়িয়েছিল, মেরি বুঝতে পারছিল যে তার মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। বোল্ডারগুলো এতই গরম ছিল যে তা স্পর্শ করা যাচ্ছিল না মনে হচ্ছিল যেন অনেক মাসের পুঞ্জিভূত রোদ্রকিরণ ঐ গ্রানাইট পাথরের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। মেরি খামারের কুকুর দু'টোর দিকে তাকাল, যারা তাদের পায়ের উপর শুয়ে পড়ে অসহায়ভাবে হাঁপাচ্ছিল, সে বলল, "আশা করব শূকরদের যেন গরমে কষ্ট করতে না হয়।"

"কিন্তু আমি তোমাকে বলছি অত গরম হবে না," সে বলল। "রোদকে বাধা দেবার জন্য আমি কিছু একটা টাঙিয়ে দিব।"

"আমার তো মনে হয় তাপটা আসবে মাটির ভিতর থেকে।"

"ঠিক আছে, মেরি, সমালোচনা করা খুব সহজ, কিন্তু এইভাবে আমি টাকা সাশ্রয় করেছি। আমি ইট-সিমেন্টের পিছনে পঞ্চাশ পাউন্ড খরচ করতে পারতাম না।"

"আমি কোনো সমালোচনা করছি না", ডিকের কণ্ঠে আত্মরক্ষামূলক ইংগিত লক্ষ করে সে তড়িঘড়ি করে বলল।

সে ছয়টা দামি শূকর চার্লি স্লাটারের কাছ থেকে কিনে এনে তাদেরকে পাথর-ঘেরা খোঁয়াড়ে ছেড়ে দিল। তবে শূকরদের তো খেতে দিতে হয়, আর সেই খাবার যদি কিনে খাওয়াতে হয়, তাহলে সেটা প্রচুর খরচের ব্যাপার। ডিক দেখল যে তাকে অনেক বস্তা ভুট্টার অর্ডার দিতে হবে। সে আরও সিদ্ধান্ত নিল যে তার গাভিরা যে দুধ দেয় তার থেকে বাসার প্রয়োজনমতো ন্যূনতম একটা অংশ রেখে বাকিটা শূকরদের খাওয়ানো হবে। তারপর থেকে মেরি প্রতিদিন সকালে ভাঁড়ার-ঘরে যেত গোয়াল থেকে দুধ আনা হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য, সেখান থেকে সম্ভবত এক পাইন্ট দুধ নিজেদের জন্য আলাদা করে রাখত। বাকি দুধটুকু রান্নাঘরের টেবিলে রেখে দেয়া হতো টক করার জন্য, কারণ ডিক কোথায় যেন পড়েছিল যে টক দুধের মধ্যে শূকরের মাংস তৈরি করার মতো গুণ থাকে যেটা

BanglaBook.org

টাটকা দুধে থাকে না। ফলে বুদ্‌বুদে আবরণযুক্ত সাদা দুধের উপর মাছি ভনভন করত আর সারা বাড়িঘর এক ধরনের অস্পষ্ট ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে যেত।

এদিকে, যখন ছোটো ছোটো শূকর ছানা আসবে আর বড়ো হবে, তখন তাদেরকে বহন করা, বিক্রি করা, ইত্যাদি, ইত্যাদি সমস্যার উদয় হবে। তবে এই সমস্যাগুলো নিয়ে আর ভাবতে হলো না, কারণ শূকর ছানাগুলো জন্ম নেবার সাথে সাথে মারা গেল। ডিক বলল যে শূকরগুলো রোগাক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু মেরি শুষ্কভাবে মন্তব্য করল যে তার মতে শূকরগুলো সময়ের আগেই তাদের রোস্ট হবার ব্যাপারটা অপছন্দ করেছে। এই নির্মম অথচ রসিকতাপূর্ণ মন্তব্যের জন্য ডিক তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলো, কারণ এতে করে সে হাসতে পারায় পরিবেশটা অন্তত ঠিক থাকল। আফসোসে মাথা চুলকিয়ে আর পরনের প্যান্ট হ্যাঁচকা টান মেরে উপরের দিকে তুলে সে স্বস্তির হাসি হাসল, তারপর শিস দিয়ে তার হতাশাভরা বিলাপ প্রকাশ করতে লাগল। মেরি কামরাটা থেকে বেরিয়ে গেল, তার মুখ ছিল কঠিন। যে সমস্ত মেয়েরা ডিকের মতো পুরুষদের বিয়ে করে তারা আজ হোক আর কাল হোক এটা বুঝতে পারে যে তাদের করণীয় মাত্র দু'টো বিকল্প আছে: তারা পাগল হয়ে যেতে পারে এবং বৃথা রাগ আর বিদ্রোহের ঝড়ের কবলে পড়ে নিজেদের বিধ্বস্ত করতে পারে, অথবা তারা নিজেদেরকে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তিক্তভাবে দিনাতিপাত করতে পারে। তখন মেরির মাঝে তার মায়ের স্মৃতি আরো বেশি বেশি ফিরে আসত, যেন তার নিজেরই বয়স্ক ও ব্যঙ্গাত্মক ছায়া তার পাশে হাঁটত, সে এমন পথ বেছে নিল যেটা তার ছেলেবেলার শিক্ষার কারণে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। ডিকের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়াটা নিজের অহংবোধের ব্যর্থতা বলে তার কাছে মনে হলো, তার আগের সেই হাসিখুশি অথচ ভাবলেশহীন মুখটাতে সহিষ্ণুতার রেখা স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসেছিল, তবে এটা এমন যেন সে বিপরীতধর্মী দুইটা মুখোশ পরে ছিল, তার ঠোঁট দুটো সরু আর দৃঢ় হচ্ছিল, যদিও তারা এখনও বিরক্তিতে কাঁপতে পারত, তার দুই ভ্রু কুঁচকে আরো কাছাকাছি আসল, যদিও তাদের মাঝে তখনও স্পর্শকাতর তারের ছোপ ছিল যেটা চাকরদের সাথে দ্বন্দ্বের সময় তখনও চাপা ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠত। কখনও কখনও তার মুখের প্রকাশ হতো জীবন থেকে সর্বোচ্চ খারাপ ফলাফল প্রত্যাশা করতে জানে এমন কোনো দুর্দমনীয় বৃদ্ধার জীর্ণ মুখের মতো, আবার কখনও কখনও এটা ছিল অসহায় মৃগীরোগীর মুখের মতো। তবে তখনও সে নীরব প্রতিবাদে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারত।

এটা ছিল শূকরগুলো বিক্রি করার মাত্র কয়েক মাস পরের কথা যখন মেরি একদিন ডিকের মুখে সেই পরিচিত বিমগ্ন অভিব্যক্তি লক্ষ করল, তার পাকস্থলীতে এক শীতল অনুভূতি বয়ে গেল। মেরি দেখল সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, তার দৃষ্টি

banglaebook.org

নিবদ্ধ ছিল দূরের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত মাইলের পর মাইল জুড়ে নিস্প্রভ তামাটে মালভূমির দিকে। কোন জিনিসটা তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে মেরি সেটাই ভাবতে লাগল। তবে মেরি নীরব থেকে ডিক তার দিকে ফিরে তাকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল। ডিক তখন কল্পনায় সাফল্যের ছবি এঁকে ইতিমধ্যেই বালকসুলভ উত্তেজনাবোধ করছিল। তারপরও মেরি আসলেই চূড়ান্তভাবে হতাশাবোধ করছিল না। তার নিরানন্দ আশংকাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে নিজেকে বুঝাল যে মৌসুমটা যথেষ্ট ভালো ছিল আর তাতে ডিকও অনেক খুশি, 'বন্ধকীর একশ' পাউন্ড শোধ দেবার পরেও তার হাতে যা আছে তা দিয়ে কোনো ধারকর্জ ছাড়াই তাদের পরের বছর পর্যন্ত চলে যাবে। কোনো একটা মৌসুমে ডিক কত টাকা ধার করেনি সেই মানদণ্ডে তার সফলতা বা বিফলতার নেতিবাচকভাবে হিসাব কষতে মেরি নিজের অজান্তেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। একদিন ডিক যখন তার প্রতি বেপরোয়া দৃষ্টি দিয়ে মন্তব্য করল যে সে টারকী মোরগ নিয়ে লেখাপড়া করছে, তখন মেরি জোর করে নিজের আগ্রহ দেখাল। সে নিজেকে এই বুঝাল যে অন্য জোতদাররাও তো এই কাজ করে টাকাপয়সা বানিয়েছে। আজ হোক কাল হোক ডিকের ভাগ্যের শিকা ছিঁড়বেই, হয়ত বা বাজার তার অনুকূলে আসবে; অথবা এমনও হতে পারে যে তার খামার টারকী পোষার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী, কাজেই একদিন সে ভালো লাভের মুখ দেখবে। মেরি যে অভিযোগ এখনও করেনি সেটা নিয়েই আত্মপক্ষ সমর্থন করে সে তাকে মনে করিয়ে দিল যে সে শূকর পালন করতে যেয়ে মোটের উপর খুব কম টাকাই খুইয়েছে (দৃশ্যত মৌমাছির কথাটা সে ভুলেই গিয়েছিল); এটা ছিল একটা সম্ভাবনা যাচাই যার পিছনে কোনো ব্যয় হয়নি। খোঁয়াড় তৈরিতে মোটেই কোনো ব্যয় করা লাগেনি, আর চাকরদের মোট বেতন ছিল মাত্র কয়েক শিলিং। শূকরের খাদ্যও তাদের নিজেদের তৈরি ছিল। মেরির তখন ঐ ভুট্টার বস্তাগুলোর কথা মনে পড়ল যেগুলো তারা কিনেছিল, সে এটাও মনে করল চাকরদের বেতন পরিশোধ করার টাকা যোগাড় করাটা ডিকের জন্য সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল, কিন্তু তখনও মেরি মুখ বন্ধ রাখল এবং দৃষ্টি সরিয়ে রাখল, ডিককে চটিয়ে তাকে আরো আত্মরক্ষামূলক বৈরী আবেগের দিকে তাড়িত না করার ব্যাপারে সে সংকল্পবদ্ধ ছিল।

টারকী নিয়ে মেতে থাকার কয়েক সপ্তাহে সে ডিকের যতকিছু আবিষ্কার করল ততকিছু সে তাদের বিয়ের সময় থেকে এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনি আর পারবেও না। খামারে সে যেত না বললেই চলে বরং সারা দিনটা সে ইটের ঘর তৈরি আর তারের বিরাট খোঁয়াড় তৈরির কাজ তত্ত্বাবধান করেই অতিবাহিত করত। দারুণ করে বুনানো তারের জাল কিনতে পঞ্চাশ পাউন্ডের বেশি খরচ হলো। তারপর টারকী মুরগি ও দামি ইঙকিউবেটর, ওজন করার মেশিন এবং টুকিটাকি সব জিনিসপত্র যেটা ডিক প্রয়োজন মনে করল তার সবই কেনা হলো।

BanglaBook.org

কিন্তু এমনকি ডিমের প্রথম চালান তা দেবার আগেই ডিক একদিন মন্তব্য করল যে সে খোঁয়াড় আর ঘরটা টারকী পোষার কথা মাথায় রেখে তৈরি করেনি, বরং খরগোশদের চিন্তা করে করেছিল। সামান্য কিছু ঘাস-পাতা দিয়েই খরগোশদের খোরাক মেটানো যায়, অথচ তারা কীভাবে বংশবৃদ্ধি করে। এটা সত্য যে লোকে খরগোশের মাংস খুব একটা পছন্দ করে না (এটা মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার কুসংস্কার), তবে স্বাদ তো নতুন করে অর্জন করা যায়। সে হিসাব করে দেখল তারা যদি এক একটা খরগোশ পাঁচ শিলিং করেও বিক্রি করতে পারে তাহলে অতি সহজেই মাসে পঞ্চাশ থেকে ষাট পাউন্ড লাভ করতে পারবে। তারপর খরগোশ পালনে একবার প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে তারা বিশেষ প্রজাতির অ্যাংগোরা খরগোশও কিনতে পারে, কারণ সে শুনেছে এই খরগোশের পশম এক পাউন্ড ছয় শিলিংয়ে বিক্রি হয়।

এই পর্যায়ে মেরি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলো, এবং এই কারণেই নিজেই নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে তার মেজাজ বিগড়ে গেল—আর সেটা চূড়ান্ত ও ধ্বংসাত্মকভাবে বিগড়াল। যদিও সে ডিকের প্রতি ক্ষিপ্ত হলো, তার নিজের প্রতিও এক শীতল ধিক্কারবোধ জাগল এই কারণে যে নিজেকে এই মেজাজে উপস্থাপন করার ফলে তা দেখে তুষ্টি অর্জনের সুযোগ সে ডিককে করে দিয়েছিল। কিন্তু এটা এমন এক বোধ যা বোঝার ক্ষমতা ডিকের ছিল না। তার রাগ হলে ডিক ভয় পেত, যদিও সে সবসময় মনে করত যে মেরি ভুল বুঝেছে এবং তার মহৎ অথচ দুর্ভাগ্যজনক প্রচেষ্টাগুলোকে বাধা দেবার অধিকার মেরির নেই। মেরি রাগে ফেটে পড়ত, কাঁদত আর দোহাই পাড়ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দুর্বল হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারাত ততক্ষণ পর্যন্ত এইরকম করত, তারপর সোফার এক কোনায় এলিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে দম নেবার ফুরসত পেত। ডিক অবশ্য তখন তার প্যান্টও টেনে তুলত না, শিসও দিত না, তখন তাকে নিগৃহীত ছোটো বালকের মতোও দেখাত না। মেরি সেখানে বসে ফোঁপানো অবস্থায় সে তার দিকে অনেক সময় ধরে তাকিয়ে থাকত, তারপর উপহাসপূর্ণভাবে বলত, "ঠিক আছে বস্।" মেরি সেটা পছন্দ করত না, একদমই পছন্দ করত না, কারণ তাদের বিয়ে সম্পর্কে তার নিজের ভাবনা যতদূর পর্যন্ত গড়ায়, তার বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য তার চেয়েও অনেক বেশি প্রকাশ করে ফেলে। আর এটা দেখতেও খুব অশোভন যে ডিকের প্রতি তার যে ঘৃণা সেটা অত সরাসরিভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে : সে তাকে ঘৃণা করার বদলে উদারভাবে করুণা করবে এটা ছিল তাদের বিয়ে টিকে থাকার একটা শর্ত।

তবে খরগোশ অথবা টারকী নিয়ে নতুন করে আর কোনো কথা হলো না। মেরি টারকীগুলো বিক্রি করে দিল আর তারের খোঁয়াড় মুরগির বাচ্চা দিয়ে ভরল।

BanglaBook.org

সে বলল যে সে এটা করছে তার পোশাক কেনার টাকা বানানোর জন্য। ডিক কি প্রত্যাশা করে যে সে কাফ্রিদের মতো ছেঁড়া কাপড় পরে থাকবে? বাহ্যত সে কিছুই প্রত্যাশা করত না, কারণ সে এমনকি তার চ্যালেঞ্জের কোনো উত্তরই দিল না। তার মন আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যখন সে তাকে জানাল যে খামারে সে একটা কাফ্রি স্টোর শুরু করবে তখন তার আচরণের মধ্যে দুঃখপ্রকাশের বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মেরির দিকে না তাকিয়ে মামুলিভাবে কথাগুলো বলে গেল সে, তার কণ্ঠে দৃঢ়তার ছাপ ছিল স্পষ্ট। সবাই জানে যে কাফ্রি স্টোরগুলো থেকে প্রচুর টাকা লাভ করা যায়, সে বলল। চার্লি স্লাটারের খামারে একটা স্টোর ছিল, অনেক জোতদারেরই তা ছিল। লাভের দিক দিয়ে সেগুলো ছিল যেন সোনার খনি। 'সোনার খনি' শব্দটা শুনে মেরি সঙ্কোচ বোধ করল, কারণ সে একদিন বাড়ির পিছনে এক আগাছা-ঢাকা ভাঙা পরিখা দেখতে পেয়েছিল, ডিক তাকে বলেছিল যে সে অনেক বৎসর আগে সেগুলো খুঁড়েছিল এল-ডোরাডোর সন্ধানে, যেটা তার খামারের মাটির নীচে গুপ্ত অবস্থায় ছিল বলে সে নিশ্চিন্ত ছিল। মেরি শান্তভাবে বলল, "যদি মাত্র পাঁচ মাইল দূরে স্লাটারের ফার্মে একটি স্টোর থাকে, তাহলে এখানে আর একটা স্টোর দেবার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।"

"কিন্তু আমার এখানে সব সময় একশ' জন কৃষ্ণাঙ্গ থাকে।"

"তারা যদি মাসে পনেরো শিলিং করে আয় করে, তাহলে তাদের খরচের উপর নির্ভর করে তুমি রকফেলার হতে যাচ্ছ না।"

"কিন্তু এই এলাকায় সবসময় কৃষ্ণাঙ্গরা যাতায়াত করে।" সে একগুঁয়ের মতো বলল।

সে ট্রেডিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করে সহজেই তা পেয়ে গেল। তারপর সে একটা দোকান দিল, যেটা মেরির কাছে ভয়ংকর এক অশনীসংকেত এবং সতর্কবাণী বলে মনে হলো, কারণ শৈশবে যে দোকান তার কাছে কদর্য ও ভীতিকর লাগত, সেই দোকানই তাকে এখানে তার ঘরের ভিতর পর্যন্ত তেড়ে আসল।

তবে এটা ঘর থেকে কয়েকশ' গজ দূরে নির্মাণ করা হলো। সেখানে একটা ছোটো কামরা ছিল, যেটাকে একটা কাউন্টার দিয়ে দুইভাগ করা হয়েছিল, তার পিছনে ছিল মালপত্র মজুদ করার জন্য একটা বড়ো কামরা। প্রথমে তাদের প্রয়োজনীয় মজুদ দোকানেরই শেলফে রাখতে পারলেও মজুদ বাড়ার সাথে সাথে তাদের দ্বিতীয় কামরাটা দরকার পড়বে।

মেরি জিনিসপত্র সাজাতে ডিককে সাহায্য করল, হতাশায় পীড়িত ছিল সে, রাসায়নিক গন্ধযুক্ত সস্তা জিনিস আর ব্যবহারের আগেই আঙুলে খসখসে ও

BanglaBook.org

তেলচিটে লাগা কম্বলগুলো নাড়তে তার ঘৃণা লাগত। তারা উজ্জ্বল কাচ, পিতল আর তামার তৈরি অলংকারগুলো দোকানে ঝুলাল, সেগুলোকে টুং টাং শব্দ করে দোলানোর ব্যবস্থা করার সময় মেরি ঠোঁট চেপে হাসছিল কারণ তার মধ্যে তখন জেগে উঠছিল শৈশবের স্মৃতি যখন জ্বলজ্বলে পুঁতির ঝিকমিক করা দোলানি দেখা তার জন্য সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা ছিল। সে ভাবছিল এই দু'টো কামরা যদি তাদের ঘরের সাথে লাগোয়া হতো তাহলে তাদের জীবন আরো আয়েশী হতে পারত; দোকান, টারকীর ফার্ম, শূকরের খোঁয়াড় আর মৌমাছির চাক বানাতে যেয়ে যে খরচ হয়েছে তা দিয়ে ঘরের ছাদ দেয়া যেত, সেটা করলে আসছে গ্রীষ্ম মৌসুম নিয়ে তার ভিতরের শংকা দূর হয়ে যেত। কিন্তু এটা বলে আর লাভ কী? তার মনে হলো সে যেন একটা আশাহীন অমঙ্গলজনক কান্নার সাথে মিশে যাচ্ছে, তবে সে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না, আর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডিককে সাহায্য করল।

দোকানটা যখন প্রস্তুত হয়ে গেল, এবং কাফ্রিদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রে ছাদ পর্যন্ত ভরে গেল, ডিক এতই খুশি হলো যে সে স্টেশনে যেয়ে বিশটা সস্তা বাই-সাইকেল কিনে আনল। এটা এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা ছিল, কারণ রাবার পচে যায়, তবে সে বলল যে তার কৃষ্ণাঙ্গ মজুররা বাই-সাইকেল কেনার জন্য সব সময় অগ্রিম চাইছে। তখন যে প্রশ্নটা আসল সেটা হলো দোকানটা চালাবে কে? যখন প্রকৃতই এর যাত্রা শুরু হবে তখন আমরা একজন স্টোরম্যান রাখতে পারি, ডিক বলল। মেরি চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল। এমনকি শুরু করার পূর্বেই, যখন এটা মনে হচ্ছে যে দোকানের পিছনে তারা যে বিনিয়োগ করেছে সেটা শোধ দিতেই অনেক দিন লেগে যাবে, ঠিক তখনই সে কিনা স্টোরম্যান রাখার কথা বলছে যার পিছনে মাসে কমছে কম ত্রিশ পাউন্ড করে খরচ হবে। একজন কৃষ্ণাঙ্গকে রাখলেই তো হয়, মেরি বলল। যেখানে টাকাপয়সার বিষয় জড়িত, সেখানে তুমি নিগ্রোদেরকে লাথি মারার বেশি বিশ্বাস করতে পার না। সে বলল যে সে ধরেই নিয়েছিল যে মেরি দোকানটা চালাবে, যে কোনো পরিস্থিতিতেই তার তো তেমন কোনো কাজ নেই। এই শেষ মন্তব্যটা সে করল কর্কশ ও অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষায়, ঐ সময়গুলোতে এভাবে মেরিকে সম্বোধন করা তার জন্য সাধারণ একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

মেরি কড়াভাবে বলল যে দোকানের ভিতরে পা রাখার চেয়ে সে বরং মরবে। কিছুতেই সে একাজে রাজি হবে না, কিছুতেই না।

"এই কাজটা তোমাকে কোনোভাবেই ছোটো করবে না।"

"গা দিয়ে দুর্গন্ধ ছড়ানো কাফ্রিদের কাছে জিনিস বিক্রি করা?"

BanglaBook.org

তবে এটা তার নিজের অনুভূতি ছিল না—কাজ শুরু করার আগেই তার অনুভূতি এই রকম ছিল না। সে ডিককে বলতে পারছিল না যে দোকানের গন্ধ তাকে তার ছোট্ট বালিকা বয়সের কথা মনে করিয়ে দেয়, যখন সে ভয়ার্তভাবে দোকানের শেলফে থাকা বোতলের সারিগুলোর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করত তার বাবা সেই রাতে কোন্‌টা ব্যবহার করবে, যখন তার বাবা চেয়ারের উপর বসে মুখ হাঁ করে এবং পা ছড়িয়ে দিয়ে নাক ডেকে ঘুমানোর সময় রাতে তার মা পকেট থেকে টাকা সরিয়ে রাখত আর পরের দিন তাকে দোকানে পাঠাত সেইসব খাদ্য কিনতে যেগুলো মাস শেষের হিসেবের মধ্যে ধরা হতো না। এই জিনিসগুলো সে ডিককে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারত না, কারণ সে তখন মনে মনে ডিক এবং তার নিজের ছেলেবেলার দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিল, তাছাড়া তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা হবে যেন ভাগ্যের সাথে তর্ক করা। অবশেষে সে দোকানে কাজ করতে রাজি হলো, এটা ছাড়া তার আর কিই বা করার ছিল।

বাসায় কাজের মধ্যে থাকা অবস্থায় সে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গাছপালার মধ্যে নতুন চকচকে ছাদ দেখতে পেল; আর মাঝে মাঝে সে ঐ পথ ধরে অনেকদূর এগিয়ে যেয়ে দোকানে কোনো ক্রেতা এসেছে কিনা তা দেখতে লাগল। সকাল দশটার মধ্যে অর্ধ ডজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ও শিশু গাছগুলোর নীচে বসে ছিল। যদি বলা হয় যে সে কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের অপছন্দ করত তাহলে বলতে হবে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদেরকে সে ঘৃণা করত। তাদের অনাবৃত মাংসল, থলথলে ও তামাটে শরীর, তাদের লাজুক আবার একইসাথে অবজ্ঞাপূর্ণ ও অনুসন্ধানী মুখমণ্ডল এবং তাদের কর্কশ ও স্থূল বৈশিষ্ট্যের বাচাল কণ্ঠকে সে ঘৃণা করত। সেই ঐতিহ্যবাহী চিরন্তন ভঙ্গিতে পা ভাঁজ করে ঘাসের উপর তাদের বসে থাকা দেখে তার অসহ্য লাগত; তারা এতটাই শান্ত আর অনাগ্রহী যেন দোকানটা খোলা থাকল না সারাদিনের জন্য বন্ধ থাকল তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। সর্বোপরি, তারা যেভাবে সবাইকে দেখিয়ে স্তন ঝুলিয়ে বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায় সেটা সে ঘৃণা করত, তাদের শান্ত ও পরিতুষ্ট মাতৃত্বের মধ্যে কী যেন একটা ছিল যেটা দেখে তার রক্ত গরম হয়ে যেত। "তাদের বাচ্চারা উকুনের মতো তাদের সাথে ঝুলে থাকে," সে কাঁপতে কাঁপতে স্বগতোক্তি করল, কারণ বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর চিন্তাটা তার কাছে ভয়াবহ ছিল। তার নিজের স্তনের সাথে বাচ্চার ঠোঁট লেগে আছে এই ভাবনাতেই সে অসুস্থবোধ করছিল আর সে তখন নিজের অজান্তেই বুকের উপর হাত চেপে ধরল, যেন কোনো বলাৎকার থেকে সে তার স্তনদু'টো রক্ষা করছিল। যেহেতু অনেক সাদা মহিলাই তার মতো, যারা পরম স্বস্তিতে বাচ্চাদের বোতলের দুধ খাওয়ায়, সে ভালো সঙ্গের মধ্যেই ছিল যেখানে নিজের জন্য চিন্তা করতে হতো না বরং সে চিন্তা করত ঐ সব আজব কালো মহিলাদের নিয়ে; তারা ছিল

BanglaBook.org

ভিনদেশি ও আদিম সৃষ্টি যাদের এমন কদর্য অভিলাষ রয়েছে যেটা সে চিন্তাও করতে পারত না।

প্রায় দশ বারো জনের মতো মহিলাদের সেখানে অপেক্ষা করতে দেখল মেরি, তাদের চকলেট রঙের শরীর, জ্বলজ্বলে মাথা ঢাকার কাপড় আর ধাতুর তৈরি কানের দুল পরিহিত অবস্থায় সবুজ গাছ আর ঘাসের বিপরীতে একটা জমকালো গ্রুপ হিসেবে দেখা যাচিছল, সে আলমারিতে রাখা হুক থেকে চাবিগুলো খুলে নিল (সেগুলো সেখানে রাখা হতো যাতে করে কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যরা সেগুলোর অবস্থান বুঝে তার অগোচরে চুরির জন্য দোকানে প্রবেশ না করে), তারপর হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অপ্রিয় কাজটি শেষ করার জন্য পথ ধরে এগুতে লাগল। সে প্রচণ্ড শব্দ করে দরজাটা খুলত যাতে করে এটা ইটের দেয়ালের সাথে সজোরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। তারপর যখন সে অন্ধকার দোকানে প্রবেশ করত, গন্ধে তার নাক হালকা সংকুচিত হয়ে পড়ত। তখন মহিলারা ধীরে ধীরে ভিড় করত, জিনিসপত্রে টোকা দিয়ে দেখত, আর দাম দেখে কিছুটা আনন্দের অথবা আতঙ্কের অনুভূতি প্রকাশ করে উজ্জ্বল পুঁতিগুলো তাদের কালো চামড়ার সাথে সেঁটে ধরে রাখত। ছেলেপুলেগুলো মায়েদের পিঠে ঝুলে থাকত (বানরের মতো, মেরি ভাবত), অথবা তাদের স্কার্ট আঁকড়ে ধরে সাদা-চামড়ার মেরির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত, তাদের চোখের কোণে তখন মাছির ঝাঁক বসে থাকত। সেখানে মেরি সম্ভবত আধা ঘণ্টা নির্লিপ্ত দাঁড়িয়ে থাকত, হাতের আঙুল দিয়ে কাঠের সাথে শব্দ করত এবং সংক্ষেপে জিনিসপত্রের দাম ও গুণাগুণ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিত। সে মহিলাদেরকে দর-কষাকষি করে আনন্দ পাবার কোনো সুযোগ দিত না। কিছু সময় অতিবাহিত হলেই জিনিসপত্রে ঠাসা দোকানের মধ্যে এই বাচাল শয়তান লোকদের ভিড়ে তার অসহ্য লাগত। সে তখন কিচেন্ কাফির ভাষায় কড়াভাবে বলত, "তাড়াতাড়ি কর!" তখন তারা একজন একজন করে বের হয়ে যেত, নিজেদের সম্পর্কে তার অপছন্দ আঁচ করতে পেরে তাদের আনন্দ-উল্লাস শীঘ্রই ম্রিয়মাণ হয়ে যেত।

"তারা কখন একটা পুঁতির মালার পিছনে ছয় পেনি ব্যয় করবে, শুধু সেই জন্য কি আমাকে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?"

"কিন্তু এতে করে তুমি কিছু একটা করার সুযোগ তো পেয়েছ,", মেরির দিকে না তাকিয়েই সে তার নতুন অর্জিত নির্মম উদাসীনতা নিয়ে উত্তর দিল।

দোকানটাই মেরিকে শেষ করল: কারণ হলো কাউন্টারের পিছনে থেকে বেচাকেনা করা আর যে দোকানটা ঐ পথ ধরে পাঁচ মিনিটেরও হাঁটার রাস্তা না, যে পথে হাঁটার সময় পাশের ঘন জঙ্গল ও ঘাসের ভিতর থেকে কিটেরা তার পায়ের উপর এসে পড়তে পারে, সেটা সবসময় একটা ভার হিসেবে তার চৈতন্যজুড়ে

BanglaBook.org

থাকা। তবে আপাতদৃষ্টিতে বাইসাইকেলগুলোই তার পতনের কারণ। যে কারণেই হোক সেগুলো বিক্রি হলো না। কারণ বলা কঠিন, তবে সম্ভবত কৃষ্ণাঙ্গরা যে ধরনের বাইসাইকেল চাইত, এগুলো সে ধরনের ছিল না। শেষমেষ একটা বিক্রি হয়েছিল, তবে বাকিগুলো পিছনের কামরাটায় উল্টো করে ঠেস দেয়া অবস্থায় রাবারের টিউবের গড়াগড়ির মাঝে লোহার কঙ্কালের মতো পড়ে থাকল। রাবারগুলো পচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাবার পর সেগুলোকে দেখতে ক্যানভাসের উপর ধূসর রঙের ছোটো ছোটো টুকরার মতো লাগল। এভাবে আরো প্রায় পঞ্চাশ পাউন্ড নষ্ট হলো। দোকানটিতে কার্যত কোনো লোকসান না হলেও তারা তেমন লাভের মুখও দেখছিল না। তবে বাইসাইকেলের খরচ আর দোকানঘর তৈরির খরচ হিসাব করলে পুরো উদ্যোগটাই ছিল বড়ো ধরনের লোকসানের, তাদের তখন শুধু একটাই চাওয়া থাকতে পারত, সেটা হলো যে জিনিসগুলো অবশিষ্ট আছে সেগুলোতে যেন লোকসান না হয়। তারপরও ডিক দোকানটা বন্ধ করে দিতে রাজি হলো না।

"দোকানটা টিকে আছে," সে বলল। "এটা থেকে আমরা আর লোকসান দেব না। তুমি এটা চালিয়ে যাও তো, মেরি। তোমার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।"

কিন্তু মেরি তখন বাইসাইকেল থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড লোকসানের কথা ভাবছিল। ঐ টাকা দিয়ে ঘরের ছাদ দেয়া যেত, অথবা ঘরের সস্তা ও ভাঙাচোরা আসবাবপত্র বদলিয়ে ভালো একসেট আসবাবপত্র কেনা যেত, এমনকি এক সপ্তাহের অবকাশও যাপন করা যেত।

মেরি সবসময় ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করে আসলেও, কখনও তা সম্ভব বলে মনে হয়নি, সেই ছুটি কাটানোর ভাবনাটা আসতেই মেরির চিন্তাধারা নতুন মোড় নিল। কিছু সময়ের জন্য সে তার জীবনের নতুন মানে খুঁজে পেল।

ইদানীং মেরি সবসময় সন্ধ্যায় ঘুমাত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমাত সে। এটা তার জন্য দ্রুত সময় পার করার একটা উপায় ছিল। বেলা একটার দিকে সে শুয়ে পড়ত আর উঠত সেই বিকেল চারটার পরে। তারপরেও আরো দুই ঘণ্টা মতো ডিক বাড়ির বাইরে থাকত, কাজেই সে তখন কিছুটা আধজাগা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে থাকত, তখনও তার ঘুমের রেশটা কাটত না, তার গাল শুষ্ক থাকত এবং মাথাব্যথা করত। আর এই দুই ঘণ্টার অর্ধ-সচেতন অবস্থার মধ্যেই সে তার হারিয়ে যাওয়া সুন্দর সময়ের স্বপ্ন দেখত, যখন সে অফিসে চাকরি করত আর 'লোকেরা তাকে দিয়ে বিয়ে করানোর' আগ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করত। এভাবেই সে ব্যাপারটাকে নিজের কাছে ব্যাখ্যা করত। বিষণ্নতায় ডুবে থেকে সময়গুলো নষ্ট করার সময়ই সে ভাবতে শুরু করল যে ডিক যদি শেষ

BanglaBook.org

পর্যন্ত কিছু টাকাপয়সার মুখ দেখে, তখন তারা আবার শহরে যেয়ে বসবাস শুরু করলে ব্যাপারটা কেমন হবে, যদিও স্বাভাবিক মুহূর্তগুলোতে সে বুঝতে পারত ডিক কখনও টাকার মালিক হতে পারবে না। মেরি এই চিন্তাও করল যে সে যদি পালিয়ে গিয়ে তার আগের জীবন শুরু করে তাহলেও তাকে ঠেকানোর কেউ নেই; তবে বন্ধুদের কথা ভেবে সে এই কাজ থেকে বিরত থাকল, এইভাবে বিয়ে ভেঙে গেলে তারা কী বলবে? তার বন্ধুদের কথা, মানুষ সম্পর্কে তাদের বাছবিচারের কথা স্মরণ করে মেরি তার চিরাচরিত নীতিবোধটাকেই ধরে রাখল, যদিও তার বাস্তব জীবনের সাথে সেটার কোনো যোগসূত্রই ছিল না। তার ব্যর্থতার রেকর্ড নিয়ে সে আবার তাদের সাথে দেখা করবে এই চিন্তাটাই তাকে আহত করত, কারণ "নিজে যেমন চেয়েছিল তেমন না হতে পেরে" তার মধ্যে সবসময় একটা হীনম্মন্যতাবোধ কাজ করত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই বাক্যাংশটি তার মনে সবসময় খেলা করত আর সেটা এখনও তার মনকে বিষিয়ে তুলত। কিন্তু নিজের দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে এতই প্রকট হয়ে গিয়েছিল যে বন্ধুদের কথা সে মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করল। তখন তার একমাত্র চিন্তাই ছিল কীভাবে সে এই অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে আগের জীবনে ফিরে যাবে। তবে তার এখনকার জীবন এবং আগের সেই জীবন যখন সে ছিল লাজুক ও নির্লিপ্ত আবার একই সাথে পরিবেশ মেনে চলতে পারা এক মেয়ে, এই দু'য়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। সে নিজেও সেই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিল, তবে সেটাকে যে দূরই করা যাবে না সে এমনটা ভাবত না। সে বরং ভাবত যে নাটকে তার জন্য মানানসই চরিত্র থেকে তাকে বাদ দিয়ে হঠাৎই এক অপরিচিত চরিত্রে তাকে অভিনয় করতে দেয়া হয়েছে। সে যে নিজে বদলে গেছে এই ভাবনাটা তার মধ্যে আসল না, বরং অভিনীত চরিত্রের সাথে নিজের অমিলটাই তাকে হতোদ্যম করল। এখানকার মাটি, এখানকার কালো মজুরেরা, যারা সবসময় তাদের জীবনের এত কাছে থেকেও আবার তাদের থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন, খামারের পোশাক পরা ও হাতে তেল মাখা অবস্থায় ডিকের উপস্থিতি—এই জিনিসগুলোর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, তার কাছে সেগুলো বাস্তব কিছু না। অথচ এগুলোকে তার উপরে নিষ্ঠুরভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

ধীরে ধীরে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, সে নিজেকে বুঝিয়ে এই বিশ্বাসে উপনীত হলো যে শুধুমাত্র ট্রেন ধরে শহরে ফিরে গেলেই সে আগের সেই সুন্দর শান্তিময় জীবন, যার জন্য তার জন্ম হয়েছে, সেটা আবার শুরু করতে পারবে।

তারপর একদিন যখন চাকরটা মুদির জিনিসপত্র, মাংস আর চিঠিপত্রের ভারী বস্তা নিয়ে স্টেশন থেকে ফিরল, সে তখন সাপ্তাহিক খবরের কাগজটা হাতে তুলে নিল, সে জন্ম এবং বিয়ের ঘোষণাগুলোর দিকে নজর দিল (তার পুরোনো বন্ধুরা

BanglaBook.org

সে ঐ কামরা থেকে চলে গেল। পর্দার ওপাশে যেয়ে নিজেও পোশাক বদলানোর সময় সে আবার অপরাধের তীব্র অনুশোচনা বোধ করল। বিয়ে করার কোনো অধিকার তার ছিল না, কোনো অধিকার না, কোনো অধিকার না। সে মৃদু কণ্ঠে এটা বলে গেল আর কথাটার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে নিজেকে শাস্তি দিল। যখন সে ভীরুভাবে দেয়ালে টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকে মেরিকে পিঠ ফিরে শুয়ে থাকতে দেখল, সে তার দিকে এগিয়ে গেল লাজুক ভালোবাসা নিয়ে, যার ছোঁয়াটাই কেবল মেরি সহ্য করতে পারত।

এটা অতটা খারাপ না, শেষ হলে সে ভাবল, ঐটার মতো খারাপ না। তার নিজের অবশ্য আদৌ ভালো লাগেনি। মেরির প্রত্যাশা ছিল জুলুম আর চাপিয়ে দেয়া বোঝা, তবে কিছুই বোধ না করে সে স্বস্তি পেল। নিজে কোনো কিছু বোধ না করলেও সে মেয়েলিভাবে তার নিজের উপহার এই অধম ও অচেনা ব্যক্তিকে অর্পণ করতে সক্ষম হলো। যৌনসম্পর্ক থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়া, এটার থেকে নিজেদের রক্ষা করার এক অসাধারণ ক্ষমতা মেয়েদের থাকে, আর সেটা এমনভাবে যে তাদের পুরুষেরা অবদমিত আর অপমানিত বোধ করলেও অভিযোগ করার মতো বাস্তব কোনো কারণই খুঁজে পাবে না। মেরিকে এটা শিখতে হয়নি, কারণ তার স্বভাবের মধ্যেই এটা ছিল, তাছাড়া সে কিছু আশাই করেনি, এই ব্যক্তির কাছ থেকে তো একেবারেই না, যে রক্তমাংসের একজন মানুষ হওয়ার ফলে উপহাসের পাত্র ছিল, যে তার কল্পনায় আঁকা ব্যক্তি যাকে সে হাত ও ঠোঁট দিলেও দেহ দিত না, তার সাথে মেলে না। আর এতে যদি ডিক নিজেকে বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত মনে করত, এবং এর প্রেক্ষিতে যদি নিজেকে তার নিষ্ঠুর আর বোকা মনে হতো, তাহলে তার অপরাধবোধ থেকে সে বুঝত যে এটাই তার প্রাপ্য। সম্ভবত এই অপরাধবোধ করাটা তার দরকার ছিল। সম্ভবত বিয়েটা মোটের উপর খারাপ হয়নি? এমন অসংখ্য বিয়ে আছে যেখানে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অবিচার পেয়েছে ভেবে ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়লেও, জুটি হিসাবে ভালো করছে, যদিও তাদের জীবনধারণের ধরন অনুসারে প্রয়োজন হলে তারা একে অপরের জীবনকে দুর্বিষহ করে দিচ্ছে। সে যাই ঘটুক না কেন, বাতিটা নেভানোর জন্য হেলে পড়তেই সে দেখল মেরির ছোটো হিলযুক্ত জুতা কাত হয়ে চিতাবাঘের চামড়ার উপর পড়ে আছে, যে চিতাবাঘ সে গত বছরে শিকার করেছিল। নিজেকে হীন ভাবার তপ্ত শিহরণ নিয়ে আবার নিজেকে শোনাল "আমার কোনো অধিকার ছিল না"।

মেরি যখন দেখল নিভু নিভু বাতির দপ দপ করে জ্বলা অসংযত শিখাটা দেয়াল, চাল এবং চকচকে জানালার কাঁচে লাফ দিয়ে পড়ছে, তখন সে ডিককে আলগে রাখতে তার হাত ধরে ঘুমিয়ে পড়ল, ঠিক যেভাবে সে নিজে আহত করেছে এমন কোনো শিশুর হাত ধরে সে ঘুমাতে পারত।

BanglaBook.org

চতুর্থ অধ্যায়

ঘুম থেকে উঠে সে বিছানায় নিজেকে একা দেখতে পেল, ঘরের পিছনের কোনো এক জায়গা থেকে ঘণ্টা বাজানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সে জানালা দিয়ে গাছের উপরে পড়া কোমল সোনালি আলো দেখতে পেল, সাদা দেয়ালের উপর সূর্যের মৃদু গোলাপি আলোকচ্ছটা পড়ায় দেয়ালের সাদা রঙ-এর অমসৃণ কণাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তার দেখা অবস্থাতেই সেগুলো গাঢ় হয়ে পরিষ্কার হলুদ রঙ ধারণ করে কামরাটিতে সোনালি রেখা তৈরি করেছিল, যার ফলে রাতে বাতির নিষ্প্রভ আলোতে এটাকে যেমন দেখা গিয়েছিল, এখন তার চেয়েও ছোটো, নিচু আর আলগা লাগছিল। কিছু সময়ের মধ্যেই ডিক পায়জামা পরিহিত অবস্থায় ফিরে আসল, হাত দিয়ে মেরির গাল স্পর্শ করতেই ত্বকে খুব সকালের ঠাণ্ডা অনুভব করতে পারল সে।

"ঘুম ভালো হয়েছে তোমার?"

"হ্যাঁ, ধন্যবাদ।"

"এখনই চা আসবে।"

তারা একে অপরের সাথে মার্জিত ও অপ্রতিভ আচরণ করে রাতের ঘনিষ্ঠতাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল। ডিক বিছানার প্রান্তে বসে বিস্কুট খাচ্ছিল। এক বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ চায়ের ট্রে নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল।

"এই হলো তোমার নতুন গৃহকর্ত্রী।"

"আর ও হচ্ছে স্যামসন, মেরি।"

BanglaBook.org

বয়স্ক ভৃত্যটি মাটিতে চোখ রেখে বলল, "সুপ্রভাত, ম্যাডাম।" তারপরে ডিকের দিকে তাকিয়ে সে বিনম্রভাবে বলল, "খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, বস্।" যেন এই কথাটাই তার কাছ থেকে আশা করা হচ্ছিল।

ডিক হাসতে হাসতে বলল, "সে তোমার দেখাশোনা করবে, সে কোনো জঘন্য লোক না।"

এই উপেক্ষাপূর্ণ প্রথাগত মনোভাবে মেরি ক্ষুব্ধ হলো; পরে এটা কেবলই যে একটা বাহ্যিক প্রকাশ রীতি সেটা বুঝতে পেরে সে শান্ত হলো। তার মধ্যে তখন একটা ক্ষোভ কাজ করায় সে স্বগতোক্তি করছিল, "সে নিজেকে কী ভাবে?" তবে ডিক তার এই মনোভাব সম্পর্কে অসচেতন থাকার ফলে বোকার মতো সুখী বোধ করছিল।

দ্রুত দুই কাপ চা শেষ করে পোশাক বদলের জন্য বের হয়ে গেল ডিক। খাকি হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরে জমিতে যাবার আগে বিদায় নিতে আবার ফিরে আসল। সে চলে গেলে মেরিও উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখল। আগের রাতে এসে তারা প্রথম যে কামরাটায় প্রবেশ করেছিল স্যামসন সেটা পরিষ্কার করছিল, সকল আসবাবপত্র সরিয়ে মাঝখানে এনে রেখেছিল সে, কাজেই মেরি তাকে পেরিয়ে ছোটো বারান্দায় চলে গেল, যেটা ছিল ইটের তৈরি তিনটা পিলারের উপর বসানো টিনের চালের একটা সংযোজন, পিলারগুলো নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। সেখানে গাঢ় সবুজ রঙের পেইন্ট করা কিছু পেট্রোলের খালি টিন ছিল, পেইন্টগুলো জায়গায় জায়গায় ক্ষয়ে আর ভেঙে গেছে। টিনগুলোতে জেরানিয়াম এবং কিছু ফুলজাতীয় গুল্ম লাগানো ছিল। বারান্দার দেয়ালের বাইরে বালিতে ভরা একটা খোলা জায়গা পড়ে ছিল, তার ওপাশে নিচু ঝোপঝাড় যেটা লম্বা ও উজ্জ্বল ঘাসে ভরা জলাভূমি পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল। তারপর থেকে আবার শুরু হয়েছিল জঙ্গল, জলাভূমি ও খাড়া ঢালের তরঙ্গ যেটা দিগন্তে যেয়ে পাহাড়ে মিশেছিল। সে দেখতে পেল বাড়িটি তৈরি করা হয়েছে মোটামুটি উঁচু একটা সমতলের উপর যেটা কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে ছোটো ছোটো পাহাড়ের নীল, আবছা আর মনোরম বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে ছিল, বেষ্টনীটা বাসার সামনের দিক থেকে বেশ দূরে কিন্তু পিছনের দিক থেকে বেশ কাছে। মেরি ভাবল এখানে গরম লাগার কথা যেহেতু জায়গাটা চারদিক থেকে ঘেরা। কিন্তু সে যখন চোখের উপর হাত দিয়ে জলাভূমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, তখন গাছের পত্রসমষ্টি, সূর্যের আলোতে চকচক করা ঘাসের নিরন্তর বিস্তৃতি এবং পরিষ্কার ও বাঁকা নীল আকাশসহ জায়গাটাকে তার কাছে বিস্ময়কর ও মনোরম লাগল। মেরি পাখিদের দলবদ্ধ গান শুনতে পাচ্ছিল, এমন তীক্ষ্ণ আর তরঙ্গায়িত শব্দ সে আগে কোনোদিন শোনেনি।

BanglaBook.org

সে হেঁটে বাড়িটার পিছন দিকে আসল। এটাকে সে আয়তাকার দেখতে পেল: ইতিমধ্যেই সে সামনের দু'টো কামরা দেখেছিল, সেগুলোর পিছনেই ছিল রান্নাঘর, স্টোর রুম এবং গোসলখানা। একটা ছোটো পথের শেষে ঘাসের আড়ালে সরু সেন্ট্রি-বক্স আকারের একটা বিল্ডিং রয়েছে, যেটা ছিল শৌচাগার। একপাশে মুরগির ঘর, সেখানে তার দিয়ে তৈরি করা একটা বড়ো খোঁয়াড় হাড্ডিসার সাদা মুরগির বাচ্চায় ঠাসা রয়েছে, শক্ত আলগা মাটির উপর ছড়িয়ে থাকা টার্কিগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে করতে খাবার খাচ্ছিল। সে পিছন দিকে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে ঘরে ঢুকল, রান্নাঘরে একটা কাঠের চুলা এবং জঙ্গলের গাছের ছোটো ছোটো কাঠ দিয়ে বানানো বড়ো একটা টেবিল যা মেঝের অর্ধেক অংশ জুড়ে রয়েছে। স্যামসন তখন শোবার ঘরে বিছানা প্রস্তুত করছিল।

নিজে মালিক হিসেবে সে এর আগে কখনও কৃষ্ণাঙ্গদের সংস্পর্শে আসেনি। মায়ের চাকরের সাথে কথা বলা তার নিষেধ ছিল, ক্লাবে সে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি দয়াপরবশ ছিল, তবে 'কৃষ্ণাঙ্গ সমস্যা' বলতে সে যেটা বুঝত সেটা হলো চায়ের পার্টিতে চাকর-বাকর নিয়ে অন্য মহিলাদের অভিযোগ। অবশ্যই সে তাদেরকে ভয় করত। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যেক মেয়েই এই ভয় নিয়ে বড়ো হয়। শৈশবকালে তার একা বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল। যখন সে কারণ জিজ্ঞাসা করত, তখন তার মা সেই অলক্ষিত ও নিচু কিন্তু অকপট কণ্ঠে বলত যে তারা জঘন্য, এবং তার ভয়ংকর ক্ষতি করে দিতে পারে।

অথচ এখন তাকে এই কৃষ্ণাঙ্গদের সাথেই সংগ্রাম করতে হবে — সে ধরেই নিয়েছিল যে এটা হবে এক সংগ্রাম — সে অনীহা বোধ করেছিল, তবে কোনো কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ার ব্যাপারেও সে সংকল্পবদ্ধ ছিল। কিন্তু সে স্যামসনকে পছন্দ করতে শুরু করেছিল, সে ছিল সদয় মুখের বৃদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ যাকে দেখলে শ্রদ্ধার ভাব জাগে। মেরি শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "রান্নাঘরটা দেখবেন, মিসেস?"

মেরির প্রত্যাশা ছিল যে ডিক তাকে সবকিছু দেখাবে, কিন্তু এই কৃষ্ণাঙ্গটির ব্যগ্রতা দেখে সে রাজি হয়ে গেল। সে খালি পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে মেরির সামনে এসে তাকে পিছনের দিকে নিয়ে গেল। সেখানে সে ভাঁড়ার ঘর খুলল — এটা ছিল বিভিন্ন জিনিসে ঠাসা একটা প্রায় অন্ধকার একটা কামরা যার জানালা ছিল অনেক উঁচুতে; সেখানে চিনি, ময়দা এবং শস্যদানা রাখার জন্য বড়ো বড়ো ধাতব পাত্র মেঝেতে সাজিয়ে রাখা ছিল।

"বসের কাছে চাবি আছে," সে ব্যাখ্যা করল, সে যাতে চুরি করতে না পারে সেজন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেটাই সে মামুলিভাবে গ্রহণ করেছে, এই ব্যাপারটা ভেবে মেরি মজা পেল।

BanglaBook.org

স্যামসন আর ডিকের মধ্যে একটা দারুণ বোঝাপড়া ছিল। ডিক সবকিছু তালাবদ্ধ করে রাখত, তবে যে জিনিস যতটুকু দরকার তার তিনভাগের একভাগ বেশি বের করে রাখত, যেটা স্যামসন নিয়ে নিত, এবং এটাকে সে কোনো চুরি মনে করত না। কিন্তু ঐ অকৃতদার পুরুষের ঘরে চুরি করার মতো বেশি কিছু ছিল না, কাজেই এখন যেহেতু একজন মহিলা এই সংসারে এসেছে, স্যামসন আরো ভালো কিছুর আশা করছিল। সম্মান ও শিষ্টাচার দেখিয়ে সে লিনেনের অপ্রতুল সরবরাহ, গৃহসরঞ্জাম, স্টোভ জ্বালানোর পদ্ধতি, পিছনের কাঠের স্তূপ, এসবকিছুই মেরিকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল, ঠিক যেমন একজন কেয়ারটেকার যথার্থ মালিককে চাবি বুঝিয়ে দেয়। মেরি তাকে বলার পর সে গাছের ডালের সাথে বাঁধা পুরাতন লাঙলের চাকতি, যেটা খড়ির গাদার উপর ঝুলছিল, এবং এটাকে আঘাত করার জন্য মালবাহী গাড়ির মরিচা ধরা লোহার বল্টু দেখাল। সকালে হাঁটার সময় এটা বাজানোর শব্দই মেরি শুনেছিল, এটা একবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় বাজানো হয় কাছের ঐ কম্পাউন্ডে শুয়ে থাকা চাকরদেরকে ঘুম থেকে তোলার জন্য, তারপর দুপুর সাড়ে বারোটায় এবং দুইটায় আবার বাজানো হয় দুপুরের খাবারের ছুটি নির্দেশ করতে। শব্দটা ছিল ভারী, ধাতব এবং কর্ণভেদী যেটা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ত।

ভৃত্যটা যখন নাস্তা তৈরি করছিল, সেই সময়ে সে ঘরের পিছন দিকে গেল; খুব বেশি গরমের কারণে পাখিদের গান ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই সকাল সাতটার সময়ই মেরির কপাল ভিজে গিয়েছিল এবং গা-হাত-পা চটচটে হয়ে গিয়েছিল।

আধা ঘণ্টা পরে ডিক আসল, মেরিকে দেখে খুশি হলো সে। তবে সে ব্যস্ত ছিল, ঘরের মধ্য দিয়ে সরাসরি পিছন দিকে চলে গেল, তখন মেরি স্যামসনের উদ্দেশ্যে ডিকের 'কিচেন কাফির' ভাষায় করা বকাবকি শুনতে পেল, যেটার একটা শব্দও সে বুঝল না। তারপরে ডিক ফিরে এসে বলল,

"ঐ বুড়ো বোকাটা আবার কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম।"

"কোন কুকুরগুলো?"

সে ব্যাখ্যা করে বোঝাল, "আমি যখন এখানে থাকি না, তখন কুকুরগুলো অস্থির হয়ে নিজেরাই বেরিয়ে পড়ে শিকারের উদ্দেশ্যে, কখনও কখনও বেশ কয়েকদিনের জন্য। এটা সব সময়ই আমার অনুপস্থিতিতে ঘটে। সে কুকুরগুলোকে বের হয়ে যেতে দেয় আর তখন তারা ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝামেলায় পড়ে। সে এতই অলস যে তাদেরকে ঠিকমতো খেতে দেয় না।"

BanglaBook.org

সে খাবার খেল গম্ভীর ও নীরব হয়ে, চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে উত্তেজিত। রোপণযন্ত্রটা ভেঙে গেছে, পানিবাহিত গাড়িটির একটা চাকা নষ্ট হয়ে গেছে, নিতান্তই অসাবধানতাবশত ওয়াগনটার ব্রেক চালু থাকা অবস্থাতেই টিলা পর্যন্ত চালানো হয়েছে। সে আবার তার কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছিল, তার মধ্যে সেই পরিচিত বিরক্তির ভাব এবং কাজের অদক্ষতা নিয়ে সেই স্বভাবগত অসহায়বোধ করার ভাব দেখা যাচ্ছিল। মেরি কোনো মন্তব্য করল না, এগুলোর সবই তার কাছে অপরিচিত বিষয় ছিল।

নাস্তা শেষ করার সাথে সাথে সে চেয়ার থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মেরি একটা রান্নার বই খুঁজে পেয়ে সেটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। সকালের মাঝামাঝি সময়ে কুকুরেরা ফিরে আসল, দু'টো বড়ো সাইজের দো-আঁশলা কুকুর, পালিয়ে যাবার অপরাধে তারা স্যামসনের প্রতি প্রসন্নভাবে ক্ষমার আকুতি দেখাল, তবে নতুন আসা মেরিকে তারা পাত্তা দিল না। তারা বেশি করে পানি পান করল, সেটা করতে যেয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে পানি ফেলে পানির একটা রেখা তৈরি করে ফেলল, তারপর শোয়ার জন্য চলে গেল সামনের কামরায় বিছানো চামড়ার পাটির উপর, তারা জঙ্গলে যে প্রাণীগুলো শিকার করেছিল সেই প্রাণীদেহের উগ্র গন্ধ তাদের শরীরে তখনও লেগে ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ স্যামসন শিষ্টাচার আর ধৈর্য নিয়ে তার রান্নার অনুশীলন দেখছিল, সেটা শেষ হলে সে তখন কিচেন কাফির-এর উপর লেখা একটা হ্যান্ডবুক হাতে নিয়ে বিছানায় আয়েশ করে বসল। দৃশ্যত এই জিনিসটাই তার প্রথমে শেখা দরকার, কারণ স্যামসনের কাছে সে নিজেকে বোঝাতে পারছিল না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম অধ্যায়

মেরি তার নিজের জমানো টাকা থেকে কিছু ফুলেল সামগ্রী কিনল, গদিগুলোকে কভার দিয়ে ঢাকল, পর্দা বানাল, সামান্য কিছু লিনেন, বাসনকোসন এবং পোশাক বানানোর জিনিস কিনল। ধীরে ধীরে ঘরটা থেকে মলিন দারিদ্র্যের ছাপ মুছে গেল, তার বদলে উজ্জ্বল পর্দা আর কিছু ছবির সৌজন্যে একটা পরিমিত সৌন্দর্যের আভা ফুটে উঠল সেখানে। মেরি কঠোর পরিশ্রম করত এই প্রত্যাশায় যে কর্মস্থল থেকে ফিরে আসার পর ডিকের চোখে পছন্দ আর বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে উঠবে এবং সে প্রতিটি নতুন পরিবর্তন মনোযোগ দিয়ে দেখবে। এখানে আসার একমাস পর সে ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করে দেখল সেখানে আর নতুন করে কিছু করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, তার হাতে আর কোনো টাকাও ছিল না।

জীবনের নতুন ছন্দের সাথে সে নিজেকে সহজেই মানিয়ে নিয়েছিল। এই পরিবর্তনটা তার কাছে এতই আকর্ষণীয় ছিল যেন সে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ বনে গিয়েছিল। প্রতিদিন সকালে লাঙলের ফলার শব্দে তার ঘুম ভাঙার পর সে ডিকের সাথে বিছানাতেই চা পান করত। ডিক ক্ষেতে চলে গেলে সে ঐদিনের জন্য মুদির জিনিস বের করে রাখত। সে এতই চুলচেরা হিসেব করত যে স্যামসন মনে করল অবস্থার উন্নতির চেয়ে অবনতিই হয়েছে বেশি, এমনকি আগে অলিখিত বুঝাপড়া অনুযায়ী অতিরিক্ত যে এক তৃতীয়াংশ বরাদ্দ সে পেত সেটাও বাদ চলে গিয়েছিল, আর মেরি ভাঁড়ারের চাবি সবসময় তার বেল্টের সাথে বেঁধে রাখত। সকালের নাস্তার সময় আসতে না আসতেই সে গৃহস্থালির সব কাজ শেষ করে ফেলত, শুধুমাত্র হালকা রান্না করার কাজটা বাকি থাকত। তবে স্যামসন তার

BanglaBook.org

চেয়ে ভালো রাঁধুনি ছিল, কাজেই রান্না শুরুর কিছু সময়ের মধ্যেই সে এটা স্যামসনের দায়িত্বে ছেড়ে দিত। সকাল থেকে দুপুরের খাবারের সময় পর্যন্ত সারাটা সময় জুড়ে সে সেলাই করত, দুপুরের খাবার গ্রহণের পর আবার সেলাই শুরু করত। রাতের খাবার গ্রহণের পরক্ষণেই সে ঘুমাতে যেত, সারা রাত শিশুর মতো ঘুমাত সে।

শক্তি আর দৃঢ়তার নতুন উচ্ছ্বাসে জিনিসপত্র গোছগাছ করে এবং ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোকে খুব গুরুত্বের সাথে নিয়ে সে সত্যিই জীবনটাকে উপভোগ করল। বিশেষ করে ভোরবেলাটা তার খুব ভালো লাগত, কারণ সময়টা ছিল অতিরিক্ত গরমে তার অসাড় ও ক্লান্ত হয়ে পড়ার আগের সময়। সে ঐ জায়গার নতুন আয়েশকে পছন্দ করত, আর পছন্দ করত ডিকের প্রশংসা। মেরি যা করছিল সেটার জন্য তার গর্ব এবং প্রেমময় কৃতজ্ঞতাবোধ (কারণ সে কখনও ভাবতেও পারেনি যে তার নিভৃত বাসা এইরকম পরিপাটি দেখাবে) তার হতাশাকে ম্লান করে দিত। মেরি যখন ডিকের মুখের সেই হতভম্ব ও বেদনাবিধুর দৃষ্টি দেখত, তখন সে তার প্রতি বিরক্ত হতো, কাজেই ডিকের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে সে আর চিন্তা করত না।

ঘর পরিপাটি করার সব কাজ যখন শেষ, তখন সে পোশাক তৈরির দিকে মনোযোগ দিল আর এইভাবে সে একটা বিয়ের পোশাক বানাল। বিয়ের কয়েকমাস অতিবাহিত হতেই সে দেখল তার আর নতুন কিছুই করার নেই। হঠাৎই সে দিনের পর দিন নিজেকে কর্মব্যস্তহীনভাবে আবিষ্কার করল। সহজাতভাবেই আলস্যকে বিপদ ভেবে এড়িয়ে চলার জন্য সে অন্তর্বাস সেলাইয়ের কাজে লেগে গেল, আর যে সব জিনিস নকশা করা সম্ভব তার সবগুলোই সে নকশা করল। সারাটা দিন সে বসে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেলাই-ফোঁড়নের কাজ করত, যেন সুন্দর নকশাই তার জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখবে। সে একজন তুখোড় সেলাইয়ে ছিল, কাজেই ফলাফলটা ছিল দারুণ। ডিক তার কাজের প্রশংসা করত, সে নিজে মুগ্ধও হতো, কারণ মেরির এখানে মানিয়ে নেয়ার সময়টাকে সে কঠিন হবে বলেই প্রত্যাশা করেছিল, ভেবেছিল এই নিঃসঙ্গ জীবনকে প্রথমে তার কাছে কঠিন লাগবে। কিন্তু নিঃসঙ্গতার কোনো চিহ্নই তার মধ্যে দেখা গেল না, সারাদিন ধরে সেলাই কাজে ব্যস্ত থেকে তাকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট মনে হলো। আর এই পুরো সময়টা ডিক তার সাথে একজন ভাইয়ের মতো ব্যবহার করল, কারণ ডিক ছিল সংবেদনশীল মানুষ, সে অপেক্ষা করছিল সেই সময়ের জন্য যখন মেরি নিজ থেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। ডিকের ভালোবাসা স্নেহময়তার চেয়ে বেশি কিছু নয় এটা বুঝতে পেরে মেরি যে স্বস্তি পেত সেটা সে লুকিয়ে রাখতে পারত না,

BanglaBook.org

আর সেটা দেখেই ডিক মনে মনে খুব কষ্ট পেত, যদিও সে আশা করত শেষমেষ এটা ঠিক হয়ে যাবে।

একটা সময়ে নকশার কাজও শেষ হয়ে গেল, তখন সে আবার কর্মহীন হয়ে পড়ল। আবারও সে করার মতো কোনো না কোনো কাজ খুঁজতে লাগল। সে এই সিদ্ধান্তে আসল যে দেয়ালগুলো নোংরা এবং টাকা বাঁচানোর জন্য সে নিজ হাতে সেগুলো সাদা রঙ করবে। কাজেই দুই সপ্তাহ ধরে ডিক ঘরে আসলেই দেখতে পেত আসবাবপত্রগুলো কামরার মাঝখানে ঠাসাঠাসি করা এবং ঘন ও সাদা উপাদানে ভর্তি বালতিগুলোকে মেঝেতে রেখে দেয়া। তবে মেরি খুব নিয়মবদ্ধভাবে একাজ করত। একটা কামরার কাজ শেষ করে সে অন্য কামরার কাজ শুরু করত। মেরি কোনো রকম অভিজ্ঞতা এবং জানাশোনা ছাড়াই এই কাজে হাত দিয়েছিল, তার দক্ষতা ও আত্মপ্রত্যয় দেখে ডিক মুগ্ধ হলো, তবে সে শংকিতও ছিল। এই শক্তি এবং কর্মক্ষমতা দিয়ে সে কী করবে? মেরিকে এই রকম দেখে তার নিজের আত্মপ্রত্যয় আরো কমে যেত, কারণ সে ভালো করেই জানত যে তার নিজের মধ্যে এই গুণাবলির অভাব ছিল। শীঘ্রই দেয়ালগুলো, যার প্রতিটা ইঞ্চি মেরি নিজে একনাগাড়ে কয়েকদিন অমসৃণ মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে থেকে রঙ করেছে, সেগুলো উজ্জ্বল ও নীলাভ-সাদা দেখাচ্ছিল।

সে তখন ক্লান্ত বোধ করছিল। কিছু সময়ের জন্য বড়ো সোফার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে হাত ভাঁজ করে বসে থাকতে তার খুব ভালো লাগল। নিজেকে অস্থির লাগছিল তার, এতই অস্থির যে কী করতে হবে সে সেটাও বুঝতে পারছিল না। নিজের আনা উপন্যাসগুলোর প্যাকেট খুলে পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগল। বইগুলো সে অনেক বছর আগে একটা স্তূপ থেকে সংগ্রহ করেছিল। প্রত্যেকটা বই সে অনেকবার পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছিল, গল্পগুলো সে এমনভাবে রপ্ত করেছিল যেমন শিশুরা মায়েদের কাছ থেকে জানা কল্পকাহিনিগুলো শুনে শুনে রপ্ত করে ফেলে। এক সময় তার জন্য এই বইগুলো ছিল ওষুধের মতো, নিদ্রাকুসুমের মতো; এখন ঐ বইগুলো পড়ার সময় সে পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিল আর ভাবছিল এগুলোর আকর্ষণ কেন হারিয়ে গেল। দৃঢ়তার সাথে বইয়ের পাতাগুলো উল্টালেও তার মন ছিল বিক্ষিপ্ত, প্রায় এক ঘণ্টা পড়ার পর সে বুঝতে পারল যে তার মাথায় একটা শব্দও ঢোকেনি। তখন ঐ বইটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে সে আরেকটা ধরল, কিন্তু ফলাফল সেই একই। বেশ কয়েকদিন ধরে সারা ঘর জুড়ে ধুলাময়লায় ভরা ও বিবর্ণ মোড়কের বইগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকল। ডিক তাতে সন্তুষ্টই হলো, সে এমন এক মেয়েকে বিয়ে করেছে যে বই পড়ে এটা ভেবে সে গর্ব অনুভব করল। এক সন্ধ্যায় সে "সুন্দরী মেয়ে" শিরোনামের বইটা হাতে তুলে নিয়ে এর মাঝ বরাবর পৃষ্ঠা খুলল।

BanglaBook.org

ভ্রমণকারীরা উত্তরের প্রতিশ্রুত দেশের দিকে এগুতে লাগল, যেখানে ইংরেজদের শীতল করাল থাবা কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। উত্তপ্ত ভূমিরাজির ভিতর দিয়ে চলন্ত শীতল সাপের মতো যাত্রীদের সারিটি এগুতে লাগল। প্রুনেলা ভ্যান কোয়েট্জে তার মুক্তোবিন্দুর মতো ঘর্মাক্ত ছিমছাম মুখ আর ঘন চুলের গোছার উপর ছোটো টুপি পরিধান করে কাফেলার সারিটির একপ্রান্তে নিজের ঘোড়ার উপর চড়ে হালকা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিল। পিয়েট ভ্যান ফ্রাইজল্যান্ড তাকে দেখছিল, দেখতে দেখতে শেষে তার হৃদয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিশাল রক্তরঞ্জিত হৃদয়ের মতো কেঁপে উঠছিল। সে কি জয় করতে পারবে এই মিষ্টি মেয়ে প্রুনেলাকে, যাকে কিনা ঐ ডোয়েকস আর ভেল্টস্কুন পরিহিত ওলন্দাজ, ডাচ আর সুন্দরী জার্মান মেয়েদের মাঝে রানির মতো মনে হচ্ছিল? পারবে সে? সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। টান্ট অ্যানা কাফ্রি-বুম গাছের রংয়ের মতো লাল ডোয়েক পরিহিত ছিল, দুপুরের খাবারের জন্য কোয়েকিজ আর বিলটং বের করতে করতে হেসে এতই গড়িয়ে পড়ল যে তার মেদসম্পন্ন পেট নড়াচড়া করে উঠল, সে তখন স্বগতোক্তি করল, "এটা আসলেই এক দারুণ জুটি হবে।"

বইটি বন্ধ করে রেখে দিয়ে ডিক মেরির দিকে তাকাল, যে তখন কোলের উপরে একটা বই নিয়ে বসে ছাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

"আমরা কি সিলিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারি না ডিক?" সে অস্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"তাতে অনেক খরচ পড়বে," সে কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে বলল। "যদি আমরা ভালো করতে পারি তাহলে আসছে বছরে করা যেতে পারে।"

কয়েকদিনের মধ্যেই মেরি বইগুলো গাদা করে এক জায়গায় সরিয়ে রাখল, সে যা চাইছিল এগুলো তা ছিল না। 'কিচেন্ কাফির' নিয়ে লেখা হ্যান্ডবুকটি সে আবার হাতে তুলে নিয়ে এর পিছনে তার পুরো সময়টা ব্যয় করল, এটা থেকে শিখে সে রান্নাঘরে থাকা স্যামসনের উপর চর্চা করল — তার নীরস সমালোচনায় স্যামসন অপ্রতিভ হলেও মেরি তার সাথে শীতল আর ভাবলেশহীনভাবে আচরণ করল।

BanglaBook.org

স্যামসনের অসন্তুষ্টি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। ডিকের সাথে সে খুবই অভ্যস্ত ছিল, তাদের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া ছিল। মাঝে মাঝে ডিক তাকে গালিগালাজ করত, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার সাথে হাসত। এই মহিলা কখনও হাসে না। সে খুব সতর্কতার সাথে শুধু প্রয়োজন মতো খাদ্য এবং চিনি বের করে দিত, আর

তাদের নিজেদের বেঁচে যাওয়া খাদ্যের সবকিছু এমনভাবে মনে করে রাখত যে এমনকি একটা ঠান্ডা আলুর টুকরো থেকে শুরু করে রুটির টুকরো পর্যন্ত হারিয়ে গেলেও তা জিজ্ঞাসা করত, যেটা স্যামসনের কাছে অস্বাভাবিক ও অপমানকর লাগত।

তুলনামূলকভাবে আগের আরামদায়ক জীবনে ছেদ পড়ায় তার মুখ গোমড়া হয়ে গেল। একদিন ডিক মেরিকে কাঁদতে দেখল। সে জানত যে পুডিং তৈরি করার মতো যথেষ্ট কিশমিশ বের করে দিয়েছিল, কিন্তু তারা খেতে বসে দেখল খাবারের মধ্যে খুব সামান্যই কিশমিশ আছে। আর চাকরটা সেগুলো চুরি করার কথা অবলীলায় অস্বীকার করল . .।

"হাই ইশ্বর", ডিক মজা করে বলল। "আমি ভেবেছিলাম সত্যিই কোনো অঘটন ঘটে গেছে।"

"আমি জানি সে-ই এগুলো নিয়েছে", মেরি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

"সম্ভবত সে এই কাজটা করেছে, তবে বুড়া চাকর হিসেবে সে খারাপ না।"

"আমি তার বেতন থেকে এটা কেটে নিব।"

মেরির মনের অবস্থা বুঝতে পেরে ডিক বিব্রত হলো, সে বলল, "যদি তুমি সত্যিই এটার প্রয়োজন মনে কর।" এই প্রথম সে তাকে কাঁদতে দেখল।

কাজেই স্যামসনের মাসিক এক পাউন্ড বেতন থেকে দুই শিলিং কেটে নেয়া হলো। বন্ধ আর গোমড়া মুখে সে তথ্যটি হজম করল। মেরিকে সে কিছুই বলল না কিন্তু ডিকের কাছে আবেদন করল। ডিক বলল যে তাকে মেরির সাথেই কথা বলতে হবে। সেই সন্ধ্যাতেই স্যামসন কাজ ছাড়ার নোটিশ দিল এই বলে যে তার গ্রামে যাওয়া দরকার। কেন দরকার এটা নিয়ে মেরি তাকে খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করতে লাগল, কিন্তু ডিক তার হাত স্পর্শ করে এবং মাথা নেড়ে সতর্ক করে দিল।

"আমি কেন তাকে জিজ্ঞাসা করব না?" মেরি কৈফিয়ত চাইল। "সে মিথ্যা বলছে।"

"অবশ্যই সে মিথ্যা বলছে।" ডিক বিরক্তির সাথে বলে উঠল। "অবশ্যই বলছে, কিন্তু সেটা তো বিবেচনার বিষয় না। তুমি তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে থাকতে বলতে পার না।"

"কিন্তু আমাকে মিথ্যা মেনে নিতে হবে কেন?" মেরি বলল। "কেন? কেন সে তার গ্রাম সম্পর্কে মিথ্যা না বলে, সে আমার জন্য কাজ করবে না এটা সোজাসাপ্টা বলে দিতে পারে না?"

BanglaBook.org

ডিক কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর মেরির দিকে অসহিষ্ণুভাবে তাকাল, মেরির অযৌক্তিক জিদ তার বোধগম্য হচ্ছিল না; কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে কেমন করে চলতে হয় সেটা সে জানে, তাদের সাথে চলাটা এক ধরনের খেলা যেটা কোনো সময় মজার আবার কোনো সময় বিরক্তিকর, যেখানে দু'পক্ষকেই কিছু অলিখিত নিয়ম মেনে চলতে হয়।

"সেটা করলে তুমি বরং রেগে যেতে," সে মন্তব্য করল, তার কথায় খেদ থাকলেও স্নেহের প্রকাশও ছিল। মেরির কথাকে সে গুরুত্বের সাথে নিতে পারছিল না, মেরি যখন এই ধরনের আচরণ করে, তখন তার কাছে তাকে শিশু মনে হয়। একই সাথে এই বয়স্ক কৃষ্ণাঙ্গ, যে এত বছর ধরে তার জন্য কাজ করেছে, সে চলে যাচ্ছে ভেবে সে প্রকৃতই ক্ষুব্ধ ছিল । শেষে সে দার্শনিকের মতো বলল, "ঠিক আছে, আমার এটা আগেই ভাবা উচিত ছিল। ঠিক প্রথম থেকেই নতুন এক চাকর খুঁজে রাখা উচিত ছিল। ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন হলে সবসময়ই একটা সমস্যা হয়।"

বাসার পিছনের দিকের সিঁড়িতে ঘটে যাওয়া বিদায়ের দৃশ্যটা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে মেরি অবাক হয়ে গেল, বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে গেল। এই নিগ্রোটাকে বিদায় দিতে ডিক আসলেই কষ্ট পাচ্ছিল! একজন শ্বেত মানুষ আরেকজন কালো মানুষকে নিয়ে এতটাই আবেগতাড়িত হবে এটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, এটা দেখে তার কাছে ডিককে ভয়ংকর মনে হলো। সে তাকে বলতে শুনল, "তোমার গ্রামের কাজ শেষ হলে তুমি ফিরে এসে আমাদের কাজ করবে তো?" কৃষ্ণাঙ্গটা উত্তর দিল, "জ্বি বস," কিন্তু ততক্ষণে সে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, এবং ডিকও নীরব ও মনমরা অবস্থায় ঘরে ফিরে আসল। "সে আর ফিরে আসবে না," সে বলল।

তার ভাবভঙ্গি মেরির পছন্দ হলো না, "আরো অনেক কালো মানুষ আছে, তাই না?" সে হঠাৎ বলে উঠল।

"হ্যাঁ, তা আছে," সে স্বীকার করল।

BanglaBook.org

একজন নতুন বাবুর্চি এসে কাজ করার প্রস্তাব দিতে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল আর সে কয় দিন মেরি নিজেই গৃহস্থালির কাজ করল। যদিও সত্যিকার অর্থে করার মতো বেশি কাজ ছিল না, কিন্তু মেরির কাছে সেগুলো প্রত্যাশার চেয়েও বেশি ভারী লাগত। তবুও সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে একা থাকার অনুভূতিটা তার ভালোই লাগত। সে ঘষামাজা করত, ঝাড়ু দিত, পালিশ করত, গৃহস্থালির কাজ তার জন্য নতুন, সারা জীবন কৃষ্ণাঙ্গরাই তার কাজ করে দিয়েছে রূপকথার

পরীদের মতো নিঃশব্দে নীরবে। এই কাজটি তার কাছে নতুন বলেই সে উপভোগ করছিল। সবকিছু পরিষ্কার ও ঝকঝকে হয়ে গেলে এবং ভাঁড়ার ঘরে পর্যাপ্ত খাদ্য রাখা হয়ে গেলে মেরি সাধারণত সামনের কামরার তেলচিটে সোফার উপর যেয়ে বসত, হঠাৎই সে এখানে সম্পূর্ণ গা এলিয়ে দিত, যেন তার পায়ের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যেত। প্রচণ্ড গরমও পড়ছিল। এত গরম যে পড়তে পারে এটা কোনোদিন তার ভাবনাতেও আসেনি। সারাদিন তার শরীর থেকে ঘাম ঝরত, সে বুঝতে পারত ঘাম তার পোশাকের ভিতর দিয়ে পাঁজর আর উরু পর্যন্ত ভিজিয়ে দিত, যেন তার শরীরের উপরে পিঁপড়ারা হাঁটাহাঁটি করত। মেরি তখন চোখ বন্ধ করে নীরব আর শান্ত হয়ে বসে থাকা অবস্থায় অনুভব করত তার মাথার উপরের লৌহখণ্ড থেকে প্রচণ্ড তাপ যেন ছিটকে পড়ছে। সত্যিই পরিস্থিতি এতটাই খারাপ ছিল যে এমনকি ঘরে থাকা অবস্থায়ও তাকে হ্যাট পরতে হতো। ডিককে যদি সারাদিন বাইরে না থেকে প্রকৃতই এই ঘরের মধ্যে বাস করতে হতো, তাহলে নিশ্চয় সে ঘরের উপরে সিলিং লাগানোর ব্যবস্থা করত। আসলেই কি সিলিং লাগানোর খরচ এত বেশি? আরো কয়েকদিন এইভাবে পার হবার পর সে অস্থিরভাবে এই চিন্তা করতে লাগল যে তার জমানো সামান্য টাকাগুলো সিলিংয়ের পিছনে খরচ না করে পর্দার পিছনে খরচ করাটা ভুল হয়েছে। যদি সে ডিককে আবার সিলিং লাগানোর কথা বলে, তার নিজের জন্য সিলিং লাগানোর গুরুত্বটা যদি বোঝাতে পারে, তাহলে হয়ত সে নরম হবে, তখন সে টাকার ব্যবস্থা করবে কি? তবে সে এটাও জানত যে সে নিজে তাকে অত সহজে কিছু বলবে না, বললে তার চোখেমুখে চরম এক পীড়িত দৃষ্টি ভেসে উঠবে। এতদিনে সে ঐ দৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যদিও সত্য বলতে সে ঐ দৃষ্টিটা পছন্দ করত, হৃদয়ের গভীরে সেটাকে সে আরো বেশি পছন্দ করত। যখন সে ভালোবেসে তার হাতটা টেনে নিয়ে বিনয়ীভাবে চুমু খেয়ে অনুরোধের সুরে বলত, “ডার্লিং, তোমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর?”, তখন সে উত্তর দিত, “না প্রিয়, তুমি জান যে আমি তা করি না।” এটাই একমাত্র সময় যখন সে ভালোবেসে তার কাছে যেতে পারত, যখন সে নিজেকে বিজয়ী আর ক্ষমাশীল মনে করত। মেরির ক্ষমা পাবার জন্য তার যে আকুতি আর মেরির সম্মুখে নিজেকে হীন হিসেবে প্রকাশ করার তার যে প্রয়াস, সেটাই সবচেয়ে বড়ো তৃপ্তির বিষয় ছিল, যদিও ঐ একই কারণে মেরি তাকে ঘৃণাও করত।

কাজেই সে ঐ সোফাতে বসে থেকে চোখ বন্ধ করে গরমের কষ্ট সহ্য করত, তার নিজের কষ্ট সহ্য করার ইচ্ছে থাকার কারণে এক ধরনের কোমল বিষণ্নতা বোধ করত, আবার একই সাথে নিজেকে তার মহানুভব মনে হতো।

BanglaBook.org

তারপর হঠাৎ করেই অসহনীয় গরম শুরু হলো। বাইরে ঝোপঝাড়ের ভিতরে ঘুগরা পোকারা একনাগাড়ে কর্কশ শব্দে ডাকত, তার মাথাব্যথা শুরু হতো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ভারী ও পীড়িত লাগত। মেরি তখন উঠে শোবার ঘরে চলে যেত, নিজের কাপড়চোপড় নেড়েচেড়ে দেখত সেগুলোতে নকশি করা বা পরিবর্তন আনা বা এই জাতীয় কোনো কাজ করা যায় কিনা। ডিকের পোশাকও রিফু বা মেরামত করা যায় কিনা তা খুঁটে খুঁটে দেখত সে, কিন্তু ডিক শার্ট ও হাফপ্যান্ট ছাড়া আর কিছু পরত না, মেরি যদি কখনও একটা বোতাম খোলা দেখতে পেত, তাহলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করত। কিছুই করার না পেয়ে সে বারান্দায় পায়চারি করত, অথবা বসে পড়ে দূরের ছোটো নীল পাহাড়ের উপর আলোর পরিবর্তন লক্ষ করত, আবার কখনও কখনও সে ঘরের পিছন দিকে যেত যেখানে ছিল ছোটো পাহাড় যেটা ছিল মূলত বড়ো বড়ো বোল্ডারসমূহের এক অমসৃণ স্তূপ। সেখানে উত্তপ্ত পাথর থেকে ছিটকে পড়া তাপের ঢেউ এবং পাথরখণ্ডের উপরে উজ্জ্বল লাল, নীল ও সবুজ রঙের টিকটিকিগুলোর আগুনের স্ফুলিংগের মতো তীব্রবেগে ছোটাছুটি করা দেখত। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মাথায় চক্কর দিয়ে উঠত ততক্ষণ পর্যন্ত সে এভাবেই থাকত, তখন এক গ্লাস পানি খাবার জন্য তাকে ঘরে ফিরে যেতে হতো।

তারপর একদিন ঘরের পিছনের দরজায় এক কৃষ্ণাঙ্গ এসে হাজির, তার কাজ দরকার। সে মাসে সতেরো শিলিং করে বেতন চাইল, মেরি সেটা দুই শিলিংয়ে নামিয়ে আনতে পারায় সেটাকে কৃষ্ণাঙ্গটার উপর বিজয় ভেবে সন্তুষ্ট হলো। এই কৃষ্ণাঙ্গটা কাজের সন্ধানে এই প্রথম তার গ্রাম থেকে এসেছে, সে ছিল লম্বা আর লিকলিকে চেহারার এক যুবক, বয়স সম্ভবত তখনও আঠারো পেরোয়নি, সে তার নায়াসাল্যান্ডের বাড়ি থেকে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে কয়েকশ মাইল লম্বা পথ হেঁটে পাড়ি দিয়ে এসেছে। সে মেরিকে বুঝতে পারত না, আর খুব নার্ভাসও ছিল। সে জড়তাপূর্ণভাবে ঘাড় শক্ত করে চলাফেরা করত, মেরির সামান্যতম ইঙ্গিত যদি তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এই ভয়ে সে মেরির থেকে কখনও চোখ সরাত না। এই দাস মনোভাব তাকে বিরক্ত করত, যার ফলে মেরি তার সাথে রূঢ়ভাবে কথা বলল। মেরি তাকে ঘরের সব জায়গা দেখাল, প্রতিটি কোনা, প্রতিটি আলমারি আলাদাভাবে দেখাল, আর ততদিনে সাবলীলভাবে রপ্ত হওয়া কিচেন কাফির ভাষায় তার করণীয় কাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিল। সে ভীত কুকুরের মতো তাকে অনুসরণ করল। এর আগে সে কখনও কাঁটা চামচ, ছুরি এবং থালা দেখেনি, যদিও শ্বেতমানুষদের বাসায় কাজ করে গ্রামে ফিরে আসা বন্ধুদের কাছে সে এই সমস্ত অসাধারণ জিনিস নিয়ে অনেক গল্প শুনেছে। এগুলো দিয়ে কী করতে হয় তা সে জানত না, এদিকে মেরি ধরে নিয়েছিল যে সে পুডিংয়ের প্লেট

BanglaBook.org

আর ডিনার প্লেটের মধ্যে পার্থক্য বোঝে। সে যখন টেবিলে প্লেট সাজাত, মেরি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, সারাটা সন্ধ্যা জুড়ে একাজে তাকে ব্যস্ত রেখে ব্যাখ্যা, উপদেশ এবং তাড়া দিত। সেদিন রাতের খাবারের সময় সে যখন টেবিলে থালাগুলো ঠিকভাবে সাজাতে পারল না, তখন মেরি ক্ষিপ্ত হয়ে তার দিকে ধেয়ে গেল, ডিক অস্বস্তি নিয়ে মেরিকে দেখছিল। কৃষ্ণাঙ্গটা যখন বাইরে চলে গেল তখন সে বলল, "একজন নতুন চাকরের সবকিছু সহজভাবে মেনে নিতে হয়।"

"কিন্তু আমি তাকে এ ব্যাপারে আগেই বলেছি! একবার না, অনেকবার।"

"সে সম্ভবত এই প্রথম শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে কাজ করতে এসেছে।"

"সেটা বড়ো কথা না। আমি তাকে আগেই বলেছি কী করতে হবে, সে সেটা করল না কেন?"

সে তার দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকাল, তার কপাল কুঁচকিয়ে গেছে, ঠোঁট দু'টো এঁটে ধরা। তার কাছে মনে হলো মেরি বিরক্তিতে উন্মাদ হয়ে গেছে, আদৌ স্বাভাবিক নেই সে।

"মেরি, আমার কথা একটু শোনো। তুমি যদি চাকরদের সাথে রেগে যাও, তাহলে তুমি শেষ। তোমার চাওয়া একটু কমাতে হবে, আচরণ অবশ্যই সহজ হতে হবে।"

"আমি আমার চাওয়া কমাতে পারব না, কখনই না, আমাকে কেন তা করতে হবে? এটা যথেষ্ট খারাপ ।" সে থেমে গেল। সে বলতে চাচ্ছিল, "এই ধরনের শুয়োরের ঘরের মতো জায়গায় বাস করা তার জন্য যথেষ্ট খারাপ "

মেরি যে কী বলতে যাচ্ছিল, ডিক সেটা বুঝতে পারল, সে মাথা নিচু করে থালার দিকে তাকিয়ে থাকল, তবে এবার সে আর মেরির কাছে কোনো আবেদন জানাল না। সে রাগান্বিত ছিল, কাজেই মেরির প্রতি কোনো আনুগত্য বোধ করল না, নিজেকে সে সঠিক মনে করল। যখন উত্তেজিত, বেপরোয়া আর ক্লান্ত কণ্ঠে মেরি বলেই চলল যে, "টেবিলটা কীভাবে সাজাতে হবে আমি তাকে বলেছিলাম", সে তখন খাবার ফেলে রেখে বাইরে চলে গেল। মেরি একটা ম্যাচের কাঠির স্ফুরণ এবং একটা সিগারেটের দ্রুত প্রজ্বলন দেখতে পেল। তাহলে কি সে রেগে গেছে? এতটাই রাগ যে রাতের খাবারের আগে ধূমপান না করার যে স্বভাব তার ছিল সেটা সে ভঙ্গ করল! ঠিক আছে, সে রেগেই থাকুক।

পরের দিন দুপুরের খাবারের সময় চাকরটা বিচলিত হয়ে একটা থালা মেঝেতে ফেলে দিলে মেরি তাৎক্ষণিকভাবে তাকে বরখাস্ত করল। আবার তাকে

BanglaBook.org

নিজের কাজ নিজে করা শুরু করতে হলো, আর এইবার তার মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধল, এই কাজকে সে ঘৃণা করতে লাগল এবং এর জন্য ঐ অপরাধী কৃষ্ণাঙ্গটাকে দায়ী করল, যাকে সে বেতন ছাড়াই বিদায় দিয়েছে। সে টেবিল, চেয়ার আর থালাবাসন নিজেই ধোয়ামোছা করল এমন মনোভার নিয়ে যেন সে কোনো কৃষ্ণাঙ্গের মুখমণ্ডল ঘষামাজা করে চামড়া তুলছিল। প্রবল ঘৃণা তাকে গ্রাস করে ফেলল। একই সাথে সে মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিল যে এর পরে যে চাকরটা আসবে তার সাথে অত খুঁতখুঁতে ব্যবহার করবে না।

পরের চাকরটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের অধীনে অনেক বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার, যারা তার সাথে এমন ব্যবহার করত যেন সে ছিল একটা মেশিন, আর সেই অভিজ্ঞতার ফলেই সে ভাবলেশহীন চেহারা দেখাতে এবং কোমল ও উদাসীন কণ্ঠে জবাব দিতে শিখেছে। সে ভদ্রভাবে উত্তর দিত, যে কোনো প্রশ্নের জবাবে মেরির দিকে না তাকিয়েই "জ্বী মিসেস, জ্বী মিসেস" বলত। সে কখনই তার চোখের দিকে তাকাত না বলে মেরির রাগ হতো। মেরি জানত না যে উপরওয়ালাদের চোখের দিকে না তাকিয়ে কথা বলা কৃষ্ণাঙ্গদের ভদ্রতাবিষয়ক বিধিরই একটা অংশ, বরং সে ভাবত এটা তাদের ধূর্ত ও অসৎ স্বভাবের আরো একটা প্রমাণ মাত্র। ব্যাপারটা এমন যেন প্রকৃতপক্ষে সেখানে তার উপস্থিতিই ছিল না, যেন সে শুধু একটা কালো দেহ যে শুধু মেরির আদেশ পালন করতে তৎপর ছিল। আর সেটাও তাকে ক্ষুব্ধ করত। মেরির মনে হতো যে সে একটা প্লেট তুলে তার মুখে ছুঁড়ে মারবে যাতে করে ব্যথা দিয়ে হলেও তাকে আরো মানবসুলভ ও ভাবপূর্ণ করা যায়। তবে এবার সে খুব ঠান্ডাভাবে নির্ভুল ছিল, যদিও সে কখনও এক মুহূর্তের জন্যও তার থেকে চোখ সরাত না এবং কাজ শেষ হবার পরও তাকে সবসময় অনুসরণ করত, একটা ধূলিকণা বা চর্বির দাগ দেখলেই তাকে পিছন থেকে ডাক দিত, তবুও তার ব্যবহারটা যাতে খুব বেশি কঠিন না হয় সে ব্যাপারে সে সাবধান থাকত। এই চাকরটাকে সে রাখবে, এটাই সে নিজেকে বলত। কিন্তু সে তার চাওয়া থেকে কখনও পিছু হটত না, আর তার চাওয়াটা হলো, এমনকি প্রত্যেকটা ছোটোখাটো ব্যাপারেও সে যেমন করে বলবে, যেমনটা চাইবে, চাকরটা তাই করবে।

এই সবকিছুই ক্রমবর্ধমান আশংকা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করল ডিক। মেরির হয়েছেটা কী? তার নিজের সাথে ব্যবহারে তাকে সহজ, শান্ত আর প্রায় মাতৃবৎ মনে হতো। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে সে দজ্জালের মতো আচরণ করত। মেরিকে বাসার বাইরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সে মাঠে কেমন করে কাজ করে তা দেখার জন্য তার সাথে যেতে বলল। সে ভাবল যদি তার সমস্যা ও উদ্বেগে মেরি প্রকৃতই তার কাছে থাকে, তাহলে তারা আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারবে। তাছাড়া শ্রমিকদের

ইতিমধ্যে গোধূলি নেমে এসেছিল, প্রথম প্রহরের তারাগুলো আকাশে স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল। টেবিলের উপর একটা হারিকেন ল্যাম্প বসানো, যার অল্প ম্লান আলো দেখতে কাচের তৈরি খাঁচার মধ্যে আটক বেদনাবিধুর পাখির মতো লাগছিল। মেরি তালিকা থেকে নাম মেলে ধরলেই তার পাশে দাঁড়ানো বস্-বয় সেই নামগুলো ডাকছিল। যে শ্রমিকেরা প্রথম দিন তার ডাকে আসেনি, তাদের বেতন থেকে হাফ ক্রাউন করে কেটে রেখে বাকিটা সে রৌপ্য মুদ্রায় পরিশোধ করল। ঐ মাসের জন্য গড় বেতন ছিল পনেরো শিলিং। তখন কৃষ্ণাঙ্গ মজুরদের মধ্যে চাপা ক্রোধযুক্ত গুঞ্জন শোনা গেল; যেহেতু একটা প্রতিবাদের ছোটো ঝড় ঘনিয়ে আসছিল, বস্-বয় নিচু দেয়ালের দিকে এগিয়ে যেয়ে তার নিজের ভাষায় তাদের সাথে তর্ক জুড়ে দিল। মেরি মাঝে মাঝে কিছু বাজে শব্দের ব্যবহার বুঝতে পারছিল, তবে লোকটির হাবভাব আর কথার ধরন তার পছন্দ হলো না, তার আচরণ দেখে মনে হলো যে খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেটাই সে তাদেরকে মেনে নিতে বলছিল, তাদেরকে কোনো বকাবকি করছিল না, অথচ মেরি চাচ্ছিল তাদের অবহেলা ও আলসেমির জন্য সে তাদেরকে গালমন্দ করুক। তারা তো কয়েকদিন একদমই কোনো কাজ করেনি। মেরি যেটা বলেছিল সেটা যদি সে করে তাহলে তাদের সবার বেতন থেকে দুই শিলিং ও ছয় পেন্স কমে যাবে, কারণ তাদের কেউই তার কথা মান্য করে নির্দিষ্ট দশ মিনিটের মধ্যে ক্ষেতে আসতে পারেনি। বস্-বয়ের যেটা বলা উচিত ছিল সেটা হলো তারা ভুল করেছে আর সে ঠিক কাজটিই করেছে, অথচ সে তাদেরকে মেরির কথা মেনে নেবার জন্য যুক্তি দেখাচ্ছিল ও কাঁধ ঝাঁকাচ্ছিল, এমনকি সে একবার হেসেও ফেলেছিল। অবশেষে সে তার কাছে ফিরে এসে বলল যে তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে এবং তাদের পাওনার সবটাই দাবি করছে। মেরি খুব সংক্ষেপে তার শেষ কথা বলে দিল, সেটা হলো, সে আগেই বলেছিল যে সে তাদের বেতন থেকে ঐ পরিমাণ টাকা কেটে রাখবে, এখন সে তার কথা মতোই কাজ করবে, তার সিদ্ধান্তের কোনো নড়চড় হবে না। তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা না করেই সে বলল যে যারা এটা পছন্দ করবে না, তারা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে। সে বাইরের কথার ঝড়ের দিকে কোনো তোয়াক্কা না করে আবার টাকার নোট এবং রুপার মুদ্রার ছোটো গাদা গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শ্রমিকদের মধ্য থেকে অনেকেই তার কথা মেনে নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ-পাড়ায় চলে গেল। অন্যরা যতক্ষণ ধরে মেরি বেতন পরিশোধ করছিল ততক্ষণ পর্যন্ত দলবেঁধে অপেক্ষা করল, তারপর দেয়ালের কাছে এগিয়ে আসল। তারা একে একে বস্-বয়ের কাছে এসে বলল যে তারা চাকরি ছাড়তে চায়। মেরি কিছুটা আতংকিত হয়ে পড়ল, কারণ শ্রমিক সংগ্রহ করা যে কতটা কঠিন আর এটাই যে ডিকের সবচেয়ে বড়ো দুশ্চিন্তা ছিল তা সে জানত। মেরি মাথা ঘুরিয়ে তার পিছনে পাতলা দেয়ালের ওপাশের বিছানায় ডিকের নড়াচড়া

BanglaBook.org

শোনার চেষ্টা করল, তার ভিতরটা তিক্ততায় ভরে উঠল এবং ভিতরে ভিতরে সে আরো শক্ত হলো, কারণ তারা যে কাজ করেনি সেই কাজেরই বেতন দাবি করছে, যখন ডিক অসুস্থ তখন তারা ঘুরে বেড়িয়েছে, তাছাড়া তারা তার বেঁধে দেয়া দশ মিনিট সময়ের মধ্যে জমিতে আসেনি। কাজ ছাড়তে চাওয়া শ্রমিকদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে সে বলল যে যারা চুক্তিতে কাজ করছে তারা যেতে পারবে না।

তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এমন এক পদ্ধতিতে যেটাকে 'ওল্ড প্রেস গ্যাং' এর দক্ষিণ আফ্রিকান সমার্থক বলা যায়, কাজের সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণরত কালোদেরকে ধরার জন্য শ্বেতাঙ্গরা রাস্তায় অপেক্ষা করত, কখনো কখনো তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একসাথে জড়ো করে লরিতে তুলত (এমনও ঘটত যে তারা পালানোর চেষ্টা করলে ঝোপঝাড়ের ভিতরে অনেক মাইল তাড়া করে তাদেরকে ধরা হতো), তারপর ভালো চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে প্রলুব্ধ করা হতো, সবশেষে মাথাপিছু পাঁচ পাউন্ড বা তার বেশি দামে তাদেরকে শ্বেত জোতদারদের কাছে এক বছরের চুক্তিতে বিক্রি করে দেয়া হতো।

মেরি জানত যে এই শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে খামার থেকে পালিয়ে গেছে বলে জানা যাবে, এবং তাদের অনেককেই আর ফিরিয়ে আনা যাবে না কারণ তারা পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে সীমান্তের ওপারে নাগালের বাইরে চলে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে তাদের চলে যাবার ভয় এবং ডিকের শ্রমিক-সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিল না, দুর্বলতা দেখানোর বদলে সে বরং মরবে। সে তাদেরকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে নিক্রান্ত করল। অন্য যারা মাসভিত্তিক কাজ করছিল, যাদেরকে ডিক মিষ্টি কথা আর রসিকতার পাশাপাশি ভয় দেখিয়ে কাছে রেখেছিল, তারা মাস শেষে চলে যেতে পারে বলে মেরি জানিয়ে দিল। তাদের সাথে বস্-বয়ের মাধ্যমে কথা না বলে সরাসরি কথা বলল সে। তারা যে কীভাবে ভুল করেছে আর সে নিজে কীভাবে সঠিক কাজটা করেছে সেটাই সে শীতল ও দ্বিধাহীন কণ্ঠে চমৎকার যুক্তি দিয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে দিল। সে তার বক্তব্য শেষ করল শ্রমের মর্যাদার উপর সংক্ষিপ্ত ধর্মকথা দিয়ে, যে কথাটা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রত্যেকটা সাদা মানুষের মধ্যে মজ্জাগত হয়ে আছে। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো হতে পারবে না, সে বলল (সে কিচেন্ কাফির ভাষায় কথা বলছিল যেটা তাদের অনেকেই বুঝতে পারল না, কারণ তারা সবেমাত্র তাদের গ্রাম থেকে এসেছে), যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তত্ত্বাবধান ছাড়াই শুধু কাজের প্রতি ভালোবাসা থেকেই কাজ করা শিখবে এবং তাদেরকে যা করতে বলা হবে তা করবে, তারা কত টাকা বেতন পাবে সেই চিন্তা না করে শুধু পরিশ্রমের জন্যই পরিশ্রম করবে। পরিশ্রমের প্রতি এই মনোভাবই সাদা মানুষদেরকে সাফল্য এনে দিয়েছে, সাদা মানুষেরা কাজ করে কারণ কাজ করা ভালো, কোনো পুরস্কারের আশা না করে পরিশ্রম করার মধ্যেই একজন মানুষের মর্যাদা নিহিত।

BanglaBook.org

এই ছোটো বক্তব্যের বাক্যাংশগুলো তার ঠোঁট দিয়ে আপনাআপনিই বের হয়ে আসল : এর জন্য তাকে কিছু ভাবতে হলো না। তার বাবা কৃষ্ণাঙ্গ চাকরদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করার সময় এগুলো সে এতবার শুনেছিল যে তার মস্তিষ্কের যে অংশে পুরোনো স্মৃতিসমূহ সংরক্ষিত আছে সেখান থেকে এগুলো এখন আপনাআপনিই বের হয়ে আসে।

মেরির ভাষায় কৃষ্ণাঙ্গরা 'ধৃষ্টতাপূর্ণ' মনোভাব নিয়ে তার বক্তৃতা শুনল। তাদের গোমড়ামুখে ক্রোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তারা যখন তার কথা শুনছিল (অথবা তারা তার বক্তব্য যেভাবে বুঝতে পারছিল), তখন তাদের কোনো মনোযোগ ছিল না, তারা বরং মেরি কখন শেষ করবে সেই অপেক্ষা করছিল।

মেরি শেষ করার সাথে সাথে তারা প্রতিবাদ করে উঠল, তবে সে সেটাকে উপেক্ষা করে হঠাৎ তাদেরকে বিদায় দেবার ইঙ্গিত করে উঠে পড়ল, টাকা রাখার জন্য কাগজের থলেটাসহ ছোটো টেবিলটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তারা উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে করতে সেখান থেকে বিদায় হলো। সে তাদের চলে যাবার শব্দ শুনতে পেল, পর্দার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল মিলিয়ে যাবার আগে তাদের কালো শরীরগুলো গাছের অন্ধকার ছায়ার সাথে একদম মিশে গেল। তাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিলঃ যেটা ছিল ক্ষুব্ধ চেঁচামেচি ও মেরির প্রতি ধিক্কার। মেরির মধ্যে প্রতিশোধপরায়ণতা জেগে উঠল, তবে সেই সময় সে নিজেকে বিজয়ী ভাবছিল। সে তাদের সবাইকে ঘৃণা করে, একবারে বস্-বয়, যার বিনয়বিগলিত মনোভাব তাকে বিরক্ত করেছিল, তার থেকে শুরু করে একদম ছোটো শিশু পর্যন্ত, তাদের মধ্যে বেশ কিছু শিশুও ছিল যাদের বয়স সাত বা আটের বেশি হবে না।

সারাদিন ধরে রোদের মধ্যে তাদেরকে পাহারা দিয়ে দিয়ে তাদের সাথে কথা বলার সময় সে তার ঘৃণা গোপন করতে শিখেছিল, কিন্তু নিজের কাছে সে সেটা গোপন করার চেষ্টা করত না। তাদের নিজেদের মধ্যে নিজস্ব উপভাষায় কথা বলাটাকে সে ঘৃণা করত, সে সেটা বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝত যে তারা তাকে নিয়েই কথা বলছে এবং সম্ভবত তার সম্পর্কে অশ্লীল মন্তব্য করছে—সে সেটা জানত যদিও সেগুলো অবজ্ঞা করা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকত না। কাজের চৈতন্যহীন ছন্দে তাদের সামনের দিকে হেলে পড়া অর্ধ-নগ্ন গাট্টাগোট্টা দেহ দেখে তার ঘৃণা হতো। সে তাদের গোমড়ামুখ, তার সাথে কথা বলার সময় তাদের ফিরিয়ে নেয়া দৃষ্টি এবং চাপা ঔদ্ধত্যকে ঘৃণা করত, আর সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করত তাদের শরীর থেকে নির্গত হওয়া বিকট গন্ধকে, যেটা ছিল তীব্র ও অপ্রীতিকর জৈবিক গন্ধ, যেটার প্রতি সে প্রচণ্ড দৈহিক অরুচি বোধ করত।

BanglaBook.org

"তাদের শরীর থেকে কেমন দুর্গন্ধ বেরোয়!" সে ডিককে বলল। এই কথাটা ছিল তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার প্রচণ্ড রাগের বিস্ফোরণ।

ডিক সামান্য হেসে বলল, "তারা বলে যে আমাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়।"

"নির্বোধ!", সে বিস্ময় প্রকাশ করল, এবং আহত হলো এই ভেবে যে এই পশুরা এইরকম ধারণা করতে পারে।

"আর একটা কথা," তার রাগকে পাত্তা না দিয়ে ডিক বলল, "বুড়ো স্যামসনের সাথে একদিন এক আলাপের কথা আমার মনে আছে। সে যেটা বলেছিল তা হলো, "তোমরা বল যে আমাদের শরীর থেকে গন্ধ বেরোয়, কিন্তু আমাদের কাছে সাদাদের শরীরের গন্ধের চেয়ে খারাপ আর কিছুই নেই।"

"কত বড়ো ধৃষ্টতা!" সে রুষ্টভাবে বলা শুরু করল, কিন্তু ডিকের বিবর্ণ ও চুপসে পড়া মুখ নজরে আসতেই সে নিজেকে সংযত করল। তাকে খুব সতর্ক থাকতে হচ্ছিল, কারণ দুর্বলতার এই পর্যায়ে এসে ডিক খুব সংবেদনশীল ও খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল।

"তুমি তাদের সাথে কী নিয়ে কথা বলছিলে?" সে জিজ্ঞাসা করল।

"না, তেমন কিছু না," মেরি সাবধানতার সাথে মুখ ফিরিয়ে বলল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ডিক পুরো সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়া চাকরদের কথা বলবে না।

"আমি চাই যে তুমি তাদের সাথে আচরণে সতর্ক থাকবে।" সে উদ্বিগ্নভাবে বলল। "আজকাল তাদের সাথে খুব সতর্ক হয়ে আচরণ করতে হয়, তারা সবাই বখে গেছে।"

"আমি তাদের সাথে নরম ব্যবহারের পক্ষপাতি না," মেরি তাচ্ছিল্যভরে বলল । "আমাকে যদি আমার মতো চলতে দেয়া হতো, তাহলে আমি চাবুক দিয়েই তাদেরকে ঠিক রাখতাম।"

"সেটা অবশ্য ভালো কথা," সে উত্তেজিতভাবে বলল, "কিন্তু তুমি তখন শ্রমিক পাবে কোথায়?"

"ইস্, তাদের দেখে আমি অসুস্থবোধ করি," কাঁপতে কাঁপতে মেরি বলল।

নিজে কঠোর পরিশ্রম করলেও এবং কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি তার ঘৃণা থাকলেও, ঐ সময়টাতে তার সব বিদ্বেষ আর অসন্তোষকে চাপা দিয়ে রাখতে হলো। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ না করে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা, ঘর-সংসার ঠিক রাখা এবং ডিকের বাইরে যাবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছানো, এই সব নিয়েই তাকে

BanglaBook.org

অনেক ব্যস্ত থাকা লাগত। তাছাড়া সে খামারের প্রতিটা খুঁটিনাটি বিষয়, কেমন করে এটাকে চালানো হতো, কী কী ফসল উৎপাদিত হতো, এগুলো সম্পর্কে জানছিল। সন্ধ্যাবেলায় ডিক যখন ঘুমাত, সে তখন ডিকের হিসাব-নিকাশের খাতা দেখত। অতীতে এব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ ছিল না: এটা ডিকের কর্মপরিধির মধ্যে পড়ত। কিন্তু এখন সে হিসেবগুলো বিশ্লেষণ করছিল, যেটা খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না, কারণ ডিকের সামান্য কয়েকটা ক্যাশবই ছিল, এটা করতে যেয়ে সে মনশ্চক্ষে পুরো খামারটা দেখতে পেল, সে যা দেখল তাতে সে অবাক হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য সে ভাবল যে তার অবশ্যই কোথাও ভুল হচ্ছে, নিশ্চয় এর বাইরেও আরো কোনো ব্যাপার আছে। কিন্তু না, সে সেটা খুঁজে পেল না। কী কী ফসল ফলানো হয়েছে এবং কোন্ কোন্ পশু প্রতিপালন করা হয়েছে সেটা সে পর্যালোচনা করল, আর তখন সে খুব সহজেই তাদের দারিদ্র্যের কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারল। ডিকের অসুস্থতা ও স্বতঃপ্রণোদিত নির্জনবাস, তার নিজের উপর বর্তানো কাজ-কর্ম, এসবই খামারটাকে তার কাছে বাস্তব করে তুলেছিল। আগে এটা ছিল অপরিচিত আর অপছন্দনীয় একটা ব্যাপার যেটা থেকে সে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, এটা যতখানি না জটিল তার চেয়েও বেশি জটিল ভেবে সে এটাকে বোঝারও চেষ্টা করেনি। এই সমস্যাগুলোর প্রতি আরো আগেই নজর না দেবার জন্য নিজের প্রতিই তার রাগ হলো।

ক্ষেতে গমনরত কৃষ্ণাঙ্গদের দলটাকে অনুসরণ করতে করতে সে খামারটা নিয়ে কী করা যায় তা বারবার ভাবতে লাগল। ডিকের প্রতি তার আগে যে অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব ছিল, সেটা এখন তিক্ততা আর ক্রোধে পরিণত হলো। দুর্ভাগ্য না, বরং নিছক অদক্ষতাই খামারের এই করুণ অবস্থার জন্য দায়ী। মেরি আগে ভেবেছিল যে টারকী, শূকর ইত্যাদি নিয়ে ডিকের স্বপ্নচারিতা তার খামারের কাজের নিয়মানুবর্তিতা থেকে এক প্রকার নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা, কিন্তু এখন দেখল সেটা আসলে ভুল। ডিক আসলে একই প্রকৃতির মানুষ, সে যে যে কাজ করেছে সেগুলো একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। মেরি দেখল যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা কাজ শুরু করার পর তা আর শেষ করা হয়নি। এক জায়গার গাছপালা অর্ধেক করে কেটে ফেলা হয়েছে, তারপর কিছু না করে ফেলে রাখা হয়েছে, যার ফলে গাছগুলো থেকে আবার নবীন শাখা গজিয়েছে, আরেক জায়গায় অর্ধেকটা ইট-লোহা দিয়ে আর অন্য অর্ধেকটা জঙ্গলের কাঠ ও মাটি দিয়ে গোয়াল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। খামারটা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ফসলের বিচিত্র নকশা। পঞ্চাশ একরের একটা প্লটে একই সাথে সূর্যমুখী, সান-হেম্প*, ভুট্টা, চিনাবাদাম এবং শিম চাষ করা হয়েছে। সবসময়ই সে একটা ফসল বিশ বস্তা তুললে অন্য ফসল তুলত ত্রিশ বস্তা, যার ফলে প্রত্যেকটা ফসলে মাত্র কয়েক পাউন্ড করে লাভ

BanglaBook.org

হতো। পুরো জায়গাটা জুড়ে কোনো কিছুই ঠিকভাবে করা হয়নি, কোনো কিছুই না! তবে ডিক নিজে কেন এটা দেখতে পাইনি? তাকে অবশ্যই বুঝতে হতো যে এই রকম করে সে বেশিদূর এগুতে পারবে না।

সূর্য-কিরণের অসহনীয় আলোয় তার চোখ ঝলসে যাচ্ছিল, তবে সে শ্রমিকদের কাজ-কর্মের প্রতি সজাগ ছিল। সে মাথা খাটিয়ে ভবিষ্যতের কর্ম-কৌশল বের করছিল, পরিকল্পনা করছিল। সে সিদ্ধান্ত নিল ডিক সুস্থ হলে তাকে দেখিয়ে দেবে যে তার কর্ম-পদ্ধতিতে পরিবর্তন না আনলে সে কীভাবে ব্যর্থ হবে। আর মাত্র কয়েকদিন বাদেই কাজের দায়িত্ব বুঝে নেবার মতো সুস্থ হবে ডিক, মেরি তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য এক সপ্তাহ সময় দিবে, তারপরেই তার পরামর্শ গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে তাকে শান্তিতে থাকতে দিবে না।

কিন্তু শেষ দিনে এমন একটা ব্যাপার ঘটল যেটা সে আগে থেকে আঁচ করতে পারেনি।

ঝিলের উপর যেখানে গোয়ালঘরের অবস্থান, সেখানেই ডিক প্রতি বছর ভুট্টার শিষ গাদা করে রাখত। প্রথমে সাদা পিঁপড়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য চারদিকে টিনের শিট দিয়ে ঘিরে রাখা হতো, তারপর শিষের বস্তাগুলো এর মধ্যে ঢেলে দেয়া হতো, যার ফলে সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠত সাদা ও পিচ্ছিল আবরণযুক্ত ভুট্টার নিচু গাদা। বস্তাগুলো ঠিকমতো খালি করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য ইদানীং মেরি এখানেই থাকত। কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকেরা ময়লাযুক্ত বস্তাগুলোর এক কোনা ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে ওয়াগন থেকে নামাত, বস্তার ওজনে তাদের কাঁধ তখন দ্বিগুণ বেঁকে যেত। তারা যেন ছিল মানুষ দিয়ে বানানো কনভেইয়র বেল্ট। দুইজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক ওয়াগনের উপর দাঁড়িয়ে ভারী বস্তাগুলো অপেক্ষারত লোকদের হেলানো পিঠের উপর ছুঁড়ে দিচ্ছিল। লোকগুলো তখন ওয়াগনের পাশ থেকে লাইন ধরে এগিয়ে যেয়ে ভরা বস্তাগুলো একের পর এক সাজিয়ে যে সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছিল তার উপর উঠে ভুট্টার গাদার উপর ভুট্টার শিষের বস্তা খালি করে দিচ্ছিল, ভুট্টাগুলো তখন সাদা বৃষ্টির মতো সজোরে ঝরে পড়ছিল। ভুট্টার খোসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। মেরি হাত দিয়ে মুখ স্পর্শ করলে সেটা মিহি চটের মতো অমসৃণ লাগল।

মেরি দাঁড়িয়েছিল ভুট্টার গাদার সামনে যেটা পরিষ্কার আকাশের পটভূমিতে বিশাল ও উজ্জ্বল সাদা পাহাড়ের মতো লাগছিল, তার পিছনটা ছিল ষাঁড়গুলোর দিকে, যেগুলো মাথা নিঁচু করে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থেকে ওয়াগন খালি হবার পর আরেকটা ট্রিপের জন্য অপেক্ষা করছিল। মেরি কৃষ্ণাঙ্গদের কাজ দেখছিল, এবং খামারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে তার হাতের কব্জি দিয়ে চাবুকটা দোলাচ্ছিল, যেটা তখন লাল ধুলার মধ্যে সাপের মতো দেখাচ্ছিল। সেই অবস্থায় সে খেয়াল করল

BanglaBook.org

যে একজন শ্রমিক কাজ না করে লাইনের বাইরে যেয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানছিল, ঘামে তার মুখমণ্ডল চকচক করছিল। মেরি ঘড়ির দিকে তাকাল। এক মিনিট, তারপর দুই মিনিট, কিন্তু তখনও চাকরটা বুকে হাত বেঁধে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। ঘড়ির কাঁটা তৃতীয় মিনিট গত হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল, তার বেঁধে দেয়া এক মিনিটের বেশি কেউ বিরতি নিতে পারবে না এই নিয়ম জানার পরেও সে অলস দাঁড়িয়ে থাকার স্পর্ধা দেখাচ্ছে এটা ভেবে ভিতরে ভিতরে সে ক্রোধে ফুঁসে উঠছিল। মেরি তাকে বলল, "কাজ শুরু কর।" আফ্রিকান শ্রমিকদের যে চিরাচরিত অভিব্যক্তি, সেই উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে সে মেরির দিকে তাকাল, যেন সে মেরিকে দেখেইনি, যেন সে মেরি এবং তার বর্ণের লোকদের মুখোমুখি হতো এক ক্রীতদাসতুল্য বহিরাবরণ নিয়ে, যার মাধ্যমে এক অভেদ্য ও গুপ্ত পশ্চাদভূমি ঢাকা পড়ে যেত। লোকটা বেশ আয়েশ করে হাতের ভাঁজ খুলে সেখান থেকে চলে গেল। সে কাছের একটা ঝোপের নীচে বসানো পেট্রোলের টিন থেকে নিজের জন্য একটু পানি আনতে যাচ্ছিল, যাতে করে সে একটু শীতল হতে পারে। বেশ কড়া আর উঁচু কণ্ঠে মেরি আবার বলল, "আমি তোমাকে কাজে যোগ দিতে বলেছি।" মেরির কণ্ঠ শুনে সে স্থির দাঁড়িয়ে পড়ে তার দিকে সরাসরি দৃষ্টি দিয়ে নিজের উপভাষায় বলল, "আমি পানি খাব," মেরি সেটা বুঝতে পারল না।

"ঐসব বাজে কথা আমাকে বোলো না," মেরি রেগে যেয়ে বলল। সে বস্-বয়কে খুঁজল, যে তখন আশপাশে ছিল না। লোকটা থেমে থেমে উপহাসের সুরে বলল, "আমি পানি খাব।" ইংরেজিতে এই কথা বলে সে হঠাৎ হেসে ফেলল, তারপর গাল হাঁ করে আঙুল দিয়ে গলার দিকে নির্দেশ করল। মেরি শুনতে পেল অন্য কৃষ্ণাঙ্গরাও ভুট্টার গাদার উপর দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে। তাদের খোশমেজাজের সেই হাসি তাকে ক্রোধে উন্মত্ত করে তুলল, সে ভাবল তারা তাকে লক্ষ করেই হাসছে অথচ এই লোকগুলো তখন কোনো কিছু নিয়ে হাসার জন্য শুধু একটা সুযোগ নিচ্ছিল, তাদের কাজের মাঝখানে তাদেরই একজন ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলতে বলতে হাতের আঙুল দিয়ে গলার ভিতরে নির্দেশ করছিল, এটা অন্য যে কোনো ঘটনার মতোই বেশ ভালো একটা হাসির উপাদান ছিল।

তবে কৃষ্ণাঙ্গরা ইংরেজি বললে বেশিরভাগ শ্বেত বর্ণের লোকেরাই এটাকে ধৃষ্টতা মনে করত। রাগে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মেরি বলল, "খবরদার! আমার সাথে ইংরেজি বোলো না", তারপরই সে থেমে গেল। লোকটি তখন কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হাসছিল আর চোখ উপরে তুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল, যেন মেরি যে প্রথমে তার ভাষা এবং পরে মেরির নিজের ভাষায় কথা বলতে তাকে বারণ করেছে সে তার প্রতিবাদ করছিল—তাহলে সে কথা বলবে কী করে? তার ঐ

BanglaBook.org

অলস ঔদ্ধত্য মেরির মধ্যে এক অস্ফুট ক্রোধের জন্ম দিল, চিৎকার করার জন্য সে তার মুখ খুলল, কিন্তু সে নির্বাক রয়ে গেল। মেরি লোকটার চোখে একধরনের গোমড়া অসন্তুষ্টি এবং—যাকে বলা যায় ঐ ঘটনার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ—ঠাট্টা মেশানো ঘৃণার আভাস দেখতে পেল। অবচেতনমনেই সে তার চাবুকটা তুলে নিয়ে এক বিদ্বেষপূর্ণ ঝাঁকি দিয়ে তার মুখে আঘাত করল। সে নিজে কী করছিল তা সে নিজেও জানত না। সে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল; আর যখন সে দেখল লোকটি স্তম্ভিত হয়ে হাত দিয়ে মুখ স্পর্শ করছে, সে তখন চাবুকের দিকে তাকাল যেটা তার হাতে অসাড়ভাবে ধরে রাখা ছিল, যেন চাবুকটা তার ইচ্ছা ছাড়াই নিজে নিজেই আন্দোলিত হয়েছিল। মেরি দেখতে পেল তার গালের কালো চামড়ায় একটা আঘাতের পুরু দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সেখানে উজ্জ্বল রক্ত জমা হয়ে থুতনি দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়ে তার বুকের উপর ছিটকে পড়ছিল। সে ছিল বিশালদেহী, অন্য যে কারো চেয়ে লম্বা ও চমৎকার গঠনের, কোমরে এক টুকরো ছালা জড়ানো ছাড়া আর কিছু পরা ছিল না। মেরি যখন আতংকিত অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন তাকে তার চেয়েও অনেক বেশি লম্বা লাগছিল। রক্তের আরেকটা লাল ফোঁটা তার বিশাল বুকে পড়ে কোমর পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ল। তাকে হঠাৎ একটু এগিয়ে আসা দেখে মেরি আতংকে একটু পিছিয়ে আসল, সে ভেবেছিল যে লোকটি তাকে আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু সে শুধু তার বৃহদাকার হাত দিয়ে মুখ থেকে রক্ত মুছল, হাতটা তখন হালকা কাঁপছিল। মেরি জানত যে কৃষ্ণাঙ্গরা তার পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে দৃশ্যটি দেখছে। সে আদেশ করল, "এখন কাজে লেগে যাও বলছি।" শ্বাসপ্রশ্বাসের অভাবে তার কণ্ঠটা শুনতে কর্কশ লাগল। মুহূর্তের জন্য লোকটা মেরির দিকে এমন অভিব্যক্তি নিয়ে তাকাল যে ভয়ে তার পাকস্থলী পর্যন্ত আন্দোলিত হলো। লোকটা তখন ধীর গতিতে ফিরে গিয়ে একটা বস্তা হাতে তুলে নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারা তৈরি কনভেইয়ার বেল্টে যোগ দিল। তারা সবাই সম্পূর্ণ নীরবে কাজ করতে শুরু করল। নিজে যা করেছিল সেইজন্য এবং লোকটার চোখে যে দৃষ্টি সে দেখেছিল তার জন্য ভয়ে কাঁপছিল মেরি।

সে ভাবল: লোকটি কি পুলিশের কাছে অভিযোগ করবে যে আমি তাকে আঘাত করেছি? এই ভাবনায় মেরি ভয় পেল না, বরং সে উল্টো রেগে গেল। শ্বেত জোতদারদের সবচেয়ে বড়ো ক্ষোভ হলো যে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে মারপিট করার অনুমতি তাদের দেয়া হয়নি, যদি তারা সেটা করে, তাহলে কৃষ্ণাঙ্গরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে পারে—যদিও সেটা তারা খুব কমই করে থাকে। সে এই ভেবে ক্ষিপ্ত হলো তার বিরুদ্ধে, অর্থাৎ একজন শ্বেত মহিলার আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার এই কালো পশুর রয়েছে। তবে যে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ,

BanglaBook.org

সেটা হলো মেরি নিজের জন্য আতংকিত ছিল না। এই কৃষ্ণাঙ্গটা যদি পুলিশ স্টেশনে যায়, তাহলে তাকে সতর্ক করা হতে পারে, যেহেতু এটাই তার প্রথম আইন লংঘন, আর সেটা করবে একজন ইউরোপিয়ান পুলিশ যে প্রায়ই এই জেলায় বেড়াতে এসে জোতদারদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করে, রাত কাটায়, এবং তাদের সামাজিকতায় অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে লোকটি যেহেতু চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, তাকে এই খামারেই ফেরত পাঠানো হবে, আর নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে এমন একজন লোকের জীবন অত সহজ হতে দেবে না ডিক। তার সাথে রয়েছে পুলিশ, আদালত আর জেলখানা, অন্যদিকে কালো মানুষটির জন্য ধৈর্য ছাড়া আর কিছুই নেই। তারপরেও লোকটির যে আদৌ অভিযোগ করার অধিকার আছে এই চিন্তাতেই সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল, তার সবচেয়ে বেশি রাগ ভাববাদী ও তাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে, যাদেরকে সে "তাহারা" ভাবে—এই সব আইন-প্রণেতা ও সিভিল-সার্ভিসের আমলারা শ্বেত জোতদারদের শ্রমিকদের সাথে ইচ্ছামতো আচরণ করার স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে।

তবে তার ক্রোধের সাথেই মিশে ছিল জয়ের উত্তেজনা, ইচ্ছাশক্তির এই যুদ্ধে বিজয়ী হবার তৃপ্তি। মেরি দেখল লোকটা টলতে টলতে বস্তার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে, অতিরিক্ত ভারে তার বিরাট কাঁধ বেঁকে গিয়েছে, এই দমিত অবস্থা দেখে সে একধরনের তিক্ত আনন্দ পেল। তবে এর পরেও তার হাঁটু তখনও দুর্বল ছিল, সে হলফ করে বলতে পারে যে কষাঘাত করার পরের সেই ভয়াবহ মুহূর্তে লোকটি তাকে প্রায় আক্রমণ করেই বসেছিল। কিন্তু সে সেখানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ভিতরের ভয় ও সংশয়কে শক্তভাবে বুকে আটকে রেখেছিল, এবং তার মুখ শান্ত ও কঠিন করে রেখেছিল, নীরব বিদ্বেষ এবং বিরূপ মনোভাবের সেই লম্বা সময়টাতে সে আতংকের মধ্যে থাকলেও শেষ মুহূর্তে পিছু না হটার সংকল্প নিয়ে সেইদিন বিকেলে সে ফিরে এসেছিল।

অবশেষে যখন রাত ঘনিয়ে আসল তখন বাতাসটা দ্রুত ঠান্ডা হয়ে জুলাই মাসের রাতের শীতে পরিণত হলো, তখন কৃষ্ণাঙ্গরা চলে গেল, সাথে নিয়ে গেল পানি খাবার পুরাতন টিনের গ্লাস, ছেঁড়া কোট, অথবা কাজ করার সময় শিকার করা ইঁদুর বা তৃণভূমির কোনো জন্তু, যেটা তারা সন্ধ্যার খাবার হিসেবে রান্না করবে। মেরি বুঝল যে তার কাজ শেষ, কারণ আগামীকাল থেকে ডিক আসবে। মেরি এমন বোধ করল যেন সে কোনো যুদ্ধ জয় করেছে, জয়টা ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে, তার নিজের বিরুদ্ধে ও তাদের প্রতি তার প্রবল অনীহার বিরুদ্ধে, সর্বোপরি ডিকের ধীর ও বোকামিপূর্ণ অক্ষমতার বিরুদ্ধে। এই অসভ্যদের কাছ থেকে ডিক এতদিনে যে কাজ আদায় করিয়ে নিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি

BanglaBook.org

কাজ করিয়েছে সে। কারণ কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ডিক সেটাও জানত না!

তবে সেই রাতে মেরি সামনের অলস দিনগুলোর কথা ভেবে ক্লান্ত ও নিঃশেষিত বোধ করল। ডিকের সাথে যে তর্ক করার কথা সে অনেকদিন ধরে ভাবছিল, যেটা মাঠে অবস্থান করার সময় তার কাছে একেবারেই সহজ কাজ বলে মনে হয়েছিল এই কারণে যে ডিকের অনুপস্থিতিতে খামারটা নিয়ে সব সিদ্ধান্ত তার একারই নেয়া লাগত, সেটাই এখন একটা ক্লান্তিকর ও হৃদয়বিদারক কাজ হিসেবে মনে হলো। কারণ ডিক সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ আবার নিজের হাতে নেবার কথা ভাবছিল, যেন মেরির সার্বভৌমত্ব বলতে আদৌ কিছু ছিল না। সেই সন্ধ্যায় সে যখন আবার মগ্ন ও ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন সে তার সমস্যাবলির কথা মেরির সাথে আলোচনাও করছিল না। মেরি ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করল, সে যে ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গেল সেটা হলো সে নিজে বছরের পর বছর ধরে ডিকের সাহায্যের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং সে যেভাবে ডিককে কাজ করতে অভ্যস্ত করে তুলেছে ডিক সেভাবেই কাজ করছিল। সেই সন্ধ্যায় আবার তাকে পুরাতন শ্রান্তি ঘিরে ধরল, তার গা-হাত-পা ভারী লাগল, সে এই সিদ্ধান্তে আসল যে উদ্দেশ্য ভালো থাকা সত্ত্বেও ডিক যে ভুলগুলো করে বসে, সেগুলো নিয়েই তাকে কাজ করতে হবে। তাকে এই বাসায় রানি মৌমাছির মতো বসে থেকে তার চাওয়া মতো ডিককে চলতে বাধ্য করতে হবে।

পরবর্তী কয়েকদিন সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকল এবং ডিকের মুখের রঙ ও রোদে পোড়ার গভীর ছাপ যেটা জ্বরের ঘামে মুছে গিয়েছিল সেটা ফিরে এসেছে কিনা লক্ষ করত। ডিককে যখন সম্পূর্ণ আত্মস্থ ও শক্তিশালী মনে হলো, যখন সে আর অস্থির ও বিরক্ত হবে না বলে মনে হলো, তখন সে খামারের বিষয়টা আলোচনায় আনল।

একদিন সন্ধ্যায় তারা বাতির ম্লান আলোর সামনে বসল, মেরি তখন জোরালো ভাষায় খামারের হাল-হকিকত সম্পর্কে একটা চিত্র ডিকের সামনে তুলে ধরল, এবং কোনো প্রকার ব্যর্থতা ও খারাপ মৌসুম না আসলেও সে কয় টাকা আয় করতে পারবে সেটা ব্যাখ্যা করল। সে তাকে অকাট্য প্রমাণসহ বুঝিয়ে দিল যে তারা যেভাবে চলছে সেইভাবে চললে কখনও এই খোলস থেকে বের হতে পারবে না : আবহাওয়া এবং দামের পার্থক্যের কারণে একশ পাউন্ড বেশি অথবা পঞ্চাশ পাউন্ড কম, এটাই শুধু তারা প্রত্যাশ্যা করতে পারে, এর বেশি কিছু না।

মেরি যখন কথা বলছিল তখন তার কণ্ঠ কর্কশ, জোরালো ও রুষ্ট হয়ে পড়ল। যেহেতু ডিক কোনো কথা না বলে শুধু শুনছিল, মেরি হিসাবের খাতা বের করে তার নিজের যুক্তির পিছনে হিসাব তুলে ধরল। ডিক মাঝে মাঝে মাথা

banglabook.org

ঝাঁকাচ্ছিল আর দেখছিল কীভাবে মেরির আঙুল লম্বা সারণির উপর ও নীচে উঠানামা করতে করতে যে জায়গাটায় জোর দেয়া দরকার ঠিক সেখানে থেমে যাচ্ছিল, মেরি যে কত দ্রুততার সাথে হিসাব করতে পারে সেটাও সে লক্ষ করছিল। মেরি এইভাবে বলতে থাকা অবস্থায় ডিক মনে মনে ভাবছিল যে তার অবাক হবার কিছু নেই, কারণ মেরির দক্ষতা সম্পর্কে তার আগেই জানা ছিল: এই কারণেই কি সে তার সাহায্য চেয়েছিল না?

যেমন মেরি এখন বেশ বড়ো পরিসরেই মুরগি পালন করে ডিম ও মাংস থেকে প্রতিমাসে বেশ কয়েক পাউন্ড আয় করছিল, আর এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলো সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করে ফেলত। এই নিয়মিত মাসিক আয়টা তাদের জীবনের উপর ভালো একটা প্রভাব ফেলল। ডিক দেখেছিল যে সারাদিন মেরির করার মতো তেমন কোনো কাজই থাকত না : অথচ অন্য যেসব মহিলারা একই পরিসরে মোরগ-মুরগি পালন করত তারা এটাকে খাটুনির কাজ বলে মনে করত। এখন সে যেভাবে খামার আর ফসলের ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করছে, তাতে ডিক নতজানু বোধ করল, যদিও সে ভিতরে ভিতরে নিজের অবস্থানকে সমর্থন করতেও প্ররোচিত হচ্ছিল। তবে ঐ সময়ের জন্য সে নীরব থেকে সন্তুষ্টি, তিক্ততা ও আত্ম-করুণা অনুভব করতে লাগল, তার কাছে সাময়িকভাবে সন্তুষ্টির অনুভূতিটাই মুখ্য ছিল। এটা ঠিক যে খুঁটিনাটি ব্যাপারে মেরির ভুল হচ্ছিল, কিন্তু মোটের উপর সেই সঠিক ছিল, তার বলা প্রতিটা কঠিন কথাই সত্য ছিল! মেরি যখন চোখের উপরে পড়ে থাকা অগোছালো চুল সরিয়ে তার স্বভাবজাত ব্যগ্রতা নিয়ে কথা বলছিল, ডিক তখন আহতও বোধ করল; সে তার কথার যথার্থতা মেনে নিল, তার কণ্ঠের মধ্যে কোনো পক্ষপাতিত্বের উপস্থিতি না থাকায় ডিক আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারছিল না, তবে ঐ পক্ষপাতহীনতাই তাকে যন্ত্রণা দিল ও আহত করল। মেরি খামারটাকে দেখছিল বাইরের দৃষ্টিকোণ থেকে একটা টাকা বানানোর একটা মেশিন হিসেবে। সম্পূর্ণ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সে সমালোচনামুখর ছিল। কিন্তু অনেক বিষয়ই তার নজর এড়িয়ে গেল। ডিক যেভাবে খামারের মাটি পরিচর্যা করেছে, শত একর জমিতে গাছ লাগিয়েছে, তার কোনো কৃতিত্ব সে মেরির কাছ থেকে পেল না। মেরি যেভাবে খামারটাকে দেখল সে সেভাবে দেখতে পারত না। সে এটাকে ভালোবাসত এবং নিজেই এটার অংশ ছিল। সে ঋতুর ধীর পরিবর্তনকে পছন্দ করত, আর পছন্দ করত সেইসব "ছোটো ফসল" গুলোর জটিল ছন্দকে যেগুলোকে মেরি ঘৃণাভরে ফালতু বলত।

মেরির কথা শেষ হলে ডিক কিছু সময় নীরব থাকল, তার ভিতরে চলছিল আবেগের সংঘাত, শব্দ হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছিল সে। অবশেষে তার সেই স্বভাবজাত পরাজয়ের ছোট্ট হাসি হেসে সে বলল, "ঠিক আছে, তাহলে এখন আমরা কী

করব?” মেরি সেই হাসিটা দেখল, কিন্তু তাদের দু'জনের ভালোর জন্যই মনটাকে সে শক্ত করল, নিজেকে জয়ী ভাবল সে। ডিক তার সমালোচনা মেনে নিয়েছে। সে তখন তাদের ঠিক কী করা উচিত সেটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করল। সে তামাক চাষের প্রস্তাব দিল: আশপাশের সবাই তামাক চাষ করে টাকা বানাচ্ছে, তারাও তো এটা করতে পারে। মেরির প্রত্যেকটা কথা, কণ্ঠের প্রতিটা স্বর-পরিবর্তন একটা জিনিসেরই ইংগিত দিচ্ছিল: তামাক চাষ করার মাধ্যমে ধার শোধ দিয়ে তাদের যত দ্রুত সম্ভব এই খামার ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

মেরি যে কী পরিকল্পনা করছে সেটা বুঝতে পেরে ডিক স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে বিষণ্নভাবে বলল, “যখন আমরা অত টাকার মালিক হব, তখন কী করব?”

প্রথমবারের মতো মেরিকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল, সে টেবিলের দিকে চোখ নিচু করে তাকিয়ে থাকল কারণ ডিকের চোখে সে চোখ রাখতে পারছিল না। আসলেই তো সে এটা ভাবেনি। সে শুধু যেটা ভেবেছে সেটা হলো সে ডিককে সফল ও আর্থিকভাবে সমর্থ দেখতে চায় যাতে করে তারা তাদের চাওয়া মতো সবকিছু করতে পারে এবং এই খামার ত্যাগ করে আবার একটা সভ্য জীবন শুরু করতে পারে। তারা যে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছিল সেটা ছিল অসহনীয়, যা তাদেরকে ধ্বংস করছিল। এর মানে এই না যে দু'বেলা খাবার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ তাদের ছিল না: বরং এর মানে এই ছিল যে তাদের প্রতিটা পয়সা হিসেব করে খরচ করতে হতো, নতুন কাপড়চোপড় কেনা যেত না, মজা করে সময় কাটানো যেত না এবং অবকাশযাপনের চিন্তাটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কোনো এক ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিতে হতো। এটা এমন এক দারিদ্র্য যেটা ন্যূনতম পরিমাণ টাকা খরচের সুযোগ করে দিলেও বিবেকের মতো দংশন করা ধার-কর্জের ভারে এমনভাবে ম্লান হয়ে পড়ত যে সেটা না খেয়ে থাকার চেয়েও খারাপ ছিল। এভাবেই মেরি পুরো জিনিসটা অনুধাবন করতে শুরু করেছিল। দারিদ্র্যটা স্ব-আরোপিত হওয়ায় তিক্ততাপূর্ণ ছিল। অন্য লোকেরা ডিকের গর্বিত আত্ম-তুষ্টিকে বুঝতে পারবে না। সারা জেলা জুড়ে, এমনকি সারা দেশ জুড়ে তাদের মতো অনেক গরিব জোতদার ছিল, তারা কিন্তু ঠিকই একের পর এক ধার করে নিজেদের ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করছিল, তাদের একটামাত্রই আশা ছিল যে ভবিষ্যতে অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো টাকাকড়ি পাবে যেটা তাদেরকে রক্ষা করবে। (আর বন্ধনীর ভিতরে এটা স্বীকার করতেই হবে যে তাদের আনন্দঘন ব্যর্থতাটাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল: যখন যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে তামাকের চাহিদা ও বাজার চড়া হলো, তখন এক দেড় বছরের মধ্যে তারা তাদের ভাগ্য গড়ে ফেলল, এই ঘটনা টারনারদেরকে আগের চেয়েও বেশি হাসির পাত্রে পরিণত করল)। টারনার পরিবার তাদের অহংবোধ ত্যাগ করে ব্যয়বহুল অবকাশযাপনের অথবা

BanglaBook.org

নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিলে তাদের ঋণদাতারা তাতেও রাজি হতে পারত, তারা এই ধরনের জোতদারদের সাথে আদান-প্রদানে অভ্যস্ত। কিন্তু ডিক তো এটা করবে না। এর জন্য মেরি তাকে বোকা মনে করে ঘৃণা করলেও এটাই একমাত্র জিনিস যেটাকে সে তখনও শ্রদ্ধা করত: সে ব্যর্থ ও দুর্বল হতে পারে, কিন্তু তারপরেও তার অনড় অবস্থানই তার গর্বের সর্বশেষ ভরসাস্থল।

এই কারণেই সে বিবেকটা একটু শিথিল করে অন্য লোকদের মতো চলার জন্য ডিককে অনুনয়বিনয় করত না। তখনও তামাক চাষ করে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছিল, এটা করা খুব সহজ ছিল বলেই মনে হতো। এমনকি তখনও টেবিলের ওপাশে বসা ডিকের ক্লান্ত ও অসুখী মুখ দেখে এটাকে সহজই মনে হতো। শুধু যে জিনিসটা ডিকের করতে হবে সেটা হলো এই কাজটা করার জন্য তার মন ঠিক করা। কিন্তু তারপর? এই প্রশ্নটাই ডিক মেরির কাছে রেখেছিল— তখন তাদের ভবিষ্যৎটা কেমন হবে?

নিজেদের ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করতে পারবে এই রকম একটা আবছা সুন্দর ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলেই মেরি কল্পনায় তার অতীতে বাস করা শহরে ফিরে যেত, যেখানে তার তখনকার পরিচিত বান্ধবীরা থাকবে আর সে অবিবাহিত মেয়েদের ক্লাবে বসবাস করবে। তার এই কল্পজগতে ডিকের কোনো স্থান ছিল না। কাজেই তার প্রশ্নটা এড়ানোর জন্য মেরি অনেক সময় নীরব থাকল, ডিকের চোখের দিকে পর্যন্ত সে তাকাচ্ছিল না, তারপরও ডিক যখন প্রশ্নটা আবার করল, তখন তাদের দু'জনের আকাঙ্ক্ষার নির্মম পার্থক্যের কারণে সে নীরবই থাকল। সে চোখের উপর থেকে চুল সরাল যেন এমন কিছু সে সরিয়ে ফেলছে যেটা নিয়ে সে চিন্তাও করতে চায় না, তারপরে ডিকের কাছে জিজ্ঞাসা রাখল, "আমরা এইভাবে চলতে পারি না, তাই না?"

আবার নীরবতা নেমে আসল। মেরি পেন্সিলটা হাতে ধরে আঙুল আর তালুর মাঝখানে মোচড় দিতে দিতে টেবিলে টোকা মারছিল যার ফলে একটা বিরক্তিকর শব্দ হচ্ছিল, যেটা শুনে ডিক চাপা উত্তেজনা বোধ করছিল।

কাজেই তখন ডিকের উপর সবকিছু নির্ভর করছিল। মেরি পুরো ব্যাপারটা আবার তার উপর ছেড়ে দিয়েছিল, সে যেভাবে পারে সেভাবে সব করতে পারত— তবে মেরি তার আসল উদ্দেশ্যটা তাকে বলল না। ডিক তার প্রতি বিরক্ত ও রাগান্বিত হতে শুরু করল। অবশ্যই তাদের এইভাবে চলতে পারে না: সে কি কখনও বলেছে যে তাদের এইভাবেই চলা উচিত? নিজেরা একটু ভালো থাকার জন্য সে কি একজন নিগ্রোর মতো খাটছিল না? তবে ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকবার অভ্যাস থেকে সে বেরিয়ে এসেছে, অথচ মেরির এই দিকটাই

BanglaBook.org

তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। সে শুধুমাত্র পরের মৌসুম পর্যন্ত চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরের মৌসুমই ছিল তার পরিকল্পনার সীমারেখা। কিন্তু মেরি এসবের অনেক উর্ধ্বে আরোহণ করে ভিন্ন মানুষ এবং ভিন্ন জীবনের চিন্তা করছিল—আর সেটা করছিল তাকে বাদ দিয়েই, ডিক নিজেও সেটা জানত, যদিও মেরি তাকে বলেনি। ডিক ভয় পেয়ে গেল, কারণ সে সেই কবে অন্য মানুষদের সাথে মিশেছে, তার জীবনে তাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। মাঝে মাঝে চার্লি স্লাটারের সাথে তর্জন-গর্জন করাটা সে উপভোগ করত, কিন্তু সেই সুযোগটা না থাকলেও তার কোনো অসুবিধা হতো না। তাছাড়া অন্য মানুষদের সাথে থাকলেই তার নিজেকে মূল্যহীন ও ব্যর্থ মনে হতো। সে অনেকদিন ধরে খেটে খাওয়া কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে বাস করছিল শুধুমাত্র সামনের বছরের পরিকল্পনা নিয়ে, এইভাবে তার দিগন্ত সংকীর্ণ হয়ে তার জীবনের সাথে মিলে গিয়েছিল, এবং এর বাইরে সে আর কিছু কল্পনা করতে পারত না। আসলেই সে এই খামারের বাইরে অন্য কোথাও নিজেকে ভাবতে পারত না, সে এখানকার প্রতিটা গাছকে পর্যন্ত চিনত। এটা কোনো রূপক কথা না: যে তৃণভূমির উপর নির্ভর করে সে জীবনধারণ করত সেটাকে সে কৃষ্ণাঙ্গদের মতোই চিনত। তার ভালোবাসা শহুরে মানুষদের মতো কোনো ভাববিলাসী ভালোবাসা ছিল না। বাতাসের মর্মরধ্বনি, পাখির কলরব, মাটির সোদা গন্ধ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রতি তার অনুভূতি আরো তীক্ষ্ণ হয়েছিল, যদিও অন্য সব ক্ষেত্রে সেটা আবার ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। এই খামারেই তার ক্ষয় এবং মৃত্যু হবে। সে সফল হতে চাইত এই কারণে যে তারা এই খামারেই শান্তিতে বসবাস করতে পারবে, মেরি যে যে জিনিস কামনা করত সেগুলো পেতে পারবে, এবং সর্বোপরি তারা সন্তান নিতে পারবে। তার জন্য তো সন্তানের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল। এমনকি এখনও সে এই আশা ছাড়েনি যে একদিন ইত্যাদি। সে কখনও বুঝতে পারেনি যে খামারটাকে বাদ দিয়েই মেরি ভবিষ্যৎটা দেখত, সেটাও আবার তার সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে! জীবনের কোনো অবলম্বন ছাড়া ডিক সর্বশান্ত ও শূন্য বোধ করল। প্রায় আতংক নিয়েই সে মেরির দিকে তাকাল, সে যেন এক ভিনদেশি জন্তু ছিল, তার সাথে থাকার এবং তার করণীয় নিয়ে নির্দেশনা দেবার কোনো অধিকার যেন তার ছিল না।

তবে মেরিকে নিয়ে এইভাবে সে ভাবতে পারছিল না, মেরি যখন পালিয়ে চলে গিয়েছিল তখন সে বুঝেছিল এই বাড়িতে তার উপস্থিতির গুরুত্ব কতটুকু। না মেরিকে অবশ্যই তার খামারের প্রয়োজনটা বুঝতে হবে, এবং একবার স্বাবলম্বী হলেই তারা সন্তান নিবে। তাকে অবশ্যই জানতে হবে যে তার পরাজয়ের গ্লানিটা একজন কৃষক হিসেবে তার ব্যর্থতা থেকে আদৌ আসেনি, বরং এটা হলো মানুষ হিসেবে তার প্রতি মেরির বৈরীতা এবং সেই অবস্থায় তাদের একসাথে থাকার

BanglaBook.org

ফল। তারা সন্তান নিতে পারলে এটাও ঠিক হয়ে যেত, তখন তারা সুখী হতে পারত। ডিক এভাবেই দুই হাতে মাথা রেখে টেবিলে পেন্সিল টোকার শব্দ শুনতে শুনতে স্বপ্ন দেখতে লাগল।

কিন্তু ধ্যানের এই আরামদায়ক উপসংহার টানার পরেও তার পরাজয়বোধটা তাকে বিহ্বল করে রাখল।

তামাক চাষের ভাবনাটা সে মেনে নিতে পারল না, এটাকে সবসময়ই সে ঘৃণা করত, কারণ এটা তার কাছে এক অমানবিক ফসল বলে মনে হতো। তামাকের চাষ করলে তার খামারটা ভিন্নভাবে পরিচালনা করতে হবে, যার অর্থ হলো বিল্ডিংয়ের ভিতরে আদ্রতাপূর্ণ তাপমাত্রায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা আর থার্মোমিটার দেখার জন্য রাত্রিবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠা।

কাজেই সে টেবিলের উপরে রাখা কাগজপত্রগুলো উদ্দেশ্যহীনভাবে নাড়াচাড়া করল, দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরল, এবং তার ভাগ্যের বিরুদ্ধে শোচনীয়ভাবে প্রতিবাদ করে উঠল। কিন্তু এতে কোনো ফল আসল না, উল্টো দিকে বসা মেরি তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে বাধ্য করছিল। অবশেষে সে মুখ তুলে তাকিয়ে এক বিকৃত আর নিরানন্দ হাসি হেসে বলল, "ঠিক আছে বস্, আমি কি ধরে নিতে পারি যে আপাতত কয়েকদিনের জন্য এটা শেষ হলো?" অপমানে তার কণ্ঠটা টান টান ছিল। আর যখন মেরি বিরক্তভাবে বলল, "আমি আশা করব যে তুমি আমাকে বস্ বলে ডাকবা না!" সে কোনো উত্তর দিল না, যদিও তারা যে কথাটা বলতে ভয় পাচ্ছিল, তাদের মধ্যকার নীরবতাই সেটা আরো সরবভাবে প্রকাশ করল। অবশেষে মেরি টেবিলের সামনে থেকে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবতা ভাঙল, বইগুলো সরাতে সরাতে সে বলল, "আমি বিছানায় যাচ্ছি।" এই বলে সে চলে গেল, ডিক সেখানেই চিন্তাগ্রস্তভাবে বসে থাকল।

তিন দিন পর সে মেরির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শান্তভাবে বলল যে সে কৃষ্ণাঙ্গ মিস্ত্রীদের দিয়ে দু'টো গোলা বানানোর ব্যবস্থা করছে।

শেষে যখন সে মেরির দিকে তাকিয়ে তার লাগামহীন বিজয়ের মুখোমুখি হতে বাধ্য হলো, সে দেখতে পেল তার চোখ দু'টো নতুন আশায় জ্বলজ্বল করছে, এইবার ব্যর্থ হলে মেরি সেটা কেমনভাবে নেবে এই চিন্তা করে সে অস্বস্তি বোধ করল।

BanglaBook.org

অষ্টম অধ্যায়

একবার ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করে ডিককে প্রভাবিত করার পরই মেরি নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে তাকে তার মতো চলতে দিল। ডিক বেশ কয়েকবার পরামর্শ চেয়ে মেরিকে তার কাজে টেনে আনার চেষ্টা করল, সে এটাও বলল যে বেশ কয়েকটা ঝামেলাপূর্ণ ব্যাপারে মেরির সাহায্য তার প্রয়োজন, কিন্তু আগের মতোই মেরি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করল না, আর সেটা তিনটি কারণে। প্রথম কারণটা ছিল পরিকল্পিত: সে যদি সবসময় ডিকের সাথে থেকে নিজের উৎকৃষ্ট দক্ষতার প্রমাণ রাখে, তাহলে তার আত্মরক্ষামূলক মনোভাবকে চটানো হবে, তখন সে মেরির চাওয়ামতো আর কাজ করতে চাইবে না। অন্য দু'টো কারণ ছিল তার সহজাত। খামার এবং এর সমস্যাগুলোকে সে তখনও অপছন্দ করত, এর গতানুগতিক রুটিন অনুযায়ী জীবনযাপন করতে তার প্রচণ্ড অনীহা ছিল। তৃতীয় কারণটা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী, যদিও মেরি এটার গুরুত্ব সম্পর্কে অত সচেতন ছিল না। যে ডিকের সাথে তার বিয়ে হয়েছে সে যে নিজ গুণেই একজন মানুষ এবং নিজের চেষ্টায় সফল হয়েছে এটা মেরি দেখতে চেয়েছিল। ডিককে দুর্বল, লক্ষ্যহীন এবং করুণ দেখলে তার প্রতি ঘৃণা জন্মাত, যে ঘৃণা মেরির নিজের উপরও বর্তাত। নিজের চেয়েও শক্তিশালী একজন লোক তার প্রয়োজন ছিল আর ডিককে সেই ধরনের একজন মানুষ হিসেবে গড়ার চেষ্টা করছিল সে। ডিক যদি তার চেয়েও শক্তিশালী লক্ষ্য সামনে রেখে প্রকৃতই তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারত, তাহলে মেরি তাকে ভালোবাসত, আর সেক্ষেত্রে ব্যর্থতার সাথে নিজেকে জড়ানোর দায়ে নিজের প্রতিও তার আর ঘৃণা হতো না। এটার জন্যই সে অপেক্ষা করছিল,

BanglaBook.org

এবং এই কারণেই কিছু দরকারি কাজ করতে ডিককে আদেশ দেবার অস্থির বাসনা তার মধ্যে থাকলেও সে সেটা করত না। সে যেটাকে ডিকের গর্বের দুর্বলতম জায়গা বলে ভাবছিল সেটাকে রক্ষা করাই ছিল খামার থেকে তার নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার আসল উদ্দেশ্য, যদিও সে যে নিজেই ডিকের জন্য ব্যর্থতা এটা সে বুঝতে পারেনি। সম্ভবত সে সঠিক ছিল, সহজাতভাবেই সঠিক, বস্তুগত সাফল্যের প্রতি সে সম্মান ও আনুগত্য দেখাতে পারবে। সে সঠিকই ছিল তবে তার কারণগুলো ছিল বেঠিক। সে সঠিক হতে পারত যদি ডিক অন্য প্রকৃতির একজন মানুষ হতো। যখন সে লক্ষ করল ডিক আবার বোকার মতো আচরণ করে অপ্রয়োজনীয় কাজে টাকা খরচ করছে অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে কার্পণ্য করছে, তখন সে এটা নিয়ে আর ভাবতে চাইল না। সে আর পারবে না, ডিক এবার সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। অন্যদিকে, মেরি নিজেকে গুঁটিয়ে নেয়ার কারণে ডিক উপেক্ষিত ও হতাশা বোধ করায় সে আর মেরির কাছে কোনো আবেদন রাখল না। সে একগুঁয়ের মতো তার নিজের গতিতে চলল, তার মধ্যে এইরকম একটা বোধ কাজ করছিল যে মেরি যেন প্রথমে তাকে গভীর জলে সাঁতার দিতে উৎসাহিত করেছে, যেটা ছিল তার ক্ষমতার বাইরে, তারপরই তাকে আবার তার নিজের জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছে।

বাসা, মুরগি এবং চাকরদের সাথে বিরামহীন দ্বন্দ্বে আবার নিজেকে নিয়োজিত করল মেরি। তাদের দু'জনই জানত যে তারা একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আছে। মেরি অপেক্ষা করল। প্রথম বছরগুলোতে সে অপেক্ষা করেছিল, যখন কয়েকটা ছোটো ও হতাশাভরা বিরতি ছাড়া সব সময়ই সে এই বিশ্বাস রেখেছিল যে কোনো না কোনোভাবে অবস্থার পরিবর্তন হবে, অলৌকিক কিছু ঘটবে এবং তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছবে। তারপর সেটা সহ্য করতে না পেরে সে পালিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসেছিল এই উপলব্ধি নিয়ে যে তার জন্য কোনো অলৌকিক মুক্তি আসবে না। এখন সে আবার আশার আলো দেখতে পেল। তবে ডিক কাজ শুরু না করা পর্যন্ত সে কিছুই না করে অপেক্ষা করবে। মেরি ঐ মাসগুলো পার করল এমন একজন ব্যক্তির মতো যাকে অপছন্দের এক দেশে কোনোরকমে কয়েকটা মাস কাটিয়ে দিতে হবে এবং যে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই ধরেই নিয়েছে যে একবার নতুন জায়গায় বসতি গড়ে তুললে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। মেরি তখনও ভাবেনি ডিক টাকাপয়সার মালিক হলে সে কী করবে, তবে সে সবসময়ই এই দিবা-স্বপ্ন দেখত যে সে এক অফিসে দক্ষ ও অপরিহার্য সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছে, নিজেকে সে ক্লাবে কল্পনা করত জনপ্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে, যাকে কিছু ঘনিষ্ঠ লোকদের বাসায় সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয়, অথবা যাকে সেই সব পুরুষ মানুষ 'বেড়াতে নিয়ে' যায় যারা তার সাথে সহজ ও ঘনিষ্ঠভাবে এমন স্নেহশীল ব্যবহার করে যেটা সম্পূর্ণ বিপদের আশংকামুক্ত। সময়টা খুব দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে

BanglaBook.org

চলল, যুগের মধ্য দিয়ে সময়ের এই এগিয়ে চলার মাঝেই এক একটা জীবনে বিভিন্ন সংকট তৈরি হয়ে পরিপক্বতা লাভ করে, আর সময় তখন যাত্রা শেষে পাহাড়ের মতো সামনে হাজির হয়ে একটা যুগের সীমারেখা নির্ধারণ করে। মানব শরীর কত ঘণ্টা ঘুমাতে অভ্যস্ত তার কোনো সীমারেখা নেই, মেরি প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমাত যাতে করে সে সময়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে এর বড়ো বড়ো ঢোক গিলে ফেলতে পারে এবং সবসময় এই সন্তুষ্টিবোধ নিয়ে ঘুম থেকে উঠতে পারে যে সে মুক্তির আরো কয়েক ঘণ্টা কাছে চলে এসেছে। সত্যিই সে জেগে থাকত না বললেই চলে, আশার ঘোরের মধ্যে সে ঘোরাফেরা করত, আর কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই আশাটা এতই জোরালো হলো যে সে প্রতিদিন সকালে মুক্তির উত্তেজনা নিয়ে ঘুম থেকে উঠত, যেন সেই দিনই মজার কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

সে এমন আগ্রহ নিয়ে নীচের ঝিলের পাশে তামাকের গুদামের ব্লক তৈরির অগ্রগতি দেখত যেন সে একটা জাহাজ তৈরি করা দেখছে, যেটা তাকে নির্বাসন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সেগুলো আকার পেতে শুরু করল, প্রথমে ধ্বংসাবশেষের মতো দেখতে ইটের অমসৃণ আকৃতি, তারপরে কাছাকাছি রাখা শূন্য বাক্সের মতো একটা বিভক্ত আয়তক্ষেত্র, তারপর চাল উঠল, নতুন চকচকে টিন রোদ্রে ঝিলিক দিচ্ছিল এবং তার উপরে ফুটন্ত তাপপ্রবাহ গ্লিসারিনের মতো সাঁতার কাটছিল। দূরে ঝিলের শুকনো গর্তের পাশে শৈলশিরার উপরে বীজতলা তৈরি করা হচ্ছে, বৃষ্টি আসলে উপত্যকার নগ্ন নিম্নদেশ এক স্রোতস্বিনী জলপ্রবাহে পরিণত হবে। মাসগুলো গত হয়ে অক্টোবরে এসে ঠেকল। যদিও বছরের এই সময়টাকেই সে ভয় পেত, যখন গরমটা শত্রুর মতো আচরণ করত, আশায় বুক বেঁধে সে সহজেই এটা পার করে দিল। সে ডিককে বলল যে এই বছরে গরম অতটা খারাপ না, সেটা শুনে সে উত্তর করল যে এটা কোনোদিনই এর চেয়ে খারাপ ছিল না, উদ্বেগ, এমনকি অবিশ্বাস নিয়ে একথা বলার সময় সে মেরির দিকে চকিত দৃষ্টি দিল। আবহাওয়ার প্রতি মেরির দোদুল্যমান নির্ভরতার কারণ সে কখনও বুঝতে পারত না, এটার প্রতি তার একটা আবেগজড়িত মনোভাব ছিল যেটা ডিকের কাছে একেবারেই অচেনা ছিল। যেহেতু সে গরম, শীত আর শুষ্কতাকে মেনেই নিয়েছিল, এগুলো তার জন্য কোনো সমস্যা ছিল না। সে ছিল তাদেরই সৃষ্টি, কাজেই তাদের সাথে সে যুদ্ধ করত না, কিন্তু মেরি সেটা করত।

এই বছর ধোঁয়া-মিশ্রিত বাতাস দেখে মেরি প্রচণ্ড চাপা উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল, কারণ যে বৃষ্টি নামলে মাঠে তামাকের চারা গজিয়ে উঠবে সেই বৃষ্টির জন্য সে অধীর ছিল। ডিকের মধ্যে যাতে কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয় সেই কারণে সে বাহ্যিক অনাগ্রহ দেখিয়ে অন্য কৃষকদের ফসলের হাল-হকিকত

BanglaBook.org

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত এবং জ্বলজ্বলে চোখে অসীম প্রত্যাশা নিয়ে ডিকের স্বল্পকথার বর্ণনা শুনত, কেমন করে একজন কৃষক একটা ভালো মৌসুমে দশ হাজার পাউন্ড আয় করেছে, অন্য একজন কৃষক কীভাবে সব দেনা পরিশোধ করেছে। আর এইসবের প্রতি মেরি যে আগ্রহ না দেখানোর ভান করত, সেটাকে অগ্রাহ্য করে সে যখন বলত যে বড়ো বড়ো কৃষকদের মতো পনেরো বা বিশটি গোলাঘর না বানিয়ে সে শুধু দুইটি গোলাঘর বানিয়েছে, যার ফলে এমনকি মৌসুম ভালো হলেও সে হাজার হাজার পাউন্ড প্রত্যাশা করতে পারে না, মেরি তখন ঐ সতর্কবাণী উপেক্ষা করত। আসন্ন সফলতার স্বপ্ন দেখাটা তার জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। ঠিক যখন দরকার ছিল তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টি এসে আয়েশ করে জলসিক্ত ডিসেম্বরের উপর বসত গেড়ে বসল। তামাকের গাছগুলো দেখতে স্বাস্থ্যবান ও সবুজ লাগছিল, সেগুলো মেরির জন্য ভবিষ্যৎ প্রাচুর্যের আশা সঞ্চার করল। সে ডিকের সাথে মাঠে হাঁটাহাঁটি করত শুধুমাত্র তামাক গাছের শক্তসবল প্রাচুর্য দেখে এবং চেপ্টা সবুজ পাতাগুলো কীভাবে বিভিন্ন অংকের চেকে রূপান্তরিত হবে সেই চিন্তা করে আনন্দ পাবার জন্য।

তারপরেই শুরু হলো ক্ষরা। প্রথমদিকে ডিক তেমন উদ্বিগ্ন ছিল নাঃ তামাকের গাছ একবার মাটিতে ভালোভাবে গেড়ে বসতে পারলে ক্ষরা সহ্য করে অনেকদিন টিকে থাকতে পারে। দিনের পর দিন আকাশে বিশাল বিশাল মেঘখণ্ড জমা হলো, কিন্তু দিনের পর দিন মাটি উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হলো। তখন ক্রিসমাস গত হয়ে জানুয়ারি মাস। প্রচণ্ড মানসিক চাপে ডিক বিষণ্ন ও খিটখিটে হয়ে গেল, মেরি হয়ে গেল অস্বাভাবিক শান্ত। তারপর এক বিকেলে সামান্য এক পশলা বৃষ্টি হলো যেটা আবার বিপথগামী হয়ে তামাকের দুইখণ্ড জমির মধ্যে শুধু একখণ্ডের উপর পতিত হলো। তারপর আবার শুরু হলো ক্ষরা যখন অনেকগুলো সপ্তাহ বৃষ্টির কোনো চিহ্ন ছাড়াই পার হয়ে গেল। শেষমেষ মেঘ জমাট বেঁধে স্তূপীকৃত হয়েও আবার লুপ্ত হয়ে গেল। মেরি এবং ডিক বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল মেঘের ভারী পর্দাগুলো পর্বতরাজির দিকে ধাবিত হচ্ছে। বৃষ্টির পাতলা পর্দা তৃণভূমির দিকে আসতে আসতে আবার ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের খামারে কোনো বৃষ্টি পড়ল না, এমনকি অন্য কৃষকেরা ফসলের ক্ষতি থেকে কিছুটা রক্ষা পেয়েছে এই ঘোষণা দেবার কয়েকদিন পরেও কোনো বৃষ্টি আসল না। একদিন বিকেলে গুঁড়ি গুঁড়ি গরম বৃষ্টি নামল, সূর্য কিরণের যে জায়গায় রংধনুটা ধনুকের মতো বেঁকে ছিল, তার ভিতর দিয়ে বৃষ্টির মোটা ও উজ্জ্বল ফোঁটা পড়ল, কিন্তু তপ্ত মাটিকে ভেজানোর জন্য সেটা যথেষ্ট ছিল না। তামাকের শুকনো পাতাগুলো খাড়া হলো না বললেই চলে। তারপরই শুরু হলো একটানা রোদ ঝলসানো দিন।

BanglaBook.org

"ঠিক আছে," ডিক বলল, "যাই ঘটুক না কেন অনেক দেরি হয়ে গেছে।" কথা বলার সময় হতাশায় তার মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। তবে সে আশা করছিল, যে জমিতে প্রথম বৃষ্টি পড়েছিল সেটা বেঁচেও যেতে পারে। পরে যখন স্বাভাবিক বৃষ্টি শুরু হলো, ততদিনে বেশিরভাগ তামাক গাছই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল: খুব কম তামাকই অবশিষ্ট থাকবে। সামান্য কিছু ভুট্টা পাওয়া গেল, কিন্তু তাতে ঐ বছরের খরচের টাকাটাও উঠল না। চোখে-মুখে যন্ত্রণার ছাপ নিয়ে ডিক শান্তভাবে এই সবকিছুই মেরির কাছে ব্যাখ্যা করল। তবে মেরি ডিকের মুখে একটা স্বস্তির ছাপও লক্ষ করল। এর কারণ হলো যে সে নিজের কোনো দোষের কারণে ব্যর্থ হয়নি, বরং এটা ছিল নিতান্তই দুর্ভাগ্য যেটা যে কারো জীবনে ঘটতে পারে, কাজেই এর জন্য মেরি তাকে দোষ দিতে পারবে না।

একদিন সন্ধ্যায় তারা পরিস্থিতিটা নিয়ে আলোচনা করল। ডিক জানাল যে দেউলেত্ব থেকে বাঁচতে সে নতুন করে ধারের আবেদন করেছে, এবং আগামী বছর সে আর তামাকের উপর নির্ভর করবে না। সে তামাকের চাষ একদমই না করার পক্ষে, তবে মেরি যদি জোরাজুরি করে তাহলে সে খুব সামান্য পরিমাণ তামাক চাষ করতে পারে। তারা যদি এই বছরের মতো আরেকবার ব্যর্থ হয় তাহলে তার অর্থ হবে নিশ্চিত দেউলেত্ব।

মেরি শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে আরেকটা বছর তামাক চাষ করার জন্য কাকুতিমিনতি করল, তাদের জন্য পর পর দু'টো মৌসুমই তো আর খারাপ হতে পারে না। এমনকি ডিকের মতো 'জোনাহ'র (সহানুভূতির হাসি উদ্রেক করতে মেরি তার জন্য এই নাম ব্যবহার শুরু করেছে) জন্যও পর পর দু'টো খারাপ মৌসুম আসা অসম্ভব। তাছাড়া ঠিকঠাকভাবে ধার-কর্জ করতে সমস্যা কী? অন্য যারা হাজার হাজার পাউন্ড ধার করেছে সেই তুলনায় তাদের কোনো দেনাই নেই। যদি ব্যর্থ হতেই হয় তাহলে সফল হবার জন্য প্রকৃত পদক্ষেপ নিয়ে সশব্দে পতিত হওয়াটাই শ্রে ভালো। আরো বারোটা গোলাঘর বানানো হোক এবং সবটুকু জমিতে তামাক লাগানো হোক, এইভাবে শেষ চেষ্টা হিসেবে তাদের পুরো ঝুঁকি নেয়া উচিত। সে তা করবেই না কেন? অন্য কেউ যখন বিবেকের ধার ধারছে না, তখন তার সেটা থাকতেই হবে কেন?

কিন্তু এই কথা বলায় সে ডিকের মুখে যে অভিব্যক্তি দেখল, সেটা এর আগে যখন সে নিজেদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অবকাশযাপনের প্রস্তাব দিয়েছিল তখন একবার দেখেছিল। এটা ছিল এক হতাশা মেশানো ভয়ের দৃষ্টি যা মেরিকে হতোদ্যম করে দিত। "বাধ্য না হলে আমি আর একটা পয়সাও ধার নিব না," সে চূড়ান্তভাবে বলল, "কারোর কথাতেই না।" সে এতই অনমনীয় ছিল যে মেরি তাকে কোনোভাবেই টলাতে পারল না।

BanglaBook.org

পরের বছর কী ঘটবে?

সে জানাল যে যদি বছরটা তাদের অনুকূলে থাকে, সব ফসল ভালো হয় ও ফসলের দাম পড়ে না যায়, এবং তারা যদি তামাকের চাষে সফল হয়, তাহলে গত বছর তারা যে লোকসান দিয়েছিল সেটা উঠে আসবে। সম্ভবত লোকসান পূরণ করেও আরো কিছু বেঁচে থাকবে। কে জানে? তার ভাগ্যের পরিবর্তন হতেও পারে। কিন্তু দেনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত শুধু একটা ফসলের উপর সব ঝুঁকি নিতে সে রাজি না। কারণ, সে মলিন মুখে বলতে থাকল, দেউলিয়া হয়ে গেলে তাদেরকে খামারটা হারাতে হবে। যদিও মেরি জানত যে কথাটা বললে ডিক সবচেয়ে বেশি আহত হবে, তবুও সে বলল যে এটা ঘটলে সে সবচেয়ে বেশি খুশি হবেঃ শুধুমাত্র তখনই তারা জীবনধারণের জন্য বলিষ্ঠভাবে কিছু একটা করতে পারবে। মেরি আরো বলল যে ডিকের আত্মতৃপ্তির প্রকৃত কারণ হলো সে সবসময়ই জানে যে তারা যদি দেউলেত্বের দ্বারপ্রান্তেও পৌঁছে যায়, তাহলেও তারা নিজেদের উৎপাদিত ফসল ও নিজেদের গরুর মাংসের উপর নির্ভর করে জীবন চালিয়ে যেতে পারবে।

জাতির সংকটগুলোর মতোই ব্যক্তির সংকটও উত্তরণ না ঘটা পর্যন্ত বোঝা যায় না। সংগ্রামরত একজন কৃষকের কাছ থেকে সেই ভয়াবহ 'পরবর্তী বছরের' কথা শুনে মেরি অসুস্থ বোধ করল, তবে সে যে প্রাণোচ্ছল আশা নিয়ে জীবনযাপন করছিল সেটার মৃত্যু হতে আরো কয়েকদিন সময় লাগল, তখনই সে বুঝল সামনের দিনগুলোতে কী অপেক্ষা করছে। মনটাকে ভবিষ্যতের দিকে নিবিষ্ট করে যে সময়ের মধ্য দিয়ে সে অর্ধ-সচেতনভাবে জীবনযাপন করছিল সেই সময়টাই হঠাৎ প্রলম্বিত হয়ে তার সামনে ধরা দিল। 'পরবর্তী বছর' বলতে যেকোনো কিছু বুঝাতে পারে। এটা আরেকটা ব্যর্থতা বুঝাতে পারে। তবে নিশ্চিতভাবেই এটা আংশিক পুনরুদ্ধারের বেশি কিছু বুঝাবে না, তাদের কষ্টও অলৌকিকভাবে দূর হতে যাচ্ছে না। কোনো কিছুই বদলাবে না, আগেও কোনোদিন বদলায়নি।

মেরির মধ্যে হতাশার খুব একটা লক্ষণ না দেখে ডিক অবাকই হলো। প্রচণ্ড রাগ ও কান্নার ঝড়ের মুখোমুখি হবার জন্য সে প্রস্তুত হয়েছিল। অনেক বছরের অভ্যাসবশত সে 'আসছে বছরের' চিন্তার সাথে নিজেকে সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়ে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করত। যেহেতু মেরির কাছ থেকে হতাশার তাৎক্ষণিক কোনো ইঙ্গিত পাওয়া গেল না, সে আর সেটা মনেও রাখল না বাহ্যত আঘাতটা যত শক্ত হবে বলে সে মনে করেছিল তত শক্ত ছিল না।

তবে প্রাণঘাতী আঘাতের প্রভাব ধীর গতিতেই প্রকাশিত হয় । কিছুটা সময় যেতে না যেতেই পূর্বানুমান ও প্রত্যাশার যে শক্তিশালী ঢেউ তার অস্তিত্বের একেবারে গভীর থেকে উৎসারিত বলে মনে হতো, যেটার আবির্ভাব তার মনের

এমন এক জায়গা থেকে যেখানে তামাক চাষের ব্যর্থতার খবর তখনও পৌঁছায়নি, মেরি সেটা অনুভব করল। মেরি যে চরম সত্যটা আবিষ্কার করল তার সাথে নিজের সমস্ত সত্তাকে খাপ খাওয়াতে অনেক সময় লাগল, সত্যটা হলো এই তারা যদি আদৌ খামারটা ছেড়ে চলে যেতে পারে, তাহলে সেটা করতেও অনেক বছর লেগে যাবে।

তারপর শুরু হলো একঘেয়ে যাতনার একটা সময়: এটা অবশ্য আগে সে যে চরম দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছিল, সেরকম প্রবল ছিল না। মেরির মনে হচ্ছিল তার ভিতরের কেন্দ্রবিন্দুটা যেন কোমল হতে শুরু করেছিল, যেন একটা নরম ক্ষয়রোগ তার অস্থিসমূহে আক্রমণ করছিল।

এমনকি দিবাস্বপ্নের ক্ষেত্রেও স্বাপ্নিকের সন্তুষ্টির জন্য একটা আশার উপাদান থাকতে হয়। ফেলে আসা দিনগুলো নিয়ে স্বভাবগতভাবে যে কল্পনা সে করত, যেটা আবার সে তার ভবিষ্যতের ভাবনার মধ্যে আরোপ করত, সেই কল্পনা করতে করতে সে মাঝখানে থেমে যেত, নিজেকে নিরানন্দভাবে বলত যে তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কিছুই ছিল না তার। সবই শূন্য, ফাঁকা।

পাঁচ বৎসর আগে হলেও সে রোমান্টিক উপন্যাসের পাতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারত। তার মতো শহুরে মেয়েরা সিনেমার নায়িকাদেরকে দেখে তাদের আদলে নিজেদের জীবন গড়তে চায়, অথবা তারা ধর্মের দিকে, বিশেষত প্রাচ্যের ইন্দ্রিয়-নির্ভর ধর্মগুলোর কোনো একটিতে ঝুঁকে পড়ে। ভালো লেখাপড়া জানা এই মেয়েরা শহরে বাস করার ফলে তাদের কাছে বই সহজলভ্য থাকে, তখন তারা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কোনো বই খুঁজে পেয়ে শব্দের মনভুলানো স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতে পারে।

অথচ এসবের পরিবর্তে মেরির ভাসাভাসা চিন্তায় যে জিনিসটা আসত, সেটা হলো তাকে এখানেই কিছু একটা করতে হবে। তাহলে কি সে মুরগির সংখ্যা বাড়াবে? নাকি সেলাইয়ের কাজে মন দেবে? সে অসাড় এবং ক্লান্ত বোধ করছিল, কোনো কিছুতেই তার আগ্রহ ছিল না। সে ভাবল যে সামনের শীতকাল আসলে যখন তার জীবনীশক্তি উদ্দীপিত হবে, তখন সে কিছু একটা করবে। সিদ্ধান্তটা সে মুলতবি রাখল, ডিকের জীবনে খামারের যে প্রভাব ছিল, তার উপরেও সেই একই প্রভাব পড়ছিল: সে নিজেও 'আসছে মৌসুম' মাথায় রেখে চিন্তা করা শুরু করেছিল।

ডিক, যে এখন খামারে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি কাজ করে, অবশেষে বুঝতে পারল যে মেরিকে পরিশ্রান্ত লাগছে, তার চোখে কেমন একটা ভারী দৃষ্টি এবং গালে লাল লাল ছোপ লেগে ছিল। তাকে আসলেই খুব অসুস্থ লাগছিল। ডিক জিজ্ঞাসা করল সে পীড়িত বোধ করছে কিনা। মেরি উত্তর দিল

যে সে করছে, সে এমনভাবে উত্তরটা দিল যেন সে এইমাত্র ব্যাপারটা সম্পর্কে অবগত হলো। তার প্রচণ্ড মাথাব্যথা করছিল, সেই সাথে অবসন্নতাও কাজ করছিল, যার অর্থ হলো সে অসুস্থ হতে পারে। ডিক লক্ষ করল যে অসুস্থতাই যে তার এই অবস্থার কারণ হতে পারে এই চিন্তা করে মেরিকে পরিতুষ্ট লাগছিল।

যেহেতু মেরিকে অবকাশযাপনের জন্য পাঠানোর সামর্থ্য তার নেই, ডিক পরামর্শ দিল সে শহরে যেয়ে তার বন্ধুদের সাথে থাকতে পারে। মেরিকে আতংকিত লাগল। লোকজনদের সাথে, বিশেষ করে সেইসব লোকজন যারা সেই যুবতী অবস্থায় যখন সে সুখী ছিল তখন থেকে তাকে চেনে, তাদের সাথে দেখা করার চিন্তা করে তার মনে হলো যেন তার স্নায়ুতন্তুগুলো দগদগে শরীরের কুঁচকানো চামড়া ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

মেরির একগুঁয়েমি দেখে ডিক হতাশা প্রকাশ করে কাজে ফিরে গেল, সে আশা করছিল যে মেরি দ্রুত সেরে উঠবে।

মেরির কাছে স্থির বসে থাকাটা কঠিন মনে হওয়ায় সে অস্থিরভাবে বাসার এখানে সেখানে হাঁটাহাঁটি করত। রাত্রে তার ভালো ঘুম হতো না। খাবারে তার বমি না আসলেও খেতে খুব কষ্ট হতো। সবসময় তার মনে হতো যেন তার মাথায় একটা পাতলা তুলার ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে যেখানে বাইরে থেকে হালকা করে চাপ দেয়া হচ্ছে। সে যান্ত্রিকভাবে হাতের কাজ সারত, কেবলই অভ্যাসবশত সে মুরগিপালন ও দোকানের কাজসহ ঘরের কাজগুলো করত। ঐ সময়টাতে সে চাকরদের সাথে দুর্ব্যবহার করত না বললেই চলে, যেটা সে আগে প্রায়ই করত। এটা এমন ছিল যেন অতীতে এই অকস্মাৎ ক্রোধের ঝড়টা তার ভিতরের একটা অব্যক্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশ ছিল, এবং সেই শক্তি নিঃশেষ হবার সাথে সাথে ঝড়টা তার কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তবে তারপরেও সে তাদের সাথে খিটখিটে আচরণই করত, এটা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ ছাড়া সে কোনো কৃষ্ণাঙ্গের সাথে কথা বলতে পারত না।

কিছুদিন পরে এমনকি তার অস্থিরতার মুহূর্তগুলোও পার হয়ে গেল। পুরাতন জীর্ণ সোফাটার উপরে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সংজ্ঞাহীনের মতো বসে থাকত, তখন রঙচটা ছিট কাপড়ের পর্দাগুলো তার মাথার উপরে ঝাপটা মারত। এটা এমন যেন সে ভিতরে ভিতরে একেবারেই ভেঙে পড়েছিল, যার ফলে সে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে অন্ধকারে ডুবে যাবে।

তবে ডিক ভাবল যে মেরি আগের চেয়ে ভালো আছে।

তার এই ভাবনা সেইদিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো যেদিন মেরি এক বেপরোয়া ও আবিষ্ট দৃষ্টিতে তার সামনে এসে হাজির হলো, যেটা সে আগে কখনও দেখেনি, এবং জিজ্ঞাসা করল এখন তারা একটা বাচ্চা নিতে পারে কিনা। ডিক খুব খুশি

BanglaBook.org

হলো, এটাই মেরির কাছ থেকে পাওয়া তার সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত, কারণ মেরি নিজেই কথাটা তাকে বলেছে—এইভাবেই সে বিষয়টা ভাবল। সে ভাবল যে অবশেষে মেরি তাকে ঘনিষ্ঠ ভেবে বিষয়টা তার সামনে উপস্থাপন করেছে। সে আরো বেশি পুলকিত হলো এই কারণে যে ঐ সময়ে সে বাচ্চা নিতে প্রায় রাজিই হয়ে গিয়েছিল। এটাই তো তার সবচেয়ে বড়ো চাওয়া। সে তখনও স্বপ্ন দেখত যে একদিন 'সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে' তারা বাচ্চা নিতে পারবে। তবে হঠাৎ তার মুখ মলিন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, সে বলল, "কিন্তু মেরি, এই অবস্থায় আমরা কী করে বাচ্চা নিব?"

"আরো গরিব মানুষদেরও তো ছেলেপুলে আছে?"

"সেটা আমি জানি। কিন্তু আমি তো তাদের মতো চলতে পারব না। আমার অবশ্যই একটা সংগতি থাকতে হবে। এখন তো আমার সেটা নেই।"

ডিক বুঝতে পারল যে সে আসলে বাচ্চা চাইছে নিজের জন্য এবং এখন পর্যন্ত মেরির কাছে তার প্রকৃত কোনো মূল্য নেই। সে একগুঁয়ের মতো বলল যে আশপাশে তাকালেই মেরি বুঝতে পারবে এই গরিব অবস্থায় ছেলেপুলে নিলে তাদের ভাগ্যে কী ঘটবে।

"কোথায় তাকালে?" কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে প্রশ্নটা করার সময় সে ঐ কামরার চারদিকে তাকাচ্ছিল, যেন সেই দুর্ভাগা শিশুদেরকে তাদের ঘরের মধ্যেই দেখা যাবে।

ডিক বুঝতে পারল মেরি কতটা নিঃসঙ্গ, কতটাই না সে ঐ জেলার জীবনধারা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সে কিছুটা বিরক্তও হলো। অনেক বছর আগে থেকে মেরিকে এই খামারে এসে বাস করার প্রস্তুতি নিতে হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের চারপাশের লোকজন কীভাবে বাস করে সে সেটাও জানত না—এমনকি সে তাদের প্রতিবেশীদের নামগুলো পর্যন্ত জানত নিঃসন্দেহ।

"তুমি কি কখনও চার্লির ডাচ্‌ম্যানকে দেখেছ?"

"কোন্ ডাচ্‌ম্যান?"

"মানে তার সহকারী। তার তেরোটা ছেলেমেয়ে, অথচ মাসে আয় বারো পাউন্ড। স্লাটার তো তার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে। তেরোটা বাচ্চা, চিন্তা করো! তারা ছেঁড়া পোশাক পরে কুকুরের বাচ্চার মতো দৌড়াদৌড়ি করে, আর কাফ্রীদের মতো কুমড়া এবং ভুট্টার আটা খেয়ে বেঁচে থাকে। আর তারা স্কুলেও যায় না   "

"কিন্তু আমাদের তো শুধু একটা বাচ্চা?" দুর্বল আর শোকার্ত কণ্ঠে মেরি নাছোড়বান্দার মতো বলল। এটা ছিল তার বিলাপ। নিজেকে নিজের থেকেই

BanglaBook.org

বাঁচানোর জন্য একটা সন্তান তার দরকার। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তার মধ্যে যে হতাশা দানা বেঁধে উঠেছিল সেটারই ফল হিসেবে সে এই সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিল। একটা শিশুর অসহায়ত্ব ও নির্ভরশীলতা, শিশুদের নিয়ে বাসায় তালগোল পাকানো অবস্থা এবং উদ্বেগের কথা চিন্তা করে সে সন্তান নেবার ধারণাটাকেই ঘৃণা করত। কিন্তু বাচ্চা থাকলে সে তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারবে। তার জন্য যেটা অবাক হবার মতো ব্যাপার সেটা হলো এক সময় ডিকই সন্তান কামনা করত আর সে নিজে সেটা অপছন্দ করত, অথচ এখন সে নিজেই সন্তানের জন্য ডিকের কাছে কাকুতিমিনতি করছে। কিন্তু হতাশার ঐ সপ্তাহগুলোতে একটা বাচ্চা নেবার কথা চিন্তা করে সেই সিদ্ধান্তেই সে অনড় থাকল। বাচ্চা নিলে অতটা খারাপ হবে না, এতে করে তার একজন সঙ্গী জুটবে। তার শৈশবে নিজের ও তার মায়ের কথা চিন্তা করে মা কেমনভাবে তাকে একটা সেফটি-ভাল্ব-এর মতো আঁকড়ে ধরে রাখত সেটা সে এখন বুঝতে পারল। নিজেকে সে মায়ের জায়গায় কল্পনা করে এত বছর পরে সবচেয়ে বেশি আবেগ আর সমবেদনা নিয়ে তার কষ্ট ও যন্ত্রণার মাত্রাটা উপলব্ধি করতে পারল। নিজেকে সে দেখতে পেল খালি পায়ে ও খালি মাথায় থাকা নিশ্চুপ এক শিশু হিসেবে, যে মুরগির খাঁচায় ভর্তি বাসার এখানে সেখানে তার মায়ের পিছে ঘুরঘুর করে বেড়াত, যে মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও করুণা এবং বাবার প্রতি ঘৃণাবোধ করত। মেরি তার নিজের সন্তান হিসেবে একটা ছোটো মেয়েকে কল্পনা করত, যে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যেমনটি সে নিজে তার মাকে সান্ত্বনা দিত। কল্পনার এই শিশুটাকে সে খুব ছোটো শিশু হিসেবে ভাবত না, মেরি চাইত যে শিশুটা ঐ পর্যায়টা যত দ্রুত সম্ভব পার করবে। না, সঙ্গী হিসেবে তার দরকার একটা ছোটো মেয়ে, শিশুটা যে একটা ছেলে শিশু হতে পারে এটা সে ভাবতেই চাইল না।

ডিক বলল, "স্কুলের কী হবে?"

"স্কুলের আবার কী?" মেরি রাগান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"আমরা স্কুলের বেতন দিব কীভাবে?"

"স্কুলে কোনো বেতন লাগে না, আমার বাবা-মা কোনো বেতন দিত না।"

"কিন্তু বোর্ডিং ফি, বই, ট্রেনের টিকিট ও পোশাকের খরচ তো লাগবে। এই টাকাগুলো কি আকাশ থেকে আসবে?"

"আমরা সরকারি অনুদানের জন্য আবেদন করব।"

"না", ডিক অপমানবোধ করে জোর গলায় বলল। "জীবনেও না। সরকারি অফিসে যে ভুঁড়িওয়ালা লোকগুলো টুপি হাতে করে বসে থাকে, তাদের কাছে যেয়ে আমি টাকা প্রার্থনা করব, আর তারা তখন পাছা গেড়ে বসে থাকা অবস্থায়

BanglaBook.org

নাক সিঁটকে তাকাবে, এটা আমার জন্য অনেক বেশি। দান-খয়রাত নেয়া! এটা আমার দ্বারা হবে না। যে শিশুকে মানুষ করার ক্ষমতা আমার নেই, সেই শিশু আমি চাই না। এই বাসায় এভাবে বাস করা অবস্থায় প্রশ্নই ওঠে না।"

"মনে হয় আমার জন্য এভাবে বাস করা খুবই ঠিক আছে।" মেরি নির্দয়ভাবে বলল।

"আমাকে বিয়ে করার আগেই তোমার সেটা চিন্তা করা উচিত ছিল।" ডিক বলল। ডিকের এই উদাসীন ও অবিবেচকের মতো ব্যবহারে সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। তার মুখ টকটকে লাল হয়ে গেল, চোখ ফুলে গেল—অবশ্য তারপর সে আবার শান্ত হয়ে কাঁপতে থাকা হাত একটার উপর আরেকটা রেখে কিছু সময় চোখ বন্ধ করে থাকল। তার রাগ প্রশমিত হলো, সে এতই ক্লান্ত ছিল যে সত্যিকার মেজাজ দেখানোর মতো অবস্থা তার ছিল না। "আমি এখন চল্লিশের কোঠায়, তুমি কি বোঝ না যে আমার সন্তান ধারণের ক্ষমতা আর বেশিদিন থাকবে না? বিশেষ করে আমরা যদি এইভাবে বাস করতে থাকি।"

"কিন্তু এখন না," সে নির্দয়ভাবে বলল। এই শেষবারের মতো তাদের মধ্যে বাচ্চা নেয়া নিয়ে কথা হয়েছিল। তারা উভয়েই জানত যে এটা সত্যিই একটা বোকামি হবে। ডিক তার স্বভাব অনুসারেই আত্মসম্মানের শেষ তলানি হিসেবে দেনা না করার অহংবোধ নিয়ে থাকতে চাইত।

পরবর্তীতে সে যখন দেখল মেরি আবার সেই ভয়ানক উদাসীনতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে, তখন সে আবার তাকে অনুরোধ করে বলল, "মেরি, আমার সাথে খামারে চল না, প্লিজ। কেন নয়? আমরা তো একসাথেই কাজটা করতে পারি।"

"তোমার খামারকে আমি ঘৃণা করি।" সে দৃঢ় ও নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল। "এটাকে আমি ঘৃণা করি, এটার সাথে কোনো সংশ্রব রাখতে চাই না আমি।"

তবে তার নিস্পৃহতা সত্ত্বেও সে চেষ্টা করল। এটা এমন যেন তার কাছে যাওয়া না যাওয়া দু'টোই সমান। কয়েক সপ্তাহ সে সবসময় ডিকের সাথে থেকে তাকে শক্তি যোগানোর চেষ্টা করল। কিন্তু এইভাবে তার হতাশা আগের চেয়ে আরো বেড়ে গেল। ব্যাপারটা তার জন্য ছিল চরম নৈরাশ্যজনক। ডিক ও তার খামারের সমস্যাগুলো সে যেমন ভালো বুঝতে পারত না, তার কোনো সাহায্যেও সে আসতে পারত না। ডিক ছিল খুবই একগুঁয়ে। সে মেরির উপদেশ চাইত, এবং যখন মেরি একটা কুশন হাতে নিয়ে তার পিছন পিছন ক্ষেতে যেত, তখন একজন বালকের মতোই তার মন খুশিতে ভরে উঠত, তবুও যখনই মেরি কোনো পরামর্শ দিত, তখনই তার জিদে ভরা মুখটা মলিন হয়ে যেত, এবং সে আত্মপক্ষ সমর্থন করা শুরু করত।

BanglaBook.org

ঐ সপ্তাহগুলো মেরির জন্য খুব ভয়ানক ছিল। ঐ সংক্ষিপ্ত সময়টাতে সে প্রতিটি বিষয়কে সোজাসাপ্টা ও নির্মোহভাবে বিচার করল। এইভাবে সে নিজেকে, ডিককে, তাদের একের সাথে অপরের সম্পর্ক ও খামারের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের ভবিষ্যৎটাকে কোনো প্রকার মিথ্যা আশার প্রতিচ্ছায়া ছাড়াই দেখতে পেল, তার দৃষ্টি ছিল সত্যের মতোই অকৃত্রিম ও রাখ-ঢাকবিহীন। সে জানত যে সে তার এই বিষণ্ন তীক্ষ্ণদৃষ্টি খুব বেশিদিন সইতে পারবে না, এটাও ছিল সত্যের অংশ। বেদনাহত আবার একইসাথে স্বাপ্নিক একজন অলোকদ্রষ্টার মেজাজ নিয়ে ডিককে সবসময় অনুসরণ করে অবশেষে সে এই সিদ্ধান্তে আসল যে ডিককে পরামর্শ দেয়া এবং স্বাভাবিক উপলব্ধিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত হবে না। এটা হবে এক নিষ্ফল চেষ্টা।

সে ডিক সম্পর্কে নিরাবেগ সহানুভূতি নিয়ে চিন্তা করল। তার প্রতি যে বিরক্তি ও ঘৃণা ছিল সেটাকে দমন করতে পেরে এবং একজন মায়ের মতো আগলে রাখার মন নিয়ে তাকে দেখতে পেরে সে খুশিই হলো, এইভাবে সে ডিকের দুর্বলতা, যার জন্য সে নিজে দায়ী ছিল না, সেগুলোর উৎস নিয়ে ভাবল। সে ঝোপের এক কিনারে ছায়ার নীচে কুশন পেতে বসে তার স্কার্টটা ভালো করে গুঁজে রাখত, তারপর ঘাসের ভিতর থেকে কিটেরা বেরিয়ে আসছে কিনা সেটা লক্ষ করতে করতে ডিকের কথা চিন্তা করত। মেরি দেখল ডিক ঐ বিরাট লাল জমিতে বড়ো বড়ো ঢেলার মধ্যে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে, বড়ো ঢিলাঢিলে টুপি এবং ঢিলাঢিলে পোশাকে তাকে কৃশকায় ও নড়বড়ে এক মানব-মূর্তির মতো লাগছিল। মেরি তখন ভাবছিল ডিকের মধ্যে ঐ যে দৃঢ়সংকল্পের লক্ষণ, যেটা লোহার টুকরার মতো ব্যক্তিত্বকে পেরেক মেরে এঁটে রাখে, সেটা ছাড়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে কীভাবে। ডিক এত ভালো—এত ভালো! ক্লান্তভাবে স্বগতোক্তি করল মেরি। সে এতটাই ভদ্র যে তার মধ্যে কোনো কদর্যতার লেশমাত্র নেই। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিয়ে (সে তখন নিরাবেগ সহানুভূতির মেজাজে থাকার ফলে এটা করতে সক্ষম হয়েছিল) সে খুব ভালো করেই উপলব্ধি করল একজন পুরুষ হিসেবে ডিক শুধু তার কারণেই কতটা অপমান সহ্য করেছে। তবুও সে কখনও তাকে অপমানিত করার চেষ্টা করেনি, এটা সত্য যে মাঝে মাঝে তার মেজাজ বিগড়িয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে কখনও প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেনি। সে এত ভালো! কিন্তু তারও একটা ধস নেমেছে। তার অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে সেই জিনিসটাই অনুপস্থিত যেটা তাকে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে প্ররোচিত করবে। সে কি সবসময়ই এইরকম ছিল? আসলেই মেরি সেটা জানত না। সে তার সম্পর্কে খুব কমই জানত। তার বাবা-মা মারা গিয়েছিল, সে ছিল একমাত্র সন্তান। জোহানেসবার্গের শহরতলিসমূহের কোনো এক জায়গায় সে মানুষ হয়েছিল; যদিও ডিক তাকে বলেনি, মেরি আন্দাজ করল যে ডিক শৈশবে কষ্ট করলেও অন্তত তার

BanglaBook.org

চেয়ে কম অবহেলিত ছিল। একদিন রাগান্বিত অবস্থায় ডিক বলেছিল যে তার মাকে খুব কঠিন সময় পার করতে হয়েছে, আর এই মন্তব্য শুনে নিজের জীবনের সাথে তার জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছিল মেরি, কারণ সেও তার মাকে ভালোবাসত এবং বাবাকে ঘৃণা করত। বড়ো হয়ে ডিক বেশ কয়েকটা চাকরির চেষ্টা করেছিল। এক সময় সে ডাকঘরের কেরানি ছিল, তারপরে রেলওয়েতেও কী এক চাকরি করত, সবশেষে পৌরসভার পানির মিটার পরিদর্শন করার কাজ নিয়েছিল সে। পরে সে পশুচিকিৎসক হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই লক্ষ্যে সে তিন মাস লেখাপড়া করে দেখল তার দ্বারা এটা সম্ভব হবে না, তখন সে কৃষক হয়ে নিজের মতো করে জীবন শুরু করার জন্য ঝোঁকের মাথায় দক্ষিণ রোডেশিয়ায় চলে আসল।

এইভাবেই সে এখন এখানে, এক আশাহীন ভদ্রলোক। সে তার নিজের জমিতে, যে জমির প্রতিটা ধূলিকণা পর্যন্ত সরকারের মালিকানাধীন, সেখানে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের কাজ তত্ত্বাবধান করছিল, এবং মেরি গাছের ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিল, সে ভালো করেই জানত যে ডিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তার জন্য কখনই ভাগ্যের শিকা ছেড়েনি। তবুও এইরকম একটা ভালো মানুষ এইভাবে ব্যর্থ হবে এটা তার কাছে অসম্ভব লাগত। মেরি তখন আরেকবার চেষ্টা করার জন্য মনস্থির করে তার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ডিকের দিকে হেঁটে যেত।

"ডিক, একটু শোনো," একদিন সে দুর্বল কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "আমার মাথায় একটা নতুন চিন্তা এসেছে। আসছে বছরে আর শ'খানেক একর জমির গাছ কেটে ফেলে সেখানে শুধু ভুট্টার চাষ করে সত্যিই একটা বড়ো ফসল ঘরে তুলতে পার তুমি। তোমার প্রতিটা একর জমিতে এই 'ছোটো' ফসলগুলোর বদলে কেবলই ভুট্টার চাষ করতে পার।"

"কিন্তু মৌসুমটা যদি ভুট্টার জন্য খারাপ হয় তাহলে কী হবে?"

মেরি তার কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, "এখন যেভাবে চলছে সেভাবে তুমি খুব বেশিদূর এগুতে পারবে বলে মনে হয় না।"

তখনই তার চোখদু'টো লাল হয়ে গেল, মুখ কঠিন হয়ে গেল এবং চোখের নীচের হাড় ও চিবুকের মাঝখানের দুটো রেখা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে গেল।

"যা করছি তার চেয়ে বেশি আমি আর কী করতে পারি?" সে চিৎকার করে তার উদ্দেশ্যে বলল। "আর আমি কীভাবে আরো একশ একর গাছ কেটে ফেলব?" তুমি কেমন করে একথা বল? আমি শ্রমিক পাব কোথায়? এখন হাতের কাজ শেষ করার জন্য যে কয়জন শ্রমিক দরকার, সেই কয়জন শ্রমিকও নেই। আর মাথাপিছু পাঁচ পাউন্ড দিয়ে নিগ্রো শ্রমিক কেনার সামর্থ্য আমার আর নেই। আমার এখন স্বাধীন শ্রমিকদের উপর নির্ভর করতে হয়। এই শ্রমিকরাও আর

BanglaBook.org

কাজে আসতে চাইছে না। এর জন্য তুমি আংশিকভাবে দায়ী, তোমার কারণে আমি বিশজন সেরা চাকরকে হারিয়েছি, যারা আর কখনও ফিরে আসবে না। তোমার ঐ খারাপ মেজাজের কারণে তারা এই মুহূর্তে অন্য কোথাও কাজ নিয়ে আমার খামারের দুর্নাম করে বেড়াচ্ছে। আগে যেমন তারা আমার কাছে আসত এখন আর আসে না। তাদের সবাই শহরে যেয়ে ঘুরঘুর করে সময় নষ্ট করে বেড়াচ্ছে।"

এই চেনা অভিযোগ করতে করতে সে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলল, তখন সে বিষোদ্‌গার তুলল সরকারের বিরুদ্ধে, যে সরকার ইংল্যান্ডের নিগ্রো-প্রেমিকদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে মাঠে কাজ করতে বাধ্য করবে না, ট্রাক আর সৈন্য পাঠিয়ে তাদেরকে ধরে জোর করে জোতদারদের কাছে নিয়ে আসবে না। সরকার কখনই খামার মালিকদের সমস্যাগুলো বোঝেনি! কখনই না। সে সমালোচনার ঝড় তুলল কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধেও, যারা ঠিকমতো কাজ করতে চায় না, যারা বেয়াদব—ইত্যাদি। উত্তপ্ত, রাগী আর তিক্ত কণ্ঠে সে বলেই চলল, তার কণ্ঠটা ছিল একজন শ্বেত জোতদারের কণ্ঠ, যেন সে আকাশ এবং ঋতুর মতো অবিচল শক্তি নিয়ে সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু ঘৃণার এই ঝড়ে সে পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা বেমালুম ভুলে গেল। সে উন্মনা ও তিক্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে প্রথমেই গৃহভৃত্যটাকে একটা থাপ্পর মারল, কারণ ভৃত্যটা যে সাময়িকভাবে কৃষ্ণাঙ্গদেরই প্রতিনিধিত্ব করছিল এই চিন্তাটা তাকে যেভাবে পীড়িত করছিল সেটা ছিল তার সহ্য ক্ষমতার বাইরে।

এই সময় তাকে নিয়ে মেরি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, তার এই অসাড় অবস্থায় যতটুকু উদ্বিগ্ন হওয়া সম্ভব ছিল ততটুকু। সূর্যাস্তের সময় সে যখন মেরির সাথে ঘরে ফিরত, তখন সে ক্লান্ত ও খিটখিটে থাকত, একটা চেয়ারে বসে একের পর এক সিগারেট ফুঁকত। ততদিনে সে একজন চেইন-স্মোকার-এ পরিণত হয়েছিল যদিও সে অপেক্ষাকৃত সস্তা নেটিভ ব্রান্ডের সিগারেট খেত, ফলে তার বিরতিহীনভাবে কাশি হতো, এবং তার আঙুলের মাঝখানের গিঁট পর্যন্ত হলুদাভ হয়ে পড়েছিল। সে চেয়ারে বসে অস্থিরভাবে নড়াচড়া করত, তারপর একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়াত, যেন তার স্নায়ুগুলো কোনোভাবেই শিথিল হতে চাইত না। অবশেষে শরীরটা একটু শিথিল হলে সে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে থেকে রাতের খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকত যাতে করে খাবার খেয়েই সে বিছানায় যেয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু ঠিক সেইসময়েই হয়ত গৃহভৃত্যটা এসে বলত যে খামারের শ্রমিকেরা তার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে, তারা বেড়াতে যাবার অনুমতি অথবা ঐ ধরনের অন্য কিছু চায়। তখনই মেরি ডিকের মুখে সেই উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টি এবং

BanglaBook.org

হাত-পায়ে সেই বিস্ফোরনুখ অস্থিরতা দেখতে পেত। মনে হতো যেন সে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে আর সহ্যই করতে পারত না। সে চিৎকার করে ভৃত্যটাকে বেরিয়ে যেতে বলত যাতে সে একা থাকতে পারে এবং তাকে খামারের কৃষ্ণাঙ্গ মজুরদেরকে তাদের পাড়ায় ফিরে যেতে বলার জন্য বলত। কিন্তু আধা ঘণ্টার মধ্যেই ভৃত্যটা ফিরে এসে ডিকের বিরক্তির মুখোমুখি হয়েও ধৈর্যের সাথে জানাত যে শ্রমিকেরা তখনও অপেক্ষা করছে। ডিক তখন তার হাতের সিগারেট ডলে নিভিয়ে সাথে সাথে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে গলার সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করতে করতে বাইরে বেরিয়ে যেত।

মেরি এগুলো শুনত, তার নিজের স্নায়ু তখন টান টান থাকত। যদিও ডিকের এই ধৈর্যচ্যুতিটা তার কাছে খুবই পরিচিত, তবুও এটা দেখে সে বিরক্ত হতো, প্রচণ্ড রেগে যেত সে, যার ফলে ডিক ফিরে আসলে সে শ্লেষ মিশিয়ে বলত, নেটিভদের সাথে তোমার ঝামেলা বাঁধতে পারে, কিন্তু আমার সাথে বাঁধলেই যত সমস্যা।"

ডিক ক্রুদ্ধ ও পীড়িত দৃষ্টিতে উত্তর দিত, "বিশ্বাস করো, আমি ওদেরকে আর সহ্য করতে পারি না।" এই বলে সে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়ত।

কিন্তু ঘৃণার এই অবিরাম ও ভয়ঙ্কর অন্তঃপ্রবাহ সত্ত্বেও মেরি যখন ডিককে ক্ষেতে যেয়ে বস্-বয়দের প্রধানের সাথে কথা বলা দেখত তখন সে বিব্রতবোধ করত। সে অস্বস্তির সাথে এই ভাবত যে ডিক সম্ভবত নিজেই একজন কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। তাদের মতো করেই সে ঝোপের মধ্যে যেয়ে হাত দিয়ে নাক ঝাড়ত, তাদের পাশে দাঁড়ালে তাকেও তাদেরই একজন মনে হতো; এমনকি তার গায়ের রঙটাও খুব একটা ভিন্ন ছিল না, কারণ রোদে পুড়ে তার ত্বক উজ্জ্বল বাদামি হয়ে গিয়েছিল, ডিক নিজেও সম্ভবত এই রকমই ভাবত। তাদেরকে খোশমেজাজে রাখার জন্য যখন সে তাদের সাথে হাস্য-রসিকতা করত, তখন মনে হতো সে যেন তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যেয়ে স্থূল রসিকতায় নেমেছে, তাই দেখে মেরি আহত হতো, সে চিন্তা করত এসবের শেষ কোথায়? তখন চরম অবসাদ তাকে পেয়ে বসত, এবং সে নিজেকে বোঝাত, "মোটের উপর এই ঘটনার কিই বা মূল্য আছে?"

অবশেষে সে ডিককে বলল যে কীটপতঙ্গরা তার পায়ের উপর চলাফেরা করা অবস্থায় শুধু তাকে দেখার জন্য পুরোটা সময় গাছের ছায়ার নীচে বসে থাকার কোনো অর্থ সে খুঁজে পাচ্ছে না, বিশেষত যখন ডিক তার দিকে কোনো নজরই দেয় না।

"কিন্তু মেরি, তুমি থাকলে আমার ভালো লাগে।"

"সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি মনে করি যথেষ্ট হয়েছে।"

BanglaBook.org

তারপর মেরির আগের অভ্যাস ফিরে আসল যখন সে খামার নিয়ে চিন্তা করাটা একেবারেই বাদ দিয়ে দিল। তার কাছে খামারটা এমন এক জায়গা যেখান থেকে ডিক খাওয়া ও ঘুমানোর জন্য ফিরে আসত।

মেরি নিজেকে সরিয়ে নিল। সারাদিন সে সোফার উপর অসাড় হয়ে বসে চোখ বুজে থেকে অনুভব করল যে গরমটা তার মস্তিষ্কে আঘাত করছে। সে তৃষ্ণার্ত ছিল, এক গ্লাস পানি এনে খাওয়া অথবা এই কাজের জন্য চাকরটাকে ডাকা তার জন্য এক চরম প্রচেষ্টার ব্যাপার ছিল। ঘুম পাচ্ছিল তার, কিন্তু সে যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে উঠে বিছানায় যাওয়াটাও তার জন্য এক ক্লান্তিকর শ্রমের ব্যাপার ছিল। সে যেখানে বসে থাকত সেখানেই ঘুমিয়ে যেত। হাঁটার সময় পা দু'টো চরম ভারী লাগত। মুখ দিয়ে একটা বাক্য বের করতে গেলেও নিজেকে বিধ্বস্ত লাগত। শেষের দিকের কয়েক সপ্তাহ সে ডিক এবং চাকরটা ছাড়া আর কারো সাথে কথা বলত না, আর ডিককেও সে দেখতে পেত সকালে পাঁচ মিনিট এবং রাত্রে ক্লান্তিতে নিঃশেষিত হয়ে ডিক বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়ার আগের আধা ঘন্টা।

শীতল ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল মাসগুলোর ভিতর দিয়ে এগুতে এগুতে বছরটা গরমের দিকে গড়াতে থাকল, সেই সাথে বাতাসে ভর করে ধুলার বৃষ্টি তাদের বাড়ির উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো, তখন যে কোনো কিছু স্পর্শ করলেই বালির কণা হাতে লাগত, নীচের নিম্নভূমিতে একের পর এক ধূলিঝড় বয়ে যাওয়াতে ঘাস এবং ভুট্টার ভুসির ভগ্নাবশেষ ধূলিকণার মতো বাতাসে ভেসে বেড়াত। সামনের দিনগুলোর গরমের কথা চিন্তা করে মেরি আতংকিত হয়ে পড়ল, কিন্তু এটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো সাহস সে সঞ্চয় করতে পারল না। তার মনে হলো যেন একটা স্পর্শেই সে ভারসাম্য হারিয়ে শূন্যতার মাঝে পতিত হবে; তখন সে মনে মনে সর্বগ্রাসী অন্ধকারকে কামনা করত। চোখ বন্ধ করে সে আকাশটাকে শূন্য ও শীতল কল্পনা করত, যেখানে কালো অন্ধকার ঘোচানোর মতো কোনো তারার অস্তিত্ব ছিল না।

এটা ছিল ঐ সময়ের কথা যখন বাইরের সামান্য একটু প্রভাবও মেরিকে নতুন পথের দিকে ধাবিত করতে পারত, যখন তার সমস্ত অস্তিত্বটুকু ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যস্ত, যেন তাকে যে কোনো একটা পথে ধাবিত করতে পারে এমন কিছুর জন্য সে অপেক্ষা করছিল, ঠিক তখনই বাড়ির চাকরটা কাজ ছেড়ে চলে যাবার নোটিশ দিল। এইবার কোনো গামলা ভাঙা নিয়ে অথবা থালা পরিষ্কার করা নিয়ে কোনো প্রকার ঝগড়া হয়নি, এমনিতেই সে বাড়ি চলে যেতে চায়। মেরি এতই উদাসীন ছিল যে সে তাকে ঠেকানোর কোনো চেষ্টা করল না। তার বদলে সে যে কৃষ্ণাঙ্গকে রেখে গেল তাকে মেরির এতই অসহ্য লাগল যে এক ঘণ্টা

পরেই খেদিয়ে দিল। কিছুদিনের জন্য কোনো চাকর ছাড়াই তাকে চলতে হলো। তখন সে একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া আর কিছু করত না। ঘরের মেঝে অপরিষ্কারই থাকত, এবং তারা টিনজাত খাদ্য খেত। কাজ করার জন্য নতুন কোনো চাকরও আসল না। গৃহকর্ত্রী হিসেবে মেরি এমনই বাজে নাম কুড়িয়েছিল যে একজন চাকর কাজ ছেড়ে চলে গেলে তার বদলে নতুন কাউকে খুঁজে পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ল।

ময়লা-আবর্জনা এবং বাজে খাদ্য আর সহ্য করতে না পেরে ডিক বলল যে সে খামারে কাজ করা কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্য থেকে একজনকে বাড়িতে রেখে গৃহভৃত্য হিসেবে প্রশিক্ষণ দিবে। লোকটা এসে দরজার সামনে দাঁড়াতেই মেরি তাকে চিনতে পারল, এই সেই লোক যাকে সে দুই বছর আগে চাবুক দিয়ে আঘাত করেছিল। সে তার গন্ডে সেই দাগ দেখতে পেল, কালো চামড়ার উপরে আরো কালো একটা পাতলা দাগ। মেরি অস্থিরচিত্তে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল, অন্যদিকে লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকল, তার চোখদু'টো তখন নীচের দিকে নামানো। কিন্তু তাকে খামারে ফেরত দিয়ে অন্য কাউকে এখানে পাঠানোর জন্য বলে অপেক্ষা করতে হবে এই বিলম্বের চিন্তাটাও মেরিকে ক্লান্ত করে তুলল। সে তাকে ভিতরে আসতে বলল।

সেই সকালে তার নিজের ভিতর থেকে কোনো সাঁই না থাকায় মেরি লোকটার সাথে থেকে কাজ দেখাতে পারল না, যেমনটি সে নতুন চাকর আসলে করত, সাঁই না পাবার কারণও সে জানত না। সে তাকে রান্নাঘরে একা রেখে চলে আসল, তারপর ডিক ফিরে আসলে বলল, "কাজ করার মতো আর কোনো লোক আছে কি?"

ডিক মেরির দিকে না তাকিয়েই ইদানীং সে যেভাবে খাবার খেত সেইভাবে গবগব করে খাবার গিলতে লাগল, যেন তার খুব কাজের তাড়া ছিল, সেটা করতে করতেই সে বলল, "আমার আয়ত্তে যতগুলো চাকর আছে তাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে ভালো। তুমি একথা বলছ কেন?" তার কণ্ঠ ছিল বিদ্বেষপূর্ণ।

ডিক রাগ করবে এই ভয়ে মেরি তাকে কখনও চাবুক মারার ঐ ঘটনাটা বলেনি। সে বলল, "আমার কাছে তাকে খুব বেশি ভালো মনে হয়নি।" এটা বলতে বলতেই মেরি লক্ষ করল ডিকের চোখে-মুখে ধৈর্যচ্যুতির দৃষ্টি ভেসে উঠেছে, সে তখন তাড়াতাড়ি করে যোগ করল, "তবে আমার ধারণা তার দ্বারা কাজ চলবে।"

ডিক বলল, "সে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, তাছাড়া কাজ করার আগ্রহও আছে। আমার এখন পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে ভালো চাকরদের মধ্যে একজন সে।

BanglaBook.org

তুমি আর কী চাও?" সে কথাগুলো বলল রূঢ়ভাবে, বলা যায় নিষ্ঠুরভাবে। তারপর আর কোনো কথা না বলে সে বেরিয়ে গেল। কাজেই কৃষ্ণাঙ্গটা আপাতত টিকে গেল।

যেমনটা মেরি আগেও সব সময় করে থাকত, সে শীতল অভিব্যক্তি নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চাকরটাকে দৈনন্দিন কাজের নির্দেশনা দেয়া শুরু করল। তবে এক্ষেত্রে একটা পার্থক্য ছিল। অন্য সব চাকরদের সাথে সে যেভাবে আচরণ করত এই চাকরটার সাথে সেই একই আচরণ করতে পারল না, কারণ তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করার পর সে তাকে আক্রমণ করতে পারে বলে মেরি যে ভয় পেয়েছিল, সেই ভয়ের মুহূর্তটা এখনও সবসময় তার মনে পড়ত। তার উপস্থিতিতে সে অস্বস্তিবোধ করত, যদিও তার চালচলন অন্য চাকরদের মতোই ছিল, তার মনোভাবের মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা দেখে মনে হতে পারে যে সে সেই ঘটনা মনে রেখেছিল। মেরির একের পর এক ব্যাখ্যা আর আদেশের তোড়ের মুখে সে নীরব, বাধ্য ও ধৈর্যশীল থাকত। সে সবসময় তার চোখ নিচু করে রাখত, যেন তার দিকে তাকাতে সে ভয় পেত। তবে সে যদি ঘটনাটা ভুলেও যায়, মেরি সেটা ভোলেনি, এইজন্যই মেরি যেভাবে তার সাথে কথা বলত তাতে সূক্ষ্ম একটা পার্থক্য ছিল। সে যতখানি নৈর্ব্যক্তিক হতে জানত তার সাথে ততখানি নৈর্ব্যক্তিক থাকত, এতটাই যে কিছু সময়ের জন্য তার কণ্ঠে স্বভাবগত বিরক্তির রেশটাও থাকত না।

মেরি সাধারণত স্থির বসে থেকে তার কাজ তত্ত্বাবধান করত। তার শক্তিশালী আর প্রশস্ত দেহ মেরিকে মুগ্ধ করত। মেরি তাকে সাদা হাফ-প্যান্ট আর জামা দিয়েছিল, যেগুলো তার আগের চাকররা ব্যবহার করত। সেগুলো তার জন্য খুবই ছোটো ছিল, সে যখন ঝাঁট দিত, ঘষা-মাজা করত, অথবা স্টোভের উপর হেলে পড়ত, তখন তার মাংসপেশি স্ফীত হয়ে জামার হাতার পাতলা কাপড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইত, মনে হতো সেটা যেকোনো সময় ফেটে যাবে। বাসাটি তুলনামূলক ছোটো হওয়ায় তার দেহ আরো লম্বা ও প্রশস্ত দেখাত।

সে বেশ কাজের ছেলে ছিল, মেরি এ পর্যন্ত যে গৃহভৃত্যগুলো পেয়েছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোগুলোর একজন ছিল সে। সে কোনো কাজ ফেলে রেখেছে কি না সেটা দেখার জন্য মেরি তাকে অনুসরণ করলেও তার কাজের কোনো খুঁত ধরতে পারত না বললেই চলে। কিছুদিনের মধ্যে সে তার সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেল, তখন তার মুখে আঘাত করা সেই চাবুকের স্মৃতিও ম্লান হয়ে গেল। কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে যেরকম ব্যবহার করাটা তার কাছে স্বাভাবিক মনে হতো মেরি তার সাথে তেমন ব্যবহারই করত, কথা বলার সময় তার কণ্ঠে ঝাঁঝ ও

BanglaBook.org

বিরক্তি প্রকাশ পেত। কিন্তু সে কখনও মেরির কথার জবাব দিত না বরং মেরি অন্যায়ভাবে তিরস্কার করলেও তার নিচু দৃষ্টি না তুলেই সেটা মেনে নিত। সম্ভবত যতদূর পারা যায় মেরির সাথে নির্লিপ্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে।

আর এইভাবেই বাহ্যত ভালোভাবেই তাদের দিন কাটতে লাগল, বাসায় ভালো একটা রুটিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যার ফলে মেরির কোনো কাজই করতে হতো না। তবে এটাও ঠিক যে সে আগের মতো একেবারে নিস্পৃহ থাকতে পারল না।

সকাল দশটার দিকে মেরিকে চা দেবার পর সে ঘরের পিছন দিক থেকে বেরিয়ে মুরগির খোঁয়াড়ের ঐপাশে একটা বড়ো গাছের নীচে যেত, সাথে নিত এক টিন গরম পানি। মেরি মাঝে মাঝে বাসা থেকেই তার কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত আলগা অবস্থায় পানির টিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সারা গায়ে পানি ঢালার দৃশ্য দেখত। তার গোসলের সময় সে আশপাশে না থাকার চেষ্টা করত। গোসল শেষ হয়ে গেলে সে রান্নাঘরে ফিরে এসে পিছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছু সময় রোদে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, সে তখন বাহ্যত কোনোকিছুই ভাবত না। হয়ত বা ঘুমিয়েও পড়ত। দুপুরের খাবার তৈরির সময় না হওয়া পর্যন্ত সে আর কোনো কাজ করত না। মেরি যখন ভাবত যে সে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সূর্যের কড়া রোদে অলস দাঁড়িয়ে থাকার পরও তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, তখন সে বিরক্ত হতো। তবে তার কিছু বলারও ছিল না, যদিও প্রায় ঘুমের মতো নিরানন্দ আলস্যের মধ্যে ডুবে না গিয়ে চাকরটাকে দিয়ে করানোর মতো সম্ভাব্য আরো কাজ খুঁজে বের করতে সে নিজের মাথাকে ব্যস্ত রাখত।

একদিন সকালে সে পাখির খোঁয়াড়ে গেল। ইদানীং এই কাজটা করতে সে প্রায়ই ভুলে যেত। পাখির বাসাগুলো পরিদর্শন করে সে দেখতে পেল বাক্সগুলো ডিমে ভরে আছে। তখনই মাত্র কয়েক গজ দূরে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণাঙ্গ ভৃত্যটাকে সে দেখতে পেল। সে তার মোটা ঘাড়ে সাবান ঘষছিল, আর তখন তার কালো চামড়ার সাথে লেগে থাকা সাবানের ফেনা বিস্ময়কর রকম সাদা লাগছিল। তার পিছনটা ছিল মেরির দিকে। মেরি তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই সম্ভবত হঠাৎ করেই সে ঘুরে দাঁড়াল, অথবা এমনও হতে পারে যে মেরির উপস্থিতি বুঝতে পেরেই সে তাকে দেখেছিল। মেরি ভুলেই গিয়েছিল যে তার এখন গা ধোবার সময়।

একজন সাদা মানুষের কাছে একজন কালো মানুষের মূল্য কুকুরের চেয়ে বেশি কিছু না। কাজেই সে যখন থেমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মেরির চলে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল, যেন মেরির উপস্থিতির কারণে সে তার শরীরের মাধ্যমে বিরক্তি প্রকাশ করছিল, তখন মেরি খুব রেগে গেল। সম্ভবত ভৃত্যটা মনে করেছে

BanglaBook.org

যে সে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে, এই চিন্তাটাই তার ক্রুদ্ধ হবার কারণ ছিল; অবশ্য মেরির মধ্যে এই চিন্তাটা সচেতনভাবে আসেনি, চাকরটার মধ্যে যে এই ধরনের কল্পনা করার ধৃষ্টতা হয়েছে এটা এতটাই অনুমান-নির্ভর যে সেটাকে মেরি কোনোভাবেই আমলে আনতে চাচ্ছিল না। তবে সে যখন তাদের দু'জনের মাঝখানের ঝোপের ভিতর দিয়ে তাকে দেখছিল তখন তার স্থির শরীরের মধ্য দিয়ে যে ভাব ফুটে উঠছিল এবং তার মুখ দিয়ে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল, সেটা দেখে সে রাগে জ্বলতে লাগল। যে তাড়না অনুভব করে একদিন সে তার মুখে চাবুক মেরেছিল, ঠিক সেটাই সে এখন অনুভব করছিল। সে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মুরগির খোঁয়াড়ের আশপাশে হাঁটাহাঁটি করল, সেখানে একমুঠো শস্যদানা ছড়িয়ে দিয়ে খুব ধীরে মাথা নিচু করে তারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসল। মেরি তার দিকে আবার না তাকালেও বুঝতে পারছিল যে সে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, একটা অন্ধকার ও অনড় অবয়ব, যাকে চোখের কোনা দিয়ে দেখা গেল। মেরি ঘরে ফিরে গেল, অনেক মাসের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো সে তার উদাসীনতা ঝেড়ে দূর করল, অনেক মাসের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো সে যে মাটির উপর দিয়ে হাঁটত সেই মাটির দিকে তাকাল এবং তার আলগা ঘাড়ে সূর্যকিরণের স্পর্শ অনুভব করল, তখন তার জুতার নীচে গরম ও ধারালো পাথরের স্পর্শ অনুভব করছিল সে।

মেরি যখন হাঁটছিল তখন এক অদ্ভুত রোষপূর্ণ বিড়বিড়ানির শব্দ শুনতে পেল এবং বুঝতে পারল সে নিজের সাথে নিজেই সশব্দে কথা বলছে। হাত দিয়ে নিজের মুখে এক মৃদু চাপড় মারল সে, তারপর মাথাটা ঝাঁকাল যাতে এটা পরিষ্কার হয়; তবে ততক্ষণে সেই মোজেজ রান্নাঘরে চলে এসেছিল, মেরি তার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। মেরি তখন সামনের কামরায় বসেছিল, এক উন্মত্ত আবেগে সে ছিল মৃগী রোগীর মতো শক্ত; তার চলে আসার জন্য কৃষ্ণাঙ্গটা যখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল তখন তার তমসাঘন ক্ষুব্ধ দৃষ্টি মনে করে সে এমন বোধ করল যেন সে কোনো সাপের গায়ে হাত রেখেছিল। প্রবল এক স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাড়িত হয়ে মেরি রান্নাঘরে গেল যেখানে ভৃত্যটা পরিষ্কার কাপড় পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ধোয়ামোছা করার জিনিসপত্র জায়গামতো রেখে দিচ্ছিল। সাবানের ধবধবে সাদা ফেনা লেগে থাকা সেই পুরু কালো ঘাড় আর বালতির দিকে ঝুঁকে পড়া সেই শক্তিশালী পিঠের স্মৃতিটা যেন মেরিকে খোঁচা মারছিল। তার রাগ এবং তার খিঁচুনি এমন কোনো কিছুর উপর না যেটাকে ব্যাখ্যা দেয়া যায়, তবে সে কথাটাও সে ভুলে গেল। তখন যেটা ঘটল সেটা হলো ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে সাদা ও কালো এবং গৃহকর্ত্রী ও চাকরের মধ্যকার আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ভেঙে পড়ল। আফ্রিকায় যখন কোনো সাদা চামড়ার মানুষ হঠাৎই কোনো নিগ্রোর চোখে চোখ রেখে সেখানে একজন মানুষের উপস্থিতি (যেটাকে এড়িয়ে

BanglaBook.org

চলতে পারাটাই তার প্রধান চিন্তা) দেখতে পায়, তখন তার অস্বীকৃত অপরাধবোধ বিরক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, আর তখনই সে চাবুক কষে। মেরি বুঝতে পারল ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু একটা করতেই হবে এবং এক্ষুনি করতে হবে। তার চোখ পড়ল টেবিলের নীচে রাখা মোমবাতির বাক্সের উপর, যেখানে ঘষা-মাজা করার ব্রাশ এবং সাবান রাখা ছিল, সে ভৃত্যটাকে বলল, "মেঝেটা ঘষো।" নিজের কণ্ঠ শুনে সে একটা ধাক্কা খেল কারণ সে নিজেই বুঝতে পারেনি সে কথা বলতে যাচ্ছিল। সাধারণ সামাজিক আলাপচারিতার সময় যেমনটা দেখা যায়, মামুলি কথাবার্তার সময় চুপচাপ থাকার পর কেউ কেউ এমন মন্তব্য করে থাকে যেটার অর্থ অনেক গভীরে প্রবেশ করে, যেমন হয়ত ভুলবশতই অন্যদের সম্পর্কে তার ভাবনাটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসতে পারে, সেই হঠাৎ ধাক্কাতে সে হয়ত ভারসাম্য হারিয়ে বিচলিতভাবে হাসতে থাকে, অথবা এমনও হতে পারে যে কেউ হয়ত বোকার মতো একটা মন্তব্য করে বসে যেটা উপস্থিত সবাইকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। মেরি ঠিক এই রকমই বোধ করছিল, সে তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল, নিজের কাজের উপর তার কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

"আমি এটা সকালে ঘসেছি," কৃষ্ণাঙ্গটা তার দিকে তাকিয়ে ধীরভাবে বলল, তার চোখ দুটো তখন ধিকধিক করে জ্বলছিল।

মেরি বলল, "আমি তোমাকে এটা ঘসতে বলেছি। এখনই এটা কর।" শেষের শব্দগুলো বলার সময় তার গলা চড়া হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছিল, পরে তার দৃষ্টি নিচু হলো, তখন মেরি ঘুরে চলে গেল, যাবার সময় দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মেঝের উপর ভেজা ব্রাশ ঘষার শব্দ শুনতে পেল। সে সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ল, নিজেকে খুবই দুর্বল লাগছিল তার, যেন সে অসুস্থ। নিজের অযৌক্তিক ক্রোধের প্রবলতা সম্পর্কে সে নিজেই অবগত ছিল, কিন্তু সেটা যে এবারের মতো এত বিধ্বংসী হতে পারে এটা তার কখনও জানা ছিল না। কাঁপছিল সে, তার কানে রক্ত ধপধপ করে আঘাত করছিল, মুখ ছিল শুকনো। কিছুক্ষণ পর সে আগের চেয়ে একটু শান্ত হলে পানি খেতে শোবার ঘরে চলে গেল, কৃষ্ণাঙ্গ মোজেজের সাথে দেখা হোক এটা সে চাচ্ছিল না।

তবুও, পরে সে শক্তি সঞ্চয় করে উঠে রান্নাঘরে গেল, সেখানে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে ভেজা ও আঁকাবাঁকা দাগযুক্ত মেঝেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, যেন সে সত্যিই এই কাজ দেখার জন্যই এসেছে। মোজেজ যথারীতি দরজার ঠিক বাইরে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থেকে ঐ বোল্ডারগুলোর দিকে, যেখানে ইউফোরিয়া গাছের ধূসর-সবুজ রঙের মোটা ডালগুলো পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে প্রলম্বিত হয়েছিল,

BanglaBook.org

সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। মেরি আলমারির পিছনে উঁকি দেবার ভান করল, তারপর বলল, "খাবার টেবিল সাজানোর সময় হয়েছে।"

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছুটা ধীর ও আনাড়িভাবে গ্লাস ও লিনেন বিছানো শুরু করল, তার বিরাট কালো হাত ছোটো ছোটো জিনিসপত্রগুলোর মাঝে নড়াচড়া করছিল। তার প্রতিটা নড়াচড়াতেই মেরি বিরক্ত হচ্ছিল। চাপা উত্তেজনা নিয়ে সে বসে পড়ল, তার হাত ছিল মুষ্টিবদ্ধ। মোজেজ বাইরে চলে গেলে সে কিছুটা নিরুদ্বেগ হলো, যেন তার শরীর থেকে একটা ভার নেমে গিয়েছে। টেবিল সাজানো হয়ে গেলে সে সেটা দেখতে গেল, সে দেখল সবকিছু ঠিকঠাকই আছে। তবুও সে একটা গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে পিছনের কামরায় গেল।

"মোজেজ, এই গ্লাসটার দিকে তাকাও," সে আদেশ করল।

মোজেজ এগিয়ে এসে বিনীতভাবে গ্লাসটার দিকে তাকাল : এটা ছিল শুধুমাত্র দেখানোর জন্য তাকানো, কারণ সে পরিষ্কার করার জন্য গ্লাসটা ইতিমধ্যেই মেরির কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিল। শুকনো তোয়ালে দিয়ে মোছার সময় নীচের দিকে একপাশে একটা সাদা ফেঁশো লেগে ছিল। সে বেসিনটা পানি দিয়ে ভর্তি করল, তারপর মেরি তাকে যেভাবে শিখিয়েছিল ঠিক তেমন করে সাবানের ফেনা ছিটিয়ে গ্লাসটা ধুয়ে ফেলল, মেরি সেটা দেখল। এটা শুকিয়ে গেলে মেরি এটা তার কাছ থেকে নিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল।

সে কল্পনায় আবার তাকে দরজার সামনে রৌদ্রের মধ্যে উদাস দৃষ্টিতে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল; মেরি তখন যেটা করতে পারত সেটা হলো চিৎকার করে উঠা অথবা দেয়ালে একটা গ্লাস ছুঁড়ে মেরে ভেঙে চূর্ণ করে ফেলা। তাকে দিয়ে করানোর মতো কোনো কাজই সে খুঁজে পাচ্ছিল না। সে নিঃশব্দে সারা ঘরবাড়ি ঘুরে দেখল : সে দেখল প্রত্যেকটা জিনিস, যদিও জীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবুও পরিষ্কার ও ঠিকঠাক মতোই আছে। ঐ যে বিশাল বিয়ের বিছানা, যেটাকে সে সবসময় ঘৃণা করত, সেটা পরিপাটি করা ছিল, আধুনিক ক্যাটালগগুলোতে দেয়া আকর্ষণীয় বিছানাগুলোর অনুকরণে চাদরটা এক কোনায় ভাঁজ করে রাখা। এই দৃশ্যটা তার কাছে অসহ্য লাগল, তাকে মনে করিয়ে দিল সেই রাতগুলোতে ডিকের ক্লান্ত পেশিবহুল শরীরের সাথে ঘৃণ্য সংস্পর্শের কথা, যেটার সাথে সে নিজে কখনই অভ্যস্ত হতে পারেনি। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তারপর হঠাৎ আয়নায় তার মুখ দেখল। বিবর্ণ ও অগোছালো, রাগে ঠোঁটদুটো সরু, চোখ লাল, মুখ স্ফীত ও লালচে দাগে ভরা, সে নিজেকে চিনতেই পারছিল না। আহত ও করুণাভরা চোখে সে তাকিয়ে থাকল, তারপর সে কেঁদে ফেলল, খিঁচুনির রোগীর মতো জোরে কাঁপতে কাঁপতে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল, একই সাথে কান্নার শব্দ চেপে রাখার চেষ্টা করল এই ভয়ে যে পিছনে থাকা

BanglaBook.org

কৃষ্ণাঙ্গটা শুনে ফেলতে পারে। বেশ খানিকটা সময় ধরে সে কাঁদল, তারপর পানি মোছার জন্য চোখ তুলতেই ঘড়ির দিকে তার নজর গেল। ডিক এখনই বাসায় চলে আসবে। এই অবস্থায় তাকে দেখে ফেলবে এই ভয়ে তার আন্দোলিত মাংসপেশিগুলো স্থির হলো। সে চোখে-মুখে পানি দিল, চুল আঁচড়াল, এবং চোখের চারপাশের ভাঁজ পড়া কালো চামড়ায় পাউডার লাগাল।

তখন সাধারণত যেমনটা ঘটত, তারা নিশ্চুপভাবে খাবার খেল। ডিক তার লাল ও ভাঁজ পড়া মুখ এবং রক্তিম চোখ দেখে বুঝতে পারল কী ঘটেছে। সবসময়ই সে যখন চাকরদের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করত তখন সে কাঁদত। কিন্তু ডিক ছিল ক্লান্ত এবং হতাশ, তাদের মধ্যকার শেষ ঝগড়ার পরে অনেকদিন গত হয়ে গেছে, ডিক ভেবেছিল যে মেরি হয়ত তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠছে। মেরি কিছুই না খেয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকল, এবং কৃষ্ণাঙ্গটা খাওয়ার সময় একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো টেবিলের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে লাগল, তার শরীর বাধ্যগতভাবে তাদেরকে সেবা দিলেও মন সেখানে ছিল না। তবে এই মানুষটার দক্ষতার চিন্তা করে এবং মেরির ফোলা মুখ দেখে ডিক হঠাৎই একটা তাড়না অনুভব করল। কৃষ্ণাঙ্গটা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলে সে বলল, "মেরি এই চাকরটাকে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে তোমার। এখন পর্যন্ত সে-ই সবচেয়ে ভালো।" তারপরও মেরি তার চোখ তুলল না বরং একদম নীরব ও স্থির হয়ে বসে থাকল, যেন সে বধির হয়ে গিয়েছিল। ডিক দেখল মেরির চিকন আর রোদে ভাঁজ পড়া হাত কাঁপছে। কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর সে আবার বলল, "আর কোনো চাকর বদল করতে পারব না আমি। যথেষ্ট হয়েছে। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিলাম, মেরি।" বিদ্বেষে তার কণ্ঠ কর্কশ হয়ে গেল। তারপরও সে কোনো কথা বলল না, সকালের কান্না এবং রাগের প্রভাবে সে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সে ভয় পাচ্ছিল যে সে যদি মুখ খোলে তাহলে নতুন করে কান্নায় ভেঙে পড়তে পারে। কিছুটা বিস্ময় নিয়েই ডিক তার দিকে তাকাল, কারণ এসব ক্ষেত্রে সে সাধারণত চুরি বা খারাপ আচরণের অভিযোগ এনে প্রতি-আক্রমণ করে। ডিক এর জন্য প্রস্তুতও ছিল। তার দীর্ঘ নীরবতা, যেটা ছিল স্পষ্ট বিরোধিতার সামিল, সেটা দেখে ডিক তার কাছ থেকে সম্মতি আদায়ে প্রবৃত্ত হলো। "মেরি," সে বলল, যেন একজন উর্ধ্বতন ব্যক্তি তার অধীনস্থকে বলল, "তুমি কি শুনেছ আমি কী বলেছি?" "হ্যাঁ," অবশেষে সে অনেক কষ্টে গোমড়া মুখে বলল।

ডিক চলে গেলে মেরি তখনই শোবার ঘরে চলে গেল যাতে টেবিলটা পরিষ্কারের সময় কৃষ্ণাঙ্গটাকে আর দেখতে না হয়, তারপর সে অসহ্যের চারটা ঘণ্টা সময় ঘুমিয়ে পার করল।

BanglaBook.org

নবম অধ্যায়

এভাবেই আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরের মধ্য দিয়ে সময় পার হয়ে গেল, দিনগুলো ছিল গরম ও কুয়াশাচ্ছন্ন, যখন চারদিকে ঘিরে থাকা পাথুরে টিলাসমূহ থেকে ধীর গতিতে ভাপসা বাতাসের দমকা বইত। ঐ সময়ে মেরি কাজ করত একজন স্বপ্নাবিষ্ট মহিলার মতো, যে কাজ আগে করতে কয়েক মিনিট সময় লাগল তখন সেটা শেষ করতে তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগত। উজ্জ্বল সূর্যের নীচে মাথায় কোনো টুপি ছাড়া চলাফেরা করত সে, সেই অবস্থায় যখন নিবিড় আর নির্মম রোদ তার পিঠ ও ঘাড়ের উপর ছিটকে পড়ে তাকে অসাড় করে দিত, তখন তার মাঝে মাঝে মনে হতো যেন সারা শরীরে চোট লেগেছে, যেন সূর্যটা তার মাংসে আঘাত করে করে ব্যথাযুক্ত হাড়সমূহের জন্য একটা নরম ও স্ফীত আবরণ তৈরি করেছে। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরত, তখন সে চাকরটাকে টুপি আনতে পাঠাত। তারপর, যেন সে অনেক ঘণ্টা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে তাই মুরগির পালের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা না করে স্বস্তিতে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকত, সে তখন চিন্তামুক্ত থাকত, তবে ঐ লোকটা যে বাসায় একা তার সাথে আছে এই সচেতনতাটা একটা ভারের মতো তার মাথা জুড়ে থাকত। লোকটার উপস্থিতিতে মেরি দৃঢ় ও নিয়ন্ত্রিত থাকত, তাকে যতদূর সম্ভব কাজে ব্যস্ত রাখত, প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি গ্লাস বা প্লেটের ব্যাপারে সে ছিল ক্ষমাহীন। ডিকের ধৈর্যচ্যুতি এবং নতুন করে কোনো চাকর বদলাতে না পারার ব্যাপারে তার সতর্কতা মেরির জন্য এমন একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যেটা মোকাবেলা করার মতো জীবনীশক্তি তার ছিল না। ভাবনাটা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে সে যেন দুটো শক্ত খুঁটির

BanglaBook.org

সাথে বাঁধা টানটান সুতার মতো অবস্থায় নিজেকে দেখতে পেত যেন সে দুই শত্রুপক্ষের মাঝখানে এক যুদ্ধক্ষেত্র, যদিও সেই পক্ষ দু'টো যে কে বা কারা সেটা সে বলতে পারত না। মোজেজ তার প্রতি নিস্পৃহ থাকত, যেন আদেশ পালন করার সময় ছাড়া অন্য সময়ে মেরির অস্তিত্বই তার কাছে ছিল না। যে ডিক আগে ভালো স্বভাবের ছিল এবং যাকে সহজেই সন্তুষ্ট করা যেত, সে-ই কিনা এখন ঘরবাড়ির খারাপ ব্যবস্থাপনা নিয়ে একনাগাড়ে অভিযোগ করত, একটা চেয়ার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে মাত্র দুই ইঞ্চি সরে থাকলেই সে কর্কশ ও নার্ভাস গলায় চাকরটার খুঁত ধরত, অথচ ছাদটা যে মাকড়সার জালে ভরে গেছে সেদিকে তার কোনো নজর ছিল না।

শুধুমাত্র যেসব জিনিসে সে মনোযোগ দিতে বাধ্য হতো, সেগুলো ছাড়া আর কোনো কিছুতেই সে মাথা ঘামাত না। তার দিগন্ত ঘরের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুরগিরা মরে যেতে শুরু করলে সে তাদের রোগ নিয়ে কী যেন বিড়বিড় করল, তারপরেই তার মনে পড়ল যে গত এক সপ্তাহ ধরে সে তাদের খাবার দিতে ভুলে গিয়েছিল, যদিও সে স্বাভাবিকভাবেই হাতে শস্যদানার বাক্স নিয়ে খোঁয়াড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিল। যেহেতু মুরগিগুলো মারা যাচ্ছিল, হাড্ডিসার মুরগিগুলোকে রান্না করে খাওয়া হলো। কিছু সময়ের জন্য সে নিজেই নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে কাজে মনোযোগ দেবার জন্য সচেষ্ট হলো। তারপরও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আবার একই ঘটনা ঘটল, পাখিদের খাবার দেবার পাত্র যে শূন্য সেটা সে খেয়ালই করেনি। পাখিরা তপ্ত মাটিতে পড়ে থেকে পানির অভাবে নিস্তেজ হয়ে মারা গেল। বিশাল তারের খোঁয়াড় শূন্য না হওয়া পর্যন্ত তারা মুরগির মাংস খেল। এইভাবে তাদের ডিমের উৎস শেষ হয়ে গেল। ডিম খুব ব্যয়বহুল হওয়ায় সে দোকান থেকে কোনো ডিম কিনত না। সারাটা সময়ের দশভাগের নয় ভাগ জুড়েই সে মনে মনে হালকা বেদনা মেশানো শূন্যতা অনুভব করত। একটা বাক্য শুরু করলে সেটা সে শেষ করতে ভুলে যেত। কয়েকটা শব্দ বলার পর হঠাৎই তার মুখ ভাবলেশবিহীন হয়ে পড়ত এবং সে নীরব হয়ে যেত, এটা দেখে দেখে ডিক অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সে যা বলতে যেত সেটা তার মাথা থেকে উধাও হয়ে যেত। ডিক তাকে কথা চালিয়ে যাবার জন্য মৃদুভাবে উৎসাহিত করলে সে চোখ তুলে তাকাত, কিন্তু তাকে দেখতও না এবং তার কথার কোনো জবাবও দিত না। এতে ডিক ব্যথিত হতো, কাজেই মুরগির ক্ষতি নিয়ে সে কোনো প্রতিবাদ করতে পারত না, অথচ তখন পর্যন্ত এখান থেকেই তাদের সামান্য নগদ টাকার সংস্থান হতো।

তবে কৃষ্ণাঙ্গটার প্রতি সে তখনও সাড়া দিত। তার মনের এই ছোটো অংশটা তখনও সক্রিয় ছিল। যে সব দৃশ্যাবলি সে মঞ্চায়ন করতে চাইত অথচ ভৃত্যটার

BanglaBook.org

কাজ ছেড়ে চলে যাবার ভয়ে অথবা ডিকের রাগের ভয়ে সাহস করত না, সেগুলো সে কল্পনায় মঞ্চায়ন করত। একদিন সে একটা শব্দে চমকে উঠল, পরক্ষণেই বুঝতে পারল যে সে যখন শোবার ঘরে নিচু ও রাগান্বিত কণ্ঠে কথা বলছিল তখন এই শব্দটা বের হচ্ছিল। তার অলীক কল্পনায় সে দেখতে পেল যে কৃষ্ণাঙ্গটা সকালে তার শোবার ঘর পরিষ্কার করেনি, তখন সে তার প্রতি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মনে মনে নিজের ভাষায় নির্মম কঠিন শব্দাংশ চিন্তা করল যেটা মুখে বললে সে হয়ত বুঝতেও পারবে না। আয়নায় নিজের মুখটা তার কাছে যতটা ভয়ংকর মনে হয়েছিল, সেই কোমল, বিচ্ছিন্ন আর ক্ষিপ্ত কণ্ঠ ততটাই ভয়ংকর ছিল। সে ভয় পেয়ে গেল, শরীরটা একটু নাড়াচাড়া করে প্রকৃতিস্থ হলো সে, তারপর সোফার এক কোনায় বসে পাগল মহিলার মতো কথা বলা অবস্থায় কল্পনার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসল।

সে শান্তভাবে সোফাটা থেকে উঠে দাঁড়াল, তারপর বসার কামরা এবং রান্নাঘরের মাঝখানের দরজার কাছে যেয়ে দেখল চাকরটা আশপাশে আছে কিনা এবং তার কথা শোনার চেষ্টা করল। মোজেজ্ যথারীতি বাইরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মেরি শুধু দেখতে পেল তার পাতলা পোশাকের ভিতরে বিশাল কাঁধ স্ফীত হয়ে আছে, হাত অলসভাবে নীচে নামিয়ে রাখা, আঙুলগুলো ভিতরের দিকে গোলাপি-বাদামি তালুর সাথে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। সে কোনো নড়াচড়া করল না। মেরি নিজেকে বলল যে সে তার উপস্থিতি টের পায়নি, তাদের দু'জনের মাঝখানের দু'টো দরজা যে খোলা আছে সে চিন্তাও সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলল। সারাদিন সে তাকে এড়িয়ে চলল, এবং অস্থিরভাবে এক কামরা থকে আরেক কামরায় ঘুরে বেড়াল যেন কীভাবে স্থির থাকতে হয় সেটা সে ভুলেই গিয়েছিল। সারাটা বিকেল বিছানায় শুয়ে কাঁদল সে, হতাশায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এমনভাবে কাঁদল যে যখন ডিক বাসায় ফিরল, তখন সে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। এবার কিন্তু ডিক কোনো কিছু বুঝতে পারল না, কারণ সে নিজেই এত ক্লান্ত ছিল যে সে শুধুই ঘুমাতে চাচ্ছিল।

পরের দিন যখন সে রান্নাঘরে যেয়ে আলমারি থেকে মালপত্র বের করছিল (সে আলমারিটা সবসময় বন্ধ রাখার চেষ্টা করত, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই সেটা ভুলে যেত, কাজেই এইভাবে প্রত্যেকদিনের জন্য আলাদা করে জিনিসপত্র বের করে দেয়াটা সত্যিই অর্থহীন ছিল), মোজেজ তখন তার পাশে ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল যে এই মাসের শেষে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চায়। সে শান্ত ও সহজভাবে কথাগুলো বলল, তবে তার মধ্যে একটু দ্বিধা কাজ করছিল, যেন সে বিরোধিতার মুখোমুখি হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল। এই দ্বিধাগ্রস্ততা মেরির কাছে অপরিচিত না, একজন চাকর কাজ ছাড়ার নোটিশ দিলে

BanglaBook.org

মেরি পরম স্বস্তি পেত কারণ সে চলে যাবার মাধ্যমে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা চাপা উত্তেজনার অবসান হতো, যদিও সে ক্ষুব্ধও হতো, যেন এটা তার জন্য এক অপমান। দীর্ঘ ঝগড়াঝাঁটি আর ভর্ৎসনা ছাড়া সে এর আগে কোনো চাকরকে ছাড়েনি। এখন তর্ক করার জন্য মুখ খুলেই সে আবার নীরব হয়ে গেল; তার হাতটা আলমারির দরজা থেকে ছিটকে পড়ল, এই কথাটা শুনলে ডিক কেমন রেগে যাবে সে সেই চিন্তা করছিল। এটা মোকাবেলা করার ক্ষমতা তার ছিল না। বিষয়টা নিয়ে ডিকের সাথে সে একেবারেই কোনো দৃশ্যের অবতারণা করতে পারবে না। তবে এইবার তো চাকরটা তার দোষে যাচ্ছে না, যাকে সে ঘৃণা করে আর ভয় পায় তাকে ধরে রাখার জন্য কি সে সব কিছু করেনি? মেরি আতংকের সাথে আবিষ্কার করল যে সে সেখানে ঐ কৃষ্ণাঙ্গটার সামনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! অসহায় আর দুর্বল অবস্থায় সে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, তার পিছনটা মোজেজের দিকে। কিছু সময়ের জন্য দু'জনের কেউই নড়াচড়া করল, পরে সে মেরির মুখ দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকল, চিন্তা ও বিস্ময়ে তার ভ্রু কুঁচকিয়ে গেল। অবশেষে মেরি আতংকে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বলল, "তুমি অবশ্যই যাবে না।" সে কাঁদছিল এবং বার বার বলছিল, "তুমি অবশ্যই থাকবে! তুমি অবশ্যই থাকবে!" মেরিকে কাঁদতে দেখে পুরো সময়টাই সে লজ্জা আর মনস্তাপে মাটির সাথে মিশে গেল।

কিছুক্ষণ পর মেরি দেখল শেলফের যেখানে পানির ফিল্টার থেকে একটা গ্লাসে পানি পড়ছিল সে সেদিকে এগিয়ে গেল। লোকটার মৃদু পদক্ষেপ তাকে বিষিয়ে তুলল কারণ এটা তার নিজের নিয়ন্ত্রণহীনতার কথা মনে করিয়ে দিল, এবং যখন সে তার দিকে পানির গ্লাসটা এগিয়ে ধরল, মেরি সেটা নেবার জন্য হাত তুলল না এই ভেবে যে তার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজকে অবজ্ঞা করা উচিত। তবে যদিও সে আচরণে একটা গাম্ভীর্যের ভাব আনার চেষ্টা করছিল, সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল এবং আকুতিভরা কণ্ঠে বলল, "তুমি অবশ্যই যাবে না।" সে গ্লাসটা তার ঠোঁটে ধরল, কাজেই এটা ধরে রাখার জন্য তার হাত তুলতে হলো, কান্নার স্রোত চোখ দিয়ে মুখে গড়িয়ে পড়া অবস্থায় সে এক ঢোক পানি খেল। তখন সে গ্লাসের উপর দিয়ে ব্যাকুলভাবে তার দিকে তাকাল। মেরি আতংকের সাথে লক্ষ করল তার দুর্বলতাকে ধরতে পারায় মোজেজের চোখে একটা প্রশ্রয়ের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"পানিটুকু পান করুন," সে সহজভাবে বলল, যেন সে তার নিজের পরিবারের কোনো মহিলার সাথে কথা বলছে, মেরি তখন পানি পান করল।

সে সতর্কতার সাথে তার কাছ থেকে গ্লাসটা নিয়ে টেবিলের উপর রাখল। মেরি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে বলল, "বিছানায় শুয়ে পড়ুন

BanglaBook.org

ম্যাডাম"। মেরি নড়ল না। সে অনিচ্ছা নিয়ে হাতটা তুলল, মেরির মতো অলঙ্ঘ্য এক শ্বেত মহিলাকে স্পর্শ করতে তার বাঁধছিল। সে তার কাঁধে মৃদু একটা ধাক্কা দিল, তখন মেরি অনুভর করল যে তাকে বিছানার দিকে যেতে বলা হচ্ছে। তার জন্য এটা ছিল একটা দুঃস্বপ্নের মতো যেখানে বিভীষিকার সামনে কারো কিছু করার থাকে না: কালো মানুষটি কাঁধ স্পর্শ করায় তার ভিতরটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। জীবনে একবারও সে কোনো কালো মানুষকে স্পর্শ করেনি। তারা যখন বিছানার দিকে এগুচ্ছিল, মেরির কাঁধে তখনও কোমল ছোঁয়াটা লেগেই ছিল, মেরি অনুভব করল তার মাথাটা যেন সাঁতার কাটছে আর তার অস্থি নরম হয়ে যাচ্ছে। "শুয়ে পড়ুন, ম্যাডাম," সে আবার বলল, এইবার তার কণ্ঠ ছিল নরম, একদম পিতৃবৎ। মেরি যখন বিছানার একপাশে বসে পড়ল, তখন সে আলতো করে তার কাঁধটা ধরে শুইয়ে দিল, এবং দরজার সাথে ঝোলানো মেরির কোটটা এনে তার পায়ের উপর বিছিয়ে দিল। তারপর সে বাইরে চলে গেল, আতংক যেন পিছু হটল; মেরি অসাড় ও শান্ত হয়ে শুয়ে থাকল, তার তখন ঘটনাটার গুঢ় অর্থ বিবেচনা করার মতো শক্তি ছিল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে গেল, উঠল একেবারে শেষ বিকেলে। জানালা দিয়ে সে বাইরের আকাশ দেখতে পেল, যেখানে ভর করে ছিল বজ্রপাতের লক্ষণযুক্ত নীল মেঘ, যেগুলো অস্তগামী সূর্যের কমলা আলোয় আলোকিত ছিল। আসলেই কী ঘটেছিল সেটা সে কয়েকমুহূর্তের জন্য ভুলে গেল, কিন্তু ঘটনাটা যখন মনে পড়ল তখন আবার তাকে ভয়াবহ আতংক গ্রাস করল। সে অসহায়ের মতো কাঁদতে লাগল, কোনোভাবেই সে কান্না থামাতে পারছিল না, একই সাথে সে নিজের কথা ভাবতে লাগল, কেমন করে ঐ কালো মানুষটার কথায় পানি খেতে হয়েছে, কেমন করে সে তাকে ঠেলা দিয়ে দু'টো কামরা পার করে বিছানায় নিয়ে এসেছে, কেমন করেই বা তাকে শুইয়ে দিয়ে তার পায়ের উপর কোট জড়িয়ে দিয়েছে। ঘৃণায় তার শরীরটা বালিশের ভিতরে সংকুচিত হয়ে গেল, সে তখন শব্দ করে বিলাপ করছিল, যেন তার গায়ে মলের স্পর্শ লেগেছে। এই নিদারুণ যন্ত্রণার মাঝেও সে তার দৃঢ় ও সদয় কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিল, যেন তার বাবা তাকে আদেশ করছিল।

কিছুক্ষণ পরে কামরাটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেল, শুধুমাত্র বিবর্ণ দেয়ালগুলো আবছা দেখা যাচ্ছিল, সেখানে গাছগুলোর শীর্ষদেশ থেকে ভেসে আসা আলোর দীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছিল যদিও গাছগুলোর নীচের কাণ্ডগুলোতে গোধূলির ছায়া লেগেছিল। মেরি উঠে পড়ে দিয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে বাতি ধরাল। বাতিটি প্রথমে দপ করে জ্বলে উঠে তারপর শান্ত হয়ে জ্বলতে লাগল। কক্ষটা তখন বৃক্ষশোভিত রাতের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা আলো-ছায়ার এক খোলসে পরিণত হলো। সে তার মুখে

BanglaBook.org

পাউডার লাগাল, অনেক সময় ধরে সে আয়নার সামনে বসে থাকল, নিজেকে অসাড় লাগছিল তার। সে কিছু ভাবছিল না, শুধুমাত্র ভয় পাচ্ছিল, কীসের ভয় সেটা সে জানত না। সে ভাবল কৃষ্ণাঙ্গটা বাসায় থাকা অবস্থায় ডিক না আসা পর্যন্ত সে বাইরে যেতে পারবে না। ডিক এসে তার দিকে হতাশাভরা দৃষ্টি দিয়ে বলল যে সে তাকে দুপুরের খাবারের সময় ইচ্ছে করেই ডেকে তোলেনি, তার আশংকা করছিল যে মেরি অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিনা। "আরে না, আমি শুধু ক্লান্ত, আমার মনে হচ্ছে . . ." তার কথা অসম্পূর্ণই থাকল, একটা ভাবলেশহীন দৃষ্টি তার মুখে আসন গেড়ে বসল। তারা ঝুলন্ত বাতি থেকে বৃত্তাকারে বিচ্ছুরিত মৃদু আলোর নীচে বসে ছিল, চাকরটা নিঃশব্দে টেবিলের আশপাশে ঘোরাফেরা করছিল। দীর্ঘ সময় ধরে মেরির দৃষ্টি ছিল নীচের দিকে, যদিও চাকরটা ঘরে ঢোকার সাথে সাথে তার চোখে-মুখে একটা সতর্কতার ভাব চলে এসেছিল। পরে চোখ উপরে তুলে দ্রুত তার মুখের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সে আশ্বস্ত হলো কারণ সে অভিব্যক্তিতে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পেল না। যেমনটা সে অন্য সময়ও করে থাকে, সে এমনভাবে আচরণ করল যেন সে একটা বিমূর্ত ছায়া যার আসল উপস্থিতি সেখানে ছিল না, যেন সে একটা মেশিন যার কোনো আত্মা ছিল না।

পরের দিন সকালে মেরি রান্নাঘরে যেয়ে স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলল, মনে ভয় নিয়ে অপেক্ষা করছিল কখন সে আবার কাজ ছেড়ে চলে যাবার কথা বলে। কিন্তু সে এসব কিছু বলল না। সপ্তাহখানেক এভাবে যাবার পর মেরি বুঝল যে সে আর চলে যাবে না তার কান্না এবং আবেদনে সাড়া দিয়েছে সে। এইভাবে নিজেকে সমর্পণ করে তাকে ধরে রাখতে হয়েছে এটা সে চিন্তাও করতে পারছিল না, আর যেহেতু সে এটা মনেও রাখতে চাচ্ছিল না, সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে গেল। ডিক যে রেগে যেতে পারে এই যন্ত্রণাকর চিন্তা থেকে যখন সে মুক্ত হলো এবং তার সেই লজ্জাস্কর শারীরিক বিপর্যয়ের কথাও যখন সে ভুলে গেল, তখন সে আবার আগের মতো সেই শীতল ও কঠিন কণ্ঠে কৃষ্ণাঙ্গটার কাজ সম্পর্কে শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করা শুরু করল। একদিন রান্নাঘরে থাকা অবস্থায় সে তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সরাসরি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রাগ ও ভর্ৎসনার সুরে বলল, "ম্যাডাম আমাকে থেকে যেতে বলেছিলেন। আমি এখানে আছি ম্যাডামকে সাহায্যের জন্য। ম্যাডামের খারাপ লাগলে আমি না হয় চলেই যাব।"

তার এই কথার মধ্যে চূড়ান্ত কিছু করার যে অভিপ্রায় ফুটে উঠেছিল তাতে মেরি সংযত হলো, সে অসহায়বোধ করছিল। বিশেষ করে লোকটা যে কেন এই বাড়িতে এখনও আছে সেটা তাকে মনে করতে বাধ্য করা হলো। তাছাড়াও লোকটার তিক্ত ও রাগী কণ্ঠের মাধ্যমে এটাই প্রকাশ পাচ্ছিল যে মেরি অন্যায় করেছে। অন্যায়! মেরি ব্যাপারটাকে এভাবে বিবেচনা করছিল না।

BanglaBook.org

সে স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু একটা রান্না শেষ হবার অপেক্ষায় ছিল। মেরি বুঝতে পারছিল না কীভাবে তার কথার উত্তর দেবে। তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একটা কাপড় তুলে নিল ওভেনের হাতলের গরম লোহা ধরার জন্য। মেরির দিকে না তাকিয়েই সে বলল, "আমি ভালোভাবেই কাজ করি, তাই না?" সে ইংরেজিতে কথা বলল, যেটা শুনে মেরির তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠার কথা ছিল, কারণ এটাকে সে ধৃষ্টতা ভাবত। কিন্তু সে ইংরেজিতেই উত্তর দিল, "হ্যাঁ"।

"তাহলে ম্যাডাম সবসময় বিরক্ত থাকেন কেন?"

সে সহজভাবে কথাগুলো বলল, অনেকটা অন্তরঙ্গতার মনোভাব নিয়ে এবং খোশমেজাজে, যেন সে এক শিশুর সাথে হাস্যকৌতুক করছে। ওভেনের মুখ খোলার জন্য সে ঝুঁকে পড়ল, তার পিছনটা তখন মেরির দিকে, মচমচে আর হালকা স্কোনের একটা ট্রে বের করে আনল সে, মেরি যেমন বানাতে পারত তার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছিল সেটা। সে সেগুলো একটা একটা করে বের করে ঠান্ডা করার জন্য একটা তারের ট্রেতে রাখছিল। মেরি ভাবছিল যে তার তখনই চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু সে নড়ল না। সে তার লম্বা হাত দিয়ে ছোটো ছোটো স্কোনগুলো ট্রের উপরে ছুঁড়ে মারছিল, সেটা দেখতে দেখতে মেরি সেখানে এমন অসহায়ভাবে স্থবির হয়ে গেল যে তার আর নড়ার উপায় ছিল না। সে কোনো কথা বলল না। মোজেজ তার সাথে যে ঢঙে কথা বলল সেটা দেখে মেরির ভিতরে সেই স্বভাবগত রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল, আবার একই সাথে সে তার হৃদয়ের গভীরে মোহাবিষ্টও ছিল; তাদের এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে তার করণীয় কী তা সে জানত না। যেহেতু সে তার দিকে না তাকিয়ে শান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছিল, মেরি কিছু সময় পরে সেখান থেকে চলে গেল।

ছয় সপ্তাহের মারাত্মক গরমের পর অক্টোবরের শেষের দিকে বৃষ্টি আসল। যেমনটি ডিক বছরের এই সময়টাতে সবসময় করত, অতিরিক্ত কাজের চাপে দুপুরের খাবারের সময় সে বাসায় আসত না। সকাল ছয়টার দিকে বেরিয়ে সন্ধ্যা ছয়টায় ফিরে আসত, কাজেই শুধু একবেলার খাবার রান্না করা হতো, তার জন্য সকালের নাস্তা আর দুপুরের খাবার মাঠে পাঠিয়ে দেয়া হতো। আগের বছরগুলোতেও এই সময়ে যা ঘটত, মেরি মোজেজকে বলত যে সে দুপুরে খাবে না, শুধু চা দিলেই চলবে; এইভাবে সে খাওয়ার ঝামেলাটা এড়াতে চাইত। ডিকের লম্বা অনুপস্থিতির প্রথম দিনে মোজেজ্ তার জন্য চায়ের বদলে ডিম, জ্যাম এবং টোস্ট বিস্কুট আনল। এগুলো সে মেরির পাশের ছোটো টেবিলটার উপর সাবধানে সাজিয়ে রাখল।

মেরি রাগের সাথে বলল, "আমি তোমাকে শুধু চা দিতে বলেছি।"

BanglaBook.org

সে শান্তভাবে উত্তর দিল, "ম্যাডাম কোনো নাস্তা খাননি, এখন খেতেই হবে।" ট্রের উপর একটা হাতলবিহীন পেয়ালায় শোভা পাচ্ছিল ফুল, জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা হলুদ, গোলাপি এবং লাল রঙের ফুলগুলোকে আনাড়িভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা হয়েছে, তবে সেগুলো পুরাতন জীর্ণ কাপড়ের উপর রঙের একটা বাহার তৈরি করেছিল।

মেরি দৃষ্টি নিচু করে বসে থাকল, মোজেজ ট্রে রাখার পর সোজা হয়ে দাঁড়াল। যে জিনিসটা মেরিকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত করে তুলেছিল সেটা হলো তাকে সন্তুষ্ট করতে চাওয়ার প্রমাণ হিসেবে মোজেজের এই ফুলের প্রসাদন। সে মেরির কাছ থেকে সমর্থন ও ভালোলাগার কিছু কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। মেরি সেটা বলতে পারল না, কিন্তু যে তিরস্কারের শব্দ তার ঠোঁট পর্যন্ত উঠে এসেছিল সেটাও অব্যক্ত থাকল। মেরি কোনো কথা না বলে ট্রে-টা নিজের দিকে টেনে নিয়ে খাওয়া শুরু করল।

এইভাবে তাদের মধ্যে একটা নতুন সম্পর্কের সূচনা হলো। তার ক্ষমতার কাছে মেরি অসহায় বোধ করছিল, যদিও এটা যে তাকে করতেই হবে এমন কোনো কারণ ছিল না। সে একটা মুহূর্তের জন্যও ঘরে তার উপস্থিতির কথা অথবা মাঝে মাঝে ঘরের পিছনে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে তার রোদে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ভুলতে পারত না। তার মধ্যে সবসময় একটা কঠিন ও অযৌক্তিক ভয়, একটা গভীর অস্বস্তি, এমনকি একটা দুর্বোধ্য আকর্ষণ কাজ করত—যদিও সে এটা জানত না, আর জানলেও সে নিশ্চয়ই তা স্বীকার করার চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করবে। ব্যাপারটা যেন এমন ছিল যেন মেরি যে আগে তার সামনে কেঁদেছিল, সেটার অর্থই ছিল সে হাল ছেড়ে দিয়ে তার কর্তৃত্বের দাবি ত্যাগ করেছিল, যে দাবি মোজেজ এখন আর তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল না। বেশ কয়েকবার তার মুখ থেকে তীব্র তিরস্কার বের হবার উপক্রম হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই মেরি দেখেছে যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে তার চোখে চোখ রেখে সেই তিরস্কার গ্রহণ না করে বরং চ্যালেঞ্জ করেছে। শুধুমাত্র একবার যখন সে আসলেই একটা কাজ করতে ভুলে যেয়ে অন্যায় করে ফেলেছিল, তখনই কেবল সে তার আগের সেই ভাবলেশহীন আনুগত্য দেখিয়েছিল। নিজে দোষ করার কারণেই সে বশ্যতা মেনে নিয়েছিল। মেরি তাকে এড়িয়ে চলা শুরু করল। আগে যেখানে সে তার কাজের পিছনে লেগে থেকে সে যা যা করত সেগুলো খুঁটে খুঁটে দেখত, এখন সে রান্নাঘরে যেত না বললেই চলে বরং সে ঘরের সব কাজ তার উপরে ছেড়ে দিল। এমনকি মেরি চাবিগুলো পর্যন্ত ভাঁড়ারঘরের একটা তাকের উপর রেখে দিল, যেখান থেকে সে এটা নিয়ে দরকারমতো মুদির জিনিসপত্র রাখার আলমারিটা খুলতে পারত। মেরি ছিল এক অনিশ্চয়তার মধ্যে, নতুন এই চাপা উত্তেজনাটা যে

BanglaBook.org

কী সে সেটা বুঝতে পারছিল না, কাজেই সে সেটার থেকে উত্তরণের পথও খুঁজে পাচ্ছিল না।

মোজেজ তাকে দুটি প্রশ্ন করল, প্রশ্নগুলো করল এক নতুন কণ্ঠে যেটা শুনে মনে হবে যেন তারা অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ।

একটা প্রশ্ন ছিল যুদ্ধ নিয়ে। "ম্যাডাম কি মনে করেন যে যুদ্ধটা তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে?" মেরি চমকে উঠল। সে ছিল বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, এমনকি সাপ্তাহিক খবরের কাগজগুলো পড়ারও সুযোগ ছিল না তার, আর এইভাবে বাস করতে করতে মেরির কাছে যুদ্ধটা ছিল একটা রটনা মাত্র, এমন একটা ঘটনা যেটা অন্য জগতে ঘটছিল। তবে মেরি তাকে রান্নাঘরের টেবিলে বিছানো পুরাতন খবরের কাগজ পড়তে দেখেছিল। সে নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিল যে সে জানে না। আবার কয়েকদিন পরে সে এমনভাবে প্রশ্ন করল যেন মাঝখানের বিরতির দিনগুলোতে সে এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছিল, "মানুষ হয়ে মানুষ খুন করা, এটাকে কি যিশুখ্রিষ্ট ন্যায়সংগত মনে করতেন?" প্রশ্নটার মধ্যে যে সমালোচনার ইঙ্গিত ছিল সেটা বুঝতে পেরে মেরি রেগে গেল, সে ঠান্ডাভাবে উত্তর দিল যে যিশুখ্রিষ্ট ভালো মানুষদের পক্ষে ছিলেন। মেরি সারাদিন ধরে তিক্ততায় জ্বলতে লাগল, এবং রাতে ডিককে জিজ্ঞাসা করল, "মোজেজ কোথা থেকে এসেছে?"

"ও হচ্ছে মিশন ফেরত ছেলে," সে উত্তর দিল। "আমার দেখা মিশন ফেরত ছেলেদের মধ্যে একমাত্র ভদ্র ছেলে।" দক্ষিণ আফ্রিকার বেশিরভাগ শ্বেত মানুষের মতোই ডিকও মিশন ফেরত ছেলেদের পছন্দ করত না, কারণ তারা 'বেশি বোঝে'। তাদেরকে লেখা-পড়া না শিখিয়ে শুধুমাত্র শ্রমের মর্যাদা এবং শ্বেত মানুষের কাছে থাকার উপকারিতা শিক্ষা দেয়া উচিত।

"কেন?" সে সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল, "আশা করি তাকে নিয়ে নতুন করে কোনো ঝামেলা হয়নি?"

"না, তা না।"

"সে কি কোনো বাজে ব্যবহার করেছে?"

"না।"

তবে মোজেজ যে মিশন থেকে এসেছে এই ব্যাপারটা অনেক কিছুই পরিষ্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করল: যেমন তার শ্রেণির লোকেরা যে 'মিসাস্' শব্দটা ব্যবহার করত সেটা ব্যবহার না করে সে খুব স্পষ্টভাবে 'ম্যাডাম' শব্দটা ব্যবহার করত।

BanglaBook.org

তাকে ‘ম্যাডাম’ বলে ডাকলে মেরি বিরক্ত হতো। মেরি তাকে বলতেও চাইত সে যেন এটা ব্যবহার না করে। তবে সমস্যা হলো এর মধ্যে অশ্রদ্ধাকর কিছু ছিল না, শুধুমাত্র সে কোনো বিচারবুদ্ধিহীন মিশনারীর কাছ থেকে এটা শিখেছিল। আবার মেরির প্রতি তার মনোভাবের মধ্যেও দৃষ্টিকটু কিছু ছিল না। তবে যদিও সে কখনও মেরিকে অসম্মান করেনি, এখন সে তার সাথে মানুষ হিসেবে আচরণ করতে বাধ্য করছিল: তাকে অচ্ছুত ভেবে নিজের মন থেকে ছুঁড়ে ফেলা মেরির জন্য অসম্ভব ছিল, যেমনটি সে আগের সব ভৃত্যদের সাথে করেছিল। মেরিকে তার সংস্পর্শে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল, এবং তার সম্পর্কে তাকে সবসময় সজাগও থাকতে হতো। প্রতিদিন মেরি বুঝতে পারত এই সম্পর্কের মধ্যে বিপজ্জনক কিছু একটা আছে, যদিও সে সেটা নির্দিষ্ট করে বলতে পারত না।

ঐ সময়ে সে রাতে বীভৎস ও ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখত। একসময় তার চোখে ঘুম আসত কালো পর্দার তাৎক্ষণিক যবনিকাপাতের মতো, এখন সেটাই তার জন্য জাগরণের চেয়েও বেশি বাস্তব হয়ে গেল। মেরি স্পষ্টভাবে কৃষ্ণাঙ্গটার স্বপ্ন দেখল দুইবার, প্রত্যেকবারই লোকটা তাকে স্পর্শ করা মাত্রই সে ভয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল। দু'টো স্বপ্নের মধ্যেই লোকটা বলিষ্ঠ কর্তৃত্ব নিয়ে, আবার একই সাথে সদয় হয়ে, তার শরীরের উপরে বসে ছিল, মেরিকে এমনভাবে অবস্থান নিতে বাধ্য করছিল যাতে সে তাকে স্পর্শ করতে বাধ্য হয়। অন্য আরো স্বপ্নও মেরি দেখেছিল যেখানে তার সরাসরি উপস্থিতি না থাকলেও সেগুলো বিভ্রান্তিকর, বীভৎস ও বিভীষিকাময় ছিল, মেরি ভয়ে ঘামতে ঘামতে ঘুম থেকে উঠে সেগুলো ভুলে যাবার চেষ্টা করত। তারপর ঘুমাতেই তার ভয় করত। তার শরীর উত্তেজনায় টান টান করত, সে তখন অন্ধকারে ঘুমে শরীর এলিয়ে দেয়া ডিকের পাশে শুয়ে থেকে জোর করে জেগে থাকত।

কখনও কখনও সে দিনের বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখত, একজন গৃহকর্ত্রী চাকরের কাজ যেভাবে দেখে সেভাবে না, বরং সেই স্বপ্নের কথা মনে করে ভয়ার্ত কৌতূহল নিয়ে। প্রত্যেকদিন লোকটা তার দেখাশুনা করত, সে কী খেত তা লক্ষ করত, সে না বললেও তার জন্য খাবার আনত, এবং ছোটো ছোটো উপহার হিসেবে কম্পাউন্ড থেকে পাখির ডিম অথবা জঙ্গল থেকে একগুচ্ছ ফুল এনে দিত।

একবার সূর্যাস্তের অনেক পরেও ডিক ফিরে না আসায় সে মোজেজকে বলল, “রাতের খাবার গরম করে রাখ। আমি বাইরে যেয়ে দেখে আসি বসের কী হয়েছে।”

BanglaBook.org

এই বলে সে যখন শোবার ঘরে যেয়ে তার কোট পরছিল, তখন মোজেজ দরজার কড়া নাড়ল, সে বলল যে সে নিজেই যাচ্ছে, অন্ধকার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ম্যাডামের যাওয়া ঠিক হবে না।

"ঠিক আছে," অসহায়ের মতো এই কথা বলে মেরি গায়ের কোট খুলে রাখল।

তবে ডিকের কোনো সমস্যা হয়নি। একটা ষাঁড়ের পা ভেঙে যাওয়ায় সে আটকে গিয়েছিল। আবার এক সপ্তাহ পরে যখন ডিক সময়ের অনেক পরেও বাড়ি ফিরল না, মেরি দুশ্চিন্তায় পড়ল, তবে সমস্যাটা কী সে তা জানার চেষ্টা করল না এই ভয়ে যে কৃষ্ণাঙ্গটা আবার তার কল্যাণের দায়িত্ব নিবে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এইরকম: মেরি শুধুমাত্র একটা দৃষ্টিকোণ থেকে তার নিজের কাজকর্ম বিচার করত; যদি সে মোজেজকে বাধা না দিয়ে এবং এড়িয়ে চলার চেষ্টা না করে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা নতুন মানবিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করার সুযোগ করে দিত, তাহলে ভালো হতো।

ফেব্রুয়ারিতে ডিক আবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলো। আগের মতোই এটা একটা হঠাৎ ও সংক্ষিপ্ত আক্রমণ ছিল, তবে রোগটা যতদিন ছিল ততদিন খুব খারাপভাবেই ছিল। মেরি আগের মতই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহকের মাধ্যমে মিসেস স্লাটারের কাছে একটা চিঠি পাঠাল, সেখানে সে তাকে একজন ডাক্তার পাঠানোর অনুরোধ করল। আগের সেই ডাক্তারই আসল। ডাক্তার চোখ কপালে তুলে নোংরা ও ছোটো বাড়িটার দিকে তাকাল, এবং মেরি কেন তার আগের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ করেনি তা জিজ্ঞাসা করল। মেরি কোনো উত্তর দিল না। "আপনি কেন বাড়ির চারপাশের ঝোপঝাড়, যেখান থেকে মশা জন্মাতে পারে, সেটা কাটেননি?" "ক্ষেতের কাজ বন্ধ রেখে চাকরদেরকে এখানে পাঠানোর সময় আমার স্বামীর হয়নি।" "কিন্তু, সে তো অসুস্থ হবার মতো সময় ঠিকই বের করতে পারছে, কী দারুণ, তাই না?" ডাক্তারের আচরণটা ছিল রুক্ষ ও সহজ কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ছিল নির্লিপ্ত, অনেক বছর এই খামার এলাকায় বাস করার ফলে সে জানত ডাক্তার হিসেবে কখন তার লোকসান গুনতে হবে। এই লোকসানটা টাকার অংকে ছিল না, যেটা সে জানত কখনও পাবে না, লোকসানটা ছিল রোগীরা নিজেই। এই মানুষ দু'টোর কোনো আশা নেই। রোদে রঙচটে ধূসর হয়ে যাওয়া জানালার পর্দাগুলো ছিঁড়ে গেলেও সেলাই করা হয়নি, এর থেকেই এটা প্রকাশিত হচ্ছিল। সব জায়গাতেই ইচ্ছাশক্তির বৈকল্যের প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। এমনকি এখানে আসাটাও সময়ের অপচয় মাত্র। তবে স্বভাবগতভাবেই সে ডিকের পাশে দাঁড়াল এবং তার জন্য ব্যবস্থাপত্র দিল। সে বলল যে ডিক

BanglaBook.org

পরিশ্রান্ত ও নিঃশেষিত, সে এখন মানবদেহের একটা খোলস মাত্র, কাজেই সে যে কোনো রোগের শিকার হতে পারে। সে যতদূর সম্ভব শক্তভাবে কথা বলে মেরির মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিয়ে তাকে কাজে নামাতে চাইছিল। কিন্তু মেরির নিরুৎসাহিত মনোভাবের মধ্য দিয়ে যেটা প্রকাশ পাচ্ছিল সেটা হলো: "এসব করে আর কী হবে?" অবশেষে ডাক্তার চার্লি স্লাটারের সাথে চলে গেল। স্লাটার তখন সবকিছুতেই অবজ্ঞা আর হতাশা দেখাচ্ছিল, যদিও সে এই চিন্তা না করে পারছিল না যে এই জায়গাটা যখন তার হবে তখন সে মুরগির খোঁয়াড়ের তার খুলে ফেলবে, ঘরের এবং অন্যান্য স্থাপনার টিনগুলো ভবিষ্যতে কোনো দিন কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

অসুস্থতার প্রথম দুই রাত মেরি জেগে থাকার জন্য ডিকের পাশে একটা শক্ত চেয়ার নিয়ে বসে থাকল, ডিকের অস্থির হাত-পায়ের উপর শক্ত করে কম্বল ধরে রাখল সে। তবে ডিকের অবস্থা আগের মতো খারাপ ছিল না, তার মনে হচ্ছিল একটা নির্দিষ্ট সময় পর রোগটা সেরে যাবে, তার মধ্য থেকে ভয়টাও কেটে গেল।

মেরি খামারের কাজ দেখাশুনা করার কোনো আগ্রহই দেখাল না, তবে ডিককে শান্ত রাখার জন্য সে দিনে দুইবার গাড়ি নিয়ে খামারে লোক দেখানো ও অর্থহীন চক্কর দিয়ে আসত। চাকররা কম্পাউন্ডে বসে সময় নষ্ট করত। সে এটা জানলেও লক্ষ করত না। সে ক্ষেতের দিকে দৃষ্টি দিত না বললেই চলে, খামারটা আর তার মনোযোগের বিষয় ছিল না।

দিনের বেলা সে ডিকের জন্য ঠান্ডা পানীয় তৈরি করল, ডিক শুধু এই জিনিসটাই খেত। কাজটা শেষ হয়ে গেলে সে বিছানার পাশে অলসভাবে বসে থেকে তার স্বভাবগত উদাসীনতায় ডুবে গেল। তার মন বিক্ষিপ্তভাবে অতীত জীবনের সেইসব দৃশ্যাবলির চিন্তা করল যেগুলো ঠেলে উপরের দিকে উঠে আসতে চাইত। কিন্তু তখন তার মধ্যে কোনো অতীতবিধুরতা বা কামনা ছিল না। সময়ের ধারণাটাও তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। সে অ্যালার্ম-ঘড়িটা তার সামনে রাখল, যাতে করে সে সময়মতো ডিকের কাছে যেয়ে পানীয়টা দিতে পারে। যথারীতি মোজেজ নির্দিষ্ট সময়ে তার জন্য খাবারের ট্রে আনল আর সেও যান্ত্রিকভাবে খেয়ে নিল, কী খেল তা সে লক্ষ করল না, এমনকি এটাও লক্ষ করল না যে কয়েক গাল খাওয়ার পরে মাঝে মাঝে সে ছুরি ও কাঁটা-চামচ রেখে দিচ্ছিল এবং তার সামনে যে খাবার আছে সেটা শেষ করতে ভুলে যাচ্ছিল। এটা ছিল তৃতীয় দিনের সকাল যখন মোজেজ কম্পাউন্ড থেকে যে ডিম এনে তাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিল সেটা সে দুধের মধ্যে আলতো করে ফেলে দিল। মোজেজ জিজ্ঞাসা করল, "ম্যাডাম কি গতকাল রাতে বিছানায় গিয়েছিলেন?" কথাগুলো সে

BanglaBook.org

এমন সোজা-সাপ্টাভাবে বলল যেটা মেরিকে সবসময় শক্তিহীন করে ফেলত যখন কীভাবে উত্তর দিবে সে সেটা বুঝতে পারত না।

মোজেজের দৃষ্টি এড়িয়ে ফেনায়িত দুধের দিকে তাকিয়ে সে জবাব দিল, "বসের সাথে আমাকে জেগে থাকতেই হয়।"

"আগের রাতেও কি ম্যাডাম জেগে ছিলেন?"

"হ্যাঁ," এটা বলেই পানীয়টা নিয়ে দ্রুত শোবার ঘরে চলে গেল সে।

ডিক স্থির শুয়ে ছিল, জ্বরে অর্ধ-বিকারগ্রস্ত হয়ে এক অস্বস্তিকর ঘুমের ঘোরের মধ্যে ছিল সে। গায়ের তাপ কমছিল না তার। জ্বরের এই ধকলটা তাকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল। গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল, তারপরেই চামড়া শুষ্ক ও শক্ত হয়ে আগুনের মতো পুড়ছিল। জ্বর মাপার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভাঙা কাঁচের নলের মধ্যে চড়ানো হতো পারদের সরু রড। মেরি যখনই এটার দিকে দৃষ্টি দিত, প্রত্যেকবারই পারদের কাঠিটি উপরের দিকে উঠতে থাকত। কেবলমাত্র সন্ধ্যা ছয়টার দিকে এটা ডিগ্রিতে এসে মধ্যরাত পর্যন্ত সেখানেই স্থির থাকত। ডিক তখন বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে বিড়বিড় করত এবং কাতর আর্তনাদ করত। শেষ রাতের দিকে তাপমাত্রা খুব দ্রুত স্বাভাবিকের নীচে নেমে যেত, ডিক তখন বলত যে তার ঠান্ডা লাগছে, তার আরো কম্বল দরকার। কিন্তু তার আগেই তাদের সবগুলো কম্বল ডিকের শরীরের উপর চাপানো হয়ে যেত। মেরি তখন চুলায় ইট গরম করে সেগুলোকে কাপড় দিয়ে মুড়ে তার পায়ের নীচে রাখত।

সেই রাতে মোজেজ শোবার ঘরের দরজায় এসে কাঠের ফ্রেমে টোকা দিল, যেমনটা সে সবসময় করত। মেরি চটের ফুলতোলা পর্দার ভাঁজের ফাঁকের মাঝখান দিয়ে তার মুখোমুখি হলো।

"হ্যাঁ, বল।"

"ম্যাডাম আজ রাতে এই রুমে থাকুন। আমি বসের সাথে থাকব।"

"না," সে বলল। সে ভাবল এটা করলে কৃষ্ণাঙ্গটার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে থেকে সারারাত পার করতে হবে। "না, তুমি কম্পাউন্ডে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি বসের সাথে থাকব।"

পর্দা ঠেলে সে ভিতরের দিকে এগিয়ে আসল, মেরির এতই কাছে চলে আসল যে সে একটু পিছিয়ে আসল। মেরি দেখল তার হাতে একটা ভাঁজ করা ছালা ধরা রয়েছে, দেখে মনে হলো রাত কাটানোর প্রস্তুতি হিসেবে সে এটা এনেছে। "ম্যাডামকে ঘুমাতেই হবে," সে বলল। "ম্যাডাম খুব ক্লান্ত, ঠিক না?" মেরি নিজেও বুঝতে পারছিল তার চোখের চারপাশের চামড়া চাপে আর ক্লান্তিতে শক্ত

BanglaBook.org

হয়ে গেছে, কিন্তু সে শক্ত ও নার্ভাস গলায় জোর দিয়ে বলল, "না মোজেজ, আমাকেই থাকতে হবে।" মোজেজ দেয়ালের দিকে এগিয়ে যেয়ে দুই আলমারির মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় তার ছালাটা সাবধানে রেখে দিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে আহত কণ্ঠে এবং কিছুটা ভর্ৎসনার সুরে বলল, "আমি বসের দেখাশুনা করি ম্যাডাম এটা ঠিক মনে করেন না, তাই না? আমি নিজেও মাঝে মাঝে অসুস্থ থাকি। আমি বসের গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিব, ঠিক আছে?" সে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল, তবে একদম কাছে না যেয়ে আগেই থেমে গেল, ডিকের রক্তিম মুখের দিকে তাকাল সে। "সে জেগে উঠলে আমি তাকে এই পানীয় দিব, ঠিক আছে?" তার কিছুটা রসিকতাপূর্ণ এবং কিছুটা ভর্ৎসনাপূর্ণ কণ্ঠ শুনে মেরি আর কিছু বলতে পারল না। মেরি তার দৃষ্টি এড়িয়ে তার মুখের দিকে একবার দ্রুত তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। কিন্তু তার দিকে তাকাতে ভয় পেলে তো চলবে না, মেরি তার হাতের দিকে দৃষ্টি দিল, তুলনামূলক পাতলা তালুসহ বড়ো হাতটা আলতো করে ঝুলে আছে। সে আবার পীড়াপীড়ি করতে লাগল, "ম্যাডাম কি এই ভাবেন যে আমি বস্‌কে ভালমতো দেখাশুনা করতে পারব না?"

মেরি একটু ইতস্তত করল, তারপর বিচলিতভাবে বলল, "ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে থাকতেই হবে।"

যেন মেরির বিচলিতভাব এবং দ্বিধাগ্রস্ততাই তার প্রশ্নের জবাব ছিল, এটাই ভেবে নিয়ে লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ঘুমন্ত ব্যক্তিটির উপরে কম্বল ছড়িয়ে দিল। "বস্‌ বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি ম্যাডামকে ডাকব," সে বলল।

মেরি দেখল সে জানালার পাশে যেয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে জানালার যে ফাঁক দিয়ে গাছের কাণ্ডসমূহের দ্বারা বিভক্ত তারকাখচিত আকাশ দেখা যেত সেটাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলো, সে মেরির চলে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মেরি আলমারির কাছে যেয়ে তার কোটটি হাতে তুলে নিল। কামরাটা ত্যাগ করার আগে তার নিজের কর্তৃত্ব ঘোষণা করার জন্য সে বলল, "উনি জেগে উঠলে আমাকে ডাকবে কিন্তু।"

সহজাতভাবেই সে পাশের কামরার সোফা, যেটা ছিল তার আশ্রয় যেখানে সে জেগে থাকা অবস্থায় অনেক ঘণ্টা কাটিয়েছে, সেখানে চলে গেল। সোফার এক কোনায় হাত-পা গুটিয়ে অসহায়ের মতো বসে থাকল সে। ঐ কালো মানুষটা পাশের কামরায় থেকে সারারাত ধরে তার এত কাছে অবস্থান করবে, যেখানে তাদের মাঝখানে একটা পাতলা ইটের দেয়াল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এটা সে ভাবতেও পারছিল না।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পরে সে সোফার মাথায় একটা গদি ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল, কোট দিয়ে তার পা ঢাকল। রাতটা ছিল গুমোট, ছোটো কামরাটার ভিতরে বাতাস চলাচল করছিল না বললেই চলে। ঝুলন্ত বাতির নিষ্প্রভ আলো নিবু নিবু করে জ্বলার ফলে আলোর একটা ছোট্ট দীপ্তি তৈরি হয়েছিল যেটা বৃত্তাকারে ছাদের নীচের অন্ধকার পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হয়ে টিনের চাল এবং ছাদের বিম্ পর্যন্ত আলোকিত করছিল। ঘরটার অন্য জায়গাগুলো ছিল অন্ধকার, শুধুমাত্র কিছু লম্বাটে আকার অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। জানালার পর্দা দেখার জন্য মেরি মাথাটা সামান্য একটু ঘোরাল, সেগুলো স্থিরভাবে ঝুলে ছিল। সে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতেই বাইরের ঝোপঝাড় থেকে আসা রাতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আওয়াজগুলো হঠাৎ তার নিজের হৃৎপিণ্ডের ধপ ধপ শব্দের মতো উচ্চনাদী মনে হলো। মাত্র কয়েকগজ দূরের গাছগুলো থেকে একটা পাখি একবার ডেকে উঠল এবং পোকামাকড়রা জোরে চিৎকার ছাড়ল। সে গাছগুলোর শাখা-প্রশাখার নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল, যেন ভারী কোনো একটা জিনিস তাদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে যাচ্ছিল; চারপাশের খুব নিচু হয়ে পড়ে থাকা গাছগুলোর কথা ভেবে সে ভয় পেয়ে গেল। সে কখনও ঝোপঝাড়ের সাথে অভ্যস্ত হতে পারেনি, কখনও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। এতদিন পরেও যখন সে চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত তৃণভূমির অচেনা রূপের কথা চিন্তা করল, যেখানে ছোটো ছোটো পশুরা ঘোরাফেরা করে এবং অপরিচিত পাখিরা কিচিরমিচির করে, তখন তার ভিতরে বিপদসংকেতের ঘণ্টা বেজে উঠল। মাঝে মাঝে সে রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে এই ছোটো ইটের তৈরি বাড়িটার কথা ভাবত, ভঙ্গুর খোলসের মতো এই বাড়িটা বৈরী ঝোপঝাড়ের চাপে ভিতর থেকেই ধসে পড়তে পারে। কখনও আবার সে এটাও ভাবত যে তারা এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলে কীভাবে একটা ভেজা মৌসুম এসে এই পরিষ্কার ছোটো খালি জায়গাটাকে গ্রাস করবে, তখন ঘরের মেঝে থেকে ইট আর সিমেন্ট ঠেলে গাছের চারা গজাবে, এভাবে কয়েক মাসের মধ্যেই গাছের কাণ্ডগুলোর আশপাশে ইট পাথরের ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

মেরি সোফার উপরে টান টান হয়ে শুয়ে থাকল, তার ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় সতর্ক, যেমন ছোটো কোনো পশু ঘুরে দাঁড়িয়ে শিকারিদের মুখোমুখি হবার সময় সেটার মন দুরু দুরু করে কাঁপে, তেমনই তার মনটা কাঁপছিল। উত্তেজনায় তার সারা শরীর ব্যথা করছিল। সে বাইরের রাতের শব্দ ও নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনছিল এবং পাশের কামরার শব্দ শোনার জন্য চেষ্টা করছিল। পাতলা চটের মাদুরের উপর চলাফেরা করা শক্ত পায়ের আওয়াজ, একটা গ্লাস সরানোর ঠুন শব্দ এবং অসুস্থ ব্যক্তির মুখ থেকে ভেসে আসা নিচু বিড়বিড় শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সে। তারপর সে দু'টো পা কাছাকাছি রাখার শব্দ এবং দুই আলমারির মাঝখানে

BanglaBook.org

বিছানো ছালার উপরে কৃষ্ণাঙ্গটা শোবার সময় সড়াৎ করার মতো একটা শব্দ শুনতে পেল। পাতলা দেয়ালের ওপাশেই সে তার এত কাছাকাছি ছিল যে এটা যদি না থাকত, তাহলে কৃষ্ণাঙ্গটার পিঠ হয়ত তার মুখ থেকে মাত্র ছয় ইঞ্চি দূরে থাকত! মেরি মনে মনে স্পষ্টভাবে সেই প্রশস্ত ও মাংসল পিঠের ছবি আঁকল, কেঁপে উঠল সে। কৃষ্ণাঙ্গটাকে নিয়ে তার মনশ্চক্ষের ছবি এতই পরিষ্কার ছিল যে সে তার শরীরের উষ্ণ কটু গন্ধ কল্পনা করছিল। অন্ধকারে সেখানে শুয়ে থেকে সে সেই গন্ধ নাকে অনুভব করতে পারছিল। মাথাটা ঘুরিয়ে গদির মধ্যে মুখ লুকাল মেরি।

বেশ কিছু সময় সে কেবলমাত্র নিয়মিত নিশ্বাসের কোমল শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শুনতে পেল না। মেরি ভাবল এটা কি ডিকের নিশ্বাসের শব্দ? কিন্তু তখন ডিক আবার বিড়বিড় করে উঠলে তার গায়ের আচ্ছাদন ঠিক করার জন্য কৃষ্ণাঙ্গটা উঠে দাঁড়ালেই নিশ্বাসের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর মোজেজ ফিরে আসলে মেরি আবার দেয়াল ঘেঁষে তার শুয়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেল, তারপরই নিশ্বাসের সেই নিয়মিত শব্দ শোনা গেল: এটা তাহলে তার নিশ্বাসের শব্দ! বেশ কয়েকবার সে শুনল যে ডিক নড়েচড়ে উঠে এমন রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকাডাকি করছিল যে কণ্ঠতা তার নিজের ছিল না বরং সেটা ছিল তার রুগ্ন প্রলাপ, এবং প্রত্যেকবারই কৃষ্ণাঙ্গটা উঠে বিছানার কাছে যাচ্ছিল। এগুলোর মাঝখানের সময়ে সে একাগ্রচিত্তে সেই কোমল শব্দটি শুনছিল যেটা সে যখন অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করছিল তখন কামরাটার সব জায়গা থেকেই ভেসে আসছিল বলে মনে হলো, প্রথমে সোফার পাশে তার খুব কাছে, তারপর বিপরীত দিকের এক অন্ধকার কোনা থেকে। শুধুমাত্র যখন সে ঘুরে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল, তখনই কেবল শব্দের উৎসটা আবিষ্কার করতে পারল। সেই ভঙ্গিতেই দেয়ালের দিকে নুয়ে পড়ে সে ঘুমিয়ে গেল, যেন সে কোনো তালার ছিদ্র দিয়ে শব্দ শুনছিল।

মেরির জন্য এটা ছিল পীড়াদায়ক ও অস্থির স্বপ্নতাড়িত ঘুম। একবার সে চলাফেরার শব্দ শুনে চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল, সে দেখল লোকটা তার বিশাল অন্ধকার দেহ নিয়ে পর্দাটা ফাঁকা করছে। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, তবে তার নড়াচড়ার শব্দ শুনে সে দ্রুত তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল; তারপর সে নিঃশব্দে অন্য দরজা দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। শুধু কয়েক মিনিটের জন্য সে তার নিজের কাজে যাচ্ছিল। সে যখন রান্নাঘরের দরজাটা খুলে অন্ধকারে একাকী মিলিয়ে গেল, মেরির মন তখন তাকে অনুসরণ করছিল। তারপর মেরি আবার গদির দিকে মুখ ফেরাল, থরথর কাঁপছিল সে, যেমনটি কৃষ্ণাঙ্গটার গায়ের গন্ধ কল্পনা করার সময় সে কেঁপে উঠেছিল। মেরি ভাবল যে সে তাড়াতাড়িই ফিরে

BanglaBook.org

আসবে, সে স্থির হয়ে শুয়ে থাকল, যাতে মনে হয় যেন সে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু লোকটা তখনই ফিরে আসল না, আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে মেরি ঝাপসা আলোয় আলোকিত শোবার ঘরে গেল যেখানে ডিক যন্ত্রণাকাতর গা-হাত-পা নিয়ে নিয়ে অসাড় হয়ে শুয়ে ছিল। সে তার কপালে হাত রেখে সেটা ভেজা ও ঠান্ডা দেখতে পেল, তখন সে বুঝল মাঝরাত অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। কৃষ্ণাঙ্গটা চেয়ারের উপর রাখা সবগুলো কম্বল নিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিটার শরীরের উপর চাপিয়েছে। মেরির পিছনের পর্দাটা সরে গেল, শীতল বাতাস এসে তার ঘাড়ে আঘাত হানল। বিছানার সবচেয়ে কাছের জানালার কাচ বন্ধ করল সে, তারপর স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে লাগল, যেটা হঠাৎই জোরে শব্দ করছিল বলে মনে হলো। ঘড়িটার মৃদু উজ্জ্বল ডায়াল ভালো করে পরখের জন্য একটু হেলে পড়ে সে দেখল তখনও দু'টো বাজেনি, যদিও তার মনে হচ্ছিল যে রাত অনেক দূর গড়িয়েছে। পিছন থেকে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে সে শোবার জন্য এমন দ্রুত বেরিয়ে গেল যেন সে কোনো অপরাধ করে ফেলেছে। পরে মোজেজ তার পাশ দিয়ে দেয়ালের অন্য পাশে শোবার জায়গায় যাবার সময় মেরি আবার সেই ভারী পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। মেরি দেখল সে ঘুমিয়েছে কি না দেখার জন্য মোজেজ তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেরি বুঝতে পারল যে সে প্রকৃতই জেগে উঠেছে, আর ঘুমাতে পারবে না। শীত লাগছিল তার, কিন্তু গায়ে জড়ানোর আরো কিছু খোঁজার জন্য সে উঠতে চাচ্ছিল না। কল্পনায় সে আবার সেই উষ্ণ গন্ধ পেল, তখন নিজের চঞ্চলতা দূর করতে সে ধীরে মাথাটা ঘুরিয়ে রাতের বিশুদ্ধ বাতাসে জানালার পর্দার নড়াচড়া দেখতে লাগল। ডিক তখন বেশ শান্ত ছিল, অপর পাশের কামরা থেকে নিশ্বাসের সেই অস্পষ্ট ছন্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না।

ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে গেল মেরি, এইবার সে ঘুমানোর সাথে সাথে স্বপ্ন দেখল, ভয়াবহ স্বপ্ন।

মেরি দেখল সে আবার শিশুকালে ফিরে যেয়ে কাঠ ও লোহার তৈরি উঁচু ঘরের সামনের ধুলাবালি ভরা ছোটো বাগানটায় খেলছিল, তার স্বপ্নের খেলার সাথিরা ছিল মুখবিহীন। খেলায় সে প্রথম হয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, অন্যরা তার নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞাসা করছিল তারা কেমন করে খেলবে। সে রোদের মধ্যে জেরানিয়াম ফুলের গাছগুলোর পাশে শিশুদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন মেরি তার মায়ের জোর গলার ডাক শুনতে পেল, মেরিকে বাড়ি ফিরতে বলছিল সে, মেরি ধীরে ধীরে বাগান থেকে বেরিয়ে বারান্দার উপর চলে গেল। ভয় পেয়েছিল সে। মাকে সেখানে না পেয়ে সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। শোবার ঘরের

BanglaBook.org

দরজায় সে থমকে দাঁড়াল, অসুস্থ বোধ করছিল সে। সে দেখে তার বেঢপ্পা ভুঁড়িওয়ালা কৃশকায় বাবা, যার মুখ দিয়ে বিয়ারের গন্ধ ভুর ভুর করে বের হতো, যে ছিল স্ফূর্তিবাজ এবং যাকে মেরি ঘৃণা করত, সে তার মাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল, তারা তখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতিবাদ করার ভান করে তার মা লীলাভরে মৃদু অনুযোগ করতে করতে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। বাবা তার মায়ের উপর নুয়ে পড়ল, সেই দৃশ্য দেখে মেরি দৌড়ে পালাল।

বিছানায় যাবার আগে আবার মেরি খেলায় মেতে উঠেছিল, এবার তার বাবা-মা আর ভাই-বোনদের সাথে। এটা ছিল লুকোচুরি খেলা, মেরির চোখ বাঁধার পালা আসল এবং তার মা নিজেকে আড়াল করল। মা জানত যে তার বড়ো দুই বাচ্চা একপাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখছে; তাদের জন্য এটা নিতান্তই ছোটদের খেলা কাজেই তারা কোনো আকর্ষণ বোধ করছিল না। সে খেলাটাকে এত গুরুত্বের সাথে নেয়ায় তারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল। মেরির বাবা তার চোখ বাঁধার জন্য ছোটো লোমশ হাত দিয়ে মাথাটা ধরে কোলের উপর রাখল, সে তখন তার মায়ের লুকানো নিয়ে উচ্চস্বরে হাসি-তামাশা করছিল। মেরি বিয়ারের বাজে একটা দুর্গন্ধ পেল, আর সে আরো একটা গন্ধ পেল—তার মাথা তখন বাবার মোটা ট্রাউজারের মধ্যে ধরে রাখা ছিল—সেটা ছিল আধোয়া পুরুষালি গন্ধ যেটাকে সে সবসময় তার বাবার সংশ্লিষ্ট মনে করত। মেরি মাথাটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল, কারণ তার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল, তার আতংককে হেসে উড়িয়ে দিয়ে তার বাবা মাথাটা আরো বেশি করে ঠেসে ধরছিল। অন্য ছেলেমেয়েরাও হাসছিল। সে ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করে উঠল, তারপর স্বপ্নের আতংকভরা চোখে ঘুমের রেশ কাটানোর জন্য সংগ্রাম করতে করতে আধো-ঘুম আর আধো জাগরণের অবস্থায়ই রয়ে গেল সে।

মেরি ভাবল যে সে তখনও জেগেই আছে, এই অবস্থায় সোফার উপরে শক্ত হয়ে শুয়ে থেকে সে পাশের কামরা থেকে নিশ্বাসের শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া করে থাকল। নিশ্বাসের প্রতিটি কোমল শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করতে করতে অনেক সময় গত হয়ে গেল। তারপর শুরু হলো নীরবতা। ক্রমাগত আতংক নিয়ে সে কামরাটার চারদিকে তাকাল, সে মাথাটা পর্যন্ত ঘোরাতে সাহস পাচ্ছিল না এই ভয়ে যে দেয়ালের ওপাশে থাকা কৃষ্ণাঙ্গটার সমস্যা হতে পারে। মেরি দেখল কীভাবে বাতির নিস্প্রভ আলো টেবিলের উপর বৃত্তাকারে বিচ্ছুরিত হয়ে এর অমসৃণ উপরিভাগকে আলোকিত করে তুলেছিল। স্বপ্নের মধ্যে তার এই বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল যে ডিক মৃত—ডিক মারা গেছে আর পাশের কামরার ঐ কালো

BanglaBook.org

মানুষটা তার জন্য অপেক্ষা করছে। পায়ের সাথে সেঁটে থাকা কোটের ভার থেকে পা মুক্ত করে আস্তে আস্তে উঠে বসল মেরি, সে তখন তার আতংককে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিল। বার বার সে নিজেকে এই বুঝাল যে ভয় পাবার কিছু নেই। শেষে সে তার পা দু'টো কাছাকাছি এনে সোফার প্রান্তে ঝুলিয়ে রাখল, কোনো শব্দ করার সাহস না করে সন্তর্পণে কাজটা করল সে। তারপর আবার কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। এটা সে ততক্ষণ পর্যন্ত করল, যতক্ষণ না সে তার শরীরকে উঠতে বাধ্য করতে পারল। সে মেঝেতে এসে দাঁড়িয়ে তার এবং শোবার ঘরের মধ্যকার দূরত্ব আন্দাজ করল। তারপর সে মেঝের উপরে বিছানো পশুর চামড়াগুলোর উপরে পড়া ছায়াগুলো দেখে ভয় পেয়ে গেল, কারণ বাতির আলোয় দুলতে দুলতে সেগুলো তার দিকেই এগিয়ে আসছে বলে তার কাছে মনে হলো। দরজার কাছে বিছানো চিতাবাঘের চামড়াটা মনে হলো যেন জীবন্ত আকৃতিতে আবির্ভূত হয়ে কাচের মতো ছোটো ছোটো চোখ দিয়ে তার দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এটার হাত থেকে বাঁচার জন্য সে দরজার দিকে পালিয়ে গেল। ভারী পর্দা সরানোর জন্য একটা হাত উপরে তুলে সাবধানে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর পর্দার ফাঁক দিয়ে সতর্কভাবে উঁকি দিল। সে শুধু দেখতে পেল ডিক তখনও কম্বলের নীচে শুয়ে আছে। আফ্রিকানটাকে দেখতে পেল না, কিন্তু মেরি জানত সে তার জন্যই সেখানে ছায়ার মধ্যে অপেক্ষা করে আছে। পর্দাটা আর একটু ফাঁক করতেই সে দেখতে পেল একটা পা দেয়ালের দিক থেকে কামরাটার দিকে ছড়ানো রয়েছে, বিরাট আকারের, স্বাভাবিকের চেয়েও বড়ো, দৈত্যাকার পা। মেরি আরেকটু এগিয়ে যেতেই তাকে ভালোভাবে দেখতে পেল। সেই স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থাতেই মেরি বিরক্তি আর হতাশা বোধ করল, কারণ দীর্ঘ সময় জেগে থাকার ফলে পরিশ্রান্ত হয়ে কৃষ্ণাঙ্গটা তখন দেয়ালের দিকে গুটিসুটি মেরে ঘুমাচ্ছিল। মেরি মাঝে মাঝে তাকে রোদের মধ্যে যে ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখেছে, সেইভাবে বসে ছিল সে, একটা হাঁটু উপরে তুলে তার উপরে আলতো করে হাত এমনভাবে রাখা যে তালু উপরের দিকে রয়েছে এবং আঙুলগুলো শিথিলভাবে কুণ্ডলী পাকানো। তার অন্য যে পা সে প্রথমেই দেখেছিল সেটা ছড়ানো অবস্থায় মেরি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় সেই পর্যন্ত এসে থেমেছিল, সে তার পায়ের কাছেই কৃষ্ণাঙ্গটার পায়ের তলার ফাটা ও শক্ত চামড়া দেখতে পেল। মাথাটা বুকের দিকে ঝুঁকে থাকায় তার মোটা ঘাড় দেখা যাচ্ছিল। এর আগে সে মাঝে মাঝে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর কৃষ্ণাঙ্গটা হয়ত সব কাজ ঠিকমতো করেনি ভেবে যখন নিজে দেখতে যেত তখন সবকিছু ঠিকঠাক মতো পেয়ে তার যে অনুভূতি হতো, এখনও সেই একই অনুভূতি হলো। নিজের প্রতি বিরক্তি থেকেই সে কৃষ্ণাঙ্গটার উপর রেগে গেল, তখন সে বিছানার দিকে তাকাল যেখানে

BanglaBook.org

ডিক হাত-পা ছড়ানো অবস্থায় স্থিরভাবে শায়িত ছিল। সে মেঝের উপর ছড়ানো দৈত্যাকার পায়ের উপর দিয়ে হেঁটে যেয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরে বিছানার চারপাশে ঘোরাফেরা করল। ডিকের দিকে ঝুঁকে পড়তেই সে অনুভব করল রাতের শীতল বাতাস তার ঘাড় স্পর্শ করছে। সে তখন প্রচণ্ড রেগে যেয়ে বিড়বিড় করে বলল যে কৃষ্ণাঙ্গটা আবার জানালা খুলে ঠান্ডায় ডিকের মৃত্যু ডেকে এনেছে। ডিককে বীভৎস দেখাচ্ছিল। সে মৃত, তার মুখ হলুদ, হাঁ করা গাল, আর চোখ খোলা। স্বপ্নের মধ্যেই সে তার শরীর স্পর্শ করার জন্য হাত রাখল। এটা ছিল হিমশীতল, যা দেখে মেরি স্বস্তি ও আনন্দবোধ করল। একই সময়ে আনন্দবোধ করার জন্য নিজেকে অপরাধী লাগল তার, সে তখন নিজের মধ্যে দুঃখের বোধ জাগানোর চেষ্টা করল। ডিকের নিথর দেহের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ানো অবস্থায়ই সে বুঝতে পারল কৃষ্ণাঙ্গটা নিঃশব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। মাথা না ঘুরিয়েই সে তার অন্তর্দৃষ্টির প্রান্তসীমায় দেখতে পেল বিশাল পা ধীর গতিতে সরে যাচ্ছে, মেরি বুঝল যে লোকটা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরই সে তার দিকে এগিয়ে আসল। মনে হলো কামরাটা যেন খুব বড়ো, এবং সে অনেক দূর থেকে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মেরি, অপেক্ষার ঐ সময়ে তার শরীর দিয়ে ঠান্ডা ঘাম ঝরতে লাগল। অশ্লীল আর বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে সে ধীর গতিতে তার দিকে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু শুধু সেই না, তার বাবাও সেখানে থেকে তাকে ভয় দেখাচ্ছিল। তারা একসাথে এক ব্যক্তির রূপ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছিল, মেরি নাকে গন্ধ পেল, এটা কৃষ্ণাঙ্গটার গায়ের গন্ধ ছিল না, বরং এটা ছিল তার বাবার অপরিষ্কার শরীরের গন্ধ। পশুদের গায়ের গন্ধের মতো ছাতা-পড়া ঐ গন্ধে কামরাটা ভারী হয়ে উঠল, পরিষ্কার বাতাসের জন্য সে নাকটা নীচের দিকে নামাল, প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল তার। অর্ধ-সচেতন অবস্থায় ভারসাম্য রক্ষার জন্য পিছনের দেয়ালে হেলান দিতে যেয়ে খোলা জানালা দিয়ে সে প্রায় বাইরে পড়েই যাচ্ছিল। লোকটা তখন কাছে এসে তার বাহুতে হাত রাখল। সে আফ্রিকানটার কণ্ঠ শুনতে পেল। ডিকের মৃত্যুতে সে তাকে সান্ত্বনা এবং প্রবোধ দিচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তার বাবা বীভৎস ও ভীতিকর রূপে আবির্ভূত হলো এবং লালসা নিয়ে তাকে স্পর্শ করল।

মেরি হঠাৎই বুঝতে পারল যে সে ঘুমিয়ে থেকে দুঃস্বপ্ন দেখছে, এই অবস্থাতেই সে চিৎকার দিল, মরিয়া হয়ে চিৎকার করতে করতে এই আতংক থেকে জেগে ওঠার চেষ্টা করল। তার চিৎকারে ডিক জেগে উঠবেই এই ভেবে সে ঘুমের বালুকারাশিতে সংগ্রাম করতে লাগল। তারপর সে জেগে উঠে বসল, হাঁপাচ্ছিল সে। আফ্রিকানটা অর্ধ-ঘুমন্ত অবস্থায় রক্তিম চোখ নিয়ে তার পাশে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে ছিল, তার জন্য সে চায়ের ট্রে ধরে রেখেছিল। কামরাটা ছিল হালকা ধূসর আলোয় ভরা, জ্বলন্ত বাতি থেকে একটা চিকন আলোকরশ্মি টেবিলের উপর এসে পড়ছিল। তখনও স্বপ্নের আতংক নিয়ে সে যখন কৃষ্ণাঙ্গটাকে দেখল, সে পিছিয়ে সোফার কোনায় চলে গেল, দ্রুত ও অনিয়মিতভাবে নিশ্বাস নিচ্ছিল সে, এবং আকস্মিক ত্রাস নিয়ে তাকে দেখছিল। ক্লান্তিবোধ করায় সে অমার্জিতভাবে ট্রে-টা রেখে দিল, তখন মেরির মনের মধ্যে চলছিল বাস্তব থেকে স্বপ্নকে পৃথক করার যুদ্ধ।

তার দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে লোকটা বলল, "বস্ এখন ঘুমাচ্ছে।" তখন ডিক যে পাশের কামরায় মরে পড়ে আছে মেরির এই বিশ্বাস উধাও হয়ে গেল। কিন্তু তখনও সে সাবধানতার সাথে কালো লোকটাকে দেখতে লাগল, কোনো কথা বলতে পারছিল না সে। মেরি দেখল তার ভয়ার্ত চেহারা দেখে লোকটার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে, তার চোখে এমন এক দৃষ্টি যেটা ইদানীং সে প্রায়ই দেখত, কিছুটা বিদ্রুপাত্মক, ভাবনাগ্রস্ত ও নির্মম, যেন সে তাকে বিচার করছে। হঠাৎ সে কোমলভাবে বলে উঠল, "ম্যাডাম আমাকে দেখে ভয় পেয়েছেন, তাই না?" মেরি স্বপ্নের মধ্যে যে কণ্ঠ শুনেছিল তার কণ্ঠটা ঠিক সেইরকম লাগল, আর এটা শুনে সে দুর্বলবোধ করে কাঁপতে লাগল। তার নিজের কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক চেষ্টা করতে হলো, কয়েক মিনিট পরে সে প্রায় ফিসফিস করে বলল, "না, না, আমি ভয় পাইনি।" যে ঘটনার সম্ভাবনা পর্যন্ত স্বীকার করার কথা না, সেটা অস্বীকার করার জন্য তার নিজের উপরই রাগ হলো।

মেরি দেখল সে হাসছে এবং তার কোলের উপর রাখা কম্পিত হাত দু'টোর দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর লোকটার দৃষ্টি উপর দিকে তার শরীর ভ্রমণ করে ধীরে ধীরে তার মুখ পর্যন্ত এসে থামল, মেরি যেভাবে কুঁজো হয়ে ভারসাম্য রক্ষার জন্য গদির সাথে সেঁটে ছিল, সেটাও তার নজর এড়াল না।

সে সহজ আর ঘনিষ্ঠভাবে বলল, "ম্যাডাম আমাকে ভয় পান কেন?"

বিচলিত হাসি হেসে কিছুটা উন্মত্তভাবে এবং কর্কশ ভাষায় মেরি বলল, "মস্করা কোরো না, আমি তোমাকে ভয় পাইনি।" সে এমনভাবে কথা বলল যেমনটি সে কোনো একজন সাদা মানুষের সাথে একটু মাখামাখি করতে চাইলে বলত। যখন সে তার মুখ দিয়ে বের হওয়া কথাগুলো নিজেই শুনল আর লোকটার মুখের অভিব্যক্তিটা দেখল, তখন সে প্রায় মূর্ছা গেল। সে দেখল লোকটা তার দিকে অনেক সময় ধরে ধীর ও নিগূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

কৃষ্ণাঙ্গটা বাইরে চলে গেলে মেরি মনে করল সে যেন একটা জেরা থেকে মুক্তি পেল। দুর্বল অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে সে বসে পড়ল, তখন সে তার স্বপ্নের কথা ভাবছিল এবং আতংকের কুয়াশা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছিল।

কিছুক্ষণ পর সে কাপে চা ঢালল, কিছুটা চা সে পিরিচের উপর ফেলে দিল। তারপর তার স্বপ্নের মধ্যে যেটা করেছিল, অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল এবং হেঁটে আবার পাশের কামরাটায় গেল। ডিক শান্তভাবে ঘুমাচ্ছিল, আগের চেয়ে ভালো মনে হলো তাকে। সে তাকে স্পর্শ না করেই সেখান থেকে বারান্দায় চলে গেল, সেখানে রেলিংয়ের ঠান্ডা ইটের উপর ঝুঁকে পড়ে সকালের শীতল বাতাস নাকে টেনে নিশ্বাস নিল। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। আকাশ ছিল পরিষ্কার ও রঙবিহীন, সেখানে আলোর গোলাপি আভা ছড়িয়ে ছিল, তবে নীরব গাছগুলোর মধ্যে তখনও অন্ধকার লেগে ছিল। কম্পাউন্ডের গুচ্ছবদ্ধ ছোটো ছোটো কুঁড়েগুলো থেকে অস্পষ্ট ধোঁয়ার স্রোতগুলোকে বেরিয়ে আসতে দেখল সে, তখন সে বুঝতে পারল দিনের কাজ শুরু করার জন্য ঘণ্টা বাজানোর সময় হয়েছে তার।

যথারীতি সে সারাদিন বিছানার উপর বসেই কাটাল এবং দেখল কীভাবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডিকের অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল, ডিক তখনও খুব দুর্বল ছিল, খিটখিটে মেজাজ করার মতো অতটা সুস্থ সে তখনও হয়ে ওঠেনি।

সেদিন সে আদৌ খামারে গেল না। কৃষ্ণাঙ্গটাকেও সে এড়িয়ে চলল, নিজের সম্পর্কে অতটা নিশ্চিত হতে পারছিল না সে, কাজেই তার মুখোমুখি হবার মতো যথেষ্ট শক্তি তার ছিল না। দুপুরের খাবারের পর যখন সে বিরতি নিতে চলে গেল, তখন মেরি প্রায় গোপনে দ্রুত রান্নাঘরে যেয়ে ডিকের জন্য ঠান্ডা পানীয় বানাল, তারপর পিছনে তাকাতে তাকাতে ফিরে আসল, যেন তাকে ধাওয়া করা হয়েছে।

সেই রাতে সে ঘরের সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় ডিকের পাশে গেল, তাকে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়ে সম্ভবত তাদের বিয়ের পর এই প্রথম সে কৃতজ্ঞতাবোধ করল।

এক সপ্তাহের মধ্যে কাজে ফিরে গেল ডিক।

তারপর আবার একদিন দু'দিন করে দিনগুলো দ্রুত চলে যেতে লাগল, ডিক ক্ষেতে থাকা অবস্থায় মেরিকে ঘরে ঐ আফ্রিকানটার সাথে লম্বা দিনগুলো কাটাতে হলো। সে এমন কিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল যা সে নিজেই জানত না। সময় যতই গড়াতে লাগল তার কাছে ডিক ততই অবাস্তব হয়ে ধরা দিল, অন্যদিকে আফ্রিকানটার চিন্তা তার মনকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। ঐ শক্তিশালী কালো

BanglaBook.org

মানুষটা দুঃস্বপের মতো এই ঘরে সবসময় তার সাথে থাকত, কাজেই তার উপস্থিতি থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায়ই ছিল না। এই চিন্তাটা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত, আর ডিক তো তার কাছে থাকত না বললেই চলে।

সকালে সে ঘুম থেকে উঠে যখন দেখত কৃষ্ণাঙ্গটা তাদের জন্য চা হাতে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এবং মেরির আলগা ঘাড় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রেখেছে, তখন থেকে শুরু করে তার বাড়ি ত্যাগ না করা পর্যন্ত সে স্বাভাবিক হতে পারত না। সে বাড়ির কাজ করত ভয়ে ভয়ে, তার চলাফেরার পথ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত, কৃষ্ণাঙ্গটা এক কামরায় থাকলে সে অন্য কামরায় চলে যেত। সে তার দিকে তাকাত না, সে জানত তার চোখে চোখ পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে, কারণ সেই ভয়ংকর স্মৃতি, ঐ রাতে সে কৃষ্ণাঙ্গটার সাথে যে ভঙ্গিতে কথা বলেছিল সেই স্মৃতি সবসময় মেরির মনে পড়ত। সে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে তাকে দ্রুত নির্দেশগুলো দিয়ে রান্নাঘর থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসত। কৃষ্ণাঙ্গটার গলা শুনলেই সে ভয় পেয়ে যেত, কারণ তখন তার কণ্ঠে এক নতুন সুর যোগ হয়েছেঃ অন্তরঙ্গ, কিছুটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও কর্তৃত্বপরায়ণ। অনেকবারই সে ডিককে বলতে উদ্যত হয়েছে, "তাকে অবশ্যই যেতে হবে।" কিন্তু কখনও সে সাহস করে বলতে পারেনি। সবসময় সে নিজেকে থামিয়ে দিয়েছে এই ভেবে যে এটা বলার পর যে ক্রোধের সৃষ্টি হবে সেটা সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু সে অনুভব করছিল যে সে যেন এক অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে গমন করে চূড়ান্ত গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, গন্তব্যটা যে কোথায় তা সে মনে আনতে পারছিল না, কিন্তু সেটা তার জন্য অপ্রতিরোধ্যভাবে আর অপরিহার্যভাবে অপেক্ষা করছে। আর মোজেজের মনোভাবে, যেভাবে ঐ স্বচ্ছন্দ, দৃঢ় এবং ভয় ধরানো ঔদ্ধত্য নিয়ে সে চলাফেরা করে ও কথা বলে, তাতে মেরির মনে হয়েছিল যে সেও অপেক্ষা করছে। তারা যেন দু'টো প্রতিপক্ষ যারা নীরবে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিল। পার্থক্য এটাই যে সে ছিল শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী আর অন্যদিকে মেরি ছিল ভয়, দুঃস্বপ্নময় রাত ও আচ্ছন্নতার দ্বারা আক্রান্ত।

BanglaBook.org

দশম অধ্যায়

প্রয়োজনেই হোক অথবা খেয়ালবশতই হোক, যে সব মানুষ নিজের মতো করে বাস করতে অভ্যস্ত, এবং যারা প্রতিবেশীদের ব্যাপারে নাক গলায় না, তারা যদি কোনোভাবে জানতে পারে যে অন্যরা তাদের নিয়ে আলোচনা করছে তাহলে তারা সব সময় উদ্বেগ ও অস্বস্তি অনুভব করে। এটা এমন যেন একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠে দেখল যে তার বিছানা ঘিরে অপরিচিত লোকেরা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। টারনারদের সম্পর্কে ঐ জেলার লোকজনদের মনে যে চিন্তাভাবনা তাতে মনে হতে পারে যে তারা হয়ত চাঁদে বাস করছিল। তাদেরকে নিয়েই যে আশপাশের জোতদাররা অনেক বছর ধরে গল্প-গুজব করে আসছিল এটা জানলে তারা হয়ত অবাকই হতো। এমনকি যাদেরকে তারা শুধু নামে চেনে, অথবা যাদের কথা তারা কখনো শোনেইনি, তারা পর্যন্ত দাবি করত যে তারা টারনারদেরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানে এবং তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করত। এটা সম্ভব হয়েছিল সম্পূর্ণ স্লাটারদের কারণে। এটা সম্পূর্ণ স্লাটারদের দোষ—কিন্তু তাদেরকেই বা কীভাবে দায়ী করা যায়? শুধুমাত্র যেসব লোক নিজেরা গুজবের শিকার তারা ছাড়া আর কেউই গুজব থেকে যে গভীর বিদ্বেষ ছড়ায় সেটা বিশ্বাসই করবে না, আর স্লাটারদেরকে যদি চ্যালেঞ্জ করা হয় তাহলে তারা হয়ত কেঁদে ফেলে বলবে, 'আমরা লোকদেরকে সত্যটাই বলেছি'—কিন্তু তারা এমন ঘৃণা-মিশ্রিত ক্রোধ নিয়ে কথাটা বলবে যেটা থেকেই তাদের অপরাধ বোঝা যাবে। মেরির কাছ থেকে বেশ কয়েকবার অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ পাবার পর মিসেস্ স্লাটারই তার প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন হবার মতো অসাধারণ মহিলা হতে পারত। কারণ,

BanglaBook.org

যেমনটি সে নিজেই বলত, সে বার বার মেরিকে খোলসমুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেছে। মেরির তীব্র অহংবোধকে বুঝতে পেরে (যেটা আসলে তার নিজের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ছিল) সে তাকে অনেকবার পার্টিতে, টেনিস খেলতে অথবা অনানুষ্ঠানিক নাচের অনুষ্ঠানে যেতে অনুরোধ করেছে। এমনকি ডিকের দ্বিতীয়বার রোগভোগের সময়ও মেরি যাতে তার নিঃসঙ্গবাস থেকে বের হয়ে আসে সে চেষ্টা সে করেছিল আর ডাক্তার তো টারনারদের গৃহস্থালি নিয়ে ভয়ংকরভাবে হতাশ ছিল। কিন্তু সবসময় মেরির কাছ থেকে উত্তর হিসেবে সেই কাঠখোট্টা ধরনের ছোটো চিরকুটগুলো আসত (খরচের কথা চিন্তা করে টারনাররা বাসায় টেলিফোন সংযোগ নেয়নি, যদিও অন্য সবাই নিয়েছিল) যেটা ছিল সাহায্যের জন্য বাড়িয়ে দেয়া হাতকে ইচ্ছাকৃতভাবে অবজ্ঞা করা। ডাক-সংগ্রহের দিনগুলোতে মেরির সাথে হঠাৎ দেখা হলেই সে অব্যর্থ সহানুভূতি নিয়ে তাকে কোনো এক সময় বাসায় আসতে বলেছে। মেরি সবসময়ই জড়তা নিয়ে উত্তর দিয়েছে যে সে যেতে চায় কিন্তু 'এখন ডিক খুব বেশি ব্যস্ত তো'। তবে ডিক অথবা মেরিকে শেষবার স্টেশনে দেখা গিয়েছিল অনেক দিন আগে।

"তারা করেটা কী?' লোকেরা জিজ্ঞাসা করত। স্লাটারদের বাসায় লোকেরা সবসময় টারনাররা কী করে সেই প্রশ্ন করত। মিসেস স্লাটার, যে কিনা খোশমেজাজ ও ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, সে উত্তরটা দেবার জন্য প্রস্তুতই থাকত। ঐ যে একবার মেরি তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল—এটা ছয় বছর আগের ঘটনা তো হবেই। তখন চার্লি স্লাটার এসে সেই আলাপে যোগ দিত এবং মেরি কীভাবে মাথার টুপি ছাড়াই মলিনবেশে তৃণভূমির ভিতর দিয়ে একা হেঁটে এসে (যদিও সে মেয়েমানুষ ছিল) তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করেছিল সেটা নিয়ে তার নিজের গল্প বর্ণনা করত। "আমি কীভাবে জানব যে সে টারনারের কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে? সে তো আমাকে সেটা বলেনি। আমি ভেবেছিলাম যে সে একদিনের কেনা-কাটার জন্য যাচ্ছে আর টারনার খুব ব্যস্ত আছে। আর যখন টারনার উদ্বেগে অর্ধ-পাগল হয়ে আমার কাছে ছুটে আসল, তখন বলতেই হলো আমিই তাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। এই কাজটা করা তার উচিত হয়নি, এটা করা ঠিক না।" এতদিনে গল্পটা অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। মেরি মধ্যরাতে তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল কারণ সে তাকে তালাবন্দি করে রেখেছিল, সে স্লাটারদের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল, পরে চলে যাবার জন্য তাদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল। পরের দিন সকালে ডিক মেরির কাছে এসে প্রতিজ্ঞা করল যে তার সাথে আর খারাপ আচরণ করবে না। এই গল্পটাই সারা জেলায় প্রচলিত ছিল, যার সাথে শ্রোতাদের মাথা ঝাঁকানো ও জিহ্বা দিয়ে করা ক্লিক ক্লিক শব্দ যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু যখন লোকেরা বলাবলি করা শুরু করল যে ঐ সময়ে স্লাটার টারনারকে কশাঘাত

BanglaBook.org

করেছিল, সেটা ঢের বেশিই হয়ে গেল। চার্লি রেগে গেল। ডিককে তাচ্ছিল্য করলেও সে তাকে ভালোবাসত। ডিকের জন্য তার দুঃখ হতো। সে তখন ঘটনাটা সম্পর্কে লোকদের ভুল ভেঙে দিতে শুরু করল। সে বলতে লাগল যে ডিকের উচিত ছিল মেরিকে চলে যেতে দেয়া, তাহলে সে নিস্তার লাভ করতে পারত। এই ঝামেলা থেকে সে ভালোভাবেই মুক্তি পেত এবং কখন যে ভাগ্য তার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে সেটা সে জানতেই পারত না। এইভাবে চার্লির কারণে গল্পটা উল্টে গেল, মেরি জঘন্য রূপে আবির্ভূত হলো আর ডিকের দোষমুক্তি ঘটল। কিন্তু এইসব কৌতূহল ও কথাবার্তা ডিক এবং মেরির অজানাই রয়ে গেল। বলতে হয় সেটা অবধারিতই ছিল কারণ অনেক বছর ধরে তারা শুধু খামারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

টারনারদের প্রতি স্লাটারদের, বিশেষ করে চার্লির, কৌতূহল ধরে রাখার প্রকৃত কারণ হলো এই যে ডিকের খামারটা তখনও তাদের দরকার তাদের যা ছিল তার চেয়েও বেশি দরকার। আর যেহেতু চার্লিকে দোষ দেয়া না গেলেও তার হস্তক্ষেপের ফলেই ট্রাজেডিটা দ্রুত ঘটল, সেহেতু তার খামার-কর্ম সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে যেমন বহু টোবাকো-ব্যারণের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের ধনী, ঠিক তেমনই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভুট্টার দাম হঠাৎ অনেক বেড়ে যাওয়ায় বহু খামার মালিক রাতারাতি ধনী হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত স্লাটার গরিব ছিল, পরে সে বড়োলোক হলো। আর স্লাটারের মতো মানসিকতাসম্পন্ন কোনো মানুষ একবার ধনী হলে সে আরো ধনী হতেই থাকে। সে এটা ঠিক করে রেখেছিল যে সে খামারে আর টাকা বিনিয়োগ করবে না : বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে খামারকে সে বিশ্বাস করত না। সে তার যে-কোনো অতিরিক্ত আয় খনির শেয়ার কেনার পিছনে বিনিয়োগ করত, খামার থেকে আয় করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি খামারের উন্নতি সে করত না। তার ছিল পাঁচশ একরের সবচেয়ে সুন্দর, উর্বর আর কোলো জমি যেখান থেকে আগের দিনগুলোতে একর প্রতি পঁচিশ থেকে ত্রিশ ব্যাগ ভুট্টা উৎপাদিত হতো। বছরের পর বছর সে ভূমিকে শোষণ করতে করতে এখন তার ভাগ্য ভালো থাকলে একর প্রতি পাঁচ ব্যাগ ভুট্টা উৎপাদিত হতো। সার দিয়ে জমি উর্বর করার কথা সে স্বপ্নেও ভাবত না। সে তার জমির গাছ জ্বালানি হিসেবে বিক্রি করার জন্য (খনির কোম্পানি তাদের কাজ শেষ করার পর যে গাছগুলো বেঁচে ছিল) কেটে ফেলেছিল। কিন্তু তার ফলনশীল খামারও অফুরন্ত না, যদিও খামার থেকে তার বছরে কয়েক হাজার পাউন্ড আয় করার আর কোনো দরকার ছিল না, তার জমি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সে আরো জমির প্রয়োজন অনুভব করল। মূলত জমির প্রতি তার মনোভাব কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি তার মনোভাবের মতোই, যাদেরকে সে ঘৃণা করত সে ঐ এলাকার এক খণ্ড ভূমি সম্পূর্ণ নিঃশেষ করেই পরের খণ্ড ব্যবহার করতে চাইত।

BanglaBook.org

এভাবে চাষযোগ্য সব জমিই সে চাষ করে ফেলেছিল। ডিকের খামার তার খুবই প্রয়োজন ছিল, কারণ তার নিজের খামারের সাথে লাগোয়া অন্য পাশের সব খামারগুলো সে ইতিমধ্যেই দখল করে নিয়েছিল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল এটা দিয়ে সে কী করবে। ডিকের খামারে অল্প অল্প করে হলেও সবকিছুই ছিল। তার ছিল প্রায় একশ একরের কালো মাটির দারুণ জমি, যেটা নিঃশেষিত হয়নি, কারণ ডিক এটার নিয়মিত পরিচর্যা করত। এছাড়া তার কিছু জমি তামাকের জন্য খুবই উপযোগী আর বাদবাকিটুকু পশুপালনের জন্য ভালো।

আর এই পশুপালনই চার্লি করতে চাইছিল। শীতের মৌসুমে খাদ্যের যোগান দিয়ে গবাদি পশুদের প্রশ্রয় দেয়াতে তার কোনো আস্থা ছিল না। সে তাদেরকে ছেড়ে দিত যাতে করে নিজেরাই খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, যেটা ভালো ঘাস থাকলে খুব সুন্দর পদ্ধতি হতে পারত, কিন্তু তার গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল অনেক অথচ চারণভূমি ছিল খুব পাতলা ও দুর্বল। কাজেই ডিকই একমাত্র উত্তরণের পথ হতে পারে। অনেক বছর ধরে চার্লি পরিকল্পনা করছিল ডিক কবে দেউলিয়া হবে। কিন্তু ডিক যখন একগুঁয়েভাবে দেউলিয়া হতে অস্বীকার করতে থাকল, তখন লোকেরা বিরক্তির সাথে প্রশ্ন করল, "সে এটা পারে কী করে?" কারণ সবাই জানত যে সে কখনও টাকাপয়সা বানাতে পারেনি, সব সময় খারাপ মৌসুমের মুখ দেখেছে আর সব সময় ঋণগ্রস্ত থেকেছে। "এর কারণ হলো তারা শূকরের মতো জীবনযাপন করে, এবং কখনও কোনো জিনিস কেনে না," মিসেস স্লাটার তিক্তভাবে বলল, এতদিনে সে ধরেই নিয়েছিল যে সে যাই করুক না কেন মেরি গোল্লায় যাবেই।

তারা সম্ভবত অতটা রুষ্ট আর বিরক্ত হতো না, যদি ডিক তার ব্যর্থতা সম্পর্কে অতটা সচেতন থাকত। সে যদি চার্লির কাছে এসে উপদেশ চাইত এবং তার অক্ষমতা স্বীকার করে নিত, তাহলে ব্যাপারটা ভিন্ন হতো। কিন্তু সে সেটা করল না। দেনা ও খামার নিয়ে সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল, এবং চার্লিকে অবজ্ঞা করল। হঠাৎ একদিন চার্লির মনে হলো এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ডিকের সাথে তার দেখা হয়নি। "সময় কত দ্রুত গড়ায়!" এই ব্যাপারটা নিয়ে মন্তব্য করতে যেয়ে মিসেস স্লাটার বলল, তারা হিসাব করে বের করল যে সময়টা দুই বছরের কাছাকাছি হবে, খামারে থাকা অবস্থায় সময় কীভাবে যেন অলক্ষ্যেই চলে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় চার্লি গাড়ি হাঁকিয়ে টারনারদের বাসায় গেল। তার মধ্যে একটু অপরাধবোধ কাজ করছিল। বেশি অভিজ্ঞতা আর বেশি জ্ঞান থাকার কারণে নিজেকে সে সবসময়ই ডিকের পরামর্শদাতা হিসেবে মনে করত। ডিক, যাকে সেই প্রথম খামার শুরু করার সময় থেকে সে দেখে আসছে, তার এই অবস্থার জন্য সে নিজেকে দায়ী মনে করল। খামারের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময়

BanglaBook.org

অবহেলার চিহ্নগুলো ধরার জন্য আশপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল সে। মনে হলো অবস্থা ভালোও হয়নি মন্দও হয়নি। খামারের সীমানা ধরে অগ্নি-নিরোধক ঘের ছিল, কিন্তু সেগুলো ছোটো, ধীরগতির দাবানল থেকে খামারকে রক্ষা করতে পারলেও বায়ু-তাড়িত বড়ো কোনো দাবানলের জন্য কার্যকর ছিল না। গোয়ালঘরগুলো একেবারে ভেঙে না পড়লেও কোনোরকমে খুঁটির উপরে ঠেস দিয়ে ছিল, খড়ের চালাটা রিফু করা মোজার মতো জোড়াতালি দেয়া, ঘাসগুলো বিভিন্ন রঙের, ছোটো-বড়ো মেশানো অবস্থায় মাটির সাথে আগাছার অমসৃণ গুচ্ছের মতো দেখাচ্ছিল। পানি জমে থাকা রাস্তাগুলোর অবস্থা শোচনীয়। গাম গাছের যে বড়ো আবাদ ছিল, যার পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, তার একটা অংশ আগুনে পুড়ে গেছে, বিকেলের সূর্যের হলুদ আলোয় পোড়া গাছগুলোকে দেখতে বিবর্ণ ও ভৌতিক লাগছিল, পাতাগুলো শক্ত হয়ে নীচের দিকে ঝুলে ছিল এবং কাণ্ডগুলো পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল।

সবকিছুই ঠিক আগের মতো : জরাজীর্ণ, কিন্তু সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক না।

সে ডিককে দেখতে পেল তামাকের গোলাঘর যেগুলো তখন মজুদ-ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল তার পাশে একটা বড়ো পাথরের উপর বসে থাকা অবস্থায়, সারা বছরের খাদ্যের মজুদ পিঁপড়াদের নাগালের বাইরে রাখার জন্য চাকররা কীভাবে সেগুলো ইটের স্তম্ভের উপর বসানো লোহার ফালির উপর রাখছে ডিক সেই কাজ দেখছিল। ডিকের বড়ো ঢলঢলে টুপিটা তার মুখের দিকে হেলে পড়েছে, সে উপরের দিকে তাকিয়ে চার্লিকে অভিবাদন জানাল। চার্লি তার পাশে বসল, চোখ দু'টো কুঞ্চিত করে সে কাজ দেখতে লাগল। সে দেখতে পেল, যে বস্তাগুলোতে খাদ্য রাখা হচ্ছে সেগুলো পুরাতন হওয়ায় এতই পচে গেছে যে এই মৌসুমের শেষ পর্যন্ত টিকবে বলে মনে হয় না।

“আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?” ডিক তার স্বভাবগত অন্তর্মুখী ভদ্রতা নিয়ে বলল। তবে তার কণ্ঠটা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত, শুনতে অপরিচিত লাগল। টুপির ভিতর দিয়ে কষ্ট করে উঁকি দেয়া তার চোখ দুটো ছিল স্বচ্ছ কিন্তু উদ্বিগ্ন।

“কিছুই না,” ডিকের দিকে ধীর আর বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চার্লি কাঠখোট্টাভাবে বলল। “আমি এসেছি শুধু তুমি কেমন আছ তা দেখতে। অনেক মাস তোমাকে দেখিনি।”

ডিক তার কথার কোনো উত্তর দিল না। কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের কাজ শেষ করছিল। সূর্য তখন অস্তাচলে যেয়ে টিলাগুলোর উপরে এক গুমোট লালচে আভা রেখে গিয়েছিল, ঝোপঝাড়ের প্রান্ত থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আবছা অন্ধকার মাঠ পর্যন্ত চলে এসেছিল। গাছের ভিতর দিয়ে আধা মাইল দূরের গোলাকার কম্পাউন্ড দেখা যাচ্ছিল, সেখান থেকে হালকা ধোঁয়া বের হচ্ছিল, আর অন্ধকার কাণ্ডগুলোর

BanglaBook.org

পিছন থেকে আগুনের ছোট্ট আভা দেখা যাচ্ছিল। কেউ একজন ঢাক বাজাচ্ছিল, ফলে দিনের শেষে ঢাকের একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসছিল। ভৃত্যরা তাদের জীর্ণ জ্যাকেটগুলো কাঁধে দোলাতে দোলাতে ক্ষেতের প্রান্ত দিয়ে সারিবদ্ধভাবে চলে গেল। বেশ কষ্ট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডিক বলল, "যাক, আরেকটা দিন গেল।" থরথর করে কাঁপছিল সে। খুব গরম পড়ছিল, মাটি থেকে তাপ বের হচ্ছিল, আকাশের লাল আভা দেখতে ছিল আগুনের মতো। "তোমার কি জ্বর এসেছে?" চার্লি জিজ্ঞাসা করল। "না, না, তেমন ভেবো না। বয়স বাড়ছে তো, রক্ত পাতলা হয়ে গেছে এই আর কী।"

"পাতলা রক্তের বাইরেও আরো কিছু সমস্যা তোমার আছে।" চার্লি কঠিনভাবে বলল, ডিকের যে জ্বর আসতে পারে এটা দেখে তার নিজের জয় হয়েছে বলে সে মনে করল। তবুও সে ডিকের দিকে সদয়ভাবে তাকাল, ডিকের লোমে ভরা বড়ো আকৃতির মুখের সামান্য বিকৃত আদলটা একাগ্র ও অটল ছিল। "ইদানীং তোমার মাঝে মাঝেই জ্বর আসছে, তাই না। এটা কি আমি তোমাকে দেখানোর জন্য ঐ ডাক্তার আনার পর থেকে শুরু হয়েছে?"

"আজকাল মাঝে মাঝেই আমার জ্বর আসছে।" ডিক বলল। "প্রতি বছরই এটা হচ্ছে। গত বছর আমার দুইবার জ্বর এসেছিল।"

"তোমার স্ত্রী তোমার দেখাশুনা করে?"

ডিকের মুখে এক উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ফুটে উঠল। "হ্যাঁ," সে বলল।

"সে কেমন?"

"আর সবার মতোই তো মনে হয়।"

"সে কি অসুস্থ?"

"না, অসুস্থ না। তবে তার শরীর অত ভালোও না। মনে হয় স্নায়ুচাপে থাকে। দীর্ঘদিন খামারে বাস করে সে আসলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে।" তারপর সে যেন কথাটা তার মধ্যে আর ধারণ করতে পারছিল না এমনভাবে দ্রুত বলে গেল, "তাকে নিয়েই আমি উদ্বিগ্ন আর অসুস্থ।"

"সমস্যাটা কী?" চার্লি উদাসীনভাবে প্রশ্নটা করেছে বলে মনে হলেও সে তার দৃষ্টি একটা মুহূর্তের জন্যও ডিকের মুখ থেকে সরাল না। তারা দু'জন তখনও উঁচু গোলাঘরের নীচে আবছা অন্ধকারে বসে ছিল। গোলাঘরের খোলা দরজা দিয়ে এক ধরনের মিষ্ট আর্দ্র গন্ধ ভেসে আসছিল, এটা ছিল সদ্য মাড়ানো ভুট্টার গন্ধ। ডিক দরজাটা বন্ধ করল, এটা কব্জা থেকে বেশ খানিকটা বেরিয়ে গেয়েছিল, সে তার কাঁধ দিয়ে উঁচু করে ধরে সেটা ঠিক করল। তারপর সে তালা লাগাল। দরজার আংটার ত্রিভুজাকৃতির বেড়টাতে একটা স্ক্রু লাগানো ছিলঃ একজন

BanglaBook.org

শক্তিশালী ব্যক্তি এটাকে ফ্রেম থেকে খুলে আনতে পারত। "চল বাড়ির ভিতর যাই?" সে চার্লিকে বললে সে মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো। চারপাশে তাকিয়ে চার্লি জিজ্ঞাসা করল, "তোমার গাড়ি কোথায়?"

"আহা, আজকাল আমি হাঁটি।"

"বিক্রি করে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ, এটা চালাতে খুব অতিরিক্ত খরচ হচ্ছিল। এখন কোনো কিছু আনতে হলে আমি স্টেশন ওয়াগন পাঠাই।"

তারা চার্লির দৈত্যাকার মোটরগাড়িতে উঠল, গাড়িটা তুলনামূলক ছোটো নরম মাটির রাস্তা ধরে ভারসাম্য রেখে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। যেহেতু ডিকের এখন গাড়ি নেই, রাস্তার উপরে আবার ঘাস গজাচ্ছিল।

সামান্য উঁচু ছায়াঘেরা বাড়ি এবং ঝোপঝাড়ের ভিতরে তৈরি গোলাঘরের মাঝখানের জায়গাটায় কোনো চাষ করা হয়নি। দেখে মনে হচ্ছিল এটাকে যেন পতিত জায়গা হিসেবে ফেলে রাখা হয়েছে, কিন্তু সেই আবছা অন্ধকারে মনোযোগের সাথে দৃষ্টি দিয়ে চার্লি দেখতে পেল ঘাস ও নিচু গাছপালার মধ্যে ভুট্টার গাছ অনিয়মিতভাবে বেড়ে উঠেছে। প্রথমে সে ভাবল যে ভুট্টার চারাগুলো সম্ভবত এমনিতেই গজিয়েছে, কিন্তু পরে মনে হলো তাদেরকে নিয়মিতভাবে রোপণ করা হয়েছিল। "এটা কী?," সে প্রশ্ন করল, "এটা করার কারণ কী?"

"আমি আমেরিকা থেকে আসা একটা নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করছিলাম।"

"ধারণাটা কী?"

"লোকটা বলেছে যে জমিতে কোনোরকম লাঙল দেয়া বা চাষ করার দরকার নেই। ধারণাটা হলো সাধারণভাবে জন্ম নেয়া গাছপালার মধ্যে শস্য বুনতে হবে এবং এটাকে নিজের মতো করে বাড়তে দিতে হবে।"

"এটার কোনো সুফল পাওয়া যায়নি?"

"না।" ডিক উদাসীনভাবে বলল। আমি ফসল কাটার ঝামেলায় যাইনি। আমি ভেবেছিলাম এইভাবে চাষ করলে সেটা মাটির জন্য ভালো হবে . । তার কণ্ঠ ধীরে ধীরে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল।

"পরীক্ষা।" চার্লি সংক্ষেপে বলল। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তার কণ্ঠে ধৈর্যচ্যুতি বা রাগ কোনোটাই প্রকাশ পেল না। তাকে নির্লিপ্ত মনে হলো, তবে একটা অস্বস্তির অন্তঃস্রোতসহ ডিকের প্রতি তার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি অব্যাহত থাকল, ডিকের মুখ তখন জেদি ও করুণ ছিল। "তুমি তোমার স্ত্রী সম্পর্কে কী যেন বলছিলে?"

"সে ভালো নেই।"

BanglaBook.org

"বুঝেছি, তবে কেন?"

ডিক কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিল না। ফসলের ক্ষেতগুলোর যেখানে পাতাসমূহের উপর তখনও সন্ধ্যার সোনালি আভা লেগে ছিল সেখান থেকে তারা চলে গেল ঝোপঝাড়ের দিকে যেখানে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছিল। বিশাল গাড়িটা খাড়া পাহাড় ধরে উপরের দিকে উঠতে লাগল, এর বনেট আকাশমুখী হয়ে গেল। "আমি জানি না।" অবশেষে ডিক বলল। "সম্প্রতি সে বদলে গেছে। মাঝে মাঝে আমি ভাবি সে অনেকটাই ভালো হয়ে গেছে। মেয়েদের হালহকিকত বোঝা খুব কঠিন। তবে সে আগের মতো নেই।"

"কিন্তু কীভাবে?" চার্লি নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞাসা করল।

"যেমন ধর, প্রথম যখন সে খামারে আসল তখন তার মধ্যে অনেক বেশি চঞ্চলতা ছিল, সে কোনো কিছুর তোয়াক্কা করত না। এখন সে কিছুই না করে শুধু বসে থাকে। এমনকি মুরগির বাচ্চা বা এই ধরনের কিছু নিয়েও তার কোনো মাথাব্যথা নেই। আগে সে এইসব থেকেই মাসে একটা প্যাকেট বানাত। এখন ভৃত্যটা বাড়িতে কী করছে সেটাও সে খেয়াল করে না। একসময় খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে সে আমাকে পাগল করে ফেলত, সারাদিন শুধুই খ্যাঁচ খ্যাঁচ করত। তুমি জানো, খুব বেশি দিন খামারে থাকলে মেয়ে মানুষ কেমন হয়ে যায়। তাদের কোনো আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকে না।"

"কৃষ্ণাঙ্গদেরকে কীভাবে চালাতে হয় সেটা কোনো মহিলাই জানে না।" চার্লি বলল।

"তবে, আমি খুব উদ্বিগ্ন," করুণ হাসি হেসে ডিক বলল। "শুধুই খ্যাঁচ খ্যাঁচ করলেও বরং আমি খুশি হতাম।"

"শোনো, টারনার," চার্লি আকস্মিকভাবে বলল। "তোমার উচিত এই ব্যবসা ছেড়ে এই জায়গা থেকে চলে যাওয়া। এখানে থেকে তুমি তোমার নিজের জন্য অথবা তোমার স্ত্রীর জন্য ভালো কিছু করছ না।"

"আহা, আমরা মোটামুটি স্বচ্ছন্দে দিন কাটাই।"

"কিন্তু তুমি অসুস্থ।"

"আমি ঠিক আছি।"

তারা বাড়ির বাইরে দাঁড়াল। ভিতরে একটা ক্ষীণ আলো জ্বললেও মেরিকে দেখা গেল না। শোবার ঘর থেকে আরেকটা আলো জ্বলে উঠল। ডিকের চোখ সেদিকে নিবদ্ধ হলো। "সে পোশাক বদলাচ্ছে," সে বলল, তাকে সন্তুষ্ট মনে হলো। "অনেকদিন ধরে এখানে কেউই বেড়াতে আসেনি।"

BanglaBook.org

"তুমি জায়গাটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও না কেন? আমি তোমাকে ভালো দাম দিব।"

"আর আমি কোথায় যাব?" বিস্ময়াভিভূত হয়ে ডিক জিজ্ঞাসা করল।

"শহরে চলে যাও। জমি ছেড়ে চলে যাও। তোমার দ্বারা চাষবাস হবে না। শহরের কোথাও একটা স্থায়ী চাকরি নাও গে।"

"আমি আমার লক্ষ ধরে রেখেছি।" ডিক তিক্ততার সাথে বলল।

বারান্দায় আলোর বিপরীতে এক রোগা-পাতলা মহিলার অবয়ব দেখা গেল। তারা দু'জন পুরুষ গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে প্রবেশ করল।

"শুভ সন্ধ্যা, মিসেস টারনার।"

"শুভ সন্ধ্যা," মেরি বলল।

ভিতরের আলোকিত কামরায় বসা অবস্থায় চার্লি তাকে খুব কাছে থেকে দেখল, অত কাছে থেকে দেখার কারণ মেরি যেভাবে "শুভ সন্ধ্যা," বলেছে সেটা। মেরি দ্বিধাগ্রস্তভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল, শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে সে, সূর্যকিরণে সাদাটে রেখার স্তূপে পরিণত হওয়া চুলগুলো তার হাড্ডিসার মুখের উপর পড়েছে, সেগুলো একটা নীল ফিতা দিয়ে মাথার উপরে বাঁধা ছিল। সম্ভবত এইমাত্র পরিধান করা পোশাকের ভিতর দিয়ে তার সরু হলুদাভ ঘাড় বেরিয়ে এসেছিল। পোশাকটা ছিল লালচে হলুদ রঙের সুতি কাপড়ের, তার কানে ছিল সিদ্ধ মিষ্টির মতো দেখতে লম্বা লাল দুল যেটা ছোটো ছোটো দুলুনির ঝাঁকি দিয়ে তার ঘাড়ে টোকা মারছিল। তার নীল চোখ, যেটা একসময় যারা ভালো করে দেখত তাদেরকে এই বার্তা দিত যে মেরি টারনার আসলেই আত্মাভিমানী না বরং লাজুক, গর্বিত এবং সংবেদনশীল, সেই চোখেই এখন এক নতুন দ্যুতি দেখা গেল। "কেন, শুভ সন্ধ্যা!" সে বালিকাসুলভ ভাবে বলল। "কেন আবার, মি. স্লাটার, অনেক দিন ধরে আমরা আপনাকে দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত।" মনভোলানো আচরণের এক ভয়ানক অনুকরণ করে মেরি কাঁধ বাঁকিয়ে হেসে ফেলল।

ডিক চোখ সরিয়ে নিল, কষ্ট পাচ্ছিল সে। চার্লি রূঢ়ভাবে মেরির দিকে তাকিয়ে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না মেরি লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। "স্লাটার সাহেব আমাদেরকে পছন্দ করেন না," সে আলাপচারিতার সামাজিকতা রক্ষা করে ডিককে বলল, "অন্যথায় তিনি মাঝে মাঝেই আমাদেরকে দেখতে আসতেন।"

BanglaBook.org

সে পুরাতন সোফার এক কোনায় যেয়ে বসে পড়ল। সোফাটার গড়ন নষ্ট হয়ে অসংখ্য দলা আর ফুটোর সমন্বয়ে অদ্ভুত এক জিনিসে পরিণত হয়েছিল, সেটার উপরে একটা জীর্ণ নীল কাপড় বিছানো ছিল।

সেটার দিকে চোখ রেখে চার্লি জিজ্ঞাসা করল, "দোকানটা কেমন চলছে?"

"আমরা এটা বন্ধ করে দিয়েছি, এখান থেকে কোনো লাভ হচ্ছিল না।" ডিক রূঢ়ভাবে বলল। "জিনিসপত্রগুলো এখন আমরা আমাদের কাজে লাগাচ্ছি।"

চার্লির দৃষ্টি গেল মেরির দুলের দিকে, তারপর সোফার আচ্ছাদনের দিকে যেটা সবসময় কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে বিক্রি করা হতো এমন এক জিনিস দিয়ে তৈরি, একটা কুৎসিত প্যাটার্নের নীল জিনিস যেটা দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এই জিনিসটার সাথে 'কাফ্রি-ট্রাকের' এতটাই সম্পর্ক রয়েছে যে একজন সাদা মানুষের বাড়িতে এটা দেখে চার্লি বড়ো একটা ধাক্কা খেল। সে ভ্রু কুঁচকে জায়গাটার চারপাশ দেখল। পর্দাগুলো ছেঁড়া, জানালার একটা কাঁচ ভাঙা যেখানে কাগজ দিয়ে তালি মারা হয়েছে, আরেকটা কাঁচ ফেটে গেলেও সেটা আদৌ মেরামত করা হয়নি, কামরাটা যেভাবে ভেঙে-চুরে বিবর্ণ হয়ে গেছে তা বর্ণনার অযোগ্য। তার ভিতরে দোকান থেকে আনা ছোটো ছোটো জিনিসপত্র বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলো চেয়ারের পিছনে ঠাসা, অথবা সেগুলো ভাঁজ করে চেয়ারের আসন বানানো হয়েছে। বাহ্যিকতা রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষার এই ছোটো ছোটো প্রমাণগুলোকে চার্লি হয়ত একটা ভালো লক্ষণ হিসেবে ভাবতেও পারত; তবে তার অভদ্রোচিত এবং বলা যায় নির্মম প্রসন্নতার সবটুকুই বিলীন হয়ে গেল, সে নীরব হয়ে গেল, তার কপালে দেখা গেল দুশ্চিন্তার ছাপ।

"রাতের খাবার পর্যন্ত থাকবে?" অবশেষে ডিক জিজ্ঞাসা করল।

"না, ধন্যবাদ," চার্লি বলল, কিন্তু তারপর কৌতূহলবশত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে বলল, "হ্যাঁ, থাকব।"

তারা দু'জন কথা বলার সময় তাদের অবচেতন মনে ধরেই নিয়েছিল যে তারা কোনো অপ্রকৃতিস্থ মহিলার উপস্থিতিতে কথা বলছে, তবে মেরি তাড়াহুড়া করে তার আসন থেকে উঠে দোরগোড়া থেকে চিৎকার করল, "মোজেজ! মোজেজ!"

তার ডাকে যখন কৃষ্ণাঙ্গটা আসল না, সে ঘুরে এসে তাদের দিকে তাকিয়ে সামাজিকতা সিদ্ধ লাজুকভাব নিয়ে বলল, "কিছু মনে করবেন না, জানেন তো এই চাকরগুলো কেমন হয়।"

BanglaBook.org

সে বাইরে চলে গেল। তারা দু'জন তখন নীরব। ডিক চার্লির থেকে মুখ সরিয়ে রেখেছিল, আর চার্লি যেহেতু কখনও কৌশল নেয়ার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করেনি, সেহেতু সে ডিকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, যেন সে তাকে কোনো ব্যাখ্যা বা মন্তব্য করতে বাধ্য করছে।

মোজেজের বয়ে আনা রাতের খাবারের মধ্যে ছিল একটা চায়ের ট্রে, কয়েক টুকরা ব্রেড, কিছুটা দুর্গন্ধযুক্ত মাখন এবং এক টুকরা মাংস। এমন একটা থালাবাসনও ছিল না যেটাকে সম্পূর্ণ ভালো বলা যায়, চার্লি বুঝতে পারল যে তার হাতে ধরা ছুরিতে চর্বি লেগে আছে। সে যে অরুচি নিয়ে খাচ্ছে সেটা গোপন করার কোনো চেষ্টাই করল না। এদিকে ডিক কোনো কথাই বলছিল না এবং মেরি সেই অতি বিরক্তিকর শরম নিয়ে কানের দুল ঝাঁকিয়ে, চিকন ঘাড় বাঁকিয়ে আর ডিকের প্রতি গতানুগতিক চটুলতা দেখিয়ে আবহাওয়া সম্পর্কে হঠাৎ হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করছিল।

এসবের কোনোটাতেই চার্লি সাড়া দিল না। সে শুধু "হ্যাঁ মিসেস টারনার, না মিসেস টারনার," বলল। সে তার দিকে শীতলভাবে তাকাল, ঘৃণা আর অপছন্দে তার দৃষ্টি কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

কৃষ্ণাঙ্গটা যখন থালাবাসন পরিষ্কার করতে আসল তখন এমন একটা ঘটনা ঘটল যেটা দেখে প্রচণ্ড রাগে সে দাঁতে দাঁত ঘসল। তারা খাবারের নোংরা অবশিষ্টাংশের সামনে বসেছিল, ভৃত্যটা তখন টেবিলের চারপাশে ঘোরাফেরা করে অমনোযোগীভাবে থালাবাসন সংগ্রহ করছিল। চার্লি তখনও তাকে খেয়াল করেনি। মেরি বলল, "ফল খাবেন, মি. স্লাটার? মোজেজ, কমলালেবু নিয়ে আসো, তুমি জান সেগুলো কোথায় আছে।" চার্লি মুখ তুলে তাকাল, তার চোয়াল তখন গালের ভিতরের খাবারের উপর ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছিল, তার চোখ সতর্ক ও উজ্জ্বল হয়ে গেল; কৃষ্ণাঙ্গটার সাথে কথা বলার সময় মেরির কণ্ঠের স্বরভঙ্গিটাই তার কানে লেগেছিল তার নিজের সাথে কথা বলার সময় মেরি যেভাবে কথা বলেছিল, ঠিক একই চটুলতা ও লজ্জা নিয়ে সে কৃষ্ণাঙ্গটার সাথে কথা বলল।

কৃষ্ণাঙ্গটা ঔদ্ধতপূর্ণ ও ভাবলেশহীনভাবে রূঢ় কণ্ঠে উত্তর দিল, "কমলালেবু শেষ হয়ে গেছে।"

"আমি জানি যে সেগুলো শেষ হয়নি। সেখানে আরো দু'টো কমলালেবু ছিল। আমি জানি যে শেষ হয়নি। ভৃত্যটার দিকে তাকিয়ে মেরি আবেদন করছিল, বলা যায় তার উপরে আস্থা রাখছিল।"

"কমলালেবু শেষ," আগের মতোই খিটখিটে আর নিস্পৃহভাবে সে আবার বলল, তবে এবার আত্মতৃপ্তির এবং নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতার রেশসহ, যেটা শুনে চার্লির দম বন্ধ হবার অবস্থা। আক্ষরিকভাবেই সে কোনো শব্দ খুঁজে

BanglaBook.org

পাচ্ছিল না। সে ডিকের দিকে দৃষ্টি দিল, যে তখন বসে থেকে নিজের হাত দু'টোর দিকে তাকিয়ে ছিল, তাকে দেখে সে কী ভাবছে অথবা আদৌ কিছু লক্ষ করেছে কি না তা বোঝার উপায় ছিল না।

সে মেরির দিকে তাকাল: তার চোখের নীচের কুঁচকে যাওয়া হলুদ চামড়ায় কুৎসিত লাল আভা দেখা যাচ্ছিল আর তার মুখে এক ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠেছিল। মনে হলো চার্লি যে কিছু একটা লক্ষ করেছে এটা মেরি বুঝেছিল, সে অপরাধীর দৃষ্টিতে তার দিকে একনাগাড়ে তাকিয়েছিল, হাসছিল সে।

"এই চাকরটা এখানে কতদিন ধরে আছে?" শেষে চার্লি মোজেজের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল; মোজেজ তখন ট্রে হাতে দরজার সামনে দাঁড়ানো ছিল, দরজা খুলতে খুলতে শুনছিল সে। মেরি অসহায়ের মতো ডিকের দিকে তাকাল।

ডিক নিষ্প্রাণ গলায় বলল, "প্রায় চার বছর হবে।"

"তোমরা তাকে রেখেছ কেন?"

"সে ভালো চাকর," মেরি মাথা দুলিয়ে বলল। "সে ভালো কাজ করে।"

"ব্যাপারটা এই রকম মনে হয় না," চার্লি স্পষ্টভাবে বলল, সেইসময় সে তার দৃষ্টি দিয়ে মেরিকে চ্যালেঞ্জ করল। মেরির দৃষ্টিতে তখন এড়িয়ে যাবার প্রবণতা ও অস্বস্তি ফুটে উঠেছিল। একই সাথে সেখানে এক গোপন সন্তুষ্টির ঝিলিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যেটা দেখে চার্লির রক্ত মাথায় চড়ল। "তুমি কেন তাকে খেদিয়ে দাওনি? কেন তাকে এইভাবে তোমার সাথে কথা বলতে দাও?"

মেরি কোনো উত্তর দিল না। সে তার মাথা ঘুরিয়ে নিয়েছিল এবং কাঁধের উপর দিয়ে দরজার দিকে তাকাচ্ছিল যেখানে মোজেজ দাঁড়িয়ে ছিল; তার মুখে এক কদর্য বুদ্ধিশূন্যতা ফুটে উঠেছিল যেটা দেখে ডিক হঠাৎ কৃষ্ণাঙ্গটার দিকে খেঁকিয়ে উঠল, "যাও এখান থেকে, বলছি। যাও, তোমার কাজ করগে।"

বিশালদেহী কৃষ্ণাঙ্গটা তাৎক্ষণিকভাবে আদেশ পালন করে সেখান থেকে চলে গেল। তারপর সেখানে একটা নীরবতা নেমে আসল। চার্লি চাচ্ছিল ডিক কিছু একটা বলুক যাতে প্রমাণিত হয় যে সে সম্পূর্ণভাবে হাল ছেড়ে দেয়নি। কিন্তু তার মাথা তখনও নিচু করা, মুখে নীরব যন্ত্রণার ছাপ। অবশেষে চার্লি তাকে সরাসরি বলল, "এই ভৃত্যটাকে খেদিয়ে দাও।" এটা বলতে যেয়ে সে মেরিকে এমনভাবে অবজ্ঞা করল যেন সে সেখানে আদৌ ছিল না। "তাকে খেদিয়ে দাও, টারনার।"

"মেরি তাকে পছন্দ করে," এটাই ছিল তার ধীর আর উদাসীন জবাব।

"বাইরে আস, আমি তোমার সাথে কথা বলব।"

BanglaBook.org

ডিক মাথা উঁচু করে চার্লির দিকে অসন্তুষ্টি নিয়ে তাকাল, যে জিনিসটা সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে সেটাই লক্ষ করতে বাধ্য করার জন্য তার এই অসন্তুষ্টি। তবে সে বাধ্যগতের মতো চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চার্লির পিছন পিছন বাইরে চলে গেল। তারা দু'জন বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে একদম গাছের নীচের অন্ধকার পর্যন্ত চলে গেল।

"তোমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে," চার্লি চাঁছাছোলাভাবে বলল।

"সেটা আমি কীভাবে পারব?" ডিক অস্থিরভাবে বলল। "আমার এখনও দেনা রয়েছে, আমি কীভাবে চলে যাব?" এটা যেন তখনও টাকাপয়সার প্রশ্ন, অন্য কিছু যেন এর সাথে জড়িত না, এমনভাবে সে বলল, "আমি জানি অন্যরা আমার মতো দুশ্চিন্তা করে না। আমি জানি এমন অসংখ্য জোতদার আছে যারা আমার মতোই অর্থকষ্টে আছে, কিন্তু তারা গাড়ি কিনেছে, এবং ছুটি কাটাতেও যায়। আমি কোনোভাবেই সেটা করতে পারব না, চার্লি। আমি সেটা করতে পারব না। আমার মানসিকতা ঐভাবে গড়ে ওঠেনি।"

চার্লি বলল, "আমি তোমার কাছ থেকে তোমার খামার কিনে নিব, তুমি তখন এখানে ম্যানেজার হিসেবে থাকতে পারবে, টারনার। কিন্তু প্রথমে তোমাকে কমপক্ষে ছয়মাসের জন্য ছুটি কাটাতে যেতেই হবে। অবশ্যই তোমার স্ত্রীকে সরাতে হবে এখান থেকে।"

সে এমনভাবে কথাগুলো বলল যেন তার সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই প্রত্যাখ্যান করা যাবে না কারণ তার নিজের স্বার্থে আঘাত লেগেছে। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে ডিকের প্রতি করুণা তাকে তাড়িত করেছিল। সে দক্ষিণ আফ্রিকার সাদাদের এক নম্বর আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল, সেটা হলো "তুমি তোমার সাথি সাদাদেরকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার নীচে নামতে দিবে না কারণ যদি তুমি সেটা করো তাহলে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ভাবতে শুরু করবে যে তোমাদের সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই।" তার কণ্ঠের মাধ্যমে খুবই শক্তভাবে সংগঠিত একটা সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী আবেগ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, আর এই কারণেই ডিকের প্রতিরোধের মেরুদণ্ড একদম গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। কারণ সে সারাজীবন এই পল্লি এলাকাতেই বাস করেছে; লজ্জা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়েছে; সে জানত যে সে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু চার্লির চূড়ান্ত শর্ত সে মেনেও নিতে পারছিল না। তার তখন এমন মনে হচ্ছিল যে চার্লি তাকে তার জীবনই ত্যাগ করতে বলছে, কারণ তার কাছে খামার এবং এর মালিকানাটাই তার জীবন। "এই জায়গাটা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই আমি কিনে নিব, তোমাকে পর্যাপ্ত টাকা দিব যাতে তুমি দেনামুক্ত হতে পার। তুমি সমুদ্রতীরে অবকাশ যাপন করে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি একজন ম্যানেজার নিয়োগ করব। তোমাকে কমপক্ষে ছয়

BanglaBook.org

মাসের জন্য যেতে হবে, টারনার। কোথায় যাবে সেটা কোনো ব্যাপার না। ছুটি কাটানোর মতো টাকা যাতে তোমার হাতে থাকে সেটা আমি নিশ্চিত করব। এইভাবে তোমার চলতে পারে না, আর এটাই এর শেষ।"

তবে ডিক অত সহজে আত্মসমর্পণ করল না। চার ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ করল সে। গাছগুলোর নীচে হাঁটাহাঁটি করতে করতে তারা চারটা ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি করল।

শেষে চার্লি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ না করেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। ডিক ভারী পায়ে, প্রায় টলতে টলতে বাড়ি ফিরে আসল, তার জীবনের উৎস ধ্বংস হয়ে গেছে। সে আর জোতদার থাকবে না, তাকে অন্য আরেক জনের চাকর হিসাবে থাকতে হবে। মেরি জড়োসড়ো হয়ে সোফার এক কোনায় বসে ছিল, চার্লির উপস্থিতিতে মুখ রক্ষার জন্য সে সহজাতভাবে যে আচরণের ভান করেছিল সেটা আর তার মধ্যে নেই। ডিক প্রবেশ করলে সে তার দিকে তাকালও না। একনাগাড়ে অনেকদিন সে ডিকের সাথে কোনো কথা বলল না, যেন তার কাছে ডিকের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সে যেন তার নিজের স্বপ্নের গভীর তলে ডুবে গিয়েছিল। শুধুমাত্র যখন কৃষ্ণাঙ্গটা ছোটোখাটো কাজের জন্য কামরাটায় ঢুকত তখনই কেবল সে উদ্দীপিত হতো এবং নিজে কী করছে সেটা খেয়াল করত। এক মুহূর্তের জন্যও সে তার থেকে দৃষ্টি সরাত না। কিন্তু এর অর্থটা যে কি তা ডিক জানত না: সে জানতেও চাইত না, এটাকে প্রতিহত করার অবস্থায় সে তখন ছিল না।

চার্লি স্লাটার সময় নষ্ট করল না। সে গাড়ি চালিয়ে ঐ জেলার এক খামার থেকে আরেক খামারে ঘুরল, সে এমন একজনকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিল যে কয়েক মাসের জন্য টারনারের জায়গায় দায়িত্ব পালন করবে। সে কোনো ব্যাখ্যা দিল না। সে বিস্ময়কর রকমের বাকসংযমী ছিল; সে শুধু বলল যে টারনারের স্ত্রীকে বাইরে নিয়ে যাবার ব্যাপারে সে সাহায্য করছে। অবশেষে সে সবেমাত্র ইংল্যান্ড থেকে আসা এক যুবকের কথা শুনতে পেল, যে চাকরি খুঁজছিল। এই যুবকটা যে কে ছিল তা নিয়ে চার্লির মাথাব্যথা ছিল না, যে কেউ হলেই তার চলবে, ব্যাপারটা এতই জরুরি। শেষে সে তাকে পাবার জন্য গাড়ি চালিয়ে শহরে গেল। যুবকটা কোনো বিচারেই তার মনে বিশেষ অনুকূল কোনো ধারণা সৃষ্টি করতে পারল না, সে প্রথাগত ধরনেরই যুবক, আত্মতুষ্ট ও শিক্ষিত, যে এমন বাবুসুলভ ভঙ্গিতে কথা বলে যেন তার গালের ভিতরে মুক্তা ভরা। যুবকটাকে সাথে করে নিয়ে আসল সে। তাকে বেশি কিছু বলল না: কী বলতে হবে তা সে নিজেও জানত না। সে এক সপ্তাহের মধ্যে খামারটার দায়িত্ব নিবে যাতে টারনাররা সমুদ্রতীরে যেতে পারে; চার্লি টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে দিবে, আর খামারে যাবার পরে কী করতে হবে সেটা চার্লি তাকে জানিয়ে দিবে: এটাই ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু

BanglaBook.org

যখন এটা বলার জন্য সে ডিকের কাছে গেল, সে দেখল যে ডিক এই জায়গা ছাড়ার আবশ্যকতা মেনে নিলেও সে তখনই এখান থেকে চলে যেতে রাজি হচ্ছিল না।

চার্লি, ডিক এবং টনি মারস্টন নামের ঐ যুবক মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল; চার্লি ছিল উত্তেজিত, রাগান্বিত ও ধৈর্যহীন (কারণ সবচেয়ে মোক্ষম সময়ে তার পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে এটা সে সহ্য করতে পারছিল না), ডিক ছিল একগুঁয়ে ও অতিষ্ঠ, অন্যদিকে মারস্টন ছিল ঘটনাপ্রবাহের প্রতি সংবেদনশীল, যে নিজেকে দৃষ্টির অন্তরালে রাখার চেষ্টা করছিল।

"নিকুচি করি, চার্লি, আমাকে এইভাবে কেন লাথি মেরে খেদিয়ে দিতে চাইছ? পনেরোটা বৎসর ধরে আমি এখানে আছি।"

"বিধাতার কসম, আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি না। আমি চাচ্ছি—আগেই তুমি পার পেয়ে যাও। তোমার এখুনি পালানো উচিত। তোমাকে অবশ্যই এটা খেয়াল রাখতে হবে।"

"পনেরোটা বৎসর!" এই কথা বলার সময় ডিকের চিন্তাগ্রস্ত মুখে রক্তিমাভা দেখা গেল, "পনেরোটা বৎসর!" এমনকি অবচেতন মনে সে সামনে ঝুঁকে পড়ে একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে তার হাতে ধরে রাখল, যেন এটাকে তার নিজের বলে দাবি করছে। এই ভঙ্গিটা ছিল অর্থহীন। চার্লির মুখে এক চিলতে বিদ্রুপাত্মক হাসি দেখা গেল।

"কিন্তু, টারনার, তুমি তো এখানে আবার ফিরেই আসছ।"

"তখন এটা আমার থাকবে না," ডিক বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল। সেখান থেকে ফিরে চলে গেল সে, তার মুঠোতে তখনও মাটি আঁকড়ে ধরা। টনি মারস্টনও সেখান থেকে সরে যেয়ে মাঠের অবস্থা খুঁটিয়ে দেখার ভান করল, এই পীড়াদায়ক ঘটনার মধ্যে সে অনধিকার প্রবেশ করতে চায় না। চার্লির মধ্যে এরকম কোনো বিবেকের তাড়না না থাকায় সে অধৈর্য নিয়ে ডিকের ব্যস্ত মুখের দিকে তাকাল। তবে তার সেই দৃষ্টিতে সামান্য শ্রদ্ধার উপস্থিতি ছিল। যে আবেগ সে বুঝতে পারত না সেটাকে সে শ্রদ্ধা করত। মালিকানার অহংকার, হ্যাঁ, সেটা সে বুঝত; কিন্তু মাটির সাথে এই ধরনের আবেগঘন অনুরাগকে সে বুঝত না। তবে এটা বুঝতে না পারলেও তার কণ্ঠ নরম হয়ে গেল।

"এটা এমনভাবে থাকবে যেন তোমারই খামার। আমি তোমার খামার একটুও এদিক-সেদিক করব না। ফিরে এসে তুমি ঠিক যেমন চাও সেভাবেই সবকিছু ঘটবে।" সে তার স্বভাবগত অপরিশীলিত কৌতুকবোধ দিয়ে কথাগুলো বলল।

BanglaBook.org

"তোমার বদান্যতা," সেই নিস্পৃহ ও শোকাহত কণ্ঠে ডিক বলল।

"এটা কোনো বদান্যতা না। আমি ব্যাবসায়িক কারণে এটা কিনছি। আমার চারণভূমি দরকার। এখানে আমার গবাদিপশুগুলো তোমারগুলোর সাথে চারণ করবে। তুমি তোমার ইচ্ছামতো যে কোনো ফসল চাষ করতে পারবে।"

তবে সেও মনে মনে এটাকে বদান্যতাই ভাবছিল এবং আর এটা দেখিয়ে নিজের ব্যাবসায়িক নীতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করায় সে নিজের প্রতি কিছুটা অবাকই হলো। তাদের তিনজনের মনের মধ্যেই 'বদান্যতা' শব্দটা বিশাল কালো অক্ষরে খোদাই করা ছিল এবং সেটা অন্য সবকিছুকে আড়াল করে দিয়েছিল। মূলত তারা সবাই ভুলের মধ্যে ছিল, কারণ এটা ছিল একটা সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। চার্লি দরিদ্র শ্বেত মানুষদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সাথে আরো একজনের যোগ হওয়াটা ঠেকানোর চেষ্টা করছিল, সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন শ্বেত মানুষদের কাছে এই দরিদ্র শ্বেত মানুষেরা বস্তিতে অথবা নিজেদের দেশের মধ্যেই ক্রমশ হ্রাস পাওয়া সংরক্ষিত এলাকায় ঠাসাঠাসি করে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ কালো মানুষদের চেয়েও অনেক বেশি জঘন্য (যদিও তাদের কাছে তারা করুণার পাত্র নয়, কারণ সাদাদের আচরণ-বিষয়ক মূলনীতি ভঙ্গ করার জন্য তাদেরকে করুণা না বরং ঘৃণা ও অবজ্ঞা করা হয়)।

অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ডিক মাসের শেষ দিকে যেতে রাজি হলো, তখন সে 'তার' খামার কীভাবে পরিচালনা করতে হবে সেটা টনিকে বুঝিয়ে দিল। চার্লি সামান্য প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তিন সপ্তাহ আগেই রেল-ভ্রমণের টিকিট অগ্রিম বুকিং দিয়ে রাখল। টনি ডিকের সাথে বাসায় ফিরে গেল, চাকরি পাবার আরো কয়েক মাস আগে থেকেই এই এলাকায় না থাকায় সে একই সাথে বিস্মিত ও আনন্দিত ছিল। থাকার জন্য তাকে বাসার পিছনে খড়ের চালের ও মাটির দেয়াল-গাঁথা একটা কুঁড়েঘর দেয়া হলো। একসময় এটা শস্য-ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও তখন খালি ছিল। ঝাড়ু দেবার সময় বাদ পড়া ভুট্টার দানাগুলো তখনও মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। দেয়ালগুলোতে ছিল সুন্দর লাল শস্যকণা দিয়ে তৈরি করা পিঁপড়ার সুড়ঙ্গ, যেটা এখনও ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা হয়নি। চার্লির পাঠানো একটা লোহার খাট ছিল আর বাক্সপ্যাটরা দিয়ে বানানো একটা আলমারি, যেটা কৃষ্ণাঙ্গদের তৈরি করা বিশ্রী নীল কাপড়জাতীয় জিনিস দিয়ে ঘেরা ছিল, আর ছিল প্যাক-বাক্সের উপর ঠেসে রাখা বেসিনের সাথে একটা আয়না। এইসব জিনিসে টনির মোটেও খারাপ লাগল না। সে তখন ছিল এক দারুণ অনুপ্রেরণাদায়ক রোমান্টিক মেজাজে, কাজেই খারাপ খাবার, খারাপ তোশক বা এই ধরনের জিনিসগুলো তার কাছে গুরুত্বহীন ছিল। তার নিজের

দেশে থাকা অবস্থায় যে জিনিস তার কাছে মন্দ লাগত, সেই জিনিসগুলোই তাকে মনে করিয়ে দিল যে এখানে ভালো-মন্দ বিষয়ে একটা আলাদা ধারণা প্রচলিত আছে।

তার বয়স বিশ বছর। সনাতনী শিক্ষায় ভালোভাবে শিক্ষিত হবার পর তার জন্য চাচার ফ্যাক্টরিতে কেরানি জাতীয় কিছু হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তবে কোনো অফিসের টুলে বসে কাজ করাটা তার জীবন-সম্পর্কিত ধারণার সাথে মেলেনি, সে আবাস হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বেছে নিয়েছিল, কারণ তারই এক দূর-সম্পর্কের চাচাতো ভাই সেখানে গত বছরে তামাক থেকে পাঁচ হাজার পাউন্ড আয় করেছিল। তার অভিপ্রায় ছিল সেই রকমই কিছু একটা করা অথবা সম্ভব হলে তার চেয়েও ভালো করা। তবে আগে এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণের দরকার ছিল তার। এই খামার সম্পর্কে তার একটা মাত্র খারাপ লাগার বিষয় ছিল এই যে এখানে তামাকের চাষ ছিল না, তবে একটা মিশ্র খামারে ছয় মাস কাজ করলে সেটা তার জন্য একটা ভালো অভিজ্ঞতা হবে। ডিকের জন্য তার খারাপ লাগছিল, তাকে সে অসুখী বলেই জানত, কিন্তু এমনকি তার ট্রাজেডিও টনির কাছে রোমান্টিক মনে হলো; নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিচার করে সে এটাকে দেখল সারা বিশ্ব জুড়ে খামারে পুঁজিবাজারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং যেভাবে বড়ো জোতদারেরা ছোটো জোতদারদেরকে অবধারিতভাবে গ্রাস করে তার লক্ষণ হিসেবে। (তবে যেহেতু সে নিজেই একজন জোতদার হতে চেয়েছিল, এই প্রবণতাটা তাকে পীড়িত করল না)। নিজের কোনো আয়-রোজগারের অভিজ্ঞতা না থাকায় তার ভাবনাগুলোর সবই ছিল ভাবপ্রবণ। যেমন, বর্ণবিভেদ সম্পর্কে সে সেই গতানুগতিক 'প্রগতিশীল' ধারণা পোষণ করত যেটা ছিল একজন ভাববাদীর ভাসা-ভাসা প্রগতিশীলতা, যেটা স্বার্থের দ্বন্দ্বে টিকে থাকে না বললেই চলে। তার সাথে সে এক স্যুটকেস-ভর্তি বই নিয়ে এসেছিল, যেগুলো সে কুঁড়েঘরের বৃত্তাকার দেয়ালের সাথে সাজিয়ে রেখেছিল: বইগুলো লেখা ছিল বর্ণবাদ বিষয়ে, রোড্স ও ক্রুগারদের উপরে, খামার বিষয়ে এবং সোনার ইতিহাসের উপরে। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে সে একটা বই তুলে নিয়ে দেখল সাদা পিঁপড়ায় সেটার পিছন দিকটা খেয়ে ফেলেছে। কাজেই সে সেগুলোকে আবার স্যুটকেসে ভরে রাখল এবং আর কোনোদিন সেগুলোর দিকে তাকাল না। দিনে বারো ঘণ্টা পরিশ্রম করার পর একজন মানুষের বই পড়ার খায়েশ থাকে না।

সে টারনারদের সাথেই খাবার খেত। ডিক ফিরে না আসা পর্যন্ত ছয় মাস এই খামারটা চালানোর মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান সে এক মাসের মধ্যে অর্জন করবে এটাই তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে সে সারাদিন ডিকের সাথে ক্ষেতে কাটাত, বিছানায় যেত রাত আটটায়। সবকিছুতেই

BanglaBook.org

তার আগ্রহ ছিল, ভালো জানাশুনাও ছিল, সে ছিল সজীব ও প্রাণবন্ত—দারুণ সঙ্গী ছিল সে। দশ বছর আগে হলে ডিক তাকে ঐভাবেই ভাবত। বর্তমান অবস্থায় ডিক তার প্রতি অত আগ্রহী ছিল না, সে বর্ণ-সংকরত্ব অথবা শিল্পের উপর বর্ণবাদের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে কোনো আকর্ষণীয় আলোচনা শুরু করলে ডিক কেবল তার দিকে আনমনা তাকিয়ে থাকত। টনির উপস্থিতিতে ডিকের তখন একমাত্র ভাবনা ছিল মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার মাধ্যমে অথবা চলে যেতে অস্বীকার করার মাধ্যমে তার আত্মসম্মানের শেষ লেশটুকু না হারিয়ে এই অবশিষ্ট দিনগুলো পার করা। সে জানত যে তাকে যেতে হবে। তবুও তার অনুভূতি এতই ধ্বংসাত্মক ছিল, দুঃখ দ্বারা সে এতই টালমাটাল ছিল যে এই তৃণভূমি, যেটাকে সে এত ভালো করে চিনত যার প্রতিটি ঝোপঝাড় ও গাছ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ছিল, সেখানকার লম্বা ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এটা কীভাবে আগুনের শিখায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা দেখার অথবা সে নিজের হাতে যে ঘর বানিয়ে অনেক বছর ধরে বসবাস করেছে সেটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার উন্মত্ত বাসনা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হতো। অন্য কেউ এখানে থেকে আদেশ দান করবে, অন্য কেউ এই মাটিতে চাষবাস করবে এবং সম্ভবত তার এতদিনের কর্মকে ধ্বংস করে দেবে, এটা তার কাছে একটা লজ্ঘন বলে মনে হলো।

আর মেরির ক্ষেত্রে যেটা ঘটল, টনি তাকে দেখতে পেত না বললেই চলে। মেরি ছিল এক অদ্ভুত, শান্ত এবং শুকনো মহিলা যাকে দেখলে মনে হতো সে যেন কথা বলতেও ভুলে গেছে, তার কথা ভাবতে গেলেই টনি মনে মনে অশান্তি বোধ করত। মেরি নিজেই সম্ভবত বুঝতে পারত যে তার স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করা উচিত, তখন তার আচরণ হয়ে যেত উদ্ভট ও আড়ষ্ট। কিছু মুহূর্তের জন্য সে আজব এক প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে কথা বলতে থাকত, যেটা টনিকে বিস্মিত করত এবং অস্বস্তিতে ফেলে দিত। সে যা বলত তার সাথে তার আচরণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ডিক যখন লাঙল অথবা রোগাক্রান্ত গরু সম্পর্কে যথেষ্ট ধৈর্য নিয়ে ধীরে ধীরে কথা বলত, তখন হয়ত সে হঠাৎ ডিককে থামিয়ে দিয়ে খাবার (যেটা টনির বমির উদ্রেক করত) অথবা বছরের ঐ সময়ের গরম নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করত। "বৃষ্টি আসলে আমার যা ভালো লাগে," বাক্যালাপের ঢংয়ে এটা বলেই সে একটু খিলখিল করে হেসে ফেলত, তারপর হঠাৎই এক শূন্য ও উদাসীন নীরবতায় ডুবে যেত সে। টনি ভাবতে শুরু করেছিল যে তার অবস্থা স্বাভাবিক না। তবে সে এটাও বুঝতে পারল যে এই দু'জনের খুব খারাপ সময় যাচ্ছিল। যা-ই ঘটুক না কেন, একাকিত্বের মধ্যে বছরের পর বছর এখানে বাস করলে সেটা যে কারোরই আচরণকে উদ্ভট করে দেবার জন্য যথেষ্ট।

BanglaBook.org

বাড়িটাতে এত গরম পড়ত যে সে বুঝতে পারত না মেরি কীভাবে এটা সহ্য করে। এই দেশে নতুন আসায় সে গরম খুব বেশি মাত্রায় অনুভব করত, তবে ঐ টিনের-চালের বাড়ি যেখানকার তাপমাত্রা চুলার তাপমাত্রার মতো, যেখানে বাতাসটা যেন চটচটে গরমের কয়েকটা স্তরে ভাগ হয়ে ঘনীভূত হয়ে যেত, সেখান থেকে বাইরে আসতে পেরে সে খুব খুশি হতো। যদিও মেরিকে নিয়ে তার আগ্রহ সীমিত ছিল, তার এটা মনে হয়েছিল যে সে অনেক বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো অবকাশযাপনে যাচ্ছে, কাজেই তার কাছ থেকে কিছু আনন্দের লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। দেখতে পারার মতো কোনো প্রস্তুতি সে নিচ্ছিল না, এমনকি একটাবারের জন্যও অবকাশযাপনের কথা বলেনি। ডিকও এ ব্যাপারে কোনো কথা বলছিল না।

তাদের যাবার প্রায় এক সপ্তাহ আগে টেবিলে বসে দুপুরের খাবার খেতে খেতে ডিক মেরিকে জিজ্ঞাসা করল, "জিনিসপত্র গোছানো ঠিকঠাকমতো চলছে তো?"

পরপর দুইবার জিজ্ঞাসা করার পর সে মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না।

"তোমাকে জিনিসপত্র গোছাতেই হবে, মেরি।" ডিক যেভাবে শান্ত ও হতাশাপূর্ণ কণ্ঠে সবসময় মেরির সাথে কথা বলত সেভাবে বলল। কিন্তু ডিক এবং টনি রাতে ফিরে এসে দেখল সে কিছুই করেনি। খাওয়া শেষ হলে ডিক বাক্সগুলো নীচে নামিয়ে নিজেই জিনিসপত্র প্যাকেট করা শুরু করল। তাকে এটা করতে দেখে মেরিও সাহায্য করতে লাগল, কিন্তু আধা ঘণ্টা যেতে না যেতেই সে তাকে রেখে শোবার ঘরে যেয়ে সোফার উপরে শূন্য দৃষ্টিতে বসে থাকল।

"সম্পূর্ণ স্নায়বিক বিপর্যয়," টনি ঘুমানোর জন্য সবেমাত্র বিছানায় যেয়ে এই রোগ নির্ণয় করল। তার ছিল সেই ধরনের মন যেটা কোনো জিনিসকে শব্দে প্রকাশ করে স্বস্তি পেত: এই বাক্যাংশটা মেরির জন্য ক্ষমা-সূচক ছিল, এটা তাকে সমালোচনা থেকে মুক্তি দিল। "সম্পূর্ণ স্নায়বিক বিপর্যয়," এটা এমন এক ব্যাপার যেটা যে কারোর জীবনেই ঘটতে পারে, বেশিরভাগ মানুষেরই কোনো না কোনো সময় এটা ঘটে। পরের রাতেও ডিক জিনিসপত্র প্যাকেট করে সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখল। "তোমার জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনে নাও, আর দু'একটা পোশাক বানিয়ে নাও।" ডিক ইতস্তত করতে করতে বলল, কারণ মেরির জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে সে বুঝেছিল যে আক্ষরিকভাবেই মেরির 'পরিধান করার মতো কোনো পোশাক নেই'। সে মাথা ঝাঁকাল, তারপর ড্রয়ার থেকে একটা ফুলতোলা সুতির জিনিস বের করল, যেটা দোকানের অন্যান্য জিনিসপত্রের সাথে ছিল। সে এটা

BanglaBook.org

কাটতে লাগল, তারপর এটার উপর ঝুঁকে পড়ে নীরব ও স্থির হয়ে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না ডিক বিছানায় যাবার জন্য তার কাঁধ স্পর্শ করে তাকে তুলল। টনি, যে এই দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী, সে ডিকের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকল। তাদের দু'জনের জন্যই তার দুঃখ হচ্ছিল। সে ডিককে খুব পছন্দ করা শুরু করেছিল: ডিকের জন্য তার অনুভূতি অকৃত্রিম ও নিজস্ব। মেরির জন্যও সে দুঃখবোধ করছিল, কিন্তু কার্যত যে মহিলার অস্তিত্ব নেই, তার সম্পর্কে আর কী বলা যায়? "একজন মনোবিদের দেখার বিষয়," সে আবার বলে নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। ডিক নিজেও একজন মনোবিদের চিকিৎসা দ্বারা উপকৃত হতে পারত। মানুষটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে, সে সবসময় কাঁপতে থাকে, তার মুখ এতটাই শুকিয়ে গেছে যে চামড়ার নীচে দিয়ে হাড়ের কাঠামো দেখা যায়। বাস্তবিকই সে কাজ করার মতো সুস্থসবল নেই, তবুও দিনের আলোর প্রতিটি মুহূর্ত সে ক্ষেতে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করে, সন্ধ্যা নামলেও সে মাঠ ছেড়ে আসতে চাইত না। টনিই তাকে নিয়ে আসত, এখন তার কাজ অনেকটা পুরুষ নার্সের মতো। সে টারনারের চলে যাবার দিন গোনা শুরু করেছিল।

তাদের চলে যাবার তিনদিন আগে টনি বলল যে সে বিকেলে কাজে যেতে চায় না, তার শরীর খারাপ লাগছিল। সম্ভবত রোদে পুড়ে গরম লেগেছিল তার, খুব মাথাব্যথা করছিল, চোখ জ্বলছিল এবং পাকস্থলীর একদম গভীর থেকে বমনেচ্ছা জাগছিল। সে দুপুরের খাবার না খেয়ে তার কুঁড়েতে শুয়ে থাকল, যেটা যথেষ্ট গরম হলেও চুলার মতো গরম ঐ বাড়ির চেয়ে ঠান্ডা ছিল। বিকাল চারটায় সে অস্বস্তিকর ও পীড়াদায়ক ঘুম থেকে জেগে উঠল, তখন সে খুব তৃষ্ণার্ত ছিল। যে পুরাতন হুইস্কির বোতলে খাবার পানি ভরা থাকত সেটা ছিল খালি, চাকরটা এটা ভরতে ভুলে গিয়েছিল। বাসা থেকে পানি আনার জন্য টনি সূর্যের অসহনীয় হলুদ আলোর মধ্যে বাইরে আসল। ঘরের পিছন দরজা খোলা ছিল, মেরি জেগে উঠতে পারে এই ভয়ে সে নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করল, টনি আগেই শুনেছিল যে সে বিকেলে ঘুমায়। তাক থেকে সে একটা গ্লাস নিয়ে ভালোভাবে মুছল, তারপর পানি নেবার জন্য বসার ঘরে গেল। সাইডবোর্ড হিসেবে ব্যবহৃত একটা তাকের উপর চকচকে মাটির কলসের ফিল্টার রাখা ছিল। টনি ঢাকনাটা তুলে ভিতরের দিকে চোখ রাখল: হলুদ কাদায় ফিল্টারের গম্বুজাকৃতির মুণ্ডুটা পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল, তবে ট্যাপ থেকে বাধাহীনভাবেই পানি পড়ছিল যদিও পানিটা খেতে বাসি ও হালকা গরম লাগছিল। সে পানি খেতেই থাকল, তারপর বোতলটা ভরে নিয়ে চলে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। এই কামরা এবং শোবার ঘরের মাঝখানের পর্দা সরানো ছিল, যার ফলে সে ভিতরে দেখতে পাচ্ছিল। সে বিস্ময়ে থমকে গেল। দেয়ালের সাথে আটকানো একটা আয়নার সামনে রাখা একটা মোমবাতির বাক্সের উপর বসে ছিল মেরি। সে এক ক্যাটক্যাটে গোলাপি পেটিকোট পরা

BanglaBook.org

অবস্থায় ছিল, যার ভিতর দিয়ে তার হাড় জিরজিরে হলুদ কাঁধ দেখা যাচ্ছিল। মোজেজ তার পাশে দাঁড়িয়েছিল, টনি দেখল সে দাঁড়িয়ে হাত বের করে রাখল এবং কৃষ্ণাঙ্গটা পিছন থেকে তার হাতের ভিতর দিয়ে জামা পরিয়ে দিল। তারপর মেরি আবার বসে পড়ে দুই হাত দিয়ে তার ঘাড়ের উপরের চুল সরাল, তার ভাবখানা এমন যেন এক সুন্দরী মহিলা সৌন্দর্য-চর্চা করছে। মোজেজ তার জামার বোতাম লাগাচ্ছিল, মেরি সেটা আয়নায় দেখছিল। কৃষ্ণাঙ্গটার মনোভাবটা ছিল প্রশ্রয়দানকারী স্ত্রৈণের মতো, বোতাম লাগানো শেষ হলে সে পিছনে দাঁড়িয়ে মেরির চুল আঁচড়ানো দেখছিল। "ধন্যবাদ, মোজেজ," কর্তৃত্বপূর্ণ ও জোরালো কণ্ঠে বলল সে। তারপর সে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তোমার এখন যাওয়া উচিত। বসের আসার সময় হয়ে গেছে।" কৃষ্ণাঙ্গটা তখন কামরাটার বাইরে চলে আসল। যখন সে দেখল সাদা মানুষটা সেখানে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাস নিয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, তখন একমুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল সে, তারপর তাকে পাশ কাটিয়ে সেখান থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল, কিন্তু যাবার আগে হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। হিংস্রতাটা এতই প্রকট ছিল যে টনি ক্ষণিকের জন্য ভয় পেয়ে গেল। কৃষ্ণাঙ্গটা চলে গেলে সে একটা চেয়ারে বসে পড়ল, প্রচণ্ড গরমে ঘামে ভিজে যাওয়া মুখ মুছল, মাথাটা পরিষ্কার করার জন্য ঝাঁকাল। কারণ তখন তার মাথায় পরস্পর বিরোধী চিন্তার স্রোত বইছিল। সে এখানে যতদিন ধরে আছে তাতে তার অবাক হবারই কথা, আবার একই সাথে শ্বেত শাসক শ্রেণির ভণ্ডামির এই প্রমাণটা তার 'প্রগতিশীলতা'কে সরসভাবে শক্তিশালী করল। কারণ যে দেশের কোনো এক জায়গায় মাত্র একজন সাদা মানুষ বাস করা শুরু করলেই কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে অনেক বর্ণ-সংকর শিশু দেখা যায়, সে দেশে এসে তাকে প্রথম যে জিনিসটা বিস্মিত করেছিল তা হলো ভণ্ডামি। পরে সে বর্ণ-বিভেদের যৌনতা-সংক্রান্ত দিকটা বোঝার জন্য মনোবিদ্যা নিয়ে বেশ লেখাপড়া করেছিল, সে দেখেছিল বর্ণ-বিভেদের একটা অন্যতম ভিত্তি হলো কৃষ্ণাঙ্গদের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠ যৌনক্ষমতা থাকার কারণে শ্বেত পুরুষদের ঈর্ষাকাতরতা। সে বিস্মিত হলো এই দেখে যে একজন শ্বেত মহিলা, যে নিজেও শ্বেত শাসকদের পাহারার আওতার মধ্যে পড়ে, সে অত সহজে এই বাধা এড়িয়ে গেল। একবার নৌকা ভ্রমণের সময় একজন ডাক্তারের সাথে তার দেখা হয়েছিল, যার এই দেশের এক প্রত্যন্ত জেলায় অনেক বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল, যে তাকে বলেছিল যে কালো পুরুষের সাথে দৈহিক সম্পর্ক রাখা শ্বেত মহিলাদের সংখ্যা জানলে টনির চোখ আঁতকে উঠবে। নিজে 'প্রগতিশীলতার' চর্চা করলেও ঐ সময়ে টনি মনে করেছিল সে আসলেই বিস্মিত হবে, তার কাছে তখন ব্যাপারটা ছিল কোনো পশুর সাথে দৈহিক সম্পর্ক রাখার মতো।

BanglaBook.org

তারপরেই তার মন থেকে এই সব বিবেচনাগুলো দূর হয়ে গেল, তার ভাবনাজুড়ে থাকল শুধু মেরির ঘটনাটা, এক হতদরিদ্র ও বিধ্বস্ত মহিলা যে তার স্নায়বিক বিপর্যয়ের একেবারে চূড়ান্ত ধাপে রয়েছে। এই মুহূর্তে মেরি শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, তখনও সে এক হাতে চুল ধরে ছিল। মেরির মুখ, যেটা ছিল উজ্জ্বল ও নিষ্পাপ, যদিও সেই উজ্জ্বলতার মাধ্যমে একটা শূন্যতা ও কিছুটা বোধহীনতা প্রকাশ পাচ্ছিল, সেটা দেখে তার মনে হলো তার এতদিনের সংশয়গুলো ছিল নিতান্তই ভিত্তিহীন।

টনিকে দেখতে পেয়ে মেরি চলার শক্তি হারিয়ে ফেলল, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর নিদারুণ যন্ত্রণায় তার মুখটা ধীরে ধীরে উদাসীন ও নিস্পৃহ হয়ে গেল। টনি এই তড়িৎ পরিবর্তনটা বোধগম্য করতে পারল না। তবে সে অস্বস্তিভরা কণ্ঠে রহস্য করে বলল, "একদা রাশিয়ায় এক রানি ছিলেন যিনি তার গোলামদেরকে মানুষ হিসেবে এতই তুচ্ছ ভাবতেন যে তাদের সামনেই পোশাক খুলে নগ্ন হয়ে যেতেন।" এই দৃষ্টিকোণ থেকেই সে ঘটনাটাকে বিচার করতে পছন্দ করল, এটাকে অন্যভাবে দেখাটা তার জন্য খুবই কঠিন ছিল।

"তুমি কি দেখে ফেলেছ?" অবশেষে সন্দিগ্ধভাবে সে জিজ্ঞাসা করল, তার চোখে-মুখে বিভ্রান্তি।

"কৃষ্ণাঙ্গটা কি সবসময়ই তোমার পোশাক বদলে দেয়?" সে জিজ্ঞাসা করল।

মেরি আচমকা তার মাথা তুলল, তার চোখে তখন চালাকি ভরা। "তার তো করার মতো খুব একটা কাজ নেই," সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল। "তাকে তো অর্থ উপার্জন করতে হবে।"

"এই দেশে এটার রেওয়াজ নেই, আছে কি?" টনি তার বিভ্রান্তির একেবারে গভীর থেকে প্রশ্নটা করল। কথা বলার সময় সে লক্ষ করল যে 'এই দেশ' বাক্যাংশটা বেশিরভাগ শ্বেত মানুষদের জন্য একটা ভ্রাতৃত্ববোধের আহ্বানকে বুঝায়, মেরির কাছে এটা কোনো অর্থ বহন করে না। তার কাছে শুধুমাত্র খামারটাই বাস্তব, এমনকি সেটাও না—শুধুমাত্র এই বাড়িটা আর বাড়ির ভিতরের জিনিসগুলো। টনি তখন ডিকের প্রতি মেরির সম্পূর্ণ উদাসীনতার কারণ বুঝতে পেরে ভয়ানক করুণা অনুভব করল: যেসব জিনিসগুলো মেরির কাজ কর্মের সাথে সাংঘর্ষিক এবং যেগুলো তার আগের শেখা সামাজিক বিধিসমূহকে সমর্থন করে, সেগুলোর পথ সে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

মেরি হঠাৎ বলে উঠল, "তারা বলত আমি ঐরকম না, আমি ঐরকম না, আমি ঐরকম না।" একটা গ্রামোফোন বাজতে বাজতে কোনো এক জায়গায় বেঁধে গেলে যেমন শোনা যায়, তার কথাও সেই রকম শোনা যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

"কীসের মতো না?" টনি নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"ঐরকম না।" বাক্যাংশটার মধ্যে গোপনীয়তা ও ধূর্ততা ছিল, কিন্তু একই সাথে বিজয়ের লক্ষণও ছিল। "হায়, বিধাতা, মহিলাটা একটা বদ্ধ পাগল!" সে স্বগতোক্তি করে উঠল। তারপরেই সে ভাবল আসলেই কি মহিলাটা উন্মাদ? তার পাগল হওয়ার কথা না। এরকম কোনো আচরণ সে করে না। সে এমন সাদামাটা আচরণ করে যেন সে তার গড়ে তোলা একটা নিজস্ব জগতে বাস করে যেখানে অন্যদের মূল্যবোধের কোনো দাম নেই। সে তার নিজের মানুষদের ভুলে গিয়েছিল। তাহলে পাগলামিটা কি একটা আশ্রয়, এর মানে কি এই জগৎ থেকে পশ্চাদপসরণ করা?

এইভাবে টনি দুঃখ ও বিভ্রান্তি নিয়ে পানির ফিল্টারের পাশে রাখা চেয়ারের উপর বসেছিল, বোতল আর গ্লাসটা তখনও তার হাতে ধরা। সে অস্বস্তি নিয়ে মেরির দিকে তাকিয়ে ছিল, যে এমন বিষাদভরা ও শান্ত কণ্ঠে কথা বলা শুরু করল যে সেটা শুনে টনি আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিজেই নিজেকে বলল যে সে পাগল না, অন্তত এই মুহূর্তে না। "আমি এখানে এসেছি অনেক দিন আগে," মেরি বলল, বলার সময় সরাসরি তার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে। "এত আগে যে আমার ভালো মনেও নেই অনেক আগেই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল। কেন যে সেটা করলাম না জানি না। কেন যে এসেছিলাম তাও জানি না। কিন্তু এখন ব্যাপারটা আলাদা, অনেক আলাদা।" সে থামল। তার মুখ সকরুণ, চোখ তো নয় যেন মুখের উপর দু'টো বেদনাহত গর্ত। "আমি কিছু জানি না। আমি বুঝতে পারছি না কেন এইসব ঘটছে? এগুলো ঘটুক আমি তা চাইনি। কিন্তু তার যাওয়া চলবে না, তার যাওয়া চলবে না।" তারপরই একটা ভিন্ন স্বরে সে তাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে কেন এসেছ? তুমি আসার আগে সবকিছু তো ঠিকই ছিল।" সে কান্নায় ভেঙে পড়ল, সেই সাথে বিলাপ করতে লাগল, "তার যাওয়া চলবে না।"

টনি মেরির কাছে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, তখন তার একমাত্র অনুভূতি ছিল করুণার: সে নিজের অস্বস্তি ভুলে গিয়েছিল। একটা শব্দ শুনে সে মাথা ঘুরিয়ে দেখল ভৃত্য মোজেজ্ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তার মুখে শয়তানীভরা হিংস্রতার ছাপ স্পষ্ট।

"বেরিয়ে যাও," টনি বলল, "এখুনি বেরিয়ে যাও বলছি।" সে মেরির ঘাড়ে হাত রাখল, কারণ মেরি ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল, টনির মাংসপেশিতে নখ বসিয়ে দিচ্ছিল।

BanglaBook.org

"বেরিয়ে যাও," টনির ঘাড়ের উপর দিয়ে নেটিভটার দিকে তাকিয়ে মেরি হঠাৎ বলে উঠল। টনি বুঝতে পারল যে সে কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতে চাচ্ছে তার উপস্থিতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করছে সে। একজন শিশু কোনো প্রাপ্ত-বয়স্ক লোককে চ্যালেঞ্জ করার সময় যেভাবে কথা বলে সে ঠিক সেই ভাবে কথা বলছিল।

"ম্যাডাম কি চান যে আমি চলে যাই?"

"হ্যাঁ, চলে যাও।"

"ম্যাডাম কি এই বসের কারণে আমাকে চলে যেতে বলছেন?"

সে যে শব্দগুলো বলল সেই জন্য না, বরং সেগুলো যে ঢংয়ে বলল তাতেই টনি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ছুটে গেল। "বেরিয়ে যা," রাগে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে বলল, "বেরিয়ে যা, নইলে লাথি মেরে বের করে দিব।"

কৃষ্ণাঙ্গটা একটা ধীর ও লম্বা কুদৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল। তারপর সে আবার ফিরে আসল। টনিকে অবজ্ঞাভরে না দেখার ভান করে সে মেরিকে বলল, "ম্যাডাম তো এই খামার ছেড়ে যাচ্ছেন, তাই না?"

"হ্যাঁ," মেরি দুর্বলভাবে বলল।

"ম্যাডাম আর কোনো দিন ফিরে আসবেন না?"

"না, না, না," সে চিৎকার করে বলল।

"আর এই বস্‌ও কি চলে যাবে?"

"না," সে চেঁচিয়ে উঠল, "বেরিয়ে যাও"।

"তুমি কি যাবে?" টনি জোর গলায় চিৎকার করে উঠল। কৃষ্ণাঙ্গটাকে সে মেরেও ফেলতে পারত: মনে হচ্ছিল গলা চেপে ধরে তার জীবন সে বের করে দেবে। মোজেজ্‌ চলে গেল। রান্নাঘর দিয়ে হেঁটে পিছন দরজা দিয়ে তার চলে যাবার শব্দ তারা শুনতে পেল। ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল। মেরি হাতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। "সে চলে গেছে," মেরি কেঁদে উঠল, "সে চলে গেছে," "সে চলে গেছে!" তার কণ্ঠ ছিল উন্মত্তের মতো। তারপর হঠাৎ করেই সে টনিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল এবং তার সামনে পাগল মহিলার মতো দাঁড়িয়ে হিসহিস শব্দ করে বলল, "তুমি তাকে খেদিয়ে দিয়েছ! আর কখনও ফিরে আসবে না সে! তুমি আসার আগে পর্যন্ত সব ঠিক ছিল!" তারপর সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। টনি তার পাশে বসে তাকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগল। তখন সে শুধু একটা ভাবনাই ভাবছিল, "টারনারকে আমি কী বলব?" তবে সে কীইবা

BanglaBook.org

আর বলতে পারত? এমনিতেই লোকটা দুশ্চিন্তায় অর্ধ-পাগল হয়ে গিয়েছে। তাকে কিছু বলাটা খুব নিষ্ঠুর কাজ হবে—তাছাড়া, যেভাবেই হোক, দুই দিনের মধ্যেই তাদের দু'জনই খামার ছেড়ে চলে যাবে।

সে সিদ্ধান্ত নিল যে সে ডিককে আলাদা করে ডেকে নিয়ে কৃষ্ণাঙ্গটাকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করার পরামর্শ দেবে।

তবে মোজেজ ফিরল না। সেই সন্ধ্যায় সে আদৌ সেখানে ছিল না। টনি শুনতে পেল ডিক জিজ্ঞাসা করছিল কৃষ্ণাঙ্গটা কোথায় আর মেরি উত্তর দিল যে 'সে নিজে তাকে বিদায় দিয়ে দিয়েছে।' সে তার কণ্ঠের উদাস নির্লিপ্ততা বুঝতে পারল: সে দেখতে পেল যে মেরি ডিকের দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো বলছিল।

অবশেষে টনি হতাশায় কাঁধ ঝাঁকাল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে সে কিছুই করবে না। পরের দিন সকালে সে স্বাভাবিকভাবে ক্ষেতে চলে গেল। এটা ছিল শেষ দিন, তখনও অনেক কিছু করার বাকি রয়ে গেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

একাদশ অধ্যায়

মেরির ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল, যেন বড়ো কোনো কনুই দিয়ে কেউ তাকে খোঁচা দিয়েছে। তখনও রাত ছিল। ডিক তার পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল। জানালাগুলোর সাথে কজার ঘর্ষণ লেগে ক্যাচক্যাচ শব্দ করছিল, বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে সে দেখতে পেল নক্ষত্রগুলো তাদের অবস্থান পরিবর্তন করছে আর গাছপালার শাখাগুলোর মধ্যে ঝলক দিচ্ছে। আকাশ ছিল দীপ্তিমান, তবে সেখানে শীতল মেঘাচ্ছনতার একটা ছাপ ছিল; নক্ষত্রগুলো আলোকময় হলেও দীপ্তি ছিল মৃদু। কামরাটার ভিতরে আসবাবপত্রগুলো ধীরে ধীরে আলোয় দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল। সে একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পেল যেটা মূলত ছিল আয়নার উপরিভাগ। বাড়ির আঙিনায় একটা মোরগের ডাক শোনা গেল, অসংখ্য উচ্চনাদী কণ্ঠ ভোরের আগমনে সাড়া দিল। দিনের আলো? নাকি চাঁদের আলো? উভয়ই। উভয়টাই একসাথে মিলিত হয়েছিল, আর মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যে সূর্য উঠবে। মেরি একটা হাই তুলে আবার তার ফোলা বালিশে মাথা রেখে হাত-পা এলিয়ে দিল। সে চিন্তা করল যে সচরাচর তার ঘুম থেকে জেগে উঠাটা একটা বিষণ্নতা ও সংগ্রামের ব্যাপার, এটা ছিল বিছানার আশ্রয় থেকে শরীরের অনিচ্ছুক উত্তোলন। আজ সে ভীষণ শান্ত ও স্থির ছিল, মন ছিল নির্মল, শরীর আয়েশী। স্বস্তির আবেশে সে মাথার নীচে দুই হাত আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখল এবং পরিচিত দেয়ালে ও আসবাবপত্রে আঁকড়ে থাকা অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করল। আলসেমি করতে করতে সে কল্পনায় কামরাটাকে আঁকল, যেখানে প্রতিটা আলমারি ও চেয়ার জায়গামতো রাখা, তারপর সে কল্পনায় ঘরের বাইরে চলে গেল, মনে মনে সে

BanglaBook.org

অন্ধকার থেকে ঘরটাকে বের করে ফেলল যেন ঘরটার উপর সে তার হাত দিয়ে রেখেছে। সবশেষে কল্পনায় ঝোপঝাড়ের মাঝে প্রতিস্থাপন করা বিল্ডিংটার দিকে অনেক উঁচু থেকে তাকিয়ে তার মনটা এক করুণ ও শান্তিদায়ক কোমলতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মনে হলো যেন সে ঐ বিশাল করুণা-উদ্রেককর জিনিস, অর্থাৎ খামারটাকে এর সকল অধিবাসীসহ তার নিজের হাতের তালুর মধ্যে ধরে রেখে চারপাশটা ঢেকে রেখেছে যাতে করে এটাকে বাইরের নির্মম সমালোচনাপূর্ণ জগতের দৃষ্টি থেকে আলাদা করা যায়। প্রচণ্ড কান্না পেল মেরির। সে বুঝতে পারল তার গন্ডদেশ দিয়ে অঝোর ধারায় পানি ঝরে তার গায়ে এসে পড়ছে, সে তখন তার চামড়া স্পর্শ করার জন্য গালে আঙুল রাখল। খসখসে ত্বকের সাথে খসখসে আঙুলের ঘসায় সে প্রকৃতিস্থ হলো। নিজের প্রতি হতাশা থেকে সে কাঁদতেই থাকল, যদিও নিজেকে ক্ষমা করার মানসিকতা তার তখনও ছিল। ডিক নড়েচড়ে ঘুম থেকে জেগে একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে বসল। মেরি জানত যে সে অন্ধকারে এপাশ ওপাশ মাথা নেড়ে শোনার চেষ্টা করছিল, স্থির হয়ে শুয়ে থাকল মেরি। সে বুঝতে পারল ডিক দ্বিধাগ্রস্তভাবে হাত দিয়ে তার গন্ড স্পর্শ করল। কিন্তু সেই সংশয়ী আর ক্ষমাপ্রত্যাশী স্পর্শ তাকে বিরক্ত করল, সে একটা ঝাঁকি দিয়ে তার মাথা পিছনে সরিয়ে নিল।

"কী হয়েছে মেরি?"

"কিছু না।"

"এখান থেকে চলে যাবার জন্য কি তোমার খারাপ লাগছে?"

প্রশ্নটা তার কাছে হাস্যকর লাগল, তার বর্তমান অবস্থার সাথে এই প্রশ্নের আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর শুধুমাত্র ঐ দূরবর্তী ও নৈর্ব্যক্তিক করুণা ছাড়া আর কোনো কারণে সে ডিককে নিয়ে ভাবতেও চাচ্ছিল না। সে কি এই শেষ ও সংক্ষিপ্ত সময়ের শান্তির মুহূর্তটুকুও তাকে বাঁচতে দিতে চায় না? "ঘুমিয়ে পড়, এখনও সকাল হয়নি," সে বলল।

মেরির কণ্ঠটা তার কাছে স্বাভাবিক মনে হলো, এমনকি তার প্রত্যাখ্যানও ডিকের কাছে এতই পরিচিত যে এটা তাকে সম্পূর্ণভাবে জাগাতে পারল না। এক মিনিটের মধ্যে সে হাত-পা এলিয়ে দিয়ে এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়ল যেন সে এর আগে একটুও নড়াচড়া করেনি। কিন্তু মেরি তো তাকে ভুলতে পারছিল নাঃ সে জানত যে ডিক তার পাশে শুয়ে আছে, সে নিজের হাত-পায়ের সাথে তার ছড়ানো হাত-পায়ের স্পর্শ অনুভব করতে পারছিল। ডিকের প্রতি একরাশ তিক্ততা নিয়ে মেরি উঠে পড়ল, সে তাকে কখনও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে মেরিকে যে কী ভুলতে হয়েছে ডিকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি তাকে সেই

BanglaBook.org

কথাই মনে করিয়ে যন্ত্রণা দিত। সে দু'হাতে মাথা ঠেকিয়ে সোজা হয়ে বসল, তখন সে আবার সেই মানসিক চাপ অনুভব করতে লাগল, যেটা সে অনেকদিন ধরে করেনি, যেন তাকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত দু'টো শক্ত খুঁটির মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে সে চৈতন্যহীন ও দুর্বলভাবে ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছিল এবং এইভাবে তার মানসজগতের এমন এক এলাকায় ডুবে যেতে চাইছিল যেখানে ডিকের কোনো অস্তিত্ব নেই। কারণ এটা ছিল একটা পছন্দের ব্যাপার, অবশ্য যদি একটা অবধারিত জিনিসকে আদৌ পছন্দ বলা যায়, আর পছন্দটা করতে হচ্ছিল ডিক এবং অন্য কারো মধ্য থেকে, যেখানে ডিক অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। "বেচারা ডিক," তার সাথে ডিকের মধ্যে সৃষ্ট নতুন দূরত্ব থেকে অবশেষে সে শান্তভাবে কথাটা উচ্চারণ করল। আতংকের একটা কম্পন তাকে স্পর্শ করল, এটা ছিল আতংকের সেই সংকেত যেটা পরবর্তীতে তাকে গ্রাস করবে। সে সেটা জানত, সে নিজেকে স্বচ্ছ ও অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন ভাবল, যে কিনা সবকিছু ধারণ করে। তবে ডিককে ছাড়া। নাঃ সে ডিকের দিকে তাকাল, কম্বলের ভিতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল সে, অগ্রসরমান ভোরের আলোয় তার মুখটা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। আলোটা প্রবেশ করছিল জানালার নীচের অংশের গ্রিল দিয়ে, এর সাথে প্রবেশ করছিল উষ্ণ মৃদুমন্দ বাতাস। শেষবারের মতো সে বলল, "বেচারা ডিক," এরপর সে আর তাকে নিয়ে চিন্তা করল না।

সে বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে যেয়ে দাঁড়াল। চৌকাঠের নীচের অংশ তার উরু বরাবর পড়ল। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে সে ভূমি স্পর্শ করতে পারত, ভূমিটা মনে হলো ক্রমশ উঁচু হয়ে বাইরের গাছপালা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তখন আকাশে কোনো তারা ছিল না। আকাশটা ছিল রঙবিহীন ও বিশাল। তৃণভূমিটা ছিল নিষ্প্রভ। সবকিছুই যেন রঙিন হবার অপেক্ষায় ছিল। গাছের পাতার ফাঁকের মধ্যে সবুজের ইঙ্গিত ছিল, আকাশে ছিল নীলাভ উজ্জ্বলতা, এবং প্রোয়েনসেটিয়া ফুলের স্বচ্ছ তারকাখচিত নকশা টকটকে লালের অনমনীয় উপস্থিতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

ধীরে ধীরে আকাশে একটা অলৌকিক গোলাপি আভা ভেসে উঠল, এটার সাথে মেশার জন্য গাছেরাও যেন লাফ দিয়ে উপরে উঠে গোলাপি রঙে উদ্ভাসিত হলো, প্রভাতের আগমনে মেরির চোখে জগৎটা যেন রঙ আর রূপের সাজে সজ্জিত হয়ে ধরা পড়ল। রাত গত হলো। যখন সূর্য উদয় হলো, সে ভাবল তার নিজের মুহূর্তগুলোও গত হয়ে যাবে, এটা ছিল ক্ষমাশীল বিধাতা প্রদত্ত শান্তি এবং ক্ষমার এক অলৌকিক মুহূর্ত। সে নিজে সংকুচিত ও স্থির হয়ে তার সুখের শেষ ছিটেফোঁটা আঁকড়ে ধরে জানালার চৌকাঠের সাথে মিশে গেল, তার মনটা তখন

আকাশের মতোই স্বচ্ছ। কিন্তু কেন এই শেষ সকালটাতে সে একটা ঝরঝরে ঘুম থেকে প্রশান্তি সহকারে জেগে উঠল? সাধারণত তার ক্ষেত্রে যেটা হয়, আজেবাজে স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে সেই স্মৃতি তাকে দিনভর বয়ে বেড়াতে হতো, যার ফলে কখনও কখনও তার কাছে রাত এবং দিনের আতংকের মাঝে কোনো বিভাজন আছে বলে মনে হতো না, সেরকম আজ কেন হলো না? তাকেই বা কেন এখানে দাঁড়িয়ে থেকে দারুণ ও গভীর উল্লাসে সূর্যোদয় দেখতে হলো, যেন তার জন্য পৃথিবীটা নতুন করে তৈরি হচ্ছে? সে তখন তরতাজা আলো এবং রঙের মধ্যে, চমৎকার শব্দ এবং পাখির ডাকের মধ্যে অবস্থান করছিল। গাছগুলো উচ্চনাদী শব্দ করা পাখিতে ভরে গিয়েছিল, যারা সমস্বরে গান গেয়ে তার নিজের সুখের কথা প্রচার করে তা আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। নিজেকে উড়ন্ত পালকের মতো হালকা লাগছিল তার, সেই অবস্থায় সে ঘর ছেড়ে বারান্দায় যেয়ে দাঁড়াল। সে মুগ্ধ হলো: এতই মুগ্ধ যে সে গভীর নীলের সাথে লালের রেখা আবছাভাবে মেশানো বিস্ময়করভাবে উদ্ভাসিত আকাশ, গায়ক পাখিতে ভরা সুন্দর ও স্থির গাছের সারি এবং বাতাসে টকটকে লাল ছড়ানো তারকাখচিত উজ্জ্বল পোয়েনসেটিয়া ফুলের সমাহারকে প্রায় সহ্যই করতে পারছিল না।

আকাশের কেন্দ্র থেকে লাল ছড়িয়ে পড়ে মনে হলো টিলাগুলোর উপরের ধোঁয়াটে কুয়াশাকে ঈষৎ রঞ্জিত এবং গাছগুলোকে একধরনের উষ্ণ হরিদ্রাবর্ণের আলোয় আলোকিত করছিল। পুরো জগৎটাই রঙের অলৌকিক মেলা, এবং এই সবকিছু তারই জন্য, শুধু তারই জন্য! সে মুক্তির আস্বাদনে এবং ফুরফুরে জয়ের আনন্দে কাঁদতে পারত। তারপর সে সেই শব্দ শুনতে পেল যেটা সে কখনও সহ্য করতে পারত না, সেটা হলো, গাছপালার ভিতর থেকে প্রথম ঘুগরাপোকার ডাক। এটা ছিল সূর্যের নিজের শব্দ, সে সূর্যকে কতটাই না ঘৃণা করত! সেটা এখন উদয়ের পথে, কালো পাথরের পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঁকা রেখা দেখা যাচ্ছিল, তারপরেই এক উষ্ণ হলুদ আলোর ছটা নীল আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। ঘুগরাপোকাগুলো একের পর এক সেই দীর্ঘ উচ্চনাদী শব্দের কোরাসে যোগ দিল, যার ফলে তখন শোনার মতো কোনো পাখির শব্দই আর থাকল না, বরং তার কাছে সেই তাৎক্ষণিক চাপা চিৎকারগুলো নিজের কেন্দ্রে ঘূর্ণনরত অবস্থায় সূর্যের শোরগোল বলে মনে হলো, সেগুলো ছিল কর্কশ তামাটে আলোর শব্দ, পুঞ্জিভূত তাপের শব্দ। তার মাথা টিপ টিপ করতে লাগল, কাঁধ ব্যথা করতে লাগল। নিস্প্রভ লাল চাকতিটা লাফ দিয়ে টিলার উপরে উঠল, তখন আকাশ থেকে রঙ মিলিয়ে যেতে শুরু করল, সাথে সাথে সূর্যের আলোয় ঢাকা একটা রুগ্ন ভূদৃশ্য তার সামনে হাজির হলো, যেখানে মেটে রঙ এবং ধূসর ও জলপাইয়ের মতো সবুজ

BanglaBook.org

রঙের সমাহার গাছপালার মাঝে দীর্ঘসময় ধরে স্থায়ী হয়ে পাহাড়গুলোকে ম্লান করে দিচ্ছিল। তার মাথার উপরে আকাশটা বদ্ধ হয়ে গেল, সেটার সাথে মিশে যাবার জন্য ধোঁয়ার পাতলা হলুদাভ কুণ্ডলী উপরে উঠছিল। পৃথিবীটা ছিল তাপ, কুয়াশা এবং আলোময় এক ছোটো কামরার মধ্যে আবদ্ধ।

কাঁপতে কাঁপতেই তার মনে হলো যে সে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, চারদিকে তাকাল সে, এবং জিহ্বা দিয়ে তার শুষ্ক ঠোঁট স্পর্শ করল। সে পাতলা ইটের দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে ছড়ানো হাতের তালু উপরের দিকে রেখে বসে ছিল, যেন সে দিনের আগমনকে প্রতিহত করছিল। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে দেয়াল থেকে সরে যেয়ে সে যেদিকে ঝুঁকে ছিল সেদিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। "সেখানে," সে জোরে জোরে বলল, "এটা সেখানেই থাকবে।" তার নিজের কণ্ঠের শান্ত, ভবিষ্যৎসূচক এবং অবধারিত ধ্বনি একটা সর্তক সংকেতের মতো তার কানে বাজল। এই অনিষ্টকর বারান্দাটাকে এড়ানোর জন্য হাতদু'টো মাথায় চেপে ধরে সে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

ডিক জেগে ছিল, বাইরে যেয়ে ঘণ্টা বাজানোর জন্য সে সবেমাত্র ট্রাউজার পরছিল। ঢং ঢং শব্দ শোনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল মেরি। শব্দটা আসল, সেই সাথে আতংকটাও ফিরে আসল। সে নিশ্চয় কোথাও দাঁড়িয়ে থেকে ঘণ্টার শব্দ শুনছে, যেটা শেষ দিনের ঘোষণা দিচ্ছিল। মেরি তাকে পরিষ্কার দেখতে পারছিল। সে কোথাও একটা গাছের নীচে কাণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করছিল। মেরি সেটা জানত, কিন্তু এখুনি না, সে নিজেকে বলল, এখনও সময় হয়নি, তার সামনে এখনও সারাটা দিন পড়ে আছে।

"পোশাক পরে নাও, মেরি।" ডিক শান্ত কণ্ঠে তাগাদা দিয়ে বলল। একই কথা আবার বলায় সেটা মেরির মস্তিষ্কের ভিতরে প্রবেশ করল, সে তখন বাধ্যগতভাবে শোবার ঘরে প্রবেশ করে পোশাক পরতে লাগল। বোতাম হাতড়াতে হাতড়াতে সে থেমে গেল, তারপর দরজার কাছে যেয়ে সে মোজেজকে ডাক দিতে গেল। মোজেজ তার পোশাক বেঁধে দিত, তার হাতে ব্রাশ তুলে দিত, চুল পরিপাটি করে দিত, এবং তার সব দায়িত্ব নিত, যাতে করে মেরির নিজের সম্পর্কে কোনোকিছু ভাবতে হতো না। পর্দার ভিতর দিয়ে সে দেখতে পেল ডিক এবং ঐ যুবক টেবিলে বসে খাবার খাচ্ছিল, যে খাবার সে রান্না করেনি। তখন সে মনে করতে পারল যে মোজেজ এই জায়গা ছেড়ে চলে গেছে, তার সারা শরীর জুড়ে স্বস্তির ঢেউ বয়ে গেল। সারাদিন সে সম্পূর্ণ একা থাকবে, সে সেই বাকি কাজটার দিকে মনোযোগ দিতে পারবে। সে দেখল যে ডিক বিষণ্ন মুখে উঠে পড়ে পর্দাটা আড়াআড়ি করে টানল সে তখন বুঝল যে সে অন্তর্বাস পরে ঐ যুবকের

BanglaBook.org

সামনে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। কিন্তু ক্রোধ এসে লজ্জাটাকে দূর করে দেবার আগেই সে ডিক এবং ঐ যুবকের কথা ভুলে গেল। সে তার পোশাক পরা শেষ করল, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে, প্রতিটা নড়াচড়ার আগে দীর্ঘ বিরতি নিয়ে—কারণ তার কি সারাটা দিন পড়ে নেই? সবশেষে সে বাইরে আসল। টেবিলটা থালাবাসনে ভরে গিয়েছে, তারা দু'জনেই কাজে চলে গেছে। একটা বড়ো বাসনে পাতলা সাদা চর্বি লেগে ছিল, সেটা দেখে সে ভাবল তারা হয়ত বেশ আগেই বেরিয়ে গেছে।

অনীহা নিয়ে সে প্লেটগুলো জড়ো করে রান্নাঘরে নিয়ে আসল এবং বেসিনটা পানি দিয়ে ভর্তি করল, তারপর সে যে কী করছিল তা নিজেই ভুলে গেল। হাতদু'টো অলসভাবে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সে ভাবল, "বাইরের কোথাও গাছপালার ভিতরে সে অপেক্ষা করছে। আতংকে সে পুরো বাড়ি ছুটোছুটি করে বেড়াল, সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিল, সবশেষে বিধ্বস্ত হয়ে সোফায় এসে বসে থাকল, যেমন করে কুকুরের এগিয়ে আসা দেখে খরগোশ একটা ঘাসের গুচ্ছের মধ্যে গুটিসুটি মেরে পালিয়ে থাকে। কিন্তু এখন অপেক্ষা করে কাজ নেই, তার মন বলছিল যে রাত আসার আগ পর্যন্ত সারাটা দিন পড়ে আছে। আবার তার চিন্তাভাবনা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

এসব হচ্ছেটা কী? সে নিরানন্দভাবে ভাবছিল, তখন সে চোখে আঙুল চেপে ধরেছিল যাতে করে চোখ থেকে হলুদ আলোর ফোয়ারা ছোটে। আমি বুঝতে পারছি না, সে বলল, আমি বুঝতে পারছি না   সে নিজে ঘরের উপরে কোনো এক অদৃশ্য পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে এজলাসে বসা বিচারকের মতো নীচের দিকে তাকিয়ে আছে, এই কল্পনাটা আবার তার কাছে ফিরে আসল, তবে এবার এটা কোনো মুক্তির বার্তা বয়ে আনল না। সেই ক্ষণিকের নির্দয় স্পষ্টতার মধ্যে নিজেকে দেখাটা তার জন্য খুব যন্ত্রণাদায়ক ছিল। এভাবেই, যখন সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, তারা তাকে দেখবে, সে যেমন এখন নিজেই নিজেকে দেখছে এক খুঁতখুঁতে, কুৎসিত আর করুণ মহিলা হিসেবে, যার জীবনে যা ছিল তার কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধুমাত্র একটা চিন্তা ছাড়া, সেটা হলো: তার এবং ক্রুদ্ধ সূর্যের মধ্যে রয়েছে এক ফালি অমসৃণ লৌহখণ্ড: তার এবং নিয়তি-নির্ধারিত অন্ধকারের মধ্যে অবস্থান করছে এক চিলতে দিনের আলো। সময় তখন স্থানের বৈশিষ্ট্য নিতে শুরু করেছিল যেখানে মেরি ভারসাম্য রেখে মধ্য আকাশে দাঁড়িয়েছিল, একই সাথে সে দেখছিল মেরি টারনার সোফার এক কোনায় দোল খেতে খেতে বিলাপ করছে, সে আরও দেখল যে তার মুষ্টি তার চোখে লাগানো, মেরি টারনার পরিচয়ের যে বোকা মেয়ে, সে কিনা নিজের অজান্তেই এই গন্তব্যে ভ্রমণ করছে। আমি বুঝতে পারছি

BanglaBook.org

না, সে আবার বলল। আমি কিছুই বুঝি না। সেখানে পাপ আছে, কিন্তু কীসে সেই পাপ সেটাতো আমি জানি না। এমনকি শব্দগুলো তার নিজের না। মানসিক ক্লান্তিতে সে গোঙাচ্ছিল, হতবুদ্ধিকর বিচারের সম্মুখে নিজেকে তুলে ধরে শুধু এটুকুই জানল যে সে অবর্ণনীয় কষ্ট আর যন্ত্রণা সহ্য করছে। কারণ পাপ এমন একটা জিনিস যেটা সে অনুভব করতে পারছিলঃ সে তো এটার সাথে অনেক বছর ধরে বসবাস করেছে। কত বছর হবে? খামারে আসারও অনেক আগে থেকে! এমনকি সেই মেয়েটা পর্যন্ত সেটা জানত। কিন্তু সে কী করেছিল? আর সেটা কেমন ছিল? কী করেছিল সে? তার নিজের ইচ্ছায় সে কিছুই করেনি। ধাপে ধাপে সে এখানে এসেছে, ইচ্ছাশক্তিহীন এক মহিলা যে ময়লার গন্ধযুক্ত ধ্বংসপ্রায় এক সোফার উপর বসে থেকে সেই রাতের জন্য অপেক্ষা করছে যেটা তাকে শেষ করে দেবে। সে সেটা সঠিকভাবেই জানত! কিন্তু কেন? কীসের বিরুদ্ধে সে পাপ করেছে? একদিকে তার নিজের বিরুদ্ধে নিজের দেয়া রায় এবং অন্যদিকে না বুঝেই কোনো এক অজানা শক্তি দ্বারা তাড়িত হওয়ার কারণে তার নির্দোষত্ববোধ, এই দু'য়ের মধ্যে সংঘর্ষ তার অন্তর্দৃষ্টির অবিচ্ছিন্নতায় ফাটল ধরিয়ে দিল। চকিত ভয়ে সে ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা তুলল, সে তখন শুধু এটাই ভাবছিল যে গাছপালাগুলো বাড়িটাকে ঠেসে ধরছিল, তারা দেখছিল এবং রাতের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে ভাবল, সে চলে গেলে এই বাড়ি ধ্বংস করে ফেলা হবে। এটাকে হত্যা করবে চারপাশের ঝোপঝাড়, যারা এটাকে ঘৃণা করত এবং সবসময় এটার চারিদিকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সেই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করত যখন তারা আরো এগিয়ে এসে এটাকে এমনভাবে চিরকালের জন্য ঢেকে দিতে পারবে যাতে আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। সে পচন ধরা আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামসহ ফাঁকা ঘরটা দেখতে পাচ্ছিল। প্রথমে আসবে ইঁদুর, এখুনি রাতের বেলা তারা তাদের লম্বা তারের মতো লেজ টানতে টানতে ঘরের ডাবের উপরে দৌড়াদৌড়ি করে। তারা পাল ধরে আসবাবপত্র ও দেয়ালের উপর এসে সেগুলো কুরে কুরে খাবে এবং ভিতরের জিনিসপত্র বের করে আনবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ইট ও লোহা ছাড়া আর কিছু বাকি থাকে, তখন তাদের মলমূত্রে মেঝেটা পুরু হয়ে উঠবে। তারপরে ঐ তৃণভূমি থেকে বিশাল আকারের কালো গুবরে-পোকারা হামাগুড়ি দিয়ে এসে ইটের ফাটলের ভিতরে বাসা বাঁধবে। কিছু গুবরে-পোকারা এই ঘরে এখনো আছে, যেগুলো তাদের স্পর্শ করার প্রত্যঙ্গ দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করে এবং তাদের রঙ মাখানো ছোটো চোখ দিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। তারপর আসবে বৃষ্টি। আকাশ থাকবে পরিষ্কার, গাছেরা সতেজ ও সুস্পষ্ট হবে, এবং বাতাস পানির মতো ঝিলিক দেবে। রাতের বেলা ছাদের উপর ঝমঝম করে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়তে থাকবে। তখন ঘরের চারপাশের ফাঁকা জায়গায় ঘাসেরা লাফ

BanglaBook.org

দিয়ে দিয়ে বেড়ে উঠবে, তাদেরকে অনুসরণ করবে ঝোপঝাড়, এবং পরের বছর আসতে না আসতেই লতা-পাতারা বাড়তে বাড়তে বারান্দার উপর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে গাছের টবগুলোকে ভেঙে ফেলবে, কাজেই তারা ধসে যেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা ভেজা আগাছার স্তূপে পরিণত হবে। সেই সাথে ব্লাকজ্যাকের পাশাপাশি বেড়ে উঠবে জেরানিয়াম। গাছের একটা শাখা জানালার ভাঙা কাঁচ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবে, তারপর খুব ধীরে ধীরে গাছের একটা অংশ এসে দেয়ালের ইটে ঠাসা দিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা হেলে পড়ে এবং ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে যায়। ঘরটা তখন এক করুণ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হবে, যেখানে শুধুই থাকবে ঝোপঝাড়ের ভিতরে টিনের নীচে পড়ে থাকা মরিচা ধরা লোহার পাত, আর থাকবে ব্যাঙ জাতীয় প্রাণী, ইঁদুরের লেজের মতো লম্বা লেজওয়ালা প্রাণী এবং শামুকের মতো মোটা সাদা প্রাণীগুলো। অবশেষে ঝোপঝাড় এসে মাটিতে বসে যাওয়া স্তূপটাকে ঢেকে দেবে, তখন আর কিছুই সেখানে অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষজন এসে বাড়িটার খোঁজ করবে। তারা গাছের গুঁড়ির সাথে ঠেস দিয়ে রাখা একটা পাথরের কাছে এসে বলবে, "এটাই টারনারদের পুরোনো বাড়ি। আজব ব্যাপার, ঝোপঝাড়েরা এত তাড়াতাড়ি একটা পরিত্যক্ত জায়গাকে ঢেকে ফেলে!" তারপর চারপাশে আঁচড় দিতে দিতে জুতার আগা দিয়ে একটা গাছের চারা সরিয়ে এগিয়ে গেলে তারা হয়ত গাছের কাণ্ডের সাথে গেঁথে থাকা দরজার হাতল দেখতে পাবে, অথবা হয়ত নুড়ির গাদার মধ্যে চিনামাটির বাসনপত্রের একটা খণ্ড দেখতে পাবে। তারপর আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলে লালচে মাটির একটা ঢিবি দেখবে যার কিছু কিছু জায়গা মৃত ব্যক্তির চুলের মতো পচা খড়ে উঁচু হয়ে থাকবে, সেটা হলো ঐ ইংরেজ ব্যক্তির কুঁড়ের অবশিষ্টাংশ। আরো একটু দূরে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে ভাঙা ইট পাথরের গাদা যেটা দোকানঘরটার ধ্বংসের ইঙ্গিত দেবে। ঘর, দোকান, পাখিদের খোঁয়াড়, কুঁড়ে—কোনো কিছুই তখন থাকবে না, সবগুলোর উপরে ঝোপঝাড় গজাবে! তার মনটা গাছের সবুজ ভেজা শাখা-প্রশাখা, ঘন ভেজা ঘাসে ভরে গেল। তারপরই তার মনশ্চক্ষের দৃশ্যাবলির যবনিকাপাত ঘটল।

সে মাথা তুলে চারপাশটা দেখল। সে টিনের চালের ছোটো কামরাটায় বসে ছিল, ঘেমে গোসল করে ফেলেছিল সে। জানালা বন্ধ থাকায় গরম ছিল সহ্যসীমার বাইরে। সে দৌড়ে বাইরে চলে গেল: ওখানে বসে থেকে কাজ কী, শুধু অপেক্ষা কখন দরজা খুলে সাক্ষাৎ মৃত্যু প্রবেশ করবে? ঘর থেকে বেরিয়ে সে শক্ত পোড়া মাটি যেখানে বালির কণাগুলো চিকচিক করছিল তার উপর দিয়ে দৌড়ে গাছের সারির দিকে এগিয়ে গেল। গাছেরা তাকে ঘৃণা করত, কিন্তু সে তো ঘরের মধ্যে থাকতে পারছিল না। গাছপালার নীচে প্রবেশ করার সাথে সাথে সে শরীরের উপর

BanglaBook.org

গাছের ছায়া অনুভব করতে পারল, চারদিকে শুনতে পেল ঘুগরাপোকাদের বিরামহীন চিৎকার। সে সোজা ঝোপের মধ্যে হেঁটে গেল এই চিন্তা করতে করতে, "আমি তার সাথে দেখা করব, তাহলেই সব শেষ হয়ে যাবে।" বিবর্ণ ঘাসের ছোটো ঢিবির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হোঁচট খাচ্ছিল সে, ঝোপের সাথে তার পোশাক বেঁধে যাচ্ছিল। অবশেষে সে একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখল, তার কানে ভেসে আসছিল অসংখ্য শব্দের মিছিল, তার গায়ের চামড়ায় জ্বলনি ধরেছিল। সেখানে সে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু শব্দটা ছিল অসহ্য! শব্দের উন্মত্ততার মাঝে সে আটকে পড়েছিল। সে আবার তার চোখ খুলল। তার একদম সামনে একটা চারাগাছ ছিল যার ধূসর কাণ্ড এতই গিঁটযুক্ত ছিল যেন এটা একটা গ্রন্থিযুক্ত প্রাচীন গাছ। কিন্তু সেগুলো আসলে গিঁট ছিল না, কুৎসিত ছোটো গুবরেপোকাগুলোর মধ্যে তিনটা পোকা সেখানে উবু হয়ে বসে ছিল, শব্দের গান গেয়ে তারা সময় কাটাচ্ছিল, মেরির উপস্থিতি, এমনকি চারপাশে কোনো কিছুর উপস্থিতি সম্পর্কে তারা ছিল বিস্মৃত, একমাত্র জীবনদানকারী সূর্য বাদে অন্য সবকিছুর প্রতি তারা ছিল অন্ধ। মেরি আরো কাছে এসে তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। এই ছোটো গুবরেপোকাগুলো এত অসহ্যরকমের শব্দ করছে! আগে কোনোদিন সে গুবরেপোকা দেখেনি। সেখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎই তার মনে হলো যে অতগুলো বছর ধরে সে অনেক একর ঝোপঝাড় পরিবেষ্টিত ঐ বাড়িতে বাস করেছে, অথচ সে কখনও গাছ-গাছালির মধ্যে প্রবেশ করেনি, নির্দিষ্ট পথের বাইরে কখনও হাঁটেনি। আর অতগুলো বছর ধরে সে তপ্ত ও শুষ্ক মাসগুলোতে ক্লান্ত-বিরক্ত হয়ে ঐ ভয়াবহ কর্কশ শব্দ শুনেছে, অথচ যারা সেই শব্দ সৃষ্টি করত, সেই গুবরেপোকাই সে এতদিন দেখেনি। চোখ উপরে তুলে সে দেখল যে সে পূর্ণ সূর্যের নীচে দাঁড়িয়ে আছে, যেটা এতই নিচু যে তার মনে হলো হাত বাড়িয়েই সে সেটাকে ধরে আকাশ থেকে ছিঁড়ে আনতে পারবে: বিশাল লাল এক সূর্য যেটা ধোঁয়ায় আবৃত হয়ে আছে। সে তার হাত উপর দিকে বাড়িয়ে দিতেই সেটা এক থোকা পাতার সাথে ঘষা খেল, আর কী যেন একটা পতপত শব্দ করে উড়ে গেল। ভয়ে ছোটো একটা গোঙানি দিয়ে সে ঝোপঝাড় এবং ঘাসের মধ্য দিয়ে দৌড় দিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় চলে আসল। নিজের গলা আঁকড়ে ধরে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকল সে।

বাড়ির বাইরে এক কৃষ্ণাঙ্গ দাঁড়িয়ে ছিল। ভয়ে নিজের ভিতর থেকে উঠে আসা তীব্র আর্তনাদ দমন করার জন্য মেরি গালের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। তারপর সে দেখল যে এটা অন্য এক কৃষ্ণাঙ্গ যে হাতে একখণ্ড কাগজ ধরে রেখেছে। সে এমনভাবে ধরে রেখেছে যেমনটা অশিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গরা ছাপার কাগজ নিয়ে সবসময় করে থাকে: এটা যেন এমন কিছু যা তাদের মুখের উপর বিস্ফোরিত

BanglaBook.org

হতে পারে। সে তার কাছে যেয়ে কাগজটা নিল। এখানে লিখা ছিল: "দুপুরের খাবারের জন্য বাড়ি আসব না। জিনিসপত্র পরিষ্কার করতে খুব ব্যস্ত আছি। চা এবং স্যান্ডউইচ্ পাঠাও।" তাকে জাগানোর মতো অত ক্ষমতা বাইরের জগৎ থেকে আসা এই ছোটো তাগিদপত্রটার ছিল না বললেই চলে। আবার সেই ডিক, সে বিরক্তির সাথে ভাবল। কাগজটা হাতে নিয়ে সে ঘরের ভিতরে আসল, রাগের সাথে ধাক্কা দিয়ে জানালাগুলো খুলল সে। সে বারবার বলার পরেও জানালাগুলো খোলা না রেখে ভৃত্যটা কী বোঝাতে চাইত সে কাগজটার দিকে দৃষ্টি দিল, এটা কোথা থেকে এসেছে? সোফার উপরে বসে চোখ বন্ধ করে রাখল সে। ঘুমের একটা ধূসর কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনল, চমকে উঠল সে; তারপর আবার সে বসে পড়ল, কাঁপতে কাঁপতে তার আসার জন্য অপেক্ষা করছিল সে। দরজায় আবার শব্দ শোনা গেল। ক্লান্তিতে পা টেনে টেনে সে দরজার কাছে গেল। বাইরে কৃষ্ণাঙ্গটা দাঁড়িয়ে ছিল। "তুমি কী চাও?" সে জিজ্ঞাসা করল। দরজা দিয়ে সে টেবিলের উপর রাখা কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন তার মনে পড়ল যে ডিক তো তাকে চা পাঠাতে বলেছিল। সে চা তৈরি করে এটা দিয়ে একটা হুইস্কির বোতল ভরে ভৃত্যটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল, স্যান্ডউইচের কথা সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। তার মনে ছিল তখন চিন্তা ছিল যে ঐ যুবকের পানির পিপাসা লাগতে পারে, এই দেশটার সাথে সে অভ্যস্ত না। "এই দেশটা" বাক্যাংশটা ডিকের চেয়েও বেশি মাত্রায় তার চৈতন্যে সাড়া জাগিয়ে তাকে ভাবিত করে তুলল, ঠিক একটা স্মৃতির মতো, যে স্মৃতি সে পুনরায় মনে করতে চাইত না। তবে সে ঐ যুবককে নিয়ে ভাবতেই থাকল। বন্ধ চোখের পাতার পিছনে সে তার অতিশয় নবীন, মসৃণ ও বন্ধুত্বসুলভ মুখটা দেখতে পেল। যুবকটা তার প্রতি সদয় ছিল, সে তাকে কোনো দোষারোপ করেনি। হঠাৎ মেরি দেখতে পেল সেই যুবকের চিন্তাটাই তার মাথায় আটকে আছে। সে তাকে রক্ষা করবে। মেরি তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করবে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সে শুকিয়ে যাওয়া ঝিলের বিস্তীর্ণ এলাকার দিকে তাকিয়ে থাকল। গাছের ঝোপের মধ্যে কোনো এক জায়গায় সে অপেক্ষা করছে, শুষ্ক ঝিলের মধ্যে কোনো এক জায়গাতেই যুবকটা আছে, রাত নামার আগেই সে এসে তাকে উদ্ধার করবে। মেরি চোখের পলক প্রায় না ফেলেই যন্ত্রণাদায়ক সূর্যের আলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু নীচের ঐ বড়ো জমিতে হয়েছেটা কী, যেটাকে সে বছরের এই সময়টাতে সবসময় নিষ্প্রভ লালের উন্মুক্ত প্রান্তর হিসেবে দেখে এসেছে! এখন তো দেখা যাচ্ছে সেখানে ঝোপঝাড় আর ঘাসে ভরে গেছে। এরই মধ্যে ভয় তাকে গ্রাস করল, সে মারা যাবার আগেই ঝোপঝাড়েরা খামারটাকে জয় করছিল, ঐ মনোরম লাল ভূমিটাকে গাছ ও ঘাস দিয়ে ভরে দেবার জন্য অগ্রবর্তী দল

BanglaBook.org

পাঠাচ্ছিল, ঝোপেরাও জানত সে মারা যাবে! কিন্তু সেই যুবক অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে সে যুবকটার এবং সেই সাথে তার দেয়া উষ্ণ আরাম ও তার নিরাপদ বাহুর কথা চিন্তা করল। বারান্দার দেয়ালে হেলান দিতে যেয়ে সে জেরেনিয়াম ফুলের গাছই ভেঙে ফেলল। সেই অবস্থায় সে ঝোপঝাড় ও ঝিলের মাঝখানের ঢালের দিকে তাকিয়ে থেকে লালচে ধুলার পুচ্ছ দেখার চেষ্ট করল, যেটা দেখে বোঝা যাবে মোটরগাড়িটা আসছে। কিন্তু তাদের তো এখন কোনো গাড়ি নেই, তাদেরটা তো বিক্রি করে দেয়া হয়েছে . তার শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেল, সে তখন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় চোখ বন্ধ করে বসে পড়ল। যখন সে চোখ খুলল, তখন দিনের আলো ম্লান হয়ে গেছে, গাছের ছায়া ঘরটার সামনে পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছিল। বাতাসে তখন শেষ বিকেলের অনুভূতি, সন্ধ্যার ভাপসা ও ধুলামাখা আভাটা ছিল যেন হলুদ আলোর শব্দ করা ঘণ্টা যেটা তার মাথায় এসে যন্ত্রণার মতো বিঁধল। সে ঘুমিয়ে ছিল। শেষের এই দিনের পুরোটাই সে ঘুমিয়ে কাটাল। তাহলে কি তার ঘুমিয়ে থাকার সময় সে ঘরে এসে তাকে খোঁজাখুঁজি করছিল? বেপরোয়া সাহসের তোড় নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, তারপর সামনের কামরার দিকে এগিয়ে গেল। এটা ছিল ফাঁকা। তবে মেরি সন্দেহাতীতভাবেই জানত যে তার ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় সে এখানে এসেছিল, তাকে দেখার জন্য জানালা দিয়ে উঁকি মেরেছিল। রান্নাঘরের খোলা দরজাই এর প্রমাণ। সম্ভবত এটাই তার ঘুম ভাঙিয়েছে—তার এখানে আসা, তার দিকে উঁকি মারা, সম্ভবত তাকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়া? সে পিছিয়ে এসে কাঁপতে লাগল।

তবে ঐ যুবকটাই তাকে উদ্ধার করবে। অচিরেই সে আসবে, এই চিন্তা করে মেরি শক্তি ফিরে পেল, সে পিছন দরজা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে তার কুঁড়েটোর দিকে যেতে থাকল। নিচু ইটের সিঁড়ি ভেঙে উঠে মাথা নিচু করে ভিতরে প্রবেশ করল। অহো! এখানকার শীতলতা তার ত্বকে এত চমৎকার লাগছিল! দু'হাতের উপর মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে সে বিছানার উপর বসল, সিমেন্টের মেঝের মৃদু ঠান্ডা তার পায়ে এসে লাগছিল। শেষে একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে পড়ল সে, কারণ তার আবার ঘুমিয়ে যাওয়া চলবে না। কুঁড়েটোর বাঁকা দেয়ালের সাথে ছিল জুতার সারি। সেগুলোর দিকে সে বিস্ময়ভরে তাকিয়ে থাকল। এই ধরনের সুন্দর ফিটফাট জুতা সে অনেক বছর দেখেনি। সে একটা জুতা হাতে তুলে নিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চকচক করা চামড়া স্পর্শ করল, তারপর কাছ থেকে তাকিয়ে লেবেল দেখল, সেখানে লিখা ছিল: 'জন্ ক্রাফটস্ম্যান, এডিনবুরা'। কোনো কারণ ছাড়াই সে হেসে উঠল। তারপর সে এটা রেখে দিল। মেঝের উপর বড়ো একটা সুটকেস রয়েছে যেটা সে উঁচু করতে পারল না। সে এটাকে ধপাস করে মেঝের উপর

BanglaBook.org

রাখল। বই! তার বিস্ময় আরো গভীর হলো। এতকাল বইয়ের সংস্পর্শে না থাকার ফলে এখন পড়তে যেয়ে তার কষ্ট হচ্ছিল। সে শিরোনামগুলোর দিকে তাকাল: রোডজ্ এবং তার প্রভাব: রোডজ্ এবং আফ্রিকার স্পিরিট: রোডজ্ এবং তার মিশন। 'রোডজ্', সে অস্পষ্টভাবে জোরে জোরে বলে উঠল। শুধুমাত্র স্কুলে যেটুকু পড়ানো হয়েছিল তার বাইরে রোডজ্ সম্পর্কে সে কিছু জানত না, আর সেটাও ছিল খুব সামান্য। মেরি জানত যে সে একটা মহাদেশ জয় করেছিল। "একটা মহাদেশ জয় করেছিল", সে উচ্চস্বরে বলে উঠল,' এতদিন পরেও ব্যাকাংশটা মনে করতে পেরে সে গর্ববোধ করছিল। "মাটিতে একটা গর্তের পাশে পানির পাত্র উল্টানো অবস্থায় রেখে তার উপর বসে রোডজ্ ইংল্যান্ডে তার বাড়ির স্বপ্ন দেখছিল, আর স্বপ্ন দেখছিল জয়ের অপেক্ষায় থাকা পশ্চাদ্‌ভূমির।" মেরি হাসতে লাগল, ব্যাপারটা তার কাছে দারুণ মজাদার লাগল। তারপর ঐ ইংরেজ যুবক, রোডজ্ এবং বইয়ের কথা ভুলে যেয়ে সে ভাবল, "কিন্তু আমি তো দোকানে যাইনি।" সে জানত যে তাকে যেতেই হবে।

সে সেখানে যাবার সংকীর্ণ পথ ধরে হাঁটতে লাগল। সেই পথের এখন অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে এটাকে একটা সংকীর্ণ রেখার মতো দেখাচ্ছিল, তাকে ঘাস মাড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছিল। ইটের তৈরি নিচু বিল্ডিংটা থেকে কয়েক কদম দূরে সে থামল। এই সেই অশুভ দোকান, সে তার জীবদ্দশায় এটাকে দেখেছে, আবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও দেখছে। তবে দোকানটা ছিল ফাঁকা: সে ভিতরে ঢুকলে তাকগুলোতে কিছুই পাবে না, কাউন্টারের উপর পিঁপড়ারা লাল এবড়োথেবড়ো সুড়ঙ্গ তৈরি করছে, দেয়ালগুলো মাকড়সার জালের চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু দোকানটা তখনও সেখানে ছিল। হঠাৎ এক প্রবল ঘৃণায় সে দরজায় দড়াম করে ধাক্কা দিল। দরজাটা দোল খেয়ে খুলে গেল। এখনও সেখানে দোকানের গন্ধ লেগে আছে: সেই স্যাঁতস্যাঁতে, ঘন আর মিষ্টি গন্ধ তাকে ঘিরে ধরল। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। এখানেই সে কাউন্টারের পিছনে তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন সে মালামাল পরিবেশন করছিল। ঐ কালো মানুষ মোজেজ এখানে দাঁড়িয়ে অলস, শাসানো ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। মেরি কেঁদে ফেলল, তারপর ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ঐ পথ ধরে দৌড়ে ফেরার সময় হোঁচট খেল সে। দরজাটা তখনও হালকাভাবে দোল খাচ্ছিল, তবে সে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসল না। তাহলে ঐ জায়গাতেই সে অপেক্ষা করছিল! ঐ ঘৃণিত দোকানটাতে ছাড়া অন্য কোথায়ই বা সে লুকিয়ে থাকবে? সে আবার ঐ কুঁড়েতে ফিরে গেল। যুবকটা সেখানেই ছিল, সে তার দিকে দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাকাল, মেরি যে বইগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল সে সেগুলো

BanglaBook.org

গুছিয়ে আবার সুটকেসে ভরছিল। না, সে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। মেরি অসুস্থ আর হতাশ বোধ করে ধপ করে বিছানার উপর বসে পড়ল। তার কোনো মুক্তি নেই, একটা পরিণতির দিকে তাকে যেতেই হবে।

যুবকটার সেই অসুখী ও বিভ্রান্তিকর মুখ দেখে তার মনে হলো এগুলো সে নিজেই অনেক আগে থেকে সহ্য করে আসছে। সে অতীতের স্মৃতি হাতড়িয়ে বেড়াতে লাগল। হ্যাঁ, অনেক দিন আগে আরেকটা যুবককে তার ভালো লেগেছিল, যে খামারে থাকত। মেরি তখন খুব দুশ্চিন্তায় থাকত, কী করতে হবে সেটা বুঝতে পারত না। তার মনে হয়েছিল যে ঐ যুবককে বিয়ে করলে সে বাঁচবে। তারপর শেষে যখন সে বুঝেছিল যে তার কোনো মুক্তি নেই এবং যতদিন জীবন থাকবে তাকে খামারেই থাকতে হবে, তখন তার মধ্যে এই শূন্যতাবোধ কাজ করেছিল। কাজেই এমনকি তার মৃত্যুর মধ্যেও নতুন কিছু নেই, সবই তার আগেই জানা ছিল, এমনকি তার অসহায়ত্বের অনুভূতিটুকু পর্যন্ত।

সে উঠে দাঁড়াল এক অদ্ভুত মানানসই গাম্ভীর্য নিয়ে, এমন এক গাম্ভীর্য যেটা টনিকে বাকশক্তিহীন করে ফেলল, কারণ যে নিরাপত্তার ইঙ্গিতবাহী করুণা নিয়ে সে তার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল সেটা তখন অপ্রয়োজনীয় মনে হলো। সে ভাবল যে সে তার পথে একাই হাঁটবে। এই শিক্ষাটাই তার পাবার দরকার ছিল। সে যদি এই শিক্ষা অনেক আগেই পেত, তাহলে আজ আর তাকে এখানে থাকতে হতো না, যেখানে দায়িত্ব নিতে অক্ষম এক মানব সন্তানের উপর দুর্বলভাবে নির্ভর করে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতারিত হতে হলো।

"মিসেস টারনার," যুবকটি অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি আমার সাথে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ করতে চান?"

"আমি চাইছিলাম, কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই: আপনি সে না "

মেরি তার সাথে এটা নিয়ে আলাপ করতে পারল না। সে মাথা ঘুরিয়ে সন্ধ্যার আকাশটা দেখল, সেখানে দ্রুত ম্লান হয়ে যেতে থাকা নীলের মাঝে গোলাপি মেঘের লম্বা লেজ ভেসে ছিল। "কী সুন্দর সন্ধ্যা," সে রীতিমাফিক বলল।

"হ্যাঁ মিসেস টারনার, আমি আপনার স্বামীর সাথে কথা বলছিলাম।"

"আপনি বলেছেন?" সে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"আমরা ভেবেছি . আমি পরামর্শ দিয়েছি যে আগামীকাল আপনারা যখন শহরে থাকবেন, তখন আপনি একজন ডাক্তার দেখাতে পারেন। আপনি অসুস্থ, মিসেস টারনার।"

BanglaBook.org

"অনেক বছর ধরেই আমি অসুস্থ," সে তিক্তভাবে বলল। "আমার ভিতরে কোথাও। ভিতরে। ঠিক অসুস্থ না, বুঝেছেন? ভিতরে কোথাও একটা সমস্যা আছে।" সে তার দিকে মাথা নাড়িয়ে দোরগোড়ায় পা রাখল। তারপর সে আবার ঘুরে দাঁড়াল। "সে এদিকে আছে," সে সংগোপনে ফিসফিস করে উঠল, "ওটার ভিতরে।" মাথা নাড়িয়ে সে দোকানের দিকে ইঙ্গিত করল।

"লোকটা কি সে-ই নাকি?" যুবকটা কর্তব্যনিষ্ঠভাবে জিজ্ঞাসা করল, সে তাকে খোশমেজাজে রাখার চেষ্টা করছিল।

ঘরের ভিতর চলে গেল মেরি, যাবার সময় ইটের এই ছোট্ট বিল্ডিংটার চারপাশ ভাসাভাসাভাবে দেখল আর ভাবল এটা অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যে পথে সে এখন হাঁটছে সেখানে পায়ের নীচে তপ্ত ধুলাবালি ছড়িয়ে রয়েছে। এখানেও গাছ আর ঘাসের ভিতর দিয়ে ছোটো ছোটো প্রাণীরা গর্বভরে যাতায়াত করবে।

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেই নিজের মৃত্যুর দীর্ঘ রাতের মুখোমুখি হলো সে। ইচ্ছাশক্তি এবং কষ্ট সহ্য করতে পারার অহংকার নিয়ে সে পুরাতন সোফার উপর বসে পড়ল, যেটা জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে তার নিজের শরীরের অবয়ব পেয়েছিল, তারপর হাতদু'টো ভাঁজ করে জানালার দিকে তাকিয়ে অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারল যে ডিক টেবিলের সামনে একটা আলোকিত বাতির নীচে বসে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"তুমি কি জিনিসপত্র গোছানো শেষ করেছ?" সে জিজ্ঞাসা করল। "আগামীকাল সকালের মধ্যে আমাদেরকে যেতেই হবে।"

সে হাসতে শুরু করল। "আগামীকাল!" সে বলল। সে অট্টহাসি দিয়ে উঠল, সে যখন ডিককে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাত দিয়ে বাইরে চলে যেতে দেখল, তখন হাসিটা থামল। বেশ হয়েছে, এখন সে একা।

কিন্তু পরে সে দেখল দুইজন ব্যক্তি থালা এবং খাবার হাতে প্রবেশ করল, তারা তার বিপরীত দিকে বসে খেতে শুরু করল। তারা তাকে এক কাপ তরল কিছু দিতে গেল কিন্তু সে অধৈর্যের সাথে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে তাদের চলে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এটা খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা তো যায় না মনে হলো তারা তার জন্যই সেখানে স্থির বসে আছে। সে বেপরোয়াভাবে বাইরে বেরিয়ে আসার সময় তার হাত দরজার প্রান্ত স্পর্শ করল। তাপমাত্রা কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, অদৃশ্য অন্ধকার আকাশটা হেলে পড়ে ঘরটার উপর ভর দিয়ে ছিল। তার পিছন

BanglaBook.org

দিক থেকে ডিকের গলা শুনতে পেল, সে বৃষ্টি নিয়ে কিছু একটা বলছে। মেরি স্বগতোক্তি করল, "আমি মরে যাবার পরে বৃষ্টি হবে।"

"বিছানায় যাবে না?" অবশেষে ডিক দোরগোড়া থেকে প্রশ্নটা করল।

এই প্রশ্নের সাথে যেন মেরির কোনো সম্পর্ক ছিল না, সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, সে জানত তাকে সেখানে থেকেই অপেক্ষা করতে হবে, অন্ধকারের ভিতরে নড়াচড়া খেয়াল রাখতে হবে।

"বিছানায় আস, মেরি!" সে দেখল যে তাকে প্রথমে বিছানাতেই যেতে হবে, কারণ সেটা না করলে তারা তাকে একা রেখে যাবে না। একটা মেশিনের মতো সে সামনের কামরার বাতি নেভাল, তারপর পিছনের দরজা বন্ধ করতে গেল। পিছনের দরজা বন্ধ করাটা তার কাছে অত্যাবশ্যক মনে হয়েছিল, কারণ সে ভাবছিল তাকে পিছনের দিকটা নিরাপদ রাখতে হবে, আঘাতটা অবশ্যই সামনে থেকে আসতে হবে। পিছনের দরজার বাইরে মোজেজ তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। মনে হলো যেন সে আকাশের তারাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল। মেরি সাহস হারিয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে আসল, তারপর সে দরজাটা বন্ধ করল।

"সে বাইরে আছে," শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে সে ডিকের কাছে মন্তব্য করল, যেন এটাই একমাত্র প্রত্যাশিত ছিল।

"সে কে?"

মেরি উত্তর দিল না। ডিক উঠে বাইরে গেল, মেরি তার চলাফেরার শব্দ শুনতে পেল এবং তার বহন করা হ্যারিকেন বাতির দোদুল্যমান আলোকরশ্মি দেখতে পেল। ফিরে এসে ডিক বলল, "সেখানে কিছু নেই, মেরি।" সে সম্মতিতে মাথা নাড়ল, তারপর আবার দরজা বন্ধ করতে গেল। তখন রাতের আয়তক্ষেত্রটা ছিল ফাঁকা, মোজেজ সেখানে ছিল না। মোজেজ হয়ত বাসার সামনের ঝোপঝাড়ের মধ্যে থাকতে পারে এবং তার সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে, মেরি ভাবল। সে শোবার ঘরে ফিরে এসে মেঝের মাঝখানটায় দাঁড়াল। কীভাবে যে নড়াচড়া করতে হবে, সে হয়ত সেটাও ভুলে গিয়েছিল।

"তুমি কি পোশাক খুলবে না?" শেষে ডিক তার নিরাশ ও ধৈর্যশীল কণ্ঠে বলল।

মেরি বাধ্যগতের মতো পোশাক খুলে বিছানায় যেয়ে শুয়ে পড়ল, সতর্কতার সাথে জেগে থেকে কান খাড়া করে রাখল সে। সে অনুভব করল তাকে স্পর্শ করার জন্য ডিক একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, আর তখন সে অসাড় হয়ে শুয়ে

BanglaBook.org

থাকল। কিন্তু ডিক তখন তার কাছ থেকে যোজন যোজন দূরে, তার কাছে সে কোনো গুরুত্ববহন করে না, সে ছিল পুরু কাঁচের দেয়ালের অপর পাশে অবস্থান করা কোনো ব্যক্তির মতো।

"মেরি?"

সে নীরব থাকল।

"মেরি, আমার কথা শোনো। তুমি অসুস্থ। তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিতেই হবে।"

মেরির কাছে মনে হলো ঐ ইংরেজ যুবক কথা বলছে। ঐ যুবকের কাছ থেকেই তাকে নিয়ে এই উদ্বিগ্নতার, তার ভিতরে সরলচিত্তের উপস্থিতি সম্পর্কে এই বিশ্বাসের, আর তার এই দোষমুক্তির শুরু।

"অবশ্যই আমি অসুস্থ," ঐ ইংরেজকে উদ্দেশ্য করে সে বলল। "আমার স্মরণকাল থেকে আমি অসুস্থ আছি। আমার রোগ এখানে। হঠাৎ বিছানার উপর সোজা হয়ে বসে সে তার বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। কিন্তু তার হাত পড়ে গেল, সে ঐ ইংরেজ যুবকের কথা ভুলে গেল, সেখানে ডিকের কথা তার কানে বাজল দূর উপত্যকা থেকে ভেসে আসা প্রতিধ্বনির মতো। সে তখন বাইরের রাতের শব্দ শুনছিল। যে আতংক আসবেই বলে সে জেনে এসেছিল, সেটা তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করল। একবার সে শুয়ে পড়ে বালিশের অন্ধকারের ভিতরে মুখ চেপে ধরল; কিন্তু তার চোখ তো আলো দ্বারা আলোকিত ছিল এবং সেই আলোর পাশেই সে একটা অপেক্ষারত অন্ধকার অবয়ব দেখতে পেল। সে আবার উঠে বসে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। সে এই কামরাটায় ঠিক তার পাশেই ছিল! কিন্তু কামরাটাতো ফাঁকা। সেখানে কিছুই ছিল না। সে একটা বজ্রপাতের শব্দ শুনতে পেল, আর আগেও যেমন অনেকবার দেখেছে, তখনও সে অন্ধকার দেয়ালে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখতে পেল। তার মনে হলো যেন রাত চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরছিল এবং তাপে গলতে গলতে ছোট্ট ঘরটা মোমবাতির মতো হেলে পড়ছিল। সে ধসে পড়ার শব্দ শুনতে পেল, উপরে লৌহখণ্ডের অস্থির নড়াচড়ার শব্দ, তখন তার মনে হলো ছাদের উপরে মনুষ্যজাতীয় মাকড়সার মতো এক বিশাল কালো দেহ হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করছিল এবং ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিল। সে ছিল একা ও অরক্ষিত। সে বন্দি ছিল একটা ছোটো কালো বাক্সের ভিতরে যার দেয়ালগুলো তার দিকে চেপে আসছিল, আর ছাদ নীচের দিকে ঠাসা দিচ্ছিল। একটা ফাঁদের ভিতরে কোণঠাসা ও অসহায় অবস্থায় ছিল সে। কিন্তু তাকে তো বাইরে বেরিয়ে এসে তার সাথে দেখা করতে হবে। কিছুটা ভয় আর কিছুটা অভিজ্ঞতা দ্বারা তাড়িত হয়ে সে নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে

BanglaBook.org

পড়ল। খুব ধীরে, যেন সে নড়াচড়া করছেই না এমনভাবে সে পা দু'টো বিছানার প্রান্তে রাখল, তারপর মেঝের অন্ধকারের সমুদ্র তার মনে ভয় ধরিয়ে দিল, সে তখন কামরাটার মাঝখান বরাবর দৌড় দিল। সেখানে সে থামল। দেয়ালে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে সে আবার সামনের দিকে এগিয়ে গেল। একজন পলাতকের মতো সে পর্দার ভাঁজের ভিতরে যেয়ে দাঁড়াল, তখন সে শরীরে পর্দার লোমজাতীয় বস্তুর স্পর্শ অনুভব করল। সে ঝাঁকি মেরে সেগুলোকে সরিয়ে দিল, সামনের কামরার অন্ধকার, যেটা ছিল অসংখ্য ভীতিকর মূর্তিতে ভরা, তার ভিতর দিয়ে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হলো সে। আবার পশুর লোমের স্পর্শ অনুভর করল সে, তবে এবার পায়ে। একটা বনবিড়ালের উপর দিয়ে ছুটে যাবার সময় এটার লম্বা ঢিলে-ঢালা থাবা তার পায়ে বাঁধল, ভয়ে তার কণ্ঠ দিয়ে তীক্ষ্ণ অথচ চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে আসল, তখন সে মাথা ঘুরিয়ে রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকাল, সেটা ছিল অন্ধকার ও তালাবদ্ধ। সে তখন বারান্দায় চলে এসেছে। পিছনের দিকে আসতে আসতে তার পিঠ দেয়ালে যেয়ে ঠেকল। সেখানে সে নিরাপদ বোধ করে দাঁড়িয়ে থাকল, সে জানত যে এভাবেই তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এভাবে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল। তার চোখ থেকে ভয়ের কুয়াশা দূর হয়ে গেল, বিদ্যুৎ চমকানোর আলোয় সে দেখতে পেল বারান্দায় খামারের দু'টো কুকুর মাথা উঁচু করে শুয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তিনটা চিকন পিলার এবং জেরানিয়াম গাছের স্থির মূর্তি, এর বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না, তবে যখন আবার বিদ্যুৎ চমকাল তখন মেঘ-ভরা আকাশের বিপরীতে গাছগুলোর ঠাসাঠাসি করা কাণ্ডগুলো দেখা গেল। মেরি ভাবল যে সে সেগুলোকে দেখা অবস্থায় তারা তার দিকে এগিয়ে আসছে, সে তখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে দেয়ালের সাথে পিঠ চেপে ধরল, তখন সে অনুভব করল অমসৃণ ইটের খোঁচা রাতের পোশাক ভেদ করে তার মাংসপেশিতে যেয়ে বিঁধছে। সে মাথা ঝাঁকাল, আর গাছেরা তখন থেমে যেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। তার মনে হলো যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মনোযোগ তাদের দিকে স্থির রাখতে পারবে, ততক্ষণ তারা তার দিকে এগিয়ে আসতে পারবে না। সে জানত যে তিনটা জিনিসের প্রতি তার মনোযোগ দিতেই হবে গাছপালার দিকে, যাতে তারা তার অসচেতনতার সুযোগে তার দিকে ছুটে আসতে না পারে, তার পাশের দরজার দিকে যেখান দিয়ে ডিক চলে আসতে পারে, এবং বিদ্যুতের চমকানির দিকে যেটা দৌড় দিয়ে নাচতে নাচতে ঝড়ো মেঘের সারিগুলোকে আলোকিত করে তুলছিল। মেঝের অমসৃণ ও হালকা গরম ইটের উপরে পা শক্ত করে চেপে ধরা অবস্থায় এবং পিঠ দেয়ালের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় সে গুটিসুটি মেরে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, তখন তার সবগুলো ইন্দ্রীয় ছিল টান টান, ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছিল সে।

BanglaBook.org

তারপর সে গাছগুলোকে কাঁপিয়ে দেয়া বজ্রপাতের হুংকার শুনতে পেল, আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল, সে দেখতে পেল একটা মানুষের অবয়ব অন্ধকার থেকে বেরিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে, নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠল সে, তখন কুকুরেরা সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে দেখছিল এবং সম্ভাষণ জানাতে তাদের লেজ নাড়ছিল। মোজেজ থামল দুই গজ দূরে, মেরি তার বিশাল কাঁধ, তার মাথার আকৃতি এবং চোখের ঝিলিক দেখতে পাচ্ছিল। তাকে দেখার সাথে সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে মেরির আবেগ বদলে যেয়ে তার মধ্যে অদ্ভুত এক অপরাধবোধ তৈরি হলো, কিন্তু সেটা মোজেজের প্রতি, যার সাথে সে ঐ ইংরেজ যুবকের কথা শুনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার মনে হলো সে এগিয়ে যেয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করে আবেদন করলেই আতংকটা অপসৃত হয়ে যাবে। কথা বলার জন্য সে মুখ খুলল আর সেই অবস্থাতেই সে দেখল মোজেজ হাতে লম্বা ও বাঁকা কিছু একটা ধরে সেটা মাথার উপরে তুলে রেখেছে, তখন সে বুঝল অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার সকল অতীত ছিটকে পড়ল, আবেদন করার জন্য তার খোলা মুখ থেকে তীব্র আর্ত-চিৎকার বের হয়ে আসতে শুরু করল, যেটা আবার তার দুই চোয়ালের ভিতরে প্রবেশ করানো একটা কালো হাতের গোঁজ দ্বারা থেমে গেল। কিন্তু তার পাকস্থলীতে চিৎকারটা চলতেই থেকে তার শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলছিল, তাকে বাধা দেবার জন্য সে তার হাতদু'টো নখরের মতো করে তুলল। তখনই ঝোপঝাড়েরা প্রতিশোধ নিল: এটাই তার শেষ চিন্তা ছিল। গাছেরা পশুদের মতো ছুটে আসল আর তাদের আগমনের ধ্বনি ছিল বজ্রপাত। অবশেষে যখন মস্তিষ্কটা হাল ছেড়ে দিয়ে আতংকের ধ্বংসাবশেষের মাঝে ধসে পড়ছিল, যে বিশাল হাত দিয়ে তার মাথাটা দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরে রাখা ছিল, সেটার উপর দিয়ে সে দেখল অপর হাতটা নেমে আসছে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ ধসে পড়ল, অন্ধকার থেকে বিদ্যুৎ লাফ দিয়ে ছুটে আসল, এবং লৌহদণ্ডটা তীব্রবেগে নীচে নেমে আসল।

মোজেজ তাকে ছেড়ে দিল, এবং দেখল সে মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল। মাথার উপরের লোহায় ঢাক পেটানোর মতো ভারী শব্দে সে আশপাশের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হলো, সে তখন চমকে উঠল, শরীরটা টান টান করে ধরে মাথা এদিক-ওদিক করে নাড়তে লাগল। কুকুরেরা তার পায়ের কাছে গরগর করতে লাগল, কিন্তু তখনও তারা লেজ নাড়ছিল: এই মানুষটা তাদেরকে খাবার দিত ও দেখেশুনে রাখত, আর মেরি তাদেরকে অপছন্দ করত। মোজেজ তার হাতের তালু তাদের মুখে রেখে মৃদু ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে সরিয়ে দিল, তারা তখন দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল এবং বিভ্রান্তি নিয়ে মৃদু স্বরে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল।

BanglaBook.org

বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল: বড়ো বড়ো পানির ফোঁটা মোজেজের পিঠে এসে পড়ছিল, তখন তার শরীর শিরশির করে উঠছিল। আরেকটা ফোঁটা পড়ার শব্দে সে সচকিত হয়ে তার হাতে ধরা ধাতুখণ্ডের দিকে দৃষ্টি দিল, যেটা সে ঝোপের ভিতর থেকে সংগ্রহ করেছিল, ঘষামাজা ও ধারালো করার জন্য সারাটাদিন ব্যয় করেছিল সে। সেটার থেকে এক ফোঁটা রক্ত মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল, তখন তার পরের কাজগুলোর মধ্য দিয়ে তার উদ্দেশ্যের এক অদ্ভুত বিভাজন ধরা পড়ল। প্রথমে সে হাতের অস্ত্রটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, যেন সে ভয় পেয়েছে; কিন্তু তারপরই সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে সেটা আবার হাতে তুলে নিল। সে এটাকে প্রবল বর্ষণে সিক্ত বারান্দার দেয়ালের উপর ধরে রাখল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার সরিয়ে নিল। চারপাশে তাকিয়ে সে ইতস্তত করতে লাগল। ধাতুটা তার বেল্টে গুঁজে রেখে হাতদু'টো বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে ফেলল, তারপর বৃষ্টির ভিতর দিয়ে তার কৃষ্ণাঙ্গ পাড়ার কুঁড়েতে যাবার প্রস্তুতি নিল, সে তখন দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত। এই মতলবটাও স্থায়ী হলো না। সে অস্ত্রটা বের করে সেটার দিকে তাকাল, তারপর এটাকে মেরির পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল, হঠাৎই সে নিস্পৃহ হয়ে গেল, কারণ একটা নতুন প্রয়োজন তখন তাকে আবিষ্ট করে রেখেছিল।

ডিক একটা পাতলা দেয়ালের ওপারেই ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু সে তার কাছে গুরুত্বহীন ছিল, কারণ সে পরাজিত হয়েছিল অনেক আগেই। মোজেজ বারান্দার দেয়ালের উপর ভর করে একটা লাফ দিয়ে সোজা বৃষ্টি-কাদার উপর এসে পা রাখল, বৃষ্টি তার ঘাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে ভিজিয়ে দিল। সে তখন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ইংরেজ যুবকের কুঁড়ের দিকে হাঁটা ধরল, তার হাঁটুর নীচ পর্যন্ত পানিতে ভিজে যাচ্ছিল। দরজায় উঁকি দিল সে। কোনো কিছু দেখা সম্ভব হলো না, তবে সে শুনতে পাচ্ছিল। নিজের নিশ্বাস বন্ধ করে সে খুব মনোযোগ দিয়ে বৃষ্টির শব্দের মধ্যেও ঐ ইংরেজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু সে কিছুই শুনতে পেল না। নিচু হয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সে নীরবে বিছানার পাশে গেল। তার শত্রু, যাকে সে বুদ্ধি দিয়ে পরাজিত করেছিল, সে তখন ঘুমাচ্ছিল। সে ঘৃণা নিয়ে বেরিয়ে আসল, আবার বাড়িটার দিকে হাঁটতে লাগল। মনে হলো সে ঘরটা পিছনে রেখে চলে যাবে, কিন্তু বারান্দার সোজাসুজি এসে সে থামল, দেয়ালে হাত ঠেকিয়ে ভিতরের দিকে তাকাল। সেখানে ছিল কালো অন্ধকার, এতই অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সে বিদ্যুতের ঝলকানির জন্য অপেক্ষা করল যাতে শেষবারের মতো সে দেখতে পারে এই ছোটো বাড়ি, বারান্দা, ইটের উপর পড়ে থাকা মেরির এলোমেলো দেহ এবং

BanglaBook.org

ঐ কুকুরদু'টো যারা তার চারপাশে অস্থিরভাবে ঘোরাফেরা করতে করতে তখনও দ্বিধা নিয়ে মৃদু ঘ্যানঘ্যান করছে। ভেজা সূর্যোদয়ের মতো আলোর একটা লম্বা ও ভেজা ঝলক আসল। এটাই ছিল তার বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্ত, এতটাই নির্ভুল ও পরিপূর্ণ মুহূর্ত যে তখুনি পালিয়ে যাবার চিন্তা তার মাথা থেকে দূর হয়ে গেল, সে নির্বিকার হয়ে গেল। অন্ধকার ফিরে আসলে দেয়াল থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে সে বৃষ্টির মধ্যে ধীর গতিতে হেঁটে ঝোপের দিকে চলে গেল। তার পূর্ণতাপ্রাপ্ত প্রতিশোধের সাথে আক্ষেপ, করুণা অথবা আহত হওয়া মানবিক আবেগের কোন্‌টা যোগ হয়েছিল সেটা বলা অসম্ভব। কারণ ঐ ভেজা ঝোপের ভিতর দিয়ে সম্ভবত কয়েক'শ গজ দূরে যাবার পরই সে থেমে ঘুরে দাঁড়াল এবং পিঁপড়ার ঢিবির উপরের একটা গাছের সাথে হেলান দিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অনুসরণকারীরা তাকে ধরতে সেখানে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সেখানেই অবস্থান করবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাদটীকা

আফ্রিকানার্স্ঃ আফ্রিকানার্স্‌রা হলো দক্ষিণ আফ্রিকার একটি শ্বেত জাতিগোষ্ঠী যাদের উৎপত্তি মূলত সতেরো ও আঠারো শতাব্দীতে ডাচ্‌ বসতিস্থাপনকারীদের থেকে। পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংল্যান্ডের দখলে আসলে ইংরেজদের সাথে এদের একটা পার্থক্য গড়ে ওঠে।

সূর্যাস্তের ড্রিংক পার্টি: একটা সামাজিক অনুষ্ঠান, যেখানে সূর্যাস্তের সময় সবাই এক হয়ে নাচ-গান করে এবং অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করে।

নেটিভ কমিশনারঃ একটা জেলার প্রশাসনিক প্রধান।

লবেঙ্গুলাঃ লবেঙ্গুলা খুমালো (১৮৪৫-১৮৯৪) দক্ষিণ আফ্রিকার মোটাবেল জাতিগোষ্ঠীর দ্বিতীয় ও শেষ রাজা ছিলেন।

পাবলিক স্কুলঃ ইংলিশ পাবলিক স্কুল সাধারণত আবাসিক বিদ্যালয় ছিল, যেগুলোতে ফি দিয়ে লেখাপড়া করতে হতো। কাগজে কলমে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকলেও এই ধরনের বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত শাসক শ্রেণির লোকজনের ছেলেমেয়েরাই লেখাপড়া করত, বিশেষত যাদের বাবা-মা চাকরিসূত্রে বিভিন্ন উপনিবেশে বসতি গড়েছিল।

ডেইগোঃ ল্যাটিন বংশোদ্ভূত কোনো ব্যক্তি। বিশেষত স্প্যানিশ অথবা পর্তুগিজ বংশোদ্ভূতদেরকে বোঝাতে শব্দটা ব্যবহৃত হয়।

স্বর্ণযুগঃ স্বর্ণযুগ বলতে পুরাণে বর্ণিত একটা অতীত সময়ের কথা বুঝানো হয়, যখন পৃথিবীটা ছিল শান্তিময়, মানুষের কোনো কিছুর অভাব ছিল না এবং সবাই নিরাপদে বাস করতে পারত।

জোনাহঃ বাইবেলে বর্ণিত এক মহামানব যার জীবনে একের পর এক দুর্ভাগ্য তাড়া করেছিল।

BanglaBook.org

স্পেশাল লাইসেন্স: বিশেষ লাইসেন্স অনুসারে বিয়ে করলে নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় এবং সময়ে বিয়ে করা যায়।

স্কোন: এক প্রকারের কেক বিশেষ।

জেরানিয়াম: এক ধরনের ফুলের গাছ। যেখানে রংবেরঙের ফুল ধরে।

রোড্‌জ: সেসিল রোডজ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ কলোনির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বপ্নচারী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী, তাঁর একমাত্র স্বপ্নই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী ও বর্ধিত করা।

ক্রুগার: পল ক্রুগার ছিলেন একজন জোতদার, সৈনিক ও রাষ্ট্রনায়ক, যিনি আফ্রিকানার্স জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

পোয়েনসেটিয়া: এক প্রজাতির ফুল যার অনেক সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক মূল্য রয়েছে। লাল ও সবুজ পাপড়ির এই ফুল খ্রিষ্টানদের বড়োদিনে ব্যবহার করা হয়।

কিচেন কাফির: দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষত খনি এলাকায় প্রচলিত দু'টো ভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ভাবপ্রকাশের জন্য এক প্রকার উপভাষা বিশেষ যার উপাদান নেয়া হয়েছিল ইংরেজি ও আফ্রিকান ভাষা থেকে।

ডোয়েক: মাথা ঢাকার জন্য এক প্রকারের কাপড় যেটা দক্ষিণ আফ্রিকার বিবাহিত মহিলারা পরিধান করত।

ভেল্টস্কুন: একপ্রকারের ভারী জুতা।

কোয়েকিজ: এক ধরনের ছোটো আকৃতির ব্রেড যার মধ্যে চকোলেট ভরা থাকে।

বিলটং: খোলা বাতাসে শুকানো মাংসের পাতলা টুকরো যেটা দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবহৃত হয়।

ইউফরবিয়া: এক ধরনের ফুলের গাছবিশেষ।

এল-ডোরাডো: এল-ডোরাডো বলতে উপাখ্যানের একটা গল্প বুঝায় যেখানে প্রচুর সোনা ও মূল্যবান পাথর সমৃদ্ধ একটা স্থানের কথা বলা হয়েছে।

বৃটিশ মুদ্রা ব্যবস্থা: বৃটিশ মুদ্রা ব্যবস্থার পুরাতন পদ্ধতি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। সেই ব্যবস্থা অনুসারে পেনি অথবা পেন্স্‌ ছিল ন্যূনতম মুদ্রামানের একটা ইউনিট। 'সিক্সপেন্স' ছিল ছয়পেন্সের রৌপমুদ্রা। বারো পেন্সে হতো এক শিলিং। দুই শিলিং এবং ছয় পেন্স মিলিয়ে ছিল একটা হাফ ক্রাউনের মুদ্রা। বিশ শিলিংয়ে হতো এক পাউন্ড।

BanglaBook.org

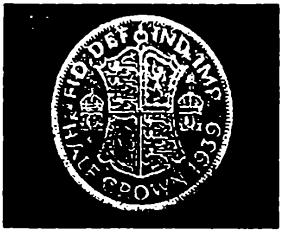

সান-স্ট্রোক : সূর্যের অতিরিক্ত তাপ সহ্য করতে না পেরে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে সেটাকে সান-স্ট্রোক বলে।

ওল্ড প্রেস গ্যাং এক সময়ে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজের নাবিকের চাহিদা পূরণের জন্য জোর করে মানুষ ধরে নিয়ে যাওয়া হতো। এটাকে ওল্ড প্রেস গ্যাং বলে। (http://en.wikipedia.org/wiki/Impressment)|

কনভেইয়র বেল্ট : ঘূর্ণনরত যে বেল্টের মাধ্যমে ভারী মালামাল স্থানান্তর করা হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সহায়ক গ্রন্থাবলি ও অনুবাদ সাহিত্য

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. **ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস**
ডঃ শীতল ঘোষ

২. **ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস**
ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

৩. **চিরায়ত পুরাণ**
খোন্দকার আশরাফ হোসেন

৪. **উত্তরাধুনিক সাহিত্য ও সমালোচনা তত্ত্ব**
রাশিদ আসকারী

৫. **গ্রিসের অমর পৌরাণিক কাহিনী**
আহসানুল হক

৬. **অণুবীক্ষণ: শিক্ষা সাহিত্য সমাজ**
আমানুল্লাহ আহমদ

৭. **উইলিয়াম শেক্সপিয়র**
অনুবাদ-কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ

৮. **প্লেটোর সাহিত্য দর্শন**
অনুবাদ-কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ

৯. **সেনোবিয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও হিমেনেথ এবং অন্যান্য বিবেচনা**
অনুবাদ-ডঃ শিরীন আখতার

১০. **তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা**
মোঃ আব্দুল আজিজ

১১. **ও লেভেল বাংলা ভাষা-পরিচয়**
দেবব্রত চক্রবর্তী

১২. **গল্পগুচ্ছ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

১৩. **নির্বাচিত ইংরেজি রোমান্টিক কবিতা**
অনুবাদ-জয়নুল আবেদীন, খুররম হোসাইন

১৪. **রাষ্ট্রতত্ত্ব পরিচয়**-মোঃ আব্দুস সালাম

অনুবাদ সাহিত্য :

১. **আ টেইল অভ টু সিটিজ-চার্লস ডিকেন্স**
অনুবাদ-তানিয়া তাহমিনা

২. **দি স্প্যানিশ ট্রাজেডী-টমাস কীড**
অনুবাদ-খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ

৩. **দি ডাচেস অভ মালফি-জন ওয়েবস্টার**
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

৪. **সানস অ্যান্ড লাভারস-ডি. এইচ. লরেন্স**
অনুবাদ-অসিত সরকার

৫. **ডক্টর ফস্টাস-ক্রিস্টোফার মার্লো**
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

৬. **লুক ব্যাক ইন এ্যাংগার-জন অসবর্ণ**
অনুবাদ-মোঃ নাজিম উদ্দিন

৭. **হার্ট অব ডার্কনেস-জোসেফ কনরাড**
অনুবাদ-জীবিতেষ চন্দ্র বিশ্বাস

৮. **দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস-জন বানিয়ান**
অনুবাদ-জীবিতেষ চন্দ্র বিশ্বাস

৯. **সীজ দ্য ডেই-সল বেলো**
অনুবাদ-জীবিতেষ চন্দ্র বিশ্বাস

১০. **প্রাইড এ্যান্ড প্রেজুডিস-জেন অস্টেন**
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

১১. **নির্বাচিত ইয়েটস**
অনুবাদ-সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

১২. **রাইডার্স টু দ্য সী-জন মিলিংটন সিঙ**
অনুবাদ ও সম্পাদনা-আহমেদ আহসানুজ্জামান

১৩. **এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া-ই.এম. ফরস্টার**
অনুবাদ-রবিশেখর সেনগুপ্ত

১৪. **আরিস্টটলের পোয়েটিকস্**
ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

১৫. **এক সপ্তাহে সফল সৃজনশীলতা-গ্যারেথ লুইস**
অনুবাদ-মোঃ মামুনুর রহমান

১৬. **ম্যাকবেথ-উইলিয়াম শেকসপিয়ার**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

১৭. **টেস অভ দা ডারবারভিলস-টমাস হার্ডি**
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

১৮. **গালিভারের ভ্রমণ কথা-জোনাথন সুইফট**
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

১৯. প'ড়ো জমি-টি এস এলিয়ট
অনুবাদ-সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

২০. ভলপোনি-বেন জনসন
অনুবাদ-তানিয়া তাহমিনা

২১. ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান-জর্জ বার্নার্ড শ
অনুবাদ-মোঃ বিল্লাল হোসেন

২২. সাইলাস মারনার-জর্জ এলিয়ট
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

২৩. ডেথ অফ এ সেলসম্যান-আর্থার মিলার
অনুবাদ-ফতেহ লোহানী

২৪. দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি-আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
অনুবাদ-ফতেহ লোহানী

২৫. থিংস ফল অ্যাপার্ট-চিনুয়া আচেবে
অনুবাদ-সামিয়া রুবাইয়াত হোসেন

২৭. এ্যানিমাল ফার্ম-জর্জ অরওয়েল
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

২৮. রবিনসন ক্রুশো-ড্যানিয়েল ডিফো
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

২৯. গ্রেট এক্সপেকটেশনস-চার্লস ডিকেন্স
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৩০. জেন আয়ার-শার্লোট ব্রনটি
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৩১. জোসেফ অ্যান্ড্রুজ-হেনরী ফিল্ডিং
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

৩২. স্পিচ অন দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া বিল-এডমান্ড বার্ক
অনুবাদ-খন্দকার মেহবুব আলম

৩৩. এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস-আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
অনুবাদ-অধীর দাস

৩৪. দি ওয়ে অভ দি ওয়ার্ল্ড- উইলিয়াম কনগ্রিভ
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

৩৫. নির্বাচিত মার্কিন কবিতা ছোটগল্প ও প্রবন্ধ
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৩৬. দি হেয়ারি এপ-ইউজিন ও'নীল
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৩৭. ওয়েটিং ফর গডো-স্যামুয়েল বেকেট
অনুবাদ-কবীর চৌধুরী

৩৮. ডিজায়ার আন্ডার দি এলমস-ইউজিন ও'নীল
অনুবাদ- কবীর চৌধুরী

৩৯. চিড়িয়াখানার গল্প ও অন্যান্য চারটি নাটক
অনুবাদ-কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ

৪০. ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ড-অলডাস হাক্সলি
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৪১. লর্ড অব দি ফ্লাইজ-উইলিয়াম গোল্ডিং
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

৪২. টুয়েলফথ নাইট- উইলিয়াম শেকসপিয়ার
অনুবাদ- খুররম হোসাইন

৪৩. এ মিডসামার নাইটস ড্রিম-উইলিয়াম শেক্সপিয়র
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৪৪. এ্যারিওপ্যাজিটিকা-জন মিল্টন
ভাষান্তর-ড. বুহুল আমীন

৪৫. কাননিকা-এস এম আমানুল্লাহ

৪৬. ফোর কোয়ার্টেটস-টি.এস.এলিয়ট (কাব্য চতুষদয়)
অনুবাদ-এস এম আমানুল্লাহ

৪৭. বিলেতের গল্প-বদরে আলম খান

৪৮. ক্যান্টারবারি টেলস অ্যান্ড নানস প্রিস্ট টেলস-জিউফ্রে চসার
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৪৯. পাঁচ মিনিটের জীবনী-ডেইল কার্নেগি
অনুবাদ-কাজী মো. সিদ্দিকুর রহমান

৫০. বিখ্যাত ব্যক্তিদের অখ্যাত কাহিনি-ডেইল কার্নেগি
অনুবাদ-কাজী মো. সিদ্দিকুর রহমান

৫১. আগামেমনন-এস্কাইলাস
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৫২. কিং ইডিপাস-সফোক্লিস
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৫৩. দি ফ্রগস-অ্যারিস্টোফেনেস
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৫৪. **দ্য ইলিয়াড-হোমার**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৫৫. **বেকনের নির্বাচিত প্রবন্ধ**
অনুবাদ-শরীফ আতিক-উজ জামান

৫৬. **হ্যামলেট-উইলিয়াম শেকসপিয়ার**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৫৭. **কিং লিয়ার-উইলিয়াম শেকসপিয়ার**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৫৮. **প্রেফিস টু লিরিক্যাল ব্যালাডস-উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ**
বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া-এস টি কোলরিজ
অনুবাদ-জহুরুল ইসলাম

৫৯. **দি টেম্পেস্ট-উইলিয়াম শেকসপিয়ার**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৬০. **ওথেলো-উইলিয়াম শেকসপিয়ার**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৬১. **আন্তিগোনে-সফোক্লিস**
অনুবাদ-আহমেদ রেজা

৬২. **দ্য ব্লুয়েস্ট আই-টনি মরিসন**
অনুবাদ-শরীফ আতিক-উজ-জামান

৬৩. **দি রেপ অব দি লক-আলেকজাণ্ডার পোপ**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৬৪. **অ্যাজ ইউ লাইক ইট-উইলিয়াম শেকসপিয়র**
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

৬৫. **স্কারলেট লেটার-নাথানিয়েল হথর্ন**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৬৬. **নির্বাচিত ইংরেজি কবিতা**
অনুবাদ-জয়নুল আবেদীন

৬৭. **ওরুনৌকো-আফ্রা বেন**
ভাষান্তর-ড. রুহুল আমীন

৬৮. **দি লাইফ অব কাউলে-স্যামুয়েল জনসন**
ভাষান্তর-ড. রুহুল আমীন

৬৯. **দ্য ঈনিড-ভার্জিল**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৭০. **মিডিয়া-ইউরিপিডিস**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৭১. **ফেইড্রা-সেনেকা**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৭২. **দ্য হিস্ট্রি অভ রাসেলাস**
প্রিন্স অভ আবিসিনিয়া-স্যামুয়েল জনস
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৭৩. **দ্যা রিটার্ন অভ দ্যা নেটিভ-থমাস হার্ডি**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৭৪. **ওয়াদারিং হাইটস-ইমিলি ব্রন্টি**
অনুবাদ-খুররম হোসাইন

৭৫. **বাংলা-ইংরেজি প্রবাদ**
দীপক কুমার কর্মকার

৭৬. **শি স্টুপস টু কনকার-অলিভার গোল্ডস্মীথ**
অনুবাদ-সামিয়া রুবাইয়াত হোসেইন

৭৭. **বেউলফ**
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়

৭৮. **ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পাঁচটি বিখ্যাত নাটক**
অনুবাদ-তুহিন কুমার মুখোপাধ্যায়, খুররম হোসাইন, তানিয়া তাহমিনা

৭৯. **আরিস্টটলের পোয়েটিকস ও চারটি বিখ্যাত নাটক**
অনুবাদ-সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, খুররম হোসাইন, আব্দুর কাদেরী

৮০. **নির্বাচিত ইংরেজি কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটো গল্প ও উপন্যাস**
অনুবাদ-সিদ্দিকুর রহমান, রুহুল আমীন, তুহিন কুমার, আশরাফুল ইসলাম

৮১. **পাশ্চাত্য পুরাণ : অভিধান**
কাজী কাইয়ুম শিশির

৮২. **মিসেস ড্যালোওয়ে-ভার্জিনিয়া উলফ**
অনুবাদ-ড. রুহুল আমীন

৮৩. **দি সান অলসো রাইজেজ-আর্নেস্ট হেমিংওয়ে**
অনুবাদ-ইফতেখার আমিন

৮৪. **দি ইম্পর্টেন্স অব বীইং আর্নেস্ট-অস্কার ওয়াইল্ড**
অনুবাদ-আব্দুর কাদেরী

৮৫. **দি কেয়ারটেকার- হ্যারল্ড পিন্টার**
অনুবাদ-ড. রুহুল আমীন